'রত্নপিটক গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ২।

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ বিরচিত

দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক।

(বাক্যসুধা)

গ্রন্থকার শিষ্য—

শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা

সম্বলিত

(জ্ঞানমার্গে সমাধি-সাধনা।)

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রবর্ত্তক ও প্রকাশক—শ্রীবিপিনচন্দ্র মল্লিক।

যিনি পূর্ব্বাশ্রমে " মগনীরাম ব্রহ্মচারী " নামে পরিচিত ছিলেন,
পরে বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নামান্তরগ্রহণ পর্য্যন্ত
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা।

ত্বৎসান্নিধ্যে নিখিলরজসাং যা তিরোধাপয়িত্রী,
শান্তির্নিদ্রা শ্লথশিশুকরাৎ কন্দুকং মুঞ্চতীব।
হৃত্বা চিত্তাণ্ডববিলসিতং তে হৃদিস্থং সমাধিং,
প্রাদিক্ষম্মে পতিমিব নিজং ত্বৎস্পৃহাং বর্দ্ধয়ন্তী॥

আস্যে তেঽস্মিন্নদাম্মে সকৃদপিচরমং দর্শনং তে সমাধিঃ
প্রাহূতস্তে ত্রিরুচ্চৈঃ প্রণবঘনরবৈ রর্জ্জুনস্যোপদিষ্টৈঃ।
প্রাক্কর্ম্ম প্রাতিকূল্যান্মম যদি রণগো নৈষ তর্হিপ্রযাচে,
প্রাণপ্রস্থানকালে বিলসতু হৃদয়জ্যোতিষা মূর্ত্তিরেষা॥

ইত্যনুবাদকস্য।

(অনুবাদ পর পৃষ্ঠায়।)

তোমার সন্নিধানে যে শান্তি সকল প্রকার রজোগুণকেই তিরোহিত করিত, সেই শান্তি, বালকের শিথিল হস্ত হইতে, নিদ্রা যেমন ক্রীড়াকন্দুক হরণ করে, সেইরূপ, আমার চিত্ত হইতে সংসারবিলাস কাড়িয়া লইয়া, তোমার হৃদয়স্থিত সমাধিকে নিজপতির ন্যায় (ইঙ্গিত করিয়া) দেখাইয়া দিল, এবং সেই সঙ্গে আমার সমাধিদর্শন স্পৃহাকে তীব্রতর করিয়া দিল।

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনকে (অন্তকালের জন্য) যে প্রণবোচ্চারণের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অনুসরণ করিয়া, তুমি তিনবার, গম্ভীর, অমৃতুরবে প্রণবোচ্চারণ দ্বারা সমাধিকে আহ্বান করিলে, সেই সমাধি আমাকে একবারমাত্র তোমার এই বদনে চরম দর্শন দিয়াছিল। পূর্ব্ব দুষ্কৃতির প্রতিকূলতাবশতঃ সেই সমাধি যদি আমার আয়ত্ত না হয়, তবে প্রার্থনা করি যেন প্রাণবিয়োগকালে, তোমার এই মূর্ত্তি আমার হৃদয়ালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

ভূমিকা।

গ্রন্থপরিচয়।

কলিযুগ মুক্তিসাধনের অত্যন্ত অনুকূল বলিয়া শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত হইলেও, কলির জীবের আত্মচিন্তার অবসর নাই বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যে স্থলে ভোগোপকরণ সঞ্চিত, সেইস্থলে, ভোগ-লোলুপের যেমন আত্মচিন্তার অবসর নাই, আবার যে স্থলে উদরান্নের বা কুটুম্বভরণের চিন্তা প্রবল, সেই স্থলেও আত্মচিন্তার অবসরাভাব তদ্রূপই। সুতরাং ভোগচ্ছিদ্রে ও শ্রমচ্ছিদ্রে আত্মচিন্তার বীজ বপন করিতে হইলে, সেই বীজকে স্বল্পায়তন ও অমোঘ হইতে হইবে।

সূত্রনিবদ্ধ ষড়্‌দর্শনশাস্ত্র আকারে স্বল্পায়তন হইলেও অমোঘ নহে, কেননা দুর্ব্বোধ্য। সেই সকল সূত্রের বৃত্তি, ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বৃহদায়তন বলিয়া ও সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ বলিয়া, ইদানীন্তন সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং শকটযোজিত বলীবর্দ্দের, সুযোগক্রমে পথিপার্শ্বস্থ তৃণকবলভক্ষণের ন্যায়, কলির জীবের প্রকরণ গ্রন্থগুলিকেই উপজীব্য করিতে হয়। তাহার একখানি মাত্র কবলরূপে বুদ্ধিতে প্রবেশ করিলে, অবসরক্রমে রোমন্থকালে আপনার প্রভাব প্রকটিত করিয়া বন্ধনমোচনের কারণ হইতে পারে। স্বল্পায়তন প্রকরণগ্রন্থানুবাদের ইহা অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সকল গ্রন্থ, মূলশাস্ত্রের একাংশ লইয়া নূতন নূতন যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রের মুখ্যলক্ষ্যেরই পুষ্টি সাধনোদ্দেশ্যে, তাহাকে সুগম করিয়া দেয়। অপর উদ্দেশ্য এই যে এই প্রকরণ গ্রন্থগুলি 'আকর'শাস্ত্র সমূহের প্রবেশকস্বরূপ হইতে পারে। প্রারব্ধ অনুকূল হইলে, যাঁহাদের 'আকর'শাস্ত্রসমূহের

আলোচনায় ইচ্ছা ও অবসর হইবে, তাঁহারা এই সকল প্রকরণ গ্রন্থের সাহায্যে অনায়াসে তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন।

মননাদির অভ্যাসের আনুকূল্য করিবার জন্যই অধিকাংশ বেদান্ত-প্রকরণ গ্রন্থ বিরচিত। আলোচ্য গ্রন্থের রচনায় গ্রন্থকার সেই উদ্দেশ্যকেই বিশেষভাবে দৃষ্টিপথে রাখিয়াছেন। মুমুক্ষুর চিত্তকে সর্ব্বাবস্থায় কি প্রকারে সমাধিপ্রবণ রাখা যাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে গ্রন্থকার ৬৩টি মাত্র শ্লোকে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মুমুক্ষুচিত্তে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, এই ভাবনাপ্রধান উপায়গুলি সাধারণ কলির জীবের পক্ষে, যোগদর্শনাদিপ্রদিষ্ট উপায় অপেক্ষা সহজ সাধ্য হইবে।

জীবন্মুক্তি বিবেকের অনুবাদ রচনা কালে, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাও বাহাদুর, আর, নরসিংহাচার এম্ এ, মহোদয়ের বিরচিত মাধবাচার্য্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ* হইতে এই গ্রন্থের সন্ধান পাই। তিনি লিখিয়াছেন—"কথিত আছে, ভারতীতীর্থ "দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক" নামক একখানি গ্রন্থ ও সুপ্রসিদ্ধ "পঞ্চদশী" গ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করেন।" (অনবধানতাবশতঃ সুপ্রসিদ্ধ "বৈয়াসিকী ন্যায়মালার" উল্লেখ করেন নাই।) তদনুসারে ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, ¶ কারণ, কাশীতে, অনেক পলাতকের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও সম্পূর্ণ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। ইহা এখানে শঙ্করাচার্য্য বিরচিত 'বাক্যসুধা' (†) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু তৎসংযোজিত টীকায় টীকাকার "আনন্দভারতীতীর্থশিষ্য ব্রহ্মানন্দভারতী," "ভারতীতীর্থগুরু"কেই এই

---

* Indian Antiquiry Vol XLV 1916, January, pages 1 to 6,—February, pages 17 to 24.

¶, সেই কারণে ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছিলাম দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক এযাবৎ পাওয়া যায় নাই।

(†) পণ্ডিত দেবকীনন্দন শাস্ত্রালঙ্কার; (প্রিন্সিপাল টীকমানী সংস্কৃত কলেজ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ।

গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং গ্রন্থখানির পরিচয় দিবার কালে, উপক্রমণিকায় ইহাকে "দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক" বলিয়া বর্ণনাও করিয়াছেন। তথাপি উক্ত শব্দত্রয়, গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচায়ক মাত্র, অথবা গ্রন্থের প্রকৃত নাম, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায়। পরিশেষে নিশ্চল দাস * বিরচিত "বৃত্তিপ্রভাকর" গ্রন্থে (চতুর্থ সংস্করণ ৩৩৮ পৃষ্ঠায়) "দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক" নামক গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাইয়া এবং নিশ্চলদাস প্রদত্ত উক্ত গ্রন্থের একটি বিশেষ লক্ষণ (পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক ভেদে জীবের প্রকারভেদ) "বাক্যসুধা" নামে পরিচিত গ্রন্থে বিদ্যমান দেখিয়া, এই গ্রন্থই যে 'দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক' তদ্বিষয়ে সন্দেহ কিছু শিথিল হয় বটে কিন্তু নিশ্চলদাস উক্ত 'দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক' গ্রন্থকে "বিদ্যারণ্য"বিরচিত বলিয়া উল্লেখ করায় সন্দেহটি আবার অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম করে। পরিশেষে কাশী সংস্কৃত কলেজের সরস্বতীভবন নামক গ্রন্থাগারে রক্ষিত, ২৬৫ বৎসর পূর্ব্বের (অর্থাৎ ১৭৩৯ সংবতের চৈত্রবদি ত্রয়োদশীতে সমাপ্ত) এই গ্রন্থের দেবনাগর অক্ষরে হস্তলিখিত প্রতিলিপির পুষ্পিকায় দেখা গেল—

"ই (তি ?) বাক্যসুধা প্রকরণটীকা সমূলসকল সমাপ্তা।
"ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং (?) দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক সমাপ্তং (?)
"শুভমস্তুকল্যাণসং (? কল্যাণং শম্) সম্বৎ ১৭৩৯ সময়ে
"চৈত্রবদি ১৩ ॥"

এবং এখানকার একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর পরিত্যক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে দেখা গেল, তাহার প্রতিপত্রের বামদিকের ঊর্দ্ধকোণে "বাক্যসুধা" এবং দক্ষিণদিকের অধঃকোণে "দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকঃ" এই উভয় নামই লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে

* নিশ্চলদাস ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

গ্রন্থের পুষ্পিকার পাঠ—"ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিতা বাক্যসুধা সমাপ্তা"। টীকার পুষ্পিকায় পাঠ—"ইতি আনন্দজ্ঞান বিরচিতা বাক্যসুধা টীকা সমাপ্তা"।

উভয় প্রতিলিপিরই প্রারম্ভে "ভগবান্ ভাষ্যকার" (অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যই উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই দেখিয়া—

আলোচ্য গ্রন্থখানির "দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক" নাম সম্বন্ধে সন্দেহ নির্ম্মূল হইল বটে, কিন্তু গ্রন্থকারসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায়, এবং একই গ্রন্থের দুই নামকরণ কেন হইল তদ্বিষয়ে সন্দেহ জাগিয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত নরসিংহাচার বিরচিত বিদ্যারণ্যসম্বন্ধীয় বহু গবেষণাপূর্ণ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বিদ্যারণ্যবিরচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে, 'দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক' নামে কোনও গ্রন্থের উল্লেখ নাই, বরং সেই নামের একখানি গ্রন্থ ভারতীতীর্থবিরচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং ভারতীতীর্থের শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী স্বয়ং, আলোচ্য টীকায় স্পষ্টাক্ষরে সেই কথার সমর্থন করিতেছেন দেখিয়া, আমরা শ্রীযুক্ত নিশ্চল দাসের ও টীকাকার আনন্দজ্ঞানের উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না এবং ভারতীতীর্থকেই গ্রন্থকার বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

তবে একটা কথা বলা আবশ্যক যে ভারতীতীর্থের সমসাময়িক মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য) ও তদীয়ভ্রাতা সায়ণাচার্য্যবিরচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একের বা উভয়ের নামসম্বলিত গ্রন্থসম্বন্ধে 'প্রকৃত রচয়িতা কে' ইহার মীমাংসা লইয়া যেমন দীর্ঘ বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে, ভারতীতীর্থের ও বিদ্যারণ্যের নামসম্বলিত গ্রন্থগুলিও সেইরূপ বাদানুবাদের আস্পদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, টীকাকার ব্রহ্মানন্দ ভারতী" অনুভূতি প্রকাশকে (যাহা বিদারণ্য-বিরচিত বলিয়া চিরপরিচিত তাহাকেও, ভারতীতীর্থবিরচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (এই গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।); ইহা দেখিয়া মনে

হয়, "পঞ্চদশীর" ন্যায় "অনুভূতি প্রকাশ"ও উভয়ের বিরচিত হইতে পারে।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত দুই টীকাকারই নিজ নিজ টীকার পুষ্পিকায় "ইতি বাক্যসুধাটীকা সমাপ্তা (বা সম্পূর্ণা)" লিখিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে 'বাক্যসুধা' কোন টীকারই নাম হইতে পারে না, অবশ্যই মূলের নাম হইবে *। ইহা গ্রন্থকারপ্রদত্ত নাম হইলে বলিতে হইবে, এই প্রকরণ, তত্ত্বমসি 'মহাবাক্যে'র ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রন্থকার এইরূপ নামকরণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু উক্ত নামটি প্রকরণপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সবিশেষ পরিচায়ক নয় বলিয়া, ইহার প্রথম শ্লোকের "রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্" এই প্রথম চরণ হইতে "দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক" (দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিচার),—নামকরণ হইয়া থাকিবে। তবে কাঁহার দ্বারা এই শেষোক্ত নামটি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। †

অহঙ্কারের সহিত তাদাত্ম্যবিচারে, বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে সমাধির দুই বিভাগ করিয়া প্রত্যেকটির দৃশ্যানুবিদ্ধ, শব্দানুবিদ্ধ ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে তিন তিন প্রকার ভেদনির্দ্দেশে, এবং পারমার্থিক, ব্যবহারিক প্রাতিভাসিক ভেদে জীবের প্রকারভেদ নিরূপণেই এই গ্রন্থের মৌলিকতা ও গ্রন্থকারের কৃতিত্ব। গৌড়পাদাচার্য্যবিরচিত মাণ্ডুক্যকারিকা যেমন ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক মাণ্ডুক্যোপনিষদের কলেবররূপে ভাষ্যরচনাদ্বারা শ্রুতিপদে সমুন্নীত হইয়াছে, সেইরূপ ভারতীতীর্থ বিরচিত সমাধির প্রকারভেদও "সরস্বতীরহস্যো"পনিষদের কলেবর-

---

* সুতরাং আমাদের টীকানুবাদের পুষ্পিকায় যে 'বাক্যসুধানাম্নী টীকা' লিখিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই ভ্রমাত্মক। আনন্দজ্ঞান বিরচিত টীকা সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে, ঐ অংশ মুদ্রিত হইয়াছিল।

† শঙ্করাচার্য্য বিরচিত এক 'দৃগ্‌দর্শনবিবেক' নামক গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা সূত্রাত্মক। শ্লোকাত্মক নহে।

পুষ্টিসাধনে বিনিযোজিত হইয়া শ্রুতিমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, ১৪, ২১, ও ২৮ সংখ্যক শ্লোক বাদে, দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকের ১৩ হইতে ৩১ সংখ্যক শ্লোক উক্ত উপনিষদের অন্তিমভাগে সপ্তদশ হইতে দ্বাত্রিংশ মন্ত্ররূপে আবির্ভূত। আর কেহই এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না, যে ভারতীতীর্থই উক্ত উপনিষদের নিকট ঋণী, কেননা উক্ত চতুর্দ্দশ ও একবিংশ শ্লোক বর্জ্জিত হইলেও, উপনিষত্তাৎপর্য্য গ্রহণে বাধা হয় না বটে, কিন্তু অষ্টাবিংশ শ্লোক (যাহাতে পঞ্চম প্রকার সমাধির লক্ষণ বিন্যস্ত হইয়াছে) বর্জ্জিত হওয়াতে এবং একোন ত্রিংশ মন্ত্রে সমাধির প্রকারসমষ্টি ছয় বলিয়া নির্ণীত হওয়াতে, উপনিষদের ঐ অংশ অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। আর ভারতীতীর্থের পক্ষে ৪৬ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া ১৬টি শ্লোক (যাহাদিগকে গ্রন্থের সারাংশ বলা যাইতে পারে) শ্রুতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর-পুষ্টি করা সম্ভবপর হয় না; আর করিলেও, তাঁহার দ্বারা, শ্রুতির নিকট ঋণস্বীকার বা স্বগ্রন্থের প্রামাণ্যপুষ্টির জন্য শ্রুতির উল্লেখ উপেক্ষিত হওয়াও সম্ভবপর নহে। পরিশেষে, উভয় টীকাকারই ঐ ষোলটি শ্লোককে গ্রন্থসন্দর্ভের প্রসঙ্গাগত অংশরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৩১ সংখ্যক শ্লোকের ন্যায়, উহারা শ্রুতিবচন হইলে, টীকাকারদ্বয় ঐ শ্লোক সমূহকে, উক্ত শ্লোকের ন্যায় শ্রুতিবচন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

এইরূপ বিচার করিলে মনে হয়, অবশ্যই কেহ ভারতীতীর্থের মন্ত্রকল্প উক্ত শ্লোকগুলি, "সরস্বতী রহস্যোপনিষদে"র অন্ত্যভাগে বিনিবেশিত করিয়া থাকিবেন। আর যিনিই উহা করিয়া থাকুন, ঋষিকল্প "ভারতী"তীর্থের উল্লিখিত অনুভবোক্তিগুলি অবশ্যই "সরস্বতী"রহস্য আখ্যা পাইবার যোগ্য, এবং প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ ভাষ্যকারের উপজীব্য) কোনও উপনিষদে সেই উক্তিগুলি পাওয়া যায় না বলিয়া উহাদের অপূর্ব্বতাও অক্ষুণ্ণ। সেইহেতু গৌড়পাদীয় কারিকার ন্যায় এইগুলিও শ্রুতিপদবী হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না।

গ্রন্থকার ও টীকাকারের পরিচয়।

ভারতীতীর্থ, মাধবাচার্য্যের (বিদ্যারণ্যমুনির) গুরু ছিলেন, একথা মাধবাচার্য্য স্বরচিত 'জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর' নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারণ্যমুনি ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শৃঙ্গেরিমঠের ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপি হইতে জানা যায়, যে বিজয়নগর রাজ্যের রাজা প্রথম হরিহর এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ কম্পন, প্রথম বুক্ক, মারপ ও মুদ্দপ, ভারতীতীর্থকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতীতীর্থ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং শৃঙ্গেরিমঠের গুরুপীঠে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শৃঙ্গেরিমঠের গুরুপরম্পরা হইতে অবগত হওয়া যায়, 'ভারতীকৃষ্ণতীর্থের' উক্ত মঠের গুরুপীঠে অবস্থিতিকাল ১৩২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সম্ভবতঃ ইনিই ভারতীতীর্থ ও আনন্দভারতীতীর্থ এই উভয় নামেই পরিচিত হন।

"দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক," "বৈয়াসিকন্যায়মালা," ও "পঞ্চদশীর" কিয়দংশ ভারতীতীর্থবিরচিত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। প্রথম গ্রন্থের কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ—বৈয়াসিকন্যায়মালা—শঙ্করাচার্য্য বিরচিত শারীরক ভাষ্যের তাৎপর্য্য গ্রহণের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্য্য চারিটিমাত্র শ্লোকে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহারই অনুকরণে বিদ্যারণ্যমুনি "জৈমিনীয়ন্যায়মালা" রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তপ্রকরণ গ্রন্থ 'পঞ্চদশীর' কোন্ অংশ কাহার বিরচিত, তৎসম্বন্ধে যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহারা পরস্পর এত বিসম্বাদী, যে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। নিশ্চলদাস বৃত্তিপ্রভাকর গ্রন্থে (৪র্থ আবৃত্তি

৩৩৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন—শেষের পাঁচ অধ্যায় ভারতীতীর্থবিরচিত এবং পূর্ব্ব দশ অধ্যায় বিদ্যারণ্যবিরচিত। পঞ্চদশী গ্রন্থে পূর্ব্ব-উত্তর বিরোধ প্রতীতি, রচনার বিলক্ষণতা এবং পরম্পরাবচনই উক্ত সিদ্ধান্তের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যারণ্য স্বয়ং 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থে কয়েকটি পঞ্চদশীর শ্লোককে 'ব্রহ্মানন্দের' শ্লোক বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এক স্থলে যে বিষয়টি সেই ব্রহ্মানন্দের চতুর্থাধ্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পঞ্চদশীর চতুর্দ্দশাধ্যায়ে পাওয়া যায় এবং সেই স্থলে উক্ত বিষয়ের সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি হইল বলিয়া বিদ্যারণ্যমুনি জানাইয়াছেন। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, শেষের পাঁচ অধ্যায় বিদ্যারণ্যবিরচিত "ব্রহ্মানন্দ" নামে এক পৃথক্ গ্রন্থ ছিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দশ অধ্যায়ের কোন কোন অধ্যায় বিদ্যারণ্যবিরচিত এবং কোনটি ভারতীতীর্থবিরচিত ; যেমন অপ্পয়দীক্ষিত, "সিদ্ধান্তলেশে" পঞ্চদশীর নবম পরিচ্ছেদ "ধ্যানদীপ"কে ভারতীতীর্থ বিরচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মানন্দভারতী এই গ্রন্থের টীকায় পঞ্চদশীর প্রথমাধ্যায় "তত্ত্ববিবেক"কে এবং তৃতীয়াধ্যায় "পঞ্চকোশবিবেক"কে বিদ্যারণ্য বিরচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

টীকাকার ব্রহ্মানন্দ ভারতী—টীকারম্ভে, পঞ্চদশী-টীকাকার বিদ্যারণ্যশিষ্য রামকৃষ্ণের ন্যায়, অনুরূপ শ্লোকার্দ্ধ "নত্বা শ্রীভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যমুনিশ্বরৌ"—দ্বারা উভয়কেই প্রণাম করিয়াছেন বটে, এবং টীকামধ্যে উভয়কেই "গুরু" শব্দ দ্বারা উল্লেখও করিয়াছেন, তথাপি তিনি যে ভারতীতীর্থেরই শিষ্য, একথা দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকের পুষ্পিকায় "শ্রীমদানন্দভারতীতীর্থমুনিবর্য্যশিষ্য ব্রহ্মানন্দভারতী" ইত্যাদি বচন দ্বারা প্রমাণিত হয়।

শ্রীরঙ্গের বাণীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত লক্ষ্মীধর কবিবিরচিত "অদ্বৈতমকরন্দের" সম্পাদক, আর, কৃষ্ণস্বামী শাস্ত্রী, ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আবির্ভাবকালের গবেষণায়, উক্ত পুষ্পিকায় দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহাকে ভারতীতীর্থ হইতে বহুদূরে ফেলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"We may not be far wrong if we assign Brahmananda Bharati to the end of the Fifteenth Century." কিন্তু এই দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকের ৪৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় ব্রহ্মানন্দ ভারতী উক্ত "অদ্বৈত মকরন্দ" হইতে ২০ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পুণার মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভয়ঙ্কর, তাঁহার সম্পাদিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের (৫৩৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন লক্ষ্মীধর ১৩২০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আর:শৃঙ্গেরি মঠের গুরুপরম্পরা মধ্যে দেখা যায়, ভারতীতীর্থ ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত মঠের গুরুপীঠে সমাসীন ছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ বৎসরে তাঁহার দেহান্ত হয়। সুতরাং ভারতীতীর্থের শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী ১৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ এই ষাট বৎসরের মধ্যে অবশ্যই বিদ্যমান ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দভারতী অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত লইয়া "পুরুষার্থপ্রবোধ" নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অপ্পয়দীক্ষিত (১৫৫৪-১৬২৬ খৃষ্টাব্দ) স্বকীয় 'শিবতত্ত্ব বিবেক' গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

টীকাকার আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি—আনন্দগিরি বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী ও অপ্পয়দীক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ অপ্পয়দীক্ষিত "সিদ্ধান্তলেশে" (আনন্দজ্ঞানবিরচিত শারীরক ভাষ্যের টীকা) "ন্যায়নির্ণয়ের" উল্লেখ করিয়াছেন। (অদ্বৈত মঞ্জরী গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "সিদ্ধান্তলেশ" ৩০১ পৃ দ্রষ্টব্য)। ইনি শঙ্করাচার্য্যবিরচিত অনেক ভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছেন এবং "শঙ্করবিজয়" নামে শঙ্করের জীবনী লিখিয়াছেন, এবং তাহাতে শঙ্করাচার্য্য যে সকল মতবাদ খণ্ডন

করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা আছে বলিয়া, অনেকেই ইঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক বলিয়া মনে করেন। এইরূপ মনে করিবার অপর কারণ এই—শঙ্করের শিষ্য তোটকাচার্য্যের নামও 'আনন্দগিরি' ছিল। শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি সন্ন্যাসী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি শুদ্ধানন্দের শিষ্য ছিলেন, এবং তোটকাচার্য্য-আনন্দগিরির বহু পরবর্ত্তী। প্রজ্ঞানানন্দসরস্বতী বিরচিত বেদান্তদর্শনের ইতিহাস হইতে আনন্দগিরির এই বিবরণ সংগৃহীত হইল। সেই ইতিহাসে আনন্দগিরিবিরচিত বলিয়া নিম্ন লিখিত সাত খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে যথা (১) দশোপনিষদের ভাষ্যের টীকা, (২) গীতাভাষ্যের টীকা (৩) ব্রহ্মসূত্রের শারীরকভাষ্যের ন্যায়নির্ণয় নাম্নী টীকা, (৪) তৈত্তিরীয় উপনিষদের সুরেশ্বর কৃত বার্ত্তিকের টীকা, (৫) বৃহদারণ্যক উপনিষদের বার্ত্তিকের টীকা, (৬) শঙ্করাচার্য্য বিরচিত বেদান্তশতশ্লোকীর টীকা, (৭) শঙ্করবিজয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইতিহাসের সম্পাদক আরও তিন খানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা (৮) শঙ্করাচার্য্য কৃত উপদেশসাহস্রীর টীকা এবং (৯) শঙ্করাচার্য্য বিরচিত দৃগ্‌দর্শন বিবেকের টীকা (১০) এবং বেদান্ততর্কসংগ্রহ। তাহার উপর আমরা কাশীসরস্বতী ভবনে (১১) দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকের আনন্দগিরিবিরচিত টীকার এক হস্তলিখিত প্রতিলিপি দেখিতে পাইয়া, তাহার বঙ্গানুবাদ (ঘ) পরিশিষ্টে সংযোজন করিয়াদিলাম। টীকাকার এই গ্রন্থখানিকে শঙ্করাচার্য্য বিরচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাহাকে ভারতীতীর্থ বিরচিত বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

অনুবাদ পরিচয়।

এই অনুবাদে মূল গ্রন্থের শ্লোকগুলি অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মানন্দভারতী কৃত টীকার (যাহাকে আনন্দগিরি কৃত টীকাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে "বাক্যসুধা" নামে পরিচিত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম) বঙ্গানুবাদমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে; তবে টীকামধ্যে উদ্ধৃত প্রমাণবচন সমূহের অনুবাদ সহ মূলও প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সেই প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইয়াছে, বহু অন্বেষণে তথাকার পদ্যপরিচ্ছেদাদির সংখ্যা যথাসম্ভব প্রদত্ত হইয়াছে। টীকায় উদ্ধৃত ৮৭টি প্রমাণ বচনের মধ্যে, কেবল ১১টি মাত্রের মূল, অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। সেই ১১টির মধ্যে ৫টি বসিষ্ঠবচন, ৩টি "পুরাণ" বচন, ১টি শ্রুতিবচন, ও অপর ২টি শাস্ত্রান্তরের বচন। সম্ভবতঃ টীকাকার নিজস্মৃতি হইতে উক্ত ৫টি বাসিষ্ঠবচনের উদ্ধারকালে, তাহাদের শব্দ বিন্যাস অন্যরূপ করিয়া থাকিবেন। তবে অপ্রাপ্তমূল প্রমাণবচন গুলির মূলানুসন্ধানের প্রয়াস এখনও পরিত্যাগ করি নাই। প্রয়াস সফল হইলে, দ্বিতীয় সংস্করণে ন্যূনতাপূর্ত্তির চেষ্টা করিব।

টীকাটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, "ভাগত্যাগলক্ষণা" নামক প্রসিদ্ধ বেদান্তপ্রক্রিয়ার ও তর্কশাস্ত্রের অনুমান প্রয়োগের সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। এইজন্য (ক) পরিশিষ্টে "ভাগত্যাগলক্ষণা," ও (খ) পরিশিষ্টে বেদান্তের উপযোগী অনুমান-প্রমাণ-নিরূপণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুইটির জন্য অনুবাদক, নিশ্চলদাস, পণ্ডিত পীতাম্বর পুরুষোত্তম ও অন্যান্য গ্রন্থকারের নিকট ঋণী। (গ) পরিশিষ্টে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সকল ব্যাখ্যার অধিকাংশই প্রাচীন ও আধুনিক এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকারের দ্বারে ভিক্ষালব্ধ। (ঘ) পরিশিষ্টে আনন্দগিরিবিরচিত "বাক্যসুধা" টীকার অনুবাদ দেওয়া

হইয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ এই টীকাটির মূল মুদ্রিত করিবার ভার লইয়াছেন। আনন্দগিরি মূল গ্রন্থখানিকে শঙ্করাচার্য্য বিরচিত বলিয়া প্রচারিত করায়, পণ্ডিতবর শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহাকে উক্ত টীকাসহ সন্নিবেশিত করিতে চাহেন। এই টীকাটির স্থলে স্থলে বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কেবল অনুবাদ দ্বারা সেই সেই স্থল সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুগম হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। পাঠকগণের আগ্রহ দেখিলে, বারান্তরে বিস্তৃত ব্যাখ্যা যোজনা করিতে চেষ্টা করিব।

অনুবাদ যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য হইয়াছে এরূপ আশা করি না। শুদ্ধিপত্রে মুদ্রাকরকৃত প্রমাদ সংশোধনের সহিত অন্য প্রমাদ সংশোধন করিবারও চেষ্টা করিয়াছি। পরিশেষে বক্তব্য এই যে অপরিশোধ্য "ঋষিঋণ" পরিশোধের আমাদের এই দুর্ব্বল উদ্যমে, ঋষিগণের দায়াদ—পাঠকগণ, যদি নির্দ্দয়নিষ্কর্ষণপরায়ণ হন, তবে অনুবাদককে অগত্যা ঋণপরিশোধে অসামর্থ্য অঙ্গীকার করিয়া, যোগ্যতর হস্তে বঙ্গভাষাভাষীর আনৃণ্য সম্পাদন ভার অর্পণ করিতে হইবে। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ দেবশর্ম্মা (চট্টোপাধ্যায়)।
১৮ নং কামাখ্যা লেন, কাশীধাম।
পৌষ সংক্রান্তি ১৩৩৪ সাল।

দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক।

বিষয়বিশ্লেষণ ও সূচিপত্র।

৫। 'তুমি' (বা 'এই') বলিতে যে সকল বস্তুকে বুঝায়, সেই সমস্ত, যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত বা আলম্বন হয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতিও সেইরূপে সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় বলিয়া, তাহারা দৃশ্যমাত্র। 'আমি' এইরূপ জ্ঞানের আলম্বন কূটস্থ-চৈতন্য স্বরূপতঃ দ্রষ্টা। ইঁহার উদয় নাই, অস্তগমন নাই, ইনি ষড়্বিকার রহিত, স্বপ্রকাশ, এইহেতু ইনিই পরম ব্রহ্ম।

৬। দৃশ্য—জড়, অচেতন। দ্রষ্টা—নির্ব্বিকার। কাহারওই সুখদুঃখ বা সংসারভোগ হয় না। কিন্তু সুখ দুঃখের অস্তিত্ব বা ভোগ অস্বীকার করা যায় না। তবে ভোগ করে কে? ১৮

এইহেতু চিদাভাস বা অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হয়। সেই চিদাভাস বিশিষ্ট অন্তঃকরণেরই সুখদুঃখ বা সংসার ভোগ।

অন্তঃকরণ জতুসুবর্ণাদির ন্যায় পরিণামী বস্তু। সেই পরিণাম দুই প্রকারের—যথা "সংজ্ঞা"রূপ (static বা স্থিতিশীল) ও "কাম"রূপ (dynamic বা গতিশীল)।

বুদ্ধি (ভালমন্দ ইত্যাদি স্বরূপের নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ-পরিণাম), ও অহঙ্কার (কর্ত্তৃরূপ বা অভিমানাত্মক পরিণাম) —'সংজ্ঞার' অন্তর্গত।

মন (সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক পরিণাম) ও চিত্ত (অনুসন্ধানাত্মক বা চিন্তাত্মক পরিণাম) 'কামের' অন্তর্গত।

অন্তঃকরণের দুই আকার—কর্ত্তৃরূপ ও করণরূপ, বা বৃত্তিমান্ ও বৃত্তিরূপ।

'বৃত্তিমান্' আকারের অন্তর্গত—অহঙ্কার (ও বুদ্ধি)। 'বৃত্তি' আকারের অন্তর্গত —মন (ও চিত্ত)। ১৯

৭। তন্মধ্যে অহঙ্কারের সহিত চিদাভাস, অগ্নি ও লৌহ-
• পিণ্ডের ন্যায় এক হইয়া যায়। তাহা আবার অচেতন দেহের সহিত এক হইয়া যাইলে, অচেতন দেহ চেতনবৎ হয়। যেমন জলমগ্ন মরকতমণি, সেই জলভাগকে সবুজ বর্ণ করে সেইরূপ। ২০

তাদাত্ম্য বিচার।

৮। অহঙ্কারের সহিত চিদাভাসের তাদাত্ম্য 'সহজ'।

অহঙ্কারের সহিত দেহের তাদাত্ম্য 'কর্ম্মজ'।

অহঙ্কারের সহিত সাক্ষীর (কূটস্থের) তাদাত্ম্য' ভ্রান্তিজ'।

'সহজ' শব্দের অর্থ যাহা উভয়ের উৎপত্তিকালে সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

'কর্ম্মজ' শব্দের অর্থ যাহা জাগ্রৎকালীন ভোগপ্রদ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

'ভ্রান্তিজ' শব্দের অর্থ যাহা অধিষ্ঠানের স্বরূপ না জানা হইতেই উৎপন্ন হয়। ২২

৯। সহজ তাদাত্ম্য অনিবার্য্য।

(সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, মরণাদিতে) কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে 'কর্ম্মজ' তাদাত্ম্যের নিবৃত্তি।

(জ্ঞানোদয়ে) ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইলে 'ভ্রান্তিজ' তাদাত্ম্যের নিবৃত্তি।

জ্ঞানোদয়ে অহঙ্কার সাক্ষিরূপেই বিলীন হয়, যেমন শুক্তিরজত শুক্তিতেই বিলীন হয়, সেইরূপ। ২৪

১০। অহঙ্কারের 'ব্যাপার' (চেষ্টা) হইতেই জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের উৎপত্তি।

অহঙ্কারের লয়—সুষুপ্তি ;

অহঙ্কারের অর্দ্ধবিকাশ—স্বপ্ন ;

অহঙ্কারের পূর্ণবিকাশ—জাগ্রৎ ।

অবস্থাত্রয়ের এই এই লক্ষণ "মাণ্ডুক্যো"পনিষদুক্ত, কিম্বা "পঞ্চীকরণো"ক্ত লক্ষণ হইতে ভিন্ন নহে ।

অন্তঃকরণ দ্বারা দৃশ্যসৃষ্টি ।

১১। অন্তঃকরণ বৃত্তি সচ্চিদাভাস যুক্ত হইয়া স্বপ্নে কর্ত্তৃ-করণ-কর্ম্ম-ক্রিয়া-ফলরূপ ব্যবহারবাসনা রচনা করে এবং শরীরের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া, জাগ্রতে, ইন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাদি বিষয় রচনা করে ।

[এই অন্তঃকরণকৃত সৃষ্টির সহিত ঈশ্বরকৃত সৃষ্টির বিরোধ নাই বরং ঈশ্বরকৃত সৃষ্টির উপরেই এই জীবকৃত (ভোগ্যত্বাকার সম্পাদনরূপ) সৃষ্টি চলিয়া থাকে ।] ৩১

১২। অবয়ববিভাগবশতঃ অন্তঃকরণ দুইটি (অথবা চারিটি) বস্তু বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাহা বস্তুতঃ একটি মাত্র বস্তু । সেই হেতু তাহারই মুখ্য কর্ত্তৃত্ব । তাহার তুলনায় পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার বৃত্তিও করণ হইয়া দাঁড়ায় । অন্তঃকরণই মুখ্য অহঙ্কার যে হেতু সেই অন্তঃকরণই কর্ত্তা । তাহা জড়স্বরূপ হইলেও, তাহারই জাগ্রতাদি তিন অবস্থা ঘটে এবং জন্মমরণ তাহারই । তাহাই লিঙ্গ শরীর । ৩১

লিঙ্গ শরীরের 'কারণ' মায়ার স্বরূপ-নির্ণয় ।

১৩। মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণ নামক দুইটি শক্তি আছে । তন্মধ্যে বিক্ষেপ শক্তি, লিঙ্গ শরীর হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকে । ৩৪

'তৎ' পদের বিচার।

২০। 'অস্তি,' 'ভাতি,' 'প্রিয়,' 'নাম' এবং 'রূপ' লইয়াই 'জগৎ' প্রথম তিনটি ব্রহ্মের স্বরূপ। 'নাম' ও 'রূপ' এই দুইটিই জগতের রূপ।	৪৫
২১। সকল বস্তুতেই সচ্চিদানন্দ তুল্যরূপে বিদ্যমান, কেবল নামরূপেরই ভেদ।	৪৬
২২। সেই হেতু নামরূপকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল সচ্চিদানন্দের অনুসন্ধানপূর্ব্বক, হৃদয়ে অথবা বাহ্যদেশে সমাধি করিতে হয়। সমাধি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহা শ্রুতির বিধান।	৪৭
২৩। সমাধি সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পভেদে দুই প্রকার। সবিকল্প সমাধি আবার দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধভেদে দুই প্রকার। তাহা হইলে (১) দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি, (২) শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি, ও (৩) নির্ব্বিকল্পক সমাধি—এই তিন প্রকার সমাধি হৃদয়ে অভ্যাস করিতে হয়।	৪৯

আন্তর সমাধি।

২৪। কামাদি বৃত্তিকে প্রতিযোগী করিয়া (দৃশ্যরূপ ধরিয়া) তাহার সাক্ষিরূপে আত্মচৈতন্যের ধ্যানকে দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে।	৫০
২৫। সেই প্রতিযোগী পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'অসঙ্গা'দি শব্দ মিশ্রিত আত্ম চৈতন্যের অর্থাৎ আমি 'অসঙ্গ,' 'নিরীহ' 'নিরংশ' ইত্যাদি রূপে ধ্যানকে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি বলে।	৫১
২৬। স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দের আবির্ভাব হইলে, যখন দৃশ্য ও শব্দ	

উভয়ই ছাড়িয়া যায় এবং সাধক স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সেই মহাভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, নিবাতস্থিত দীপের ন্যায় নিশ্চল হ'ন, তখন তাঁহার সেইঅবস্থার নাম নির্ব্বিকল্পক সমাধি। সবিকল্পক সমাধির অভ্যাস করিতে করিতে যখন লয় বিক্ষেপ কষায়াদি প্রতিবন্ধক তিরোহিত হয়, তখন এই নির্ব্বিকল্পক সমাধি আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। ৫৩

এই সমাধির অভ্যাস গুরুমুখ হইতে মহাবাক্য-শ্রবণের অঙ্গস্বরূপ। ইহার দ্বারাই অপরোক্ষ জ্ঞান অবাধে উৎপন্ন হয়।

বাহ্যসমাধি।

২৭। যে কোনও বাহ্যবস্তুতে বাহ্য সমাধির অভ্যাস করা যায়। তাহা করিতে হইলে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অধিষ্ঠান হইতে, অধ্যস্ত নামরূপকে পৃথক্ করিয়া, সেই অধিষ্ঠানই 'তৎ' পদের লক্ষ্য —ব্রহ্ম (এবং তাহাই আমি) এইরূপ অনুচিন্তন করিতে হয়। ইহা বাহ্য দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি। ইহাতে সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রবিলাপিত হয়। [আন্তর দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধিতে, যেমন আন্তরবস্তু কামাদি চিত্তবৃত্তি প্রতিযোগী হয়, ইহাতে যে কোনও বাহ্যবস্তু, এই মাত্র প্রভেদ] ৬০

২৮। "অখণ্ড" "একরস", "সচ্চিদানন্দ" ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত যে বস্তু তাহাই ব্রহ্ম, (এবং তাহাই আমি) এইরূপ একতান প্রত্যয় হইতে (এইরূপে ধ্যান করিলে) যে সমাধি হয়, তাহাই (বাহ্য) শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি। [আন্তর শব্দানুবিদ্ধ সমাধিতে আন্তর বস্তু—'আমি' কে "অসঙ্গা"দি শব্দসাহায্যে, তদ্রূপে ধ্যান করা হয়, এই মাত্র প্রভেদ।] ৬১

২৯। (অচেতন বস্তুকে আলম্বন করিয়া সমাধি সাধনায় মুমুক্ষুর পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই চেতন নাই। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার আন্তর সমাধির আলম্বন "সাক্ষী", চেতন বলিয়াই সাক্ষী এবং মুমুক্ষুর আলম্বন; সুতরাং সেই সাক্ষী বা (অপরোক্ষ ও পরিচ্ছিন্ন) কূটস্থ, (পরোক্ষ ও অপরিচ্ছিন্ন) ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেইরূপ আবার তিন প্রকার বাহ্য সমাধির আলম্বন রসরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক বলিয়া, জীবাত্মাও সেই রসরূপ ব্রহ্মেরই অন্তর্ভূত।) পূর্ব্বোক্ত ছুই প্রকার বাহ্য সমাধির অভ্যাসে পটুতা লাভ করিলে, জীবাত্মার বা কূটস্থের রসরূপতা অনুভূত হইতে থাকে অর্থাৎ আত্মাকে (আপনাকে) অপরোক্ষ ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া অনুভূতি হয়। তখন চিত্ত নিশ্চল হইয়া আইসে। তাহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। অভ্যাসের প্রকার ভেদে এই নির্ব্বিকল্প সমাধির আন্তর ও বাহ্যরূপ ভেদ নামমাত্র, বস্তুতঃ উহা একই প্রকার। এই ছয় প্রকার সমাধির অভ্যাস নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া আদর পূর্ব্বক করিতে হইবে। ৬৩

৩০। সেইরূপ করিলে দেহাভিমান বিগলিত হয় অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা,' 'আমি মনুষ্য' ইত্যাদি রূপ বুদ্ধি তিরোহিত হয়, এবং পরমাত্মজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্মই সত্য এইরূপ প্রত্যয় হয়। তখন অন্তরে ও বাহিরে যেখানে সেখানে মন যায়, সেখানে সেখানে উক্ত ছয় প্রকার সমাধি আপনা হইতেই হইয়া থাকে। এই অবস্থা কিন্তু তীব্রবৈরাগ্যজনিত সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগরূপ পরমহংসাশ্রম'গ্রহণ পূর্ব্বক সদ্গুরুর সাহায্যে বেদান্তাভ্যাস

অর্থাৎ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের বিচার না করিলে অন্ত কোনও রূপে হয় না। ৬৫

৩১। এই সাধন বহুয়াস সাধ্য ও বহুকালসাপেক্ষ দেখিয়াও সাধক শিথিলপ্রযত্ন হন না, কেন না শ্রুতি (মুণ্ডক, উ, ২।৯) এই সাধনের পুরস্কার ঘোষণা করিতেছেন—

(১) অহঙ্কারের সহিত সাক্ষীর ভ্রান্তিজ তাদাত্ম্য নাশ।

(২) সর্ব্ব সংশয়চ্ছেদন।

(৩) প্রারব্ধাদি সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়। ৬৮

উপসংহার।

(শঙ্কা) সাক্ষী স্বরূপতঃ ব্রহ্ম না জীব ?

সাক্ষী স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলে, তাহার জীবত্ব ঘটা উচিত হয় না। সাক্ষী স্বরূপতঃ জীব হইলে, সাক্ষীর ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্র নিরর্থক হয়।

৩২। (সমাধান) জীব তিন প্রকার :—

(১) অবচ্ছিন্ন—পরব্রহ্মে অবিদ্যা ও অহঙ্কার দ্বারা অবচ্ছেদ্য সাক্ষী চৈতন্য।

(২) চিদাভাস—অন্তঃকরণ নামক লিঙ্গ শরীরে প্রতি-বিম্বিত চৈতন্য।

(৩) স্বপ্নকল্পিত—যে, স্বপ্নাবস্থায় মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করে।

ইহার প্রথমটিই ব্রহ্মরূপ। * ৭৫

৩৩। সেই অবচ্ছিন্ন জীবের অবচ্ছেদ, অবিদ্যা ও অহঙ্কার জনিত এবং সেই হেতু কল্পিত। সুতরাং সেই অবচ্ছিন্ন নামক জীবের জীবত্ব আরোপিত মাত্র। তাহার ব্রহ্মরূপতা স্বাভাবিক। ৭৬

---

* আনন্দগিরি এই তিন প্রকার জীব অন্যরূপে বুঝেন। (ঘ) পরিশিষ্টে ৩২ সংখ্যক শ্লোকের টীকানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৪। মহাবাক্য চতুষ্টয়ে সেই অবচ্ছিন্ন জীবেরই ব্রহ্মের সহিত একতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, অপর দুই প্রকার জীবের নহে।

[মহাবাক্যবিচারের ফল বা ব্রহ্মজ্ঞান চিদাভাস জীবেরই হইয়া থাকে, কিন্তু কূটস্থ সাক্ষীই তাহার ফল-ভোক্তা, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, কারণ চিদাভাস যে কূটস্থ সাক্ষীর প্রতিবিম্ব, তাহারই প্রয়োজন-নির্ব্বাহক এবং মায়া কল্পিত বলিয়া বস্তুই নহে।]

৩৫। সেই ব্রহ্মে অবস্থিত আবরণ বিক্ষেপাত্মিকা মায়া ব্রহ্মের অখণ্ডতাকে আচ্ছাদিত করিয়া, সেই ব্রহ্মকে আধার করিয়া, তাহার উপর ভোক্তৃভোগ্যরূপ জীব ও জগৎ সৃজন করিয়া থাকে।

৩৬। তখন ব্রহ্ম অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীবরূপ ধরিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ চিদাভাসরূপে, কর্ত্তা ও ভোক্তা হন; এবং অবিদ্যা (বা মায়ার) দ্বারা অবচ্ছিন্ন জীবরূপ ধরিয়া ক্ষিত্যাদিভূত, এবং ভৌতিক দেব মনুষ্যাদি শরীর দ্বারা ভোগ্যরূপ জগৎ হন। ৮৪

৩৭। এই জীব ও জগৎ অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্যবহার কালে, থাকে এবং মোক্ষদশায় থাকে না বলিয়া, উভয়ই ব্যাবহারিক। 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ মিথ্যা, অর্থাৎ তদুভয় অধ্যস্ত বলিয়া অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এবং পরিশেষে সেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মরূপেই পর্য্যবসিত হয়। ৮৫

৩৮। স্বাপ্ন জীব ও জগতের দৃষ্টান্ত লইয়া এই ব্যাবহারিক জীব ও জগৎকে বুঝা যায়। চিদাভাসকে আশ্রয় বা অধিষ্ঠান করিয়া, নিদ্রা যেমন আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির সাহায্যে

ব্যাবহারিক জীব ও জগৎকে তিরোহিত করিয়া নূতন স্বাপ্ন জীব ও জগৎ সৃজন করে, মায়াও সেইরূপ সাক্ষীনামক ব্রহ্মকে আশ্রয় বা অধিষ্ঠান করিয়া আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির সাহায্যে, (সেই ব্রহ্মকে তিরোহিত করিয়া, ব্যাবহারিক জীব ও ব্যাবহারিক জগৎ সৃজন করিয়া থাকে।) ৮৮

৩৯। স্বাপ্নজীব ও স্বাপ্নজগৎ প্রতীতিকালেই থাকে, (জাগ্রতের জীব-জগতের ন্যায় অন্য সময়ে) তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। এক স্বপ্নের জীব-জগৎকে অন্য স্বপ্নে পাওয়া যায় না বলিয়া, সেই স্বাপ্নজীব ও স্বাপ্নজগৎ প্রতিভাসিক, (প্রতি 'ভাসে' বা প্রকাশে পৃথক্ পৃথক্)। ৮৯

৪০। প্রাতিভাসিক জীবের দৃষ্টিতে প্রতিভাসিক জীব ও জগৎ সত্য কিন্তু ব্যাবহারিক জীবের দৃষ্টিতে তদুভয় মিথ্যা। ৯০

৪১। আবার ব্যাবহারিক জীবের দৃষ্টিতে ব্যাবহারিক জীব ও জগৎ সত্য, কিন্তু পারমার্থিক জীবের দৃষ্টিতে তদুভয় মিথ্যা। কেন না সুষুপ্তিকালে তদুভয়ের তিরোভাব অনুভব সিদ্ধ এবং নাসদাসীয় সূক্তে ব্যাবহারিক জীব ও জগৎ অনাদি বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও, কৈবল্যদশায় তদুভয়ের প্রতীতির আত্যন্তিক নাশ অবশ্যম্ভাবী, একথা মুণ্ডকশ্রুতি (৩।৭) হইতে জানা যায়। ৯১

৪২। পারমার্থিক জীবের দৃষ্টিতে, সাক্ষিস্বগতাদি ভেদ বর্জ্জিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। সেই পারমার্থিক জীব, যদি কখনও, প্রবল প্রারব্ধবশতঃ চিদাভাসের আকারে ব্যুত্থিত হইয়া, জীব জগৎ প্রভৃতি দেখেন তবে তৎসমুদয়কে মিথ্যা বলিয়াই জানেন। ৯৩

৪৩-৪৬। আভ্যন্তর দৃষ্টান্তের সাহায্যে (অর্থাৎ স্বপ্নের উদাহরণ দ্বারায়) বুঝা গেল যে নিদ্রার কার্য্য প্রাতিভাসিকজীব ও প্রাতিভাসিক জগতের ন্যায়, ব্যাবহারিক জীব ও ব্যাবহারিক জগৎ মায়ার কার্য্য। সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও বুঝা গেল, যে প্রাতিভাসিক জীব-জগৎ অধিষ্ঠান চিদাভাস হইতে ভিন্ন নহে, * এবং তদ্রূপেই তদুভয়ের পর্য্যবসান হয়। সেই আভ্যন্তর দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও বুঝা যায়, যে ব্যাবহারিক জীবজগৎ ও, ঠিক সেইরূপেই অধিষ্ঠান সাক্ষী হইতে ভিন্ন নহে এবং তদ্রূপেই তদুভয়ের পর্য্যবসান হয়। উক্ত আভ্যন্তর দৃষ্টান্তের সহিত একটি বাহ্য দৃষ্টান্ত দিলে সেই ব্যাবহারিক জীব জগতের কথাটি আরও দৃঢ় হইবে এই হেতু জলের দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

জলের ধর্ম্ম—মাধুর্য্য-দ্রবত্ব,-শৈত্য, জলরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত তরঙ্গে, এবং তরঙ্গরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত ফেনেও অনুগমন করে; সেইরূপ, সাক্ষীর স্বরূপ সচ্চিদানন্দ, সাক্ষীরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত ব্যাবহারিক জীব-জগতে, এবং ব্যাবহারিক অধিষ্ঠানে (চিদাভাসে) অধ্যস্ত প্রাতিভাসিক জীব জগতে অনুগমন করিয়া থাকে।

আবার—

ফেনের লয়ে ফেনের মাধুর্য্য-দ্রবত্ব-শৈত্য যেমন তরঙ্গেই থাকিয়া যায় এবং তরঙ্গের লয় হইলে যেমন তরঙ্গের মাধুর্য্য-দ্রবত্ব-শৈত্য জলেই থাকিয়া যায়, সেইরূপ—

---

* ১৪ পৃষ্ঠায় দশম পংক্তিটি অশুদ্ধ। শুদ্ধপাঠ এইরূপ "এক্ষণে যে প্রাতিভাসিক জীব জগৎকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিলেন।"

শ্রীগণেশায় নমঃ।

দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক।

(বা বাক্যসুধা।)

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ বিরচিত;

তদীয় শিষ্য শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দবিরচিতটীকানুবাদ সম্বলিত।

টীকাকারের মঙ্গলাচরণ।

যস্মাৎ সর্ব্বং সমুৎপন্নং চরাচরমিদং জগৎ।
ইদং নমো নটেশায় তস্মৈ কারুণ্যরূপিণে ॥১

যাঁহা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই সমগ্র জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি (জীবরূপ ধরিয়া স্বাত্মভূত আনন্দকে)[১] করুণার আকারে প্রকটিত করেন, সেই নটরাজকে (*) আমার এই প্রণাম।

কারণং খাদিজগতাং তারণার্থমনাগসাম্।
বারণানন মাত্মান মদ্বয়ং সমুপাস্মহে ॥২

যে অদ্বিতীয় আত্মা[২] আকাশাদি জগতের কারণ, তিনিই (স্বকীয় অনন্ত শক্তির মধ্যে বিঘ্নবিধ্বংসিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া) গজানন

(*) কোনও নট কুম্ভকার সাজিলে, তাহাকে মৃত্তিকার জন্য অপরের অপেক্ষা রাখিতে হয়, কিন্তু পরমব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা সাজিয়া জগদুপাদানের জন্য অপরের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি ঊর্ণনাভের ন্যায়, একাই নিমিত্ত (কর্ত্তা) ও উপাদান। সেই হেতু তিনি নটেশ। আবার, জগৎকর্ত্তাই যখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বৈততত্ত্ব, তখন জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়লীলার প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দের অভিব্যঞ্জক। তিনি স্বকীয় মায়াদ্বারা, তাঁহার সৃষ্ট জীবকে জগৎকর্ত্তা হইতে, আপনাকে পৃথক্ মনে করাইতেছেন বলিয়া, জীব আপনার অনুকূল কার্য্যকে জগৎকর্ত্তার করুণা বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ জগৎকর্ত্তা স্বরূপভূত আনন্দকেই জীবের দৃষ্টিতে কৃপারূপে প্রকটন করেন। সেই হেতু তিনি নটেশ।

রূপে আবির্ভূত। নিষ্পাপ মুমুক্ষুগণের উদ্ধারের নিমিত্ত আমরা তাঁহার উপাসনা করি।(*)

পরাপশ্যন্ত্যাদিদেহাং প্রণতাভীষ্টদায়িনীম্।
সত্যজ্ঞানানন্দরূপাং ধ্যায়ে হৃদ্যাং সরস্বতীম্ ॥৩

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী (†) এই চারি প্রকার বাণী যাঁহার দেহ, অর্থাৎ যে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সরস্বতী ব্রহ্মবিদের জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় যথাক্রমে বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা এই চারি প্রকার বাণীতে অভিব্যক্ত হইয়া, প্রণত মুমুক্ষুজনের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, এবং যিনি ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তিরূপে, শক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম

যেমন, কাহারও চক্ষুতে কীটাদি পতিত হইলে, তাহার হস্তই সেই কীটাদিনিষ্কাসনে প্রবৃত্ত হয়। আত্মপ্রীতিই তাহার কারণ। হস্ত সেই কার্য্যে সক্ষম হইলে, সে হস্তের 'দয়া' অনুভব করিয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, কেননা সে হস্তকে আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানে; কিন্তু হস্ত সেই কার্য্যে অক্ষম হইলে, সে যখন অন্যলোকের দ্বারা কীটাদি নিষ্কাসিত করাইয়া লয় এবং সেই উপকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন, ভেদবুদ্ধিবশতঃই অর্থাৎ উপকৃতব্যক্তির উপকারককে আপনা হইতে পৃথক্ মনে করা হেতু, সেই আত্মপ্রীতিই অন্যদেহে কৃপারূপ ধারণ করে।

জীবকে কর্ত্তা ও ভোক্তা রূপে ভুলাইয়া তিনি নিজের লীলার বিস্তার করিতেছেন। সেইরূপ দৃষ্টিতে সেই নটেশ, শঠেশ ও বটে, বস্তুতঃ নাট্য ও শাঠ্য উভয়েই প্রতারণামূলক সেই হেতু 'নটেশ' শব্দ ব্যবহার করায় সৃষ্টিকর্ত্তার 'শঠতার' উপরও কটাক্ষ করা হইয়াছে। বিষ্ণুসহস্রনামের মধ্যে "সুচতুর" অন্যতম নাম। সেই কটাক্ষও, অজ্ঞ ও দুঃখী জীবের প্রতি সমবেদনার পরিচায়ক এবং জীবের উপদেশশ্রবণের প্ররোচক। "এই প্রণাম" ইহা অদ্বৈতবাদিগণের অনুমোদিত অভেদচিন্তনাত্মক প্রণাম নহে। 'এই' শব্দ সাষ্টাঙ্গ প্রণামের অভিনয় সূচক।

(*) অভিপ্রায় এই যে গুরু ও শিষ্য উভয়েই যেন নির্ব্বিঘ্নে এই ব্রহ্মবিদ্যার দান ও গ্রহণ করিতে পারেন। 'আমরা'—গুরুশিষ্যাভিপ্রায়ে বহুবচন।

(†) বৈখরী শব্দনিষ্পত্তি র্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
জ্যোতিতার্থা তু পশ্যন্তী সূক্ষ্মাবাগনপায়িনী॥
মল্লিনাথ কর্ত্তৃক কুমারসম্ভব টীকায় (২।১৭) উদ্ধৃত।

জাগ্রদবস্থায় সর্ব্বজীবগ্রাহ্য শব্দোচ্চারণ বৈখরীবাণী; স্বপ্নাবস্থায় কেবলমাত্র স্বপ্নদ্রষ্টার শ্রুতিগোচর শব্দ মধ্যমা; সুষুপ্ত্যবস্থায় (শব্দ ব্যতিরেকে) সুখ ও অজ্ঞান নামক বস্তুর প্রকাশিকা বাণী পশ্যন্তী, সমাধিঅবস্থায় চৈতন্যরূপিণী নিত্যাবাণী পরা। অন্য বিবরণ (খ) পরিশিষ্টে "(৪) বাণী" শীর্ষকটীকায় দ্রষ্টব্য।

হইতে অভিন্ন; আমি (*) সেই পরাবিদ্যারূপিণী সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা (†) স্বরস্বতীকে ধ্যানকরি। (‡)

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ময়া বাক্যসুধাটীকা যথামতি বিরচ্যতে ॥৪

আমি শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এইদুই মুনিবর্য্যকে প্রণাম করিয়া স্বকীয় বুদ্ধ্যনুসারে, (দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক নামক গ্রন্থের) বাক্যসুধা নাম্নী টীকা (অথবা বাক্যসুধা গ্রন্থের টীকা) রচনা করিতেছি।

(*) 'আমি ধ্যান করি'—এই ধ্যানে কৃতবিদ্য গুরুই একমাত্র অধিকারী, অকৃতবিদ্য শিষ্য, নহেন। সেই হেতু একবচনের প্রয়োগ।

(†) বৃহদুপ, ১।১।১, "ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্"। শাঙ্কর ভাষ্য—সর্ব্ববিদ্যার অভিব্যক্তির নিদান বলিয়া অথবা "যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমত (অচিন্তিত) বিষয় ও 'মত' হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয়" এইশ্রুতি বচনানুসারে জানা যায় যে অন্যান্য বিদ্যাদ্বারা যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, এই বিদ্যাদ্বারা তৎসমুদয়ও বিজ্ঞাত হয়; এই জন্যই সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়রূপা।

(‡) এইধ্যান অবশ্যই অভেদচিন্তন। কেননা :—

"শব্দার্থমাত্রঃ শাস্ত্রতত্ত্বানুভবী চ গুরুর্দ্বিধা।
আদ্যো নরো নতু ব্রহ্ম নরত্বভ্রান্ত্যনাশনাৎ ॥১৩
তেনোক্তে সংশয়া এব স্যুর্বাচা বহুযোজনাৎ।
ব্রহ্মৈবানুভবী তেন ব্রহ্ম প্রোক্তং বিবুধ্যতে ॥১৪"

অনুভূতিপ্রকাশ, একাদশাধ্যায়।

গুরু দুইপ্রকারের হইয়া থাকেন। এক প্রকার গুরু, আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের শব্দার্থ মাত্র অবগত আছেন। অপর প্রকার, শাস্ত্রতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন। প্রথম প্রকারের গুরু মনুষ্যমাত্র, ব্রহ্ম নহেন, কেননা তাঁহার আপনাকে মনুষ্য বলিয়া ভ্রান্তি ঘুচে নাই। সেই গুরু আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তদ্বিষয়ে কেবল সন্দেহই হইয়া থাকে, (নিশ্চয় বুদ্ধি জন্মেনা)। (কেননা কৃতানুভববুদ্ধির অভাবে) কেবল বাক্যের দ্বারাই তিনি শাস্ত্র বাক্যের বিবিধ প্রকার অন্বয় করিয়া থাকেন। (তদ্দ্বারা আত্মা কখন অস্তি, কখন নাস্তি, কখন কর্ত্তা, কখন অকর্ত্তা, কখন শুদ্ধ, কখন অশুদ্ধ ইত্যাদি রূপে প্রতীত হন।) কিন্তু আত্মতত্ত্বানুভবী গুরু স্বয়ং ব্রহ্ম। তিনি (আত্মা হইতে অভিন্ন) ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করিলে তাহা বুঝা যায়।

নখ্যাতিলাভপূজে চ টীকাকরণকারণম্ (*)।
ন বিদ্বত্তাবলং বাত্র মুক্তিরেবাত্র কারণম্ ॥৫

যশঃ, অর্থাদি, কিম্বা সৎকার লাভের উদ্দেশ্যে, কিম্বা অর্জ্জিতবিদ্যা-গৌরবের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে, আমি এই টীকা রচনা করিতেছি না। গ্রন্থের বিচার দ্বারা নিজের এবং অপর মুমুক্ষুগণের উপকার করাই, টীকা রচনার উদ্দেশ্য।

মুনিবর্য্য ভারতীতীর্থ, যে গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইয়া পরিসমাপ্ত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে এবং শিষ্টগণ গ্রন্থারম্ভে ইষ্টদেবতাস্মরণাদিরূপ যে আচার পালন করিয়া থাকেন, যাহাতে সেই আচারও পরিপালিত হয় এই অভিপ্রায়ে, (৬ পৃষ্ঠায় "রূপং দৃশ্যং" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকে) পরমাত্মস্বরূপের অনুস্মরণরূপ মঙ্গলাচার পালন করিলেন, কেননা (সেই স্থলে ব্যবহৃত) "সাক্ষী" শব্দদ্বারা কেবলকুটস্থজীবচৈতন্যরূপ, সেই পরমাত্মস্বরূপকেই সূচনা করিলেন।

অখণ্ড, একরস, সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থান করার নামই মোক্ষ। তাহা "তত্ত্বমসি" (†) প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থের অপরোক্ষজ্ঞানের ফল, এবং অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা সেই সেই বাক্যের অন্তর্গত পদ

(*) এস্থলে "কারণ" শব্দের অর্থ "ফল রূপহেতু"। কিন্তু "হেতুর্দ্বিধা কারণং ফলঞ্চ। ধনেন কুল মিত্যত্র ধনং কুলস্য কারণম্। অধ্যয়নেন গুরুকুলেবসতি ইত্যত্র অধ্যয়নম্ ফলম্।"

(†) মহাবাক্য চারিটি :—প্রথমটি উপদেশবাক্য, অপর তিনটি অনুভববাক্য।

(১) "তত্ত্বমসি"—'তুমি হইতেছ তাই' সামবেদের অন্তর্গত 'ছান্দোগ্য' উপনিষদ্‌গত।

(২) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—'এই আত্মা ব্রহ্ম' অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত 'মাণ্ডুক্য' উপনিষদ্‌গত।

(৩) "অহং ব্রহ্মাস্মি"—'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ্‌গত।

(৪) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—'দেহেন্দ্রিয়াদিসাক্ষিচৈতন্য ব্রহ্ম'—ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদ্‌গত।

সমূহের অর্থের পরিশোধন না করিলে, সেই সেই বাক্যের অর্থজ্ঞান হয় না। তাহা হইলে প্রথমেই "তত্ত্বমসি" (তৎ ত্বং অসি) এই মহাবাক্যের অন্তর্গত জীববাচক "ত্বং" পদার্থের পরিশোধন করিতে হয়। কেননা, প্রতিশরীরে যাহা 'আমি' 'আমি' বলিয়া অনুভূত হয়, সেই জীববাচক 'ত্বং' পদার্থের অর্থ প্রসিদ্ধ বা সর্ব্বজনবিদিত। (তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধ 'তৎপদের' অর্থ বুঝান সহজ হইবে।) যেহেতু নিয়মই রহিয়াছে "প্রসিদ্ধানুবাদেনা প্রসিদ্ধং নিরূপণীয়ম্"—প্রসিদ্ধ বস্তুর উল্লেখ করিয়া অপ্রসিদ্ধ বস্তু বুঝাইতে হয়।

এই অভিপ্রায়ে, পরম কৃপানিধি শ্রীভারতীতীর্থগুরু, শ্রীমৎ "শারীরক" ভাষ্য নামক মহাশাস্ত্রে (প্রারম্ভেই "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয় গোচরয়োঃ" বলিয়া) ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে বিষয়টি প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া মুমুক্ষু জীবের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া "দৃগ্‌দৃশ্য

প্রথম বাক্যে 'ত্বং' পদের, দ্বিতীয় বাক্যে, "আত্মা" পদের, তৃতীয় বাক্যে 'অহং' পদের এবং চতুর্থ বাক্যে "প্রজ্ঞানং" পদের, বাচ্য জীবচেতন।

প্রথম বাক্যে "তৎ" পদের, দ্বিতীয় বাক্যে ব্রহ্ম পদের, তৃতীয় বাক্যে 'ব্রহ্ম' পদের এবং চতুর্থ বাক্যে, 'ব্রহ্ম' পদের, বাচ্য ঈশ্বরচেতন।

জীবচেতন ও ঈশ্বরচেতনের একতাই চারিটি বাক্যের তাৎপর্য্য।

ঈশ্বরের চেতন—সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ, বিভু, ঈশ (সকলের প্রেরক,) স্বতন্ত্র, পরোক্ষ, মায়াধীশ ও বন্ধমোক্ষরহিত।

জীব চেতন—অল্পশক্তি, অল্পজ্ঞ, পরিচ্ছিন্ন, অনীশ, কর্ম্মাধীন, প্রত্যক্ষ, মায়াধীন (অবিদ্যামোহিত) ও বন্ধমোক্ষবিশিষ্ট।

এই হেতু তদুভয়ের একতা সম্ভব হয় না, কিন্তু মহাবাক্য সত্য, সুতরাং তদুভয়ের (বিরোধী বাচ্যভাগ ত্যাগ করিয়া অবিরোধী চেতনভাগ গ্রহণ করিলেই একতা সম্ভবপর হয়। (অন্বয়)। তাহা না করিলে একতা সম্ভবপর হয় না। (ব্যতিরেক)।

এই হেতু মহাবাক্যগত 'ত্বং' প্রভৃতি পদের লক্ষ্যার্থ, শুদ্ধ চেতন, এবং 'তৎ' প্রভৃতি পদের লক্ষ্যার্থ শুদ্ধ চেতন। উভয়ের একতা সম্ভবপর।

পদার্থ শোধনের প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়ার নাম ভাগত্যাগলক্ষণা। ("ক" পরিশিষ্ট দেখ)

বিবেক" অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিচার দ্বারা এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। "ত্বং" পদের অর্থের পরিশোধন করাই প্রধানতঃ এই প্রকরণের উদ্দেশ্য।

এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়টি, প্রথম শ্লোকে সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছেন :—

রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দৃক্ তু মানসম্।
দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে ॥ ১।

অন্বয়। রূপং দৃশ্যং, লোচনং (তস্য) দৃক্, তু তৎ (লোচনং) দৃশ্যং, (তস্য) দৃক্ মানসম্। ধীবৃত্তয়ঃ দৃশ্যাঃ, সাক্ষী দৃক্ এব, ন তু দৃশ্যতে।

অনুবাদ। রূপ দৃশ্য বস্তু, চক্ষু তাহার দ্রষ্টা; কিন্তু চক্ষু আবার দৃশ্য বস্তু, মন তাহার দ্রষ্টা; আবার মন বা মনোবৃত্তি সমূহ দৃশ্য, সাক্ষী বা কূটস্থ চৈতন্য তাহার দ্রষ্টা; তাহা দ্রষ্টাই থাকে, কখন কাহারও দৃশ্য হয় না।

টীকা। সংসারে, "রূপং"--রূপ, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের "দৃশ্যং"-গ্রাহ্য বা বিষয়। সকল রূপই কেবল দৃশ্য। "লোচনং"—সেই রূপের গ্রাহক চক্ষু ইন্দ্রিয়, নিজ বিষয়—রূপের সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া, "দৃক্"—দ্রষ্টা হয়; সেই প্রকারে আবার "তৎ"--সেই চক্ষু ইন্দ্রিয়, আপনার অপেক্ষা আভ্যন্তর মনের "দৃশ্যং"-দৃশ্য হয়; এবং "মানসম্,"—মন, নিজপ্রকাশ্য চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া, "দৃক্"—দ্রষ্টা হয়। মন সকল ইন্দ্রিয়েরই অবভাসক, "তু" শব্দ মনের সেই সামর্থ্যকে সূচনা করিতেছে। "ধীবৃত্তয়"—অন্তঃকরণের যে সকল বৃত্তির কথা পরে বলা হইবে, তাহারা অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জড় স্বরূপ, সেই হেতু তাহারা দৃশ্য। "সাক্ষী"—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর হইতে পৃথক প্রত্যক্ আত্মা, "দৃক্ এব ভবতি"—দ্রষ্টৃস্বরূপই হয়েন। যদিও "এব" (ই) শব্দ দ্বারা জীবাত্মা দৃশ্য হইতে পারেন না—একথা সূচিত হইল, তথাপি শব্দোচ্চারণ দ্বারা স্পষ্টতঃ জীবাত্মার দৃশ্যত্ব নিষেধ করিয়া তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব

দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন "ন তু দৃশ্যতে"—'প্রত্যক্‌' আত্মা কখনই দৃশ্য হন না। এস্থলে এই দ্বিতীয় 'তু' শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে প্রত্যগাত্মা বা কূটস্থ সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তর বলিয়া এবং তাহার অভ্যন্তরে সেই কূটস্থকে দৃশ্য করিবার মত অন্য কোনও দ্রষ্টা নাই বলিয়া, কূটস্থে যে দ্রষ্টৃত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে (তাহাই চরম দ্রষ্টৃত্ব)। সেই হেতু চক্ষু ও মনে যে আপেক্ষিক দ্রষ্টৃত্ব বর্ত্তমান, কূটস্থের দ্রষ্টৃত্ব তাহা হইতে বিলক্ষণ। শ্লোকের ভাবার্থ এই যে সাক্ষীর বা কূটস্থের দৃশ্যত্ব কোনও প্রমাণগোচর নহে; সেই হেতু কূটস্থ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালেই দ্রষ্টা,—দ্রষ্টৃত্বই তাহার স্বরূপ। ১

এইরূপে এই প্রকরণ গ্রন্থে যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে প্রথম শ্লোকে প্রদর্শন করিয়া, এক্ষণে প্রথম শ্লোকের প্রথম পাদে যে বিষয়টির উল্লেখ হইয়াছে, দ্বিতীয় শ্লোকে তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

নীলপীতস্থূলসূক্ষ্মহ্রস্বদীর্ঘাদিভেদতঃ।
নানাবিধানি রূপাণি পশ্যেল্লোচনমেকধা ॥ ২।

অন্বয়। নীলপীতস্থূলসূক্ষ্মহ্রস্বদীর্ঘাদিভেদতঃ, নানাবিধানি রূপাণি লোচনম্‌ একধা পশ্যেৎ।

অনুবাদ। নীল, পীত, স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রভৃতি ভেদে রূপ নানাবিধ। চক্ষু সেই নানাবিধ রূপকে এক করিয়াই দেখিবে অর্থাৎ কেবল রূপ বলিয়াই দেখিবে।

টীকা। নানাত্বই দৃশ্যত্বের হেতু (*) এবং একত্বই দ্রষ্টৃত্বের হেতু।

(*) গণিত শাস্ত্রের ভাষায় কথাটিকে পরিস্ফুট করিতে হইলে বলিতে হয়, দর্শনাদি সকল প্রকারের ক্রিয়াতেই যাহা Constant (নিত্য স্বরূপ) তাহাই 'দ্রষ্টা' ইত্যাদি; যাহা Variable (অনিত্যস্বরূপ বা পরিবর্ত্তনশীল) তাহাই 'দৃশ্য' ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় টীকাকারগণ

সেই কারণে রূপসমূহ নীল পীত ইত্যাদি অনেকপ্রকারভেদবশতঃ নানাত্বহেতু দৃশ্য বলিয়া গণ্য হয়। যে স্বরূপভেদ বশতঃ, উহাদের মধ্যে ঐ সকল ভেদ ঘটিয়া থাকে, সেই স্বরূপভেদ সমূহকে গ্রহণ না করিয়াই, চক্ষু ইন্দ্রিয় নিজের গ্রহণীয় সেই সকল রূপকে, "একধা"—একরূপেই 'পশ্যেৎ' —গ্রহণ করিবে, তাহা হইলেই চক্ষুর দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইবে। ২।

প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা (পূর্ব্বের ন্যায়) বিশদ করিয়া, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে অতিদেশ করিতেছেন :—

আন্ধ্য মান্দ্য পটুত্বেষু নেত্রধর্ম্মেষু চৈকধা।
সঙ্কল্পয়েন্মনঃ শ্রোত্রত্বগাদৌ যোজ্যতামিদম্ ॥৩

দ্রষ্টার এই Constancy বা নিত্যস্বরূপতা, কেবল মাত্র অনুভব দ্বারাই প্রমাণ করিয়া থাকেন যথা 'যোঽহং বাল্যে পিতরৌ অন্বভবম্ সোঽহং বার্দ্ধকে নপ্তারমনুভবামি'—যে আমি বাল্যকালে পিতামাতার সঙ্গসুখ পাইয়াছিলাম, সেই আমি বার্দ্ধক্যে, নাতির সঙ্গ-সুখ পাইতেছি; কারণ, সেই Constancy, অনুভূতিরই স্বরূপ, এবং দ্রষ্টা ও অনুভূতি একই বস্তু। সুতরাং নিত্য চেতন না হইলে দ্রষ্টা হইতে পারে না। এই নিত্যস্বরূপতা বা একত্ব যেমন দ্রষ্টার স্বভাব, দৃশ্যকে তাহার বিপরীতস্বভাব অর্থাৎ নানা এবং জড় হইতেই হইবে। তাহা না হইলে তাহা দৃশ্য হইতে পারে না। কোন বস্তুতে দ্রষ্টার ন্যায় নিত্যস্বরূপতার বা একত্বের ভ্রম হইলে, তাহা দ্রষ্টার ন্যায় হইয়া যায় অর্থাৎ দৃশ্য বলিয়া অনুভূত হয় না। দিক, কাল এই দুই পদার্থের আপাততঃপ্রতীত নিত্যস্বরূপতা বা একত্ব হেতু ইহারা দৃশ্য বা গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু তদুভয়ে যথাক্রমে পূর্ব্ব দক্ষিণাদি এবং সম্বৎসরাহোরাত্রাদি নানাত্বের আরোপ করিয়া তাহাদিগকে দৃশ্য বা গ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করা হয়। [অবশ্য যাঁহারা কালকে "বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" বলেন, তাঁহাদের নিকট এই দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য হইবে না।] সেইরূপ, দৃশ্যের অতর্কিত পরিবর্ত্তনে যেখানে দ্রষ্টার আপনাতে নানাত্বের ভ্রম ঘটে, (যথা—আবুহোসেন এবং Christopher Sly the Tinker) সে স্থলে, দ্রষ্টা আপনার একত্বের অনুসন্ধান করিয়া স্বরূপস্থ হইতে চেষ্টা করেন।

অন্বয়। আন্ধ্যমান্দ্যপটুত্বেষু নেত্রধর্ম্মেষু মনঃ একধা সঙ্কল্পয়েৎ। ইদং শ্রোত্রত্বগাদৌ চ যোজ্যতাম্‌।

অনুবাদ। নেত্রের অন্ধতা, মন্দতা, পটুতা এই সকল ধর্ম্মকে মন কেবল মাত্র ধর্ম্ম মনে করিয়া এক প্রকারেই গ্রহণ করিবে; (তাহা হইলেই মনের দ্রষ্টৃত্ব পরিস্ফুট হইবে) এবং শ্রোত্র ত্বক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরও এই দ্রষ্টৃত্ব এই রূপে বুঝিয়া লইতে হইবে।

টীকা। "আন্ধ্যম্‌"—চক্ষুর অন্ধতা শব্দের অর্থ এই যে ঘটাদি স্বগ্রহণ—যোগ্য বস্তুকে সামান্যাকারেও অর্থাৎ কেবল মাত্র "একটাকিছু" রূপেও গ্রহণ করিতে না পারা। "মান্দ্যম্‌"—শব্দের অর্থ স্বগ্রাহ্য ঘটাদি বস্তুকে কেবল মাত্র সামান্যাকারে অর্থাৎ "একটাকিছু" এই মাত্রাকারে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য। "পটুত্বম্‌"—শব্দের অর্থ স্বগ্রাহ্য বিষয়ের সূক্ষ্মবিশেষাকার গ্রহণের সামর্থ্য। সেই সকল নেত্রধর্ম্মকে মন একরূপেই গ্রহণ করিবে অর্থাৎ 'আমার চক্ষু অন্ধ,' 'আমার চক্ষু মন্দ,' 'আমার চক্ষু পটু'—এইরূপে মনের প্রকাশ্য (চক্ষু প্রভৃতি) বস্তুর মধ্যে ভেদ ঘটাইবার উপযোগী স্বরূপভেদ না গ্রহণ করিয়া, একমাত্র চক্ষুধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই মনের দ্রষ্টৃত্ব প্রতিপন্ন হইবে। 'চ' শব্দের 'শ্রোত্রত্বগাদি' শব্দের সহিত সম্বন্ধ। "ইদং শ্রোত্রত্বগাদৌ চ যোজ্যতাম্‌"—শ্রোত্র, ত্বক্‌, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই সকলেও নিজ নিজ গ্রহণীয় বিষয়ের তুলনায় এই দ্রষ্টৃত্ব, এবং নিজ নিজ প্রকাশক মনের তুলনায় এই দৃশ্যত্ব, এবং যথোচিত বধিরতা প্রভৃতি বুঝিয়া লইতে হইবে। একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ে দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ববিচার দেখাইয়া শ্রোত্র প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়েও 'এইরূপ বুঝিয়া লও এই বলিয়া 'অতিদেশ', করিতেছেন। আচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, শিষ্যগণ নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব বিচার করিলে পুরুষার্থ সাধন করিতে পারিবে। ৩।

এক্ষণে প্রথম শ্লোকের শেষার্দ্ধে যে বিষয়টি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

কামঃ সঙ্কল্পসন্দেহৌ শ্রদ্ধাশ্রদ্ধে ধৃতীতরে।

হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেবমাদীন্ ভাসয়ত্যেকধা চিতিঃ ॥৪

অন্বয়। চিতিঃ, কামঃ, সঙ্কল্পসন্দেহৌ, শ্রদ্ধাশ্রদ্ধে, ধৃতীতরে, হ্রীঃ, ধীঃ, ভীঃ ইত্যেবমাদীন্ একধা ভাসয়েৎ।

অনুবাদ। কূটস্থ জীবচৈতন্য, কাম, সঙ্কল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয়, ইত্যাদি অন্তঃকরণ বৃত্তি সমূহকে এক প্রকারেই (তুল্যরূপেই) প্রকাশ করিয়া থাকে।

টীকা। রজ্জুর স্বরূপ না জানিয়া রজ্জুতে যে সর্পাদির আরোপ করা হয়, রজ্জু যেমন সেই সর্পাদির প্রকাশক, সেইরূপ আত্মস্বরূপ না জানিয়া আত্মাতে যে বিশেষ বিশেষ অন্তঃকরণবৃত্তি আরোপিত করা হয় এবং যে অন্তঃকরণবৃত্তি সকল (রজ্জুর জ্ঞান দ্বারা সর্পাদির ন্যায়) আত্মস্বরূপের জ্ঞান-দ্বারা বিদূরিত হয়, তাহাদের সকলকেই কূটস্থ সর্ব্বসাক্ষী জীবচৈতন্য এক প্রকারেই প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই কূটস্থ জীবচৈতন্য স্বগতাদি তিন প্রকার (*) ভেদশূন্য, এবং সচ্চিদানন্দব্রহ্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন। ভাবার্থ এই —কূটস্থ জীবচৈতন্যে কোনও বিকারের কারণ না থাকাতে, সেই কূটস্থ জীব চৈতন্য, রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা তৎপ্রকাশ্য বস্তুসমূহের

(*) বৃক্ষস্য স্বগতোভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥ পঞ্চদশী, ২।২০।

বৃক্ষে, যে পত্র, পুষ্প, ফল, ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ভেদ অর্থাৎ অংশ হইতে অবয়বীর ভেদ তাহাকে বৃক্ষের স্বগত ভেদ বলা যায় ; সেই বৃক্ষে অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ আছে, তাহাই স্বজাতীয় ভেদ ; এবং প্রস্তরাদি হইতে যে ভেদ তাহাই বিজাতীয় ভেদ।

বিকারানুসারে, আপনাতে কোনও স্বগতবিকার উৎপাদন না করিয়া, এক-রূপেই তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্লোকে যে 'কামঃ সঙ্কল্প' ইত্যাদি অন্তঃকরণবৃত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (১।৫।৩) হইতে সংগৃহীত, যথা :—

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধাধৃতিরধৃতি হ্রী ধী ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব"।

[কাম—স্ত্রীসমালিঙ্গনাদির অভিলাষ ; সঙ্কল্প—সম্মুখে উপস্থিত রূপাদি বিষয় বিষয়ে বিশেষাবধারণ, অর্থাৎ ইহা শুক্ল ইহা নীল ইত্যাদি প্রকার ; বিচিকিৎসা—সংশয়াত্মক জ্ঞান ; শ্রদ্ধা—অদৃষ্টার্থ পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মে এবং দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে আস্তিক্য বুদ্ধি (সত্যতাজ্ঞান, বিশ্বাস) ; অশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধার বিপরীত ; ধৃতি—ধারণা করা, অর্থাৎ দেহাদির অবসন্নতাদশায় উত্তম্ভন—উত্তেজনা করা; অধৃতি—ধৃতির বিপরীত ; হ্রী—লজ্জা, ধী—প্রজ্ঞা অর্থাৎ বোধ শক্তি; ভী—ভয়; এ সমস্ত মনই, এ সমস্তই অন্তঃকরণ মনের স্বরূপ।]

শ্লোকোক্ত 'আদি' শব্দের দ্বারা ঐতরেয় উপনিষদুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি সমূহকেও বুঝিতে হইবে, যথা।

"সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টি ধৃতির্মতি মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি।"

[সংজ্ঞান—চেতন ভাব, যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ চেতন বলিয় পরিচিত হয়। আজ্ঞান প্রভুভাব। বিজ্ঞান—চৌষট্টি কলা বিষয়ক জ্ঞান। প্রজ্ঞান—প্রতিভা। মেধা—গ্রন্থার্থধারণ ক্ষমতা। দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি। ধৃতি—মনন, কর্ত্তব্য চিন্তা। মনীষা—কর্ত্তব্য চিন্তায় নিজের স্বাধীনতা। জূতি—রোগাদি জনিত দুঃখ। স্মৃতি—স্মরণ। সঙ্কল্প নীল পীতাদি বিষয়ক বিকল্প। ক্রতু—অধ্যবসায় (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান)। অসু—শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহক প্রাণবৃত্তি। কাম—তৃষ্ণা বশ—মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি কামনা] ৪।

যে প্রণালীতে ইন্দ্রিয় ও মনের দৃশ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত জীবচৈতন্যেরও ত' দৃশ্যত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে— এই আশঙ্কা দূরীকরণের জন্য বলিতেছেন ;—দ্রষ্টা না থাকিলে দৃশ্য থাকিতে পারে না। সেই চৈতন্যের দ্রষ্টা থাকিলে অবশ্যই অন্য এক চৈতন্যকে, দ্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে অনবস্থা[১০] নামক দোষ ঘটে, (অর্থাৎ সেই চৈতন্যেরও আবার দ্রষ্টৃরূপ অপর এক চৈতন্য স্বীকার করিতে হয় ; এইরূপে অনন্ত দ্রষ্টৃ চৈতন্য স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে)। আবার যদি বলা হয়—চৈতন্যই চৈতন্যের দ্রষ্টা, তাহা হইলে কর্ম্মকর্তৃ-বিরোধরূপ[১১] দোষ (বা আত্মাশ্রয়[১১] দোষ) ঘটে ; (অর্থাৎ যে বস্তু ক্রিয়ার কর্ত্তা (আশ্রয়), সেই বস্তুই ক্রিয়ার কর্ম্ম বা ক্রিয়ার বিষয়রূপ কার্য্য হয়, তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ)। সেই হেতু চৈতন্য অন্যপ্রকাশ নিরপেক্ষ, এবং সেই কারণে স্বয়ংপ্রকাশমান বলিয়া, তাহার দৃশ্যত্ব হইতে পারে না—ইহা অর্থের দ্বারা সূচনা করিয়া এক্ষণে এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইতেছেন যে চৈতন্য, চৈতন্যবিরহিত অন্তঃকরণাদি যুষ্মদর্থ (তুমি' বা 'ইহা' এই দুই শব্দ যে সকল বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে সেই সমস্ত) বস্তু হইতে বিলক্ষণ। এই শ্লোকটি প্রথম শ্লোকোক্ত "নতু দৃশ্যতে" এই বাক্যটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

নোদেতি নাস্তমেত্যেষা ন বৃদ্ধিং যাতি ন ক্ষয়ম্।
স্বয়ং বিভাত্যথান্যানি ভাসয়েৎ সাধনং বিনা॥৫

অন্বয়। এষা চিতিঃ ন উদেতি, ন অস্তম্ এতি, ন বৃদ্ধিং যাতি, ন ক্ষয়ং (যাতি)। স্বয়ং বিভাতি, অথ সাধনং বিনা অন্যানি ভাসয়েৎ।

অনুবাদ। এই চৈতন্যের উদয় (জন্ম) নাই, অস্ত (তিরোভাব)

নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই ; ইহা স্বয়ংপ্রকাশ, এবং সাধননিরপেক্ষ হইয়া অপর সকল বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

টীকা। বৃহদারণ্যক শ্রুতি (৩।৪।১—২, ৩।৫।১) বলিতেছেন— "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম"—যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ—কোন বস্তুদ্বারা ব্যবহিত নয় এমন অপরোক্ষ অর্থাৎ দ্রষ্টার মুখ্যপ্রত্যক্ষাত্মক। সেই তত্ত্ববিদ্‌গণের অপরোক্ষ, উক্ত শ্রুতিপ্রতিপাদিত চৈতন্যকে পূর্ব্বশ্লোকের অর্থদ্বারা সূচনা করিয়াছেন। এক্ষণে "এষা-চিতিঃ" এই চৈতন্য—এই দুই শব্দদ্বারা তাহারই উল্লেখ করিতেছেন। 'আমি' শব্দদ্বারা যে অহঙ্কারকে বুঝায়, সেই অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া (যুষ্মদ্ বা ইদং) 'তুমি' বা 'এই' এই দুই শব্দদ্বারা যাহা কিছু বুঝান যায়, সেই সকলেরই প্রাগভাব[১২] আছে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাদের অভাব আছে। সেই হেতু তাহাদের উদয় বা জন্ম হয়। কিন্তু সর্ব্বসাক্ষী এই চৈতন্যের সেইরূপ প্রাগভাব[১২] নাই। এই হেতু "ন উদেতি"—তাহা উৎপন্ন হয় না, এবং তাহার প্রধ্বংসাভাব নাই বলিয়া "ন অস্তমেতি"—ইহা অস্ত বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। "ন বৃদ্ধিং যাতি, ন ক্ষয়ং যাতি"—ইহা বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ইহা দ্বারা অধিকন্তু বুঝান হইল, যে যাস্কপঠিত[১৩] ষড়্‌বিকারের মধ্যে 'অস্তিত্ব' ও 'পরিণাম' নামক অপর দুই বিকারও ইহার নাই। এস্থলে 'অস্তিত্ব' এই শব্দদ্বারা উৎপত্তির পর, যে ভাবী ব্যবহারিক[১৪] 'অস্তিত্ব' তাহাই বিকারের অন্তর্গত বলিয়া তাহারই নিষেধ করা হইল, স্বরূপাস্তিত্বের[১৪] নিষেধ করা হইল না, কেন না চৈতন্য সর্ব্বাবস্থাতেই একরূপ বলিয়া এবং সেই হেতু অবিকারী বলিয়া বিকারাস্তিত্বেরই নিষেধ হইতে পারে, স্বরূপাস্তিত্বের নিষেধ হইতে পারে না। সেই চৈতন্যে কেন যাস্কপঠিত[১৩] ছয়টি ভাববিকার নাই, তাহারই হেতু প্রদর্শন করিতেছেন, "স্বয়ং বিভাতি, অন্যানি সাধনং বিনা ভাসয়েৎ"—সেই চৈতন্য অন্য প্রকাশের

(প্রকাশকের) অপেক্ষা রাখে না বলিয়া নিজেই প্রকাশমান হইয়া আপনার সচ্চিদানন্দাত্মক স্বরূপ প্রকাশ করিবার পরেই, আপনা ভিন্ন অন্য যাবতীয় আরোপিত বস্তু সকলকে প্রকাশ করে—কেননা শ্রুতি (কঠ, ৫।১৫, মুণ্ডক, ২।২।১১, শ্বেতাশ্ব, ৬।১৪) বলিতেছেন—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদংবিভাতি"—স্বপ্রকাশ তাঁহারই অনুগত হইয়া, সকলে প্রকাশ পায়, তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে"। আর নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান[১৫] হইতেই সাবকল্পকজ্ঞানের উৎপত্তি—ইহাই নিয়ম।

এস্থলে এই দুইটি অনুমান [পরিশিষ্ট (খ) দেখুন] সূচিত হইতেছে—

প্রথম অনুমান।

(১) 'আমি' এই প্রত্যয়ের বিষয় এই চৈতন্য—পক্ষ ;

(২) ছয়টি ভাববিকার রাহিত্য—সাধ্য ;

(৩) প্রকাশান্তর নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং প্রকাশমানতা—হেতু।

(৪) আমি এইরূপ প্রত্যয়ের বিষয়—এই চৈতন্য, ছয়টি ভাববিকার রহিত—প্রতিজ্ঞা বাক্য।

(৫) যাহা ছয়টি ভাববিকার রহিত নহে, তাহা প্রকাশান্তর নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ংপ্রকাশমানও নহে, যেমন 'যুস্মৎ' প্রত্যয়ের বিষয় ('তুমি' 'ইহা' এইরূপ জ্ঞানের আলম্বন)অহঙ্কার প্রভৃতি। উদাহরণ বাক্য (ব্যতিরেক ব্যাপ্তি)।

দ্বিতীয় অনুমান।

(১) পূর্ব্ববর্ণিত এই চৈতন্য—পক্ষ ;

(২) ছয়টি ভাববিকার রাহিত্য—সাধ্য ;

(৩) প্রকাশান্তর নিরপেক্ষ হইয়া স্বব্যতিরিক্ত বস্তুর অবভাসকতা—হেতু;

(৪) পূর্ব্ববর্ণিত এই চৈতন্য ছয়টি ভাববিকাররহিত,—প্রতিজ্ঞা বাক্য।

(৫) যাহা ছয়টি ভাববিকার রহিত নহে তাহা প্রকাশান্তর নিরপেক্ষ হইয়া স্বব্যতিরিক্ত বস্তুর অবভাসকও নহে, যেমন 'অহম্' (অহঙ্কারপ্রভৃতি)—উদাহরণ বাক্য (ব্যতিরেক ব্যাপ্তি)।

এইরূপে, চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া এবং ছয়টি ভাববিকাররহিত বলিয়া, ইহা, 'তুমি' ও 'এই' এইরূপ জ্ঞানের আলম্বনস্বরূপ যাবতীয় বস্তু হইতে বিলক্ষণ,—ইহা সমর্থিত হইল। ইহার অর্থদ্বারা এই কথাও সমর্থিত হইয়াছে যে, চৈতন্য, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালেই দ্রষ্টা, কোন অবস্থাতেই ইহা দৃশ্য নহে। আর—

"অদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ—" (বৃহদা, উ, ৩।৮।১১)—

সেই এই অক্ষর হইতেছেন অপরের অদৃষ্ট (দৃষ্টিগোচর হন না,) অথচ নিজে সকলের দ্রষ্টা; অপরের অশ্রুত (শ্রুতি গোচর হন না), অথচ নিজে সকলের শ্রোতা, এইরূপ অপরের মনোবৃত্তির অগোচর, কিন্তু নিজে সকলকে মনন করেন। বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর বলিয়া অবিজ্ঞাত, অথচ নিজে সকলের বিজ্ঞাতা।

"ন দৃষ্টে দ্রষ্টারং পশ্যেন্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃনুয়ান্ন মতে মন্তারং মন্বীথাঃ ন বিজ্ঞাতে র্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" (বৃহদা উ, ৩।৪।২)।

অতএব দৃষ্টির অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়জজ্ঞানের যিনি দ্রষ্টা (প্রকাশক)

তাঁহাকে দেখিবে না অর্থাৎ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রয়াস পাইবে না। শ্রবণেন্দ্রিয়জজ্ঞানের প্রকাশককে শ্রবণ করিবে না; মতির— মনোবৃত্তির—সংশয়াদির প্রকাশককে মনের দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে না, এবং বিজ্ঞাতির—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারক বুদ্ধিবৃত্তির বোদ্ধাকে বুদ্ধিদ্বারা জানিবে না।—

এইরূপ সহস্র সহস্র শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য দ্বারা উক্ত অর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই হেতু 'তুমি' বা 'এই' এইরূপ জ্ঞানের আলম্বন অন্তঃকরণ প্রভৃতি বস্তু দৃশ্যই; আর 'আমি' এইরূপ জ্ঞানের আলম্বন স্বরূপ প্রত্যক্‌চৈতন্য (কূটস্থচৈতন্য) স্বরূপতঃ দ্রষ্টা; সেই হেতু প্রত্যক্‌চৈতন্যই পরমব্রহ্ম ইহাই অভিপ্রেতার্থ। ৫

ভাল, প্রথম শ্লোকে বলা হইল—'তুমি' (বা এই) এই শব্দ দ্বারা সূচিত ('দৃশ্য' সংজ্ঞার অন্তর্গত) যাবতীয় বস্তুকেই 'সাক্ষী' প্রকাশ করিয়া থাকে। এস্থলে কিন্তু বলা হইল, 'চিতি' (চৈতন্যই) সেই সকল বস্তুর প্রকাশক। এইহেতু পূর্ব্বাপর বিরোধ হইতেছে। তদুত্তরে বলি, ইহাতে দোষ হয় নাই। কেন না 'চিতি' শব্দের দ্বারা প্রথম শ্লোকোক্ত সাক্ষীই এস্থলে সূচিত হইয়াছে। এই প্রকরণের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী প্রবন্ধাংশে প্রথম শ্লোকার্থেরই যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে স্থানে স্থানে 'সাক্ষী' শব্দের দ্বারা সেই চিতিবস্তুই সূচিত হইয়াছে এবং 'সাক্ষী', 'চিতি', 'চিৎ,' 'চৈতন্য' 'জ্ঞান,' 'বোধ', 'প্রত্যগাত্মা' 'কূটস্থ' ইত্যাদি শব্দ সমানার্থক এবং একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, তাহা হইলেত 'তুমি' (বা এই) শব্দ দ্বারা সূচিত, (দৃশ্য' সংজ্ঞার অন্তর্গত), অন্তকরণের সাপেক্ষক দ্রষ্টৃত্বও সম্ভবপর হয় না,

কেন না তাহা ভূতনির্ম্মিত বলিয়া ঘটাদির ন্যায় জড়স্বরূপ। আর পুরাণ বচন ও (*) রহিয়াছে :—

দ্রষ্টরি নাস্তি দৃশ্যত্বং দৃশ্যস্য দ্রষ্টৃতা নহি।
দৃশ্যরূপস্য কুড্যাদে দ্রষ্টৃতা নহি দৃশ্যতে ॥

যিনি দ্রষ্টা, তিনি কখনও দৃশ্য হইতে পারেন না, আর যাহা দৃশ্য তাহা কখনও দ্রষ্টা হইতে পারে না। দেওয়াল প্রভৃতি দৃশ্য বস্তু দ্রষ্টা হইয়াছে এরূপ কখনও দেখা যায় না।

তাহা হইলে সেই অন্তঃকরণের সংসারানুভব সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে ঐরূপ যুক্তি দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে অহঙ্কারাদির বিপরীত-স্বভাব, কূটস্থ, স্বয়ংপ্রকাশ, প্রত্যগ্‌বোধস্বরূপ সাক্ষীরও, জাগ্রদবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিমুক্তি পর্য্যন্ত সংসার সম্ভবপর হয় না, কেননা সেই সাক্ষী অসঙ্গ ও উদাসীন। যে হেতু যে অসংসারী না হয়, সে অসঙ্গ উদাসীনও হয় না, (দৃষ্টান্ত) যেমন অহঙ্কার প্রভৃতি।[১৬] আর উক্ত হেতুকে অসিদ্ধ বলা যায় না, কেন না শ্রুতি বলিতেছেন "অসঙ্গোহ্যয়ংপুরুষঃ"। (বৃহদা, উ ৩।৪।১৫) পুরুষ অসঙ্গ। এইরূপ আরও শ্রুতিবচন আছে। এই প্রকারে অন্তঃকরণ ও তাহার সাক্ষী উভয়েই অসংসারী বলিয়া প্রতিপাদিত হইলে, যে সংসারের নিবৃত্তি করিতে হইবে তাহা আদৌ না থাকায়, সেই সংসারনিবর্ত্তক জ্ঞান ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাহা হইলে সেই জ্ঞানপ্রতিপাদক বেদান্ত বাক্য সমূহও অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে।[১৭] পক্ষান্তরে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট সাক্ষী সর্ব্বপ্রকার বিশেষ পরিশূন্য বলিয়া এবং সেই হেতু সাক্ষী সম্বন্ধে শব্দপ্রয়োগের কারণ-

(*) এই বচনটী কোন্ পুরাণের অন্তর্গত তাহার অনুসন্ধান পাই নাই।

স্বরূপ 'ষষ্ঠী বিভক্তি' প্রভৃতি প্রয়োগের অবসর (*) না থাকায় বেদান্ত বাক্য সমূহ বিধিমুখে সেই সাক্ষীকে প্রতিপাদন করিতে পারে না এবং সেই হেতু (বেদান্ত বাক্যসমূহ নিষেধমুখে সেই সাক্ষীকে) 'নেতি' 'নেতি', 'তাহা নয়', 'তাহা নয়' বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও সেই সাক্ষীর স্বরূপ প্রতিভাত হয় না বলিয়া, শাস্ত্রও প্রামাণ্যরহিত হইয়া পড়ে। এইরূপে পরম্পরাক্রমে অনেক দোষ ঘটিতে পারে বলিয়া সেই সাক্ষীর কূটস্থতা, স্বয়ংপ্রকাশমানতা প্রভৃতিও অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। (সমাধান) এইরূপ অনেক দোষের আশঙ্কা করিয়া এবং অন্তঃকরণে, প্রতিফলিত অনির্ব্বচনীয় চিদাভাস অঙ্গীকার করিলে সকল দোষেরই পরিহার হয়. এই অভিপ্রায়ে চিদাভাস অঙ্গীকার করিতেছেন —

চিচ্ছায়াবেশতো বুদ্ধৌ ভানং ধীস্তুদ্বিধাস্থিতা।
একাহঙ্কৃতিরন্যা স্যাদন্তঃকরণরূপিনী ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ। বুদ্ধৌ চিচ্ছায়াবেশতঃ ভানং ভবতি, ধীঃ তু দ্বিধাস্থিতা, একা অহঙ্কৃতিঃ স্যাৎ, অন্যা অন্তঃকরণরূপিনী।

অনুবাদ। বুদ্ধিতে চিৎপ্রতিবিম্বের অনুপ্রবেশের বলে, জ্ঞান হয় অর্থাৎ বুদ্ধি স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধি দুই প্রকারেরই হয়। তন্মধ্যে এক প্রকারের বুদ্ধিকে অহঙ্কার বলা হইয়া থাকে, অপর প্রকারের বুদ্ধিকে মন বলা হইয়া থাকে।

---

* ষষ্ঠী গুণক্রিয়াজাতিরূঢ়য়ঃ শব্দহেতবঃ।
নাত্মন্যস্তমোহমীষাং তেনাত্মানাভিধীয়তে ॥
অনুভূতি প্রকাশ ১১।৩৮।

ষষ্ঠী বা সম্বন্ধ, গুণ, ক্রিয়া ও জাতি এই গুলিকেই অবলম্বন করিয়া শব্দ প্রয়োগের হেতু জন্মে। ইহাদিগের একটিও আত্মাতে নাই। সেই হেতু আত্মা, শব্দের অভিধা-শক্তির দ্বারা প্রকাশ্য নহেন।

টীকা। "চিচ্ছায়াবেশতঃ বুদ্ধৌ ভানম্"—অন্তঃকরণ শব্দে এক প্রকার দ্রব্য বুঝায় যাহা রৌপ্য, স্বর্ণ প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় বহুবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিশব্দ ও ধীশব্দ দ্বারা এখানে তাহাই সূচিত হইতেছে; সেই অন্তঃকরণের যে অংশে কর্তৃস্বরূপ বৃত্তি হয়, সেই অংশকে অহঙ্কৃতি বা অহঙ্কার বলে। কারণস্বরূপ যে অংশ—যাহাতে 'আমি'[১৮] 'এই' এইরূপ বৃত্তি হয় এবং মন বলিলে, যাহাকে বুঝায়—সেই অংশকে অন্তঃকরণ বলে। কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তুলনায় তাহা আভ্যন্তর বলিয়া তাহাকে অন্তঃকরণ বলে। 'বুধ্যতে অনয়া স্বরূপমিতি' বুদ্ধিঃ—যাহার দ্বারা (বস্তুর) স্বরূপ বুঝাযায় তাহাকে বুদ্ধি বলে। "চিচ্ছায়াবেশতঃ" —চিচ্ছায়া—চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহার আবেশ—অনুপ্রবেশ, তাহার দ্বারা ভান হয়। ভাবার্থ এই—বুদ্ধি স্বভাবতঃ জড়রূপা হইলেও অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যের বলে স্বয়ং প্রকাশমানা বলিয়া বোধ হয়। "ধীঃতুদ্বিধা"— 'তু'শব্দের অর্থ অবধারণ, (অর্থাৎ বুদ্ধি দুই প্রকারেরই বটে)। চুম্বকের সন্নিকটে অবস্থিত লৌহের ন্যায়, সাক্ষীর সন্নিকটে অবস্থিত ধী, বুদ্ধি বহুপ্রকারের চেষ্টা (সঙ্কলন) করিয়া থাকে। সেই বুদ্ধি দুই প্রকারেরই হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকার বুদ্ধি কর্তৃরূপা, তাহাকে অহঙ্কার বলা হইয়া থাকে। অপর প্রকারের অন্তঃকরণরূপিনী 'ধী'কে—বুদ্ধিকে—মন বলা হইয়া থাকে[১৯]। অন্তঃকরণের কামরূপ এবং সংজ্ঞারূপ সকল পরিণাম গুলিই, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামক অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত, এবং বুদ্ধি (সংজ্ঞারূপ পরিণামবিশেষ) এবং চিত্ত (কামরূপ পরিণাম বিশেষ) যথাক্রমে অহঙ্কার ও মনের অন্তর্ভূত। আর অন্তঃকরণের যতপ্রকার আকার হয়, তাহারা বৃত্তিমান্ ও বৃত্তি এই দুই শ্রেণীরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে। তদতিরিক্ত অন্য কোনও প্রকার আকার, অন্তঃকরণের হয় বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না। সেই

২০

হেতু চিত্তের কর্ম্মস্বরূপ (জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্মভূত) বুদ্ধি, যে চৈতন্য বুদ্ধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধির বিকার সমূহের অনুকরণ করিয়া থাকে, সেই চৈতন্যের সহিত কর্তৃরূপ ও করণরূপ, বা বৃত্তিমান্ ও বৃত্তিরূপ এই দুই আকারে অহঙ্কার ও মন এই দুই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া একাই অবস্থান করে। ৬

পূর্ব্ববর্ণিত অহঙ্কার ও মন এতদুভয়ের মধ্যে, অহঙ্কার, লৌহপিণ্ডের অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তির ন্যায়, চিচ্ছায়ার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়। আর দেহ জড়রূপ হইলেও সেই সচ্চিদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কারের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চেতনের মত দৃষ্ট হয়। এই কথাই বলিতেছেন :—

ছায়াহঙ্কারয়োরৈক্যং তপ্তায়ঃপিণ্ডবন্মতম্।

তদহঙ্কারতাদাত্ম্যাদ্দেহশ্চেতনতামগাৎ। ৭।

অন্বয়। ছায়াহঙ্কারয়োঃ ঐক্যং তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ মতম, তদহঙ্কার তাদাত্ম্যাৎ দেহঃ চেতনতাম অগাৎ।

অনুবাদ। চিদাভাস এবং অহঙ্কারের মিশ্রণ, অগ্নি ও লৌহ পিণ্ডের মিশ্রণের ন্যায় পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। সেই চিদাভাসযুক্ত অহঙ্কারের সহিত তাদাত্ম্যলাভ করিয়া (অচেতন) দেহ, চেতনতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

টীকা। ছায়া ও অহঙ্কারের অর্থাৎ চিদাভাস ও 'কর্ত্তার' ঐক্য "তপ্তায়ঃ পিণ্ডবৎ,"—অগ্নির সহিত সম্বন্ধ হেতু অগ্নিরূপপ্রাপ্ত লৌহপিণ্ডের মত, ইহাই বুঝান অভিপ্রেত, অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তে যেমন 'ইহাঅগ্নি', 'ইহা লৌহ,—এইরূপে পৃথক্করণ অসম্ভব, সেইরূপ দার্ষ্টান্তিকে, 'ইহা অহঙ্কার' 'ইহা চিদাভাস', এইরূপে অহঙ্কারের স্বরূপ এবং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট চিদাভাসের স্বরূপ এই উভয়কে পৃথক্ করিতে পারা যায় না—ইহাই

ভাবার্থ। "তদহঙ্কারতাদাত্ম্যাৎ"—সেই চিদাভাসযুক্ত অহঙ্কারের সহিত তাদাত্ম্য বা ঐক্য বশতঃ। "তাদাত্ম্যম্"—'তৎ' সেই অহঙ্কার, আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ যে দেহের, সেই 'তদাত্মা', তাহার ভাব তাদাত্ম্যম্ বা সম্বন্ধ। সেই হেতু দেহ--স্থূলশরীর নিজে জড়রূপ হইলেও, "চেতনতাম্"—চেতন—জ্ঞান, তাহার ভাব চেতনতা, তাহাকে অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপতাকে, "অগাৎ" পাইয়াছে। ভাবার্থ এই যে যেমন মরকতমণিকে পরীক্ষা করিবার জন্য জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহা সেই জলভাগকে নিজবর্ণ বিশিষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ সাক্ষী যাহা স্বভাবতঃ সর্ব্বান্তর, কূটস্থ, অসঙ্গ, বোধস্বরূপ, তাহা অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলদেহ পর্য্যন্ত যাবতীয় 'যুষ্মদর্থকে' (তুমি ও ইহা—এই শব্দদ্বয়ের আলম্বন স্বরূপ বস্তু সমূহকে) আত্মজ্যোতির্যুক্ত করিয়া থাকে॥ ৭

(শঙ্কা)। ভাল, এইরূপে চিদাভাস ও দেহের সহিত অহঙ্কারের তাদাত্ম্য ঘটিলে, 'আমি দেখিতেছি', 'আমি শুনিতেছি'—এইরূপ অনুভব হয়, ইহা যেন সিদ্ধ হইল। তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণের সহিতও অহঙ্কারের তাদাত্ম্য ঘটে।

(সমাধান)। ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ গোলকে অবস্থান না করিলে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয় না, আর সেই গোলকসমূহ স্থূল শরীরেরই অবয়ব, আর অবয়ব অবয়বীর ভেদ নাই; সেই হেতু, লোকে যেমন অনুভব করিয়া থাকে "আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি গৃহস্থ', 'আমি কৃষ্ণকেশ" (অপ্রাপ্তবার্দ্ধক্য), সেইরূপ, 'আমি চক্ষু' 'আমি কর্ণ' এইরূপ অনুভব করে না। আবার "কে তুমি?" কাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সে "আমি" এই উত্তর দিবার কালে, দেহকেই স্পর্শ করিয়া থাকে। সেই কারণে অহঙ্কারের সহিত ইন্দ্রিয়ের তাদাত্ম্য, অহঙ্কারের সহিত দেহের

তাদাত্ম্যের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহা আর পৃথক্‌ভাবে নিরূপণ করিবার যোগ্য নহে। এইরূপে অহঙ্কারের সহিত যাহার যাহার সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, তাহাদের উল্লেখ করিয়া অহঙ্কারের যতগুলি তাদাত্ম্য ঘটিয়া থাকে, তাহাদিগের সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন—

অহঙ্কারস্য তাদাত্ম্যং চিচ্ছায়াদেহসাক্ষিভিঃ।
সহজং কর্ম্মজং ভ্রান্তিজন্যঞ্চ ত্রিবিধং ক্রমাৎ॥ ৮

অন্বয়। অহঙ্কারস্য, চিচ্ছায়াদেহসাক্ষিভিঃ সহ তাদাত্ম্যং ক্রমাৎ সহজং কর্ম্মজং ভ্রান্তিজন্যং চ ইতি ত্রিবিধং (ভবতি।)

অনুবাদ। চিদাভাস, দেহ এবং সাক্ষীর সহিত অহঙ্কারের যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ঘটে, তাহা যথাক্রমে উৎপত্তিকাল হইতেই জাত বা সহজ, কর্ম্মজনিত, ও ভ্রান্তিজনিত, এই তিন প্রকারেরই হইয়া থাকে।

টীকা। "অহঙ্কারস্য"—পূর্ব্ববর্ণিত 'কর্ত্তার', "চিচ্ছায়াদেহসাক্ষিভিঃ সহ" —চিদাভাস, দেহ এবং সাক্ষীর সহিত, "ক্রমাৎ"—যে ক্রমে বা পর্য্যায়ে চিদাভাসাদি সম্বন্ধীর (সম্বন্ধবিশিষ্টের) উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই ক্রমে, "ত্রিবিধং"—তিন প্রকার, "তাদাত্ম্যং" সম্বন্ধ। সেই সকল সম্বন্ধের যথোপ-যুক্ত নামত্রয় কল্পনা করিতেছেন; "সহজং"—চিদাভাস ও অহঙ্কারের যে তাদাত্ম্য বা সম্বন্ধ, তাহা উক্ত দুই সম্বন্ধীরই উৎপত্তিকালে, উহাদের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই হেতু উহাকে 'সহজ' বলা হইয়াছে; "কর্ম্মজং"— পূর্ব্ববর্ণিত অহঙ্কার ও দেহের যে সম্বন্ধ, তাহা যে সকল কর্ম্ম জাগ্রৎকালীন ভোগ প্রদান করিয়া থাকে, সেই কর্ম্মহেতুই জন্মিয়া থাকে, ইহা অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা বুঝা যায়, (অর্থাৎ জাগ্রৎকালে ঐ সকল ভোগপ্রদ কর্ম্ম থাকিলেই অহঙ্কার ও দেহের সম্বন্ধ ঘটে এবং সুষুপ্তিকালে ঐ সকল ভোগপ্রদ কর্ম্ম না থাকাতে অহঙ্কার ও দেহের সম্বন্ধ ঘটে না)। এই

হেতু সেই সম্বন্ধকে 'কর্ম্মজ' বলে। "ভ্রান্তিজম্"—এস্থলে অধিষ্ঠানের স্বরূপ না জানাকেই 'ভ্রান্তি' বলা হইয়াছে। অহঙ্কার ও সাক্ষীর যে সম্বন্ধ, তাহা অনাদি অনির্ব্বচনীয় ভ্রান্তিহেতুই জন্মিয়া থাকে, এই হেতু তাহাকে 'ভ্রান্তিজন্য' বলা হইয়াছে। "চ" শব্দে উক্ত তিন প্রকার সম্বন্ধের সমুচ্চয় বুঝাইতেছে। এস্থলে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ বুঝিতে হইবে;

অহঙ্কার ও সাক্ষীর তাদাত্ম্যসম্বন্ধ—পক্ষ;

অধিষ্ঠানস্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানজন্যতা—সাধ্য;

অধিষ্ঠানের স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা অপনোদনযোগ্যতা—হেতু,

অহঙ্কার ও সাক্ষীর তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অধিষ্ঠানস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানজন্য—প্রতিজ্ঞাবাক্য।

যাহা যাহা অধিষ্ঠানের স্বরূপ জ্ঞানদ্বারা অপনোদন যোগ্য, তাহা তাহা অধিষ্ঠানের স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানজন্য, যেমন রজ্জুসর্পাদির তাদাত্ম্যসম্বন্ধ; —উদাহরণ বাক্য (অন্বয় ব্যাপ্তি)। (খ) পরিশিষ্ট দেখ।

এস্থলেও অহঙ্কার ও সাক্ষীর তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অধিষ্ঠানের স্বরূপজ্ঞান দ্বারা অপনোদনযোগ্য। সেই হেতু তাহা কেবল মাত্র অধিষ্ঠানের স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানজন্য।

এইরূপে চিদাভাস, দেহ ও সাক্ষীর সহিত অহঙ্কারের যে ত্রিবিধ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ তাহা যথাক্রমে সহজ, কর্ম্মজ ও ভ্রান্তিজন্য।৮

(শঙ্কা)। ভাল, ভগবদ্গীতার পঞ্চদশাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"।

ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে বেদে অনাদি, অনন্ত বলা হইয়াছে, এবং শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে বলিয়াছেন—

"এবমনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোইয়মিতি" (উপক্রমণিকা)

এইরূপে, এই (অধ্যাস এবং তজ্জনিত সংসার) অনাদি অনন্ত এবং নৈসর্গিক (স্বতঃসিদ্ধ)। তাহা হইলে ত অহঙ্কার ও সাক্ষীর যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ তাহার নিবৃত্তি নাই। তাহা হইলে, সম্পূর্ণরূপে দুঃখের উচ্ছেদ এবংনিরতিশয় আনন্দের প্রাপ্তি যাহাকে 'মোক্ষ'বলে, তাহা ত আশা মাত্র।

(সমাধান)। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে তাঁহারা উভয়ে যে উক্ত ভ্রান্তিজনিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধকে অবিনাশী বলিয়াছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে যতদিন না ব্রহ্মস্বরূপ আত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহা থাকে। তাহা না হইলে তাঁহাদের নিজ নিজ বাক্যের সহিত ঐ ঐ বাক্যের বিরোধ ঘটে ; যাবতীয় মোক্ষশাস্ত্র প্রমাণ শূন্য হইয়া পড়ে ও সকল মুমুক্ষুই মোক্ষবিষয়ক শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। আর দেহের সহিত অহঙ্কারের যে কর্ম্মজন্য তাদাত্ম্য, তাহার নিবৃত্তি প্রতিদিন সুষুপ্তিতে অনুভূত হইয়া থাকে সেই হেতু (চিদাভাস ও অহঙ্কারের যে) সহজ তাদাত্ম্য, তদ্ব্যতিরিক্ত যে অপর দুই প্রকার তাদাত্ম্যের কথা বলা হইল, তাহাদের নিজ নিজ কারণ নিবৃত্তি দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তি হয়। আর সহজ তাদাত্ম্যের নিবৃত্তি নাই, যে হেতু তাহা সহজ। এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেন—

সম্বন্ধিনোঃ সতোর্নাস্তি নিবৃত্তিঃ সহজস্যতু।
কর্ম্মক্ষয়াৎ প্রবোধাচ্চ নিবর্ত্তেতে ক্রমাদুভে ॥৯

অন্বয়। সম্বন্ধিনোঃ সতোঃ সহজস্য (তাদাত্ম্যস্য) তু নিবৃত্তিঃ নাস্তি, উভে কর্ম্মক্ষয়াৎ প্রবোধাৎ চ ক্রমাৎ নিবর্ত্তেতে।

অনুবাদ। চিদাভাস ও অহঙ্কার, উৎপত্তিকালেই পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাদের যে (সহজ) তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, তাহার

নিবৃত্তি নাই এবং দেহের সহিত অহঙ্কারের যে কর্ম্মজনা তাদাত্ম্য, তাহা কর্ম্মক্ষয় হইলেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং সাক্ষীর সহিত যে অহঙ্কারের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইলেই নিবৃত্ত হয়।

টীকা। "সম্বন্ধিনোঃ সতোঃ"—পরস্পর সম্বন্ধী হইয়া যাহারা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উৎপত্তিকালেই যাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ হয়। "তু"—শব্দ অবধারণার্থক, অথবা সহজ তাদাত্ম্য অপর দুই প্রকার তাদাত্ম্য হইতে বিলক্ষণ ইহা বুঝাইবার জন্য। পূর্ব্ববর্ণিত চিদাভাস ও অহঙ্কারের যে সহজ নামক তাদাত্ম্য ঘটে, তাহার কখন নিবৃত্তি নাই, অর্থাৎ তদুভয়ের পরস্পর পৃথগ্‌ভাব কখনও সম্ভবপর হয় না। সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতিতে এবং মরণাদিতে জাগ্রৎ কালীন ভোগদায়ক কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, এবং জাগ্রৎকালে, শ্রুতি এবং আচার্য্যের অনুগ্রহবলে, 'আমি হইতেছি' ব্রহ্ম ("অহং ব্রহ্মাস্মি) এইরূপে ব্রহ্মজীবাত্মার ঐক্যের সাক্ষাৎকারলাভ হইলে, যথাক্রমে কর্ম্মজন্য এবং ভ্রান্তিজন্য এই উভয় প্রকার তাদাত্ম্য নিবৃত্ত হয়, কারণ নিয়মই রহিয়াছে "নিমিত্তের নিবৃত্তিতে নৈমিত্তিকের ও নিবৃত্তি ঘটে।" "কর্ম্মক্ষয়াৎ"—কর্ম্মের ক্ষয় হইলে কর্ম্মজন্য তাদাত্ম্যের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ অহঙ্কার ও দেহ নামক উভয় প্রকার সম্বন্ধীই পরস্পর সম্বন্ধ ত্যাগ করে। "প্রবোধাৎ"—অজ্ঞানের ক্ষয় হইলে ভ্রান্তি জনিত তাদাত্ম্যেরও নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিলে, সাক্ষীর সহিত সম্বন্ধ রহিত হইলে, অহঙ্কার আর প্রতীত হয় না। তাহা (সেই অহঙ্কার) অন্যলোকেও যেমন দেখিতে পায় না, সেইরূপ (জ্ঞানী) নিজেও দেখিতে পায় না (*)। যেমন শুক্তিকায় রজতভ্রমকালে, শুক্তিকার জ্ঞান হইলে, শুক্তিকার প্রকৃত

(*) টীকার পাঠ, "অন্যদৃষ্ট্যৈব স্বদৃষ্ট্যা নিবর্ত্ততে"। এস্থলে "অন্যদৃষ্টেব" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করা হইল।

স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সেই শুক্তিকাতেই রজত বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মস্বরূপের জ্ঞান জন্মিলে, আত্মস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সেই আত্মস্বরূপেই অহঙ্কার বিলীন হইয়া যায়। ৯

অন্বয় ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের স্বরূপ এবং দেহের অচেতনত্ব সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন।

অহঙ্কারলয়ে সুপ্তৌ ভবেদ্দেহোঽপ্যচেতনঃ।
অহঙ্কারবিকাসার্দ্ধঃ স্বপ্নঃ সর্ব্বস্তু জাগরঃ॥ ১০

অন্বয়। সুপ্তৌ অহঙ্কারলয়ে দেহঃ অপি অচেতনঃ ভবেৎ। অহঙ্কার বিকাসার্দ্ধঃ স্বপ্নঃ, তু সর্ব্বঃ (অহঙ্কারঃ) জাগরঃ (ভবতি)।

অনুবাদ। সুষুপ্তিকালে অহঙ্কার বিলীন হইয়া যাইলে, দেহও অচেতন হইয়া যায়। অহঙ্কারের অর্দ্ধবিকাসকে স্বপ্নবলে, কিন্তু অহঙ্কারের পূর্ণবিকাশ জাগ্রদবস্থা।

টীকা। যে যে কর্ম্ম যথাক্রমে স্থূলভোগ ও সূক্ষ্ম ভোগ প্রদান করিয়া থাকে, সেই সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইলে অহঙ্কার স্বকীয় কারণস্বরূপ অজ্ঞানে বিলীন হয়। তখন সেই অহঙ্কারলয়াবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। সেই অবস্থায় যে দেহ পূর্ব্বে অহঙ্কারের সহিত সম্বন্ধহেতু চেতন রূপে প্রতিভাত হইতেছিল, তাহাও অচেতন হইয়া যায়, যে হেতু শ্রুতি বলিতেছেন—

"অন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি"—(ছান্দোগ্য, উ, ৮।৪।২) সেই আত্মা-রূপ সেতুকে পাইয়া, পূর্ব্বে (সশরীরত্বাবস্থায়) অন্ধ থাকিলেও (তখন দেহ না থাকাতে) অনন্ধ হন, অর্থাৎ তখন তাঁহার অন্ধত্ববোধ চলিয়া যায়, পূর্ব্বে দুঃখক্লিষ্ট থাকিলেও তখন দুঃখ রহিত হন এবং রোগাদিজনিত তাপযুক্ত থাকিলেও তখন তাপরহিত হন।

জনিত তাপযুক্ত থাকিলেও তখন তাপরহিত হন। "অহঙ্কার বিকাসার্দ্ধঃ স্বপ্নঃ" —যে সকল কর্ম্ম (স্বপ্নকালীন) সূক্ষ্ম ভোগ প্রদান করে, সেই সকল কর্ম্ম (স্বপ্নকালে) ফল দিতে আরম্ভ করিলে, অহঙ্কার অজ্ঞানরূপ স্বকীয় কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া, সেই সকল কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু না থাকিলেও, জাগ্রৎকালে উৎপন্ন সংস্কারমাত্র ভোগ করিবার জন্য, স্থূলশরীরাভিমান রহিত হইয়াও শরীরের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম (হিতানামক) নাড়ীতে বিচরণ করে। তাহাই সেই অহঙ্কারের অর্দ্ধ বিকাশ। তাহাই স্বপ্ন নামে কথিত হইয়া থাকে। সেই স্বপ্নাবস্থায় অহঙ্কার ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু যে থাকে না, তদ্বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ যথা "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি"—(বৃহদা, উ, ৪।৩।১০) সেই স্বপ্নে রথ নাই, রথেযোজিত অশ্বাদি নাই এবং গমনোপযোগী পথও নাই। "সর্ব্বঃতু জাগরঃ"—যে সকল কর্ম্ম স্থূলভোগ প্রদান করিয়া থাকে, সেই সকল কর্ম্ম, ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, অহঙ্কার তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া স্থূলদেহে আপাদমস্তক অভিব্যাপ্ত হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ রসাদি সকল বিষয় যে অনুভব করিয়া থাকে, তাহাই সেই অহঙ্কারের পূর্ণবিকাস। তাহাকেই জাগরণ বলে। এই অবস্থায় দেহ আবার অহঙ্কারের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চেতন রূপে দৃষ্ট হয়। স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় স্থলেই অহঙ্কার বিদ্যমান থাকিলেও, স্বপ্ন হইতে (*) জাগরণের প্রভেদ এই যে, জাগরণে ইন্দ্রিয় ও বিষয় (উভয়ই) থাকে। সেই প্রভেদ দেখাইবার জন্য 'তু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে এই যে সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাত্রয়

(*) স্বপ্নেও 'বিষয়' থাকে, তবে তাহা সংস্কারজ। সুতরাং নিম্নে যে "সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ" আছে তাহার সহিত বিরোধ নাই।

অন্তরকরণবৃত্তিশ্চ চিতিচ্ছায়ৈক্যমাগতা।
বাসনাঃ কল্পয়েৎ স্বপ্নেবোধেঽক্ষৈর্বিষয়ান্বহিঃ ॥১১

অন্বয়। অন্তঃকরণবৃত্তিঃ চ চিতিচ্ছায়ৈক্যম্ আগতা স্বপ্নে বাসনাঃ কল্পয়েৎ, বোধে অক্ষৈঃ বহিঃ বিষয়ান্ কল্পয়েৎ।

অনুবাদ। অন্তঃকরণবৃত্তি, চিদাভাসের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নাবস্থায়, কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, ক্রিয়া ও ফলরূপ ব্যবহারবাসনা (সংস্কার) রচনা করে, এবং জাগ্রৎকালে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহিরে শব্দাদি বিষয় সকল রচনা করে।

টীকা। "অন্তঃকরণবৃত্তিঃ চ"—যে অন্তঃকরণ, সেই বৃত্তি, (কর্ম্মধারয় সমাস)। সচ্চিদাভাস যুক্ত কর্ত্তৃরূপ (অহঙ্কার) বৃত্তি যাহার, তাহার সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া যে বৃত্তি, করণস্বরূপ হয়, অর্থাৎ যে বৃত্তি দ্বারা 'আমি' 'এই' এইরূপ সঙ্কল্প হয় (যাহা 'মন' শব্দে অভিহিত হয়), তাহাই অন্তঃকরণ শব্দের অর্থ। 'চ'কার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে অহঙ্কার ও চিদাভাসের তাদাত্ম্য বিষয়ে যে দৃষ্টান্তাদি (তপ্তায়ঃপিণ্ডের, ৭ম শ্লোকে) প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এবং জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ে অহঙ্কারের যে সঙ্কোচ বিকাসাদি (১০ম শ্লোকে) প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও, এই অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়ে তুল্যরূপে খাটে। সেই অন্তঃকরণবৃত্তি সুষুপ্তিকালে লীন হইয়া থাকে, আবার যখন সূক্ষ্মভোগপ্রদ কর্ম্ম, ফল দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার বশে উৎপন্ন হইয়া, চিদাভাসের সহিত তপ্তায়ঃ পিণ্ডের ন্যায় তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নাবস্থায়, "বাসনাঃ কল্পয়েৎ"—নাড়ীমধ্যে, কর্ত্তৃ, করণ, কর্ম্ম ও ক্রিয়ারূপ ব্যবহারবাসনা সকল রচনা করে। সেই বৃত্তিই আবার "বোধে অক্ষৈঃ বহিঃ বিষয়ান্ কল্পয়েৎ"—স্থূলভোগপ্রদ কর্ম্মের বশে স্থূল শরীরের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া

জাগ্রদবস্থায় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহিরে শব্দাদি বিষয় সকল রচনা করে।

(শঙ্কা)—ভাল, শব্দাদি বাহ্যবিষয় সমূহ ত ঈশ্বরসৃষ্ট, তাহাদিগকে অন্তঃকরণরচিত বলা ত যুক্তিসঙ্গত নহে।

(সমাধান)—এইরূপ বলায় দোষ হয় নাই। কারণ, বাহ্য বিষয়ের স্বরূপ মাত্র ঈশ্বরের সৃষ্ট হইলেও তাহাদের ভোগ্যত্বাকার অন্তঃকরণ রচিত। (যেমন কোনও নারী ঈশ্বরসৃষ্ট হইলেও, তাহার মাতৃত্ব দুহিতৃত্ব স্বসৃত্ব পত্নীত্বাদি ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণ রচিত।)

আর আচার্য্যপাদ ও (শঙ্কর অথবা সুরেশ্বর ?) বলিয়াছেন—

"করণং কর্ম্ম কর্ত্তা চ ক্রিয়া স্বপ্নে ফলঞ্চ ধীঃ।

জাগ্রত্যেবং যতো দৃষ্টা" (মূলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।)

স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণই কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, ক্রিয়া ও ফলরূপ হয়, যে হেতু জাগ্রৎকালেও অন্তঃকরণকে সেইরূপ হইতে দেখা গিয়াছে ইত্যাদি। ১১

অন্তঃকরণ শব্দে একটি মাত্রই বস্তুকে বুঝায়। বুঝাইবার সুবিধার জন্য এক একটি অবয়ব ধরিয়া, সেই অন্তকরণকে, অহঙ্কার ও মন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইলেন। (করণরূপ) মনের সহিত তুলনায়, অহঙ্কার, কর্ত্তৃরূপবৃত্তি হইলেও, ষষ্ঠশ্লোকে বুদ্ধি নাম দিয়া যে অন্তঃকরণদ্রব্য নিরূপিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় সেই অহঙ্কাররূপ বৃত্তিও করণস্বরূপ হয়। সেই অন্তঃকরণ নামক দ্রব্য সর্ব্বসংসারসাধক বলিয়া, তাহারই মুখ্য কর্ত্তৃত্ব, এবং সেই হেতু তাহাই মুখ্যাহঙ্কার। এই কারণে সেই অন্তঃকরণরূপ দ্রব্য, অহঙ্কার ও মনরূপে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থার স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন —

মনোঽহংকৃত্যুপাদানং লিঙ্গমেকং জড়াত্মকম্।

অবস্থাত্রয়মন্বেতি জায়তে ম্রিয়তে তথা॥ ২॥

অন্বয়। মনোঽহংকৃত্যুপাদানং একং জড়াত্মকং লিঙ্গং অবস্থাত্রয়ং অন্বেতি, তথা জায়তে, ম্রিয়তে।

অনুবাদ। মন এবং অহঙ্কারের উপাদানস্বরূপ অন্তঃকরণ বা লিঙ্গদেহ (বহুবৃত্তিবিশিষ্ট হইলেও) একটি মাত্র। তাহাই জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হয়, এবং সেইরূপ (পর্য্যায়ক্রমে এবং পুনঃ পুনঃ) জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয়।

টীকা। "মনোঽহংকৃত্যুপাদানম্"—মন ও অহঙ্কারের যাহা উপাদান কারণ, তাহা কি? তাহা "লিঙ্গং"—যাহার দ্বারা লিঙ্গন বা গমন করা যায় অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা অন্তঃকরণ নামক দ্রব্য। তাহাই "আমিই ব্রহ্ম"—এইরূপ অখণ্ডাকার বৃত্তিদ্বারা সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে লাভ করাইয়া দেয় বলিয়া তাহার নাম লিঙ্গ।

(শঙ্কা)। ভাল, ("পঞ্চদশীর"[২৩] অন্তর্গত) "তত্ত্ববিবেক" নামক অধ্যায়ে (২৩ সংখ্যক শ্লোকে) বলা হইয়াছে :—

বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণ পঞ্চৈকর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

"পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ (অঙ্গে) সূক্ষ্মশরীর (গঠিত)। তাহাই লিঙ্গ শরীর নামে কথিত হয়" —অর্থাৎ এই সপ্তদশাবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরই লিঙ্গ; সেই হেতু অন্তঃকরণকে 'লিঙ্গ' বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

(সমাধান)—জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক, ও প্রাণপঞ্চক যদিও বেদান্ত শাস্ত্রে ভৌতিক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা যে অন্তঃকরণের অধীন একথা বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (১।৫।৩) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে শুনা যায়, যথা—

"অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং না শ্রৌষমিতি"—
আমার মন অন্যবিষয়ে ছিল, তাই দেখিতে পাই নাই, আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই শুনিতে পাই নাই ; (ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে) মন দ্বারাই দর্শন করে, এবং মন দ্বারাই শ্রবণ করে। সুতরাং মন এবং অহঙ্কারের সহিত, সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক এবং প্রাণ পঞ্চক,—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই শক্তিদ্বয়াত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিমাত্র, এবং বৃত্তি ও বৃত্তিমানের যে ভেদ, তাহা ব্যবহারিক মাত্র। এই ব্যবহারিক ভেদ বুঝানই উদ্ধৃত 'তত্ত্ববিবেকের' শ্লোকের অভিপ্রায়। তাহাদের পারমার্থিক অভেদ বুঝানই আলোচ্য শ্লোকের অভিপ্রায়। সুতরাং উক্ত দুই অভিপ্রায় ধরিলে উভয় পক্ষই সঙ্গত হয় অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত অন্তঃকরণকে—সূক্ষ্মশরীর ও লিঙ্গ উভয়ই বলা যাইতে পারে। ইহা বুঝাইবার জন্য শ্লোকে 'একম্' এই শব্দের প্রয়োগ। এইরূপে যে অন্তঃকরণের স্বরূপ পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা স্বভাবতঃ জড় হইলেও তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট চিদাভাসের বলেই, স্থূলশরীরকেও আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আমিই স্থূলশরীর এইরূপ ভাবিয়া, প্রতিদিন পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্কোচ বিকাস ক্রমে, সুষুপ্ত্যাদি তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং যেমন কর্ম্মবশেই উক্ত অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি আবার কর্ম্মবশেই জন্মমরণাদিও প্রাপ্ত হয়। "জায়তে", "ম্রিয়তে"—এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ করিবার পর, "তথা" শব্দ প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় এই যে, সেই অন্তঃকরণরূপ লিঙ্গশরীর, ধর্ম্মাধর্ম্মবশে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় (কূপ হইতে দড়িকলস দ্বারা জল উত্তোলন করিবার চক্রযন্ত্রের ন্যায়) যেইরূপ জাগ্রদাদি অবস্থা, পর্য্যায়ক্রমে এবং পুনঃ পুনঃ পাইয়া থাকে, সেইরূপ, জন্মমরণ ও প্রাপ্ত হয়। কেন না পুরাণ * বচনে এইরূপ রহিয়াছে :—

* এই পুরাণের অনুসন্ধান পাই নাই।

শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-স্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ ॥
এবং দুঃখাদ্যনুভবন্ সংসারেঽস্মিন্ পুমান্ মুনে।
ঘটীযন্ত্রবদুদ্বিগ্নো জায়তে ম্রিয়তে চ সঃ ॥

শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা প্রভৃতি এবং জন্ম মৃত্যুও অহঙ্কারেরই হইতে দেখা যায়, আত্মার নহে। হে মুনে, লোকে এইরূপে এই সংসারে দুঃখাদি অনুভব করিতে করিতে উদ্বিগ্ন হইয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায় (পুনঃ পুনঃ) জন্মে ও মরে। ১২

লিঙ্গশরীরই সকল জীবকে সকল প্রকার যোনিতে ভ্রমণ করায়। সেই লিঙ্গশরীরের স্বরূপ এইরূপে নিরূপণ করিলেন। এক্ষণে মায়ার স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। মায়া, লিঙ্গশরীর হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাড্রূপ সমস্ত প্রপঞ্চের মূলকারণ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই তাহার আশ্রয়। অবিদ্যা অজ্ঞান, তমঃ, মোহ প্রভৃতি মায়ার প্রতিশব্দ। সেই মায়াই সকল প্রকার অনর্থের বীজস্বরূপ, এবং মায়াকে 'সৎ' বা 'অসৎ' বলা যায় না বলিয়া তাহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। সুতরাং মায়ার স্বরূপ বুঝাইতে হইলে, মায়ার শক্তির বিভাগ করিয়াই তাহা বুঝাইতে হয় সেই অভিপ্রায়ে মায়ার শক্তির ইয়ত্তা করিয়া তাহা বুঝাইতেছেন :—

শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপকম্।
বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ ॥১৩।

অন্বয়। মায়ায়াঃ বিক্ষেপাবৃতিরূপকং শক্তিদ্বয়ং হি (অস্তি)। বিক্ষেপশক্তিঃ লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ ॥

অনুবাদ। বিক্ষেপশক্তি ও আবরণশক্তি নামে মায়ার দুইটি শক্তি

আছে। তন্মধ্যে বিক্ষেপশক্তি, লিঙ্গশরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে উৎপাদন করিয়া থাকে।

টীকা। যে মায়ার কথা বলা হইল, সেই মায়ার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি নামে দুইটি শক্তি আছে। একটি বেদান্ত বাক্যে উক্ত হইয়াছে "মায়া ... ... জীবেশাবাভাসেন করোতি, মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি"—(নৃসিংহ তাপনীয় উপ, (উত্তর) ৯।৫) মায়া চিদাভাসের সাহায্যে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই সৃজন করিয়া থাকেন এবং নিজেই (ঈশ্বরে) মায়া এবং (জীবে) অবিদ্যারূপ ধারণ করেন—এইরূপ বেদান্ত বাক্যসমূহে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুই শক্তি থাকা প্রসিদ্ধ আছে। * 'হি' শব্দের দ্বারা সেই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধিই সূচিত হইতেছে। (রজ্জুরূপ) অধিষ্ঠানকে আবরণ না করিলে (সর্পরূপ)

---

* সম্পূর্ণ বাক্যটি এই—'(নৃসিংহতাপঃউপ, উত্তর ৯।৫) "তদ্যথা বটবীজসামান্য মেকমনেকান্ স্বাব্যতিরিক্তান্ বটান্ সবীজানুৎপাদ্য তত্র তত্র পূর্ণং সন্তিষ্ঠতি, এবমেবৈষা মায়া স্বাব্যতিরিক্তানি পরিপূর্ণানি ক্ষেত্রানি দর্শয়িত্বা জীবেশাবাভাসেন করোতি, মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি।"

তাহা (এইরূপ)—যেমন বটবীজরূপ জাতি এক হইয়াও আপনা হইতে অভিন্ন অনেক, সবীজ অর্থাৎ পূর্ণশক্তিবিশিষ্ট বটবীজ উৎপাদন করে এবং তাহার প্রত্যেকটিতে সেইজাতি পূর্ণভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ, এই মায়া, আপনা হইতে অভিন্ন পরিপূর্ণ ক্ষেত্র (দেহ) সকল দেখাইয়া, আভাস দ্বারা জীব ও ঈশ্বর সৃজন করে, এবং নিজেই মায়া ও অবিদ্যা হয়।

এই উপনিষদের যে দীপিকানাম্নী টীকা আছে, তাহার রচয়িতা বলেন—"এস্থলে বটশব্দ দ্বারা ক্ষেত্র (শরীর) সূচিত হইতেছে। বট বৃক্ষের ন্যায় বিবিধরূপে বিবৃত এবং প্রাণিগণের উপজীব্য বলিয়া মহাভূতাদিনির্ম্মিত ক্ষেত্র সূচনা করিবার জন্য বট শব্দের প্রয়োগ উপযুক্তই হইয়াছে।"

দীপিকানুবাদ। 'স্বাব্যতিরিক্তা' আপনা হইতে অভিন্ন; তাৎপর্য্য এই যে বটবীজরূপ জাতির কার্য্য অর্থাৎ বটবীজব্যক্তি, শক্তিতে বটবীজরূপ জাতির তুল্য। 'সবীজান্'—ভাবার্থ এই যে, এক একটি বটবীজ, বটবীজজাতির ন্যায় পূর্ণশক্তি বিশিষ্ট। 'তত্র তত্র'—এক একটি বটবীজে বটবীজজাতি সমগ্রভাবে অবস্থিত। 'এবং'—দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া, দার্ষ্টান্তিক বিস্তার করিতেছেন। 'মায়া'—দুর্ঘটঘটনাসমর্থা। এইরূপে

বিক্ষেপ উৎপাদন করা অসম্ভব বলিয়া আবরণ শক্তিকে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়াই বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য হয়। এই হেতু উক্ত শ্লোকে অগ্রে আবরণ শক্তিরই উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহাতে ছন্দোভঙ্গ (২৪) হইতে পারে; সেই হেতু বিক্ষেপ শক্তিরই পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইল।

এইরূপে মায়ার শক্তির ইয়ত্তা করিয়া অর্থাৎ সেই শক্তি উক্ত দুই প্রকারের অধিক হইতে পারে না, এইরূপে তাহার নির্ণয় করিয়া, এক্ষণে সেই দুই প্রকার শক্তির প্রত্যেকটির স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক বোধে,

---

বুঝাইলেন যে অবিদ্যা একটি মাত্র হইলেও, তাহা মায়াময় বলিয়া বহুজীবাদির প্রতিভাস উৎপাদন করিতে সমর্থ। এক্ষণে বলিতেছেন চৈতন্য স্বকীয় ধর্ম্মের অধ্যাস দ্বারা জীবাদিভাবের কারণ—'জীবেশৌ আভাসেন করোতি'। তাৎপর্য্য এই যে মায়া যদি বিচারবুদ্ধি তিরোহিত করিয়া আভাসের সাহায্যে আপনাতে অহংবুদ্ধি জন্মাইয়া দেন, অর্থাৎ মায়ার কার্য্য——অহঙ্কার, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ পর্য্যন্ত বস্তুতে আমি-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া দেন, তাহা হইলেই জীব সৃজন করিলেন; আর যদি সেই আভাস উক্তরূপ অহংবুদ্ধিশূন্য হন এবং (চৈতন্য) আপনার মায়ায় অবস্থিত আভাসের সাক্ষিস্বরূপ থাকিয়া কেবল মাত্র আপনার সত্তাদ্বারা সকলের প্রবর্ত্তক হন তাহা হইলে মায়া ঈশ্বর সৃজন করিলেন। অথবা মায়ার যেরূপ, মায়ার বিবিধ প্রকার কার্য্যের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের সকলের নিয়ামক হয়, তাহাই উক্ত আভাসের সাহায্যে "ঈশ্বর" হয়; আর মায়ার বিশেষ বিশেষ কার্য্যে আভাসের প্রাধান্য হইলে, তাহাই 'অনেকজীব' হয়। এইরূপে মায়ার জীবেশ্বর বিভাগ হয়। জীবেশ্বরভেদ কল্পনার পূর্ব্বে, একই জড়শক্তি, এইরূপে জীবেশ্বর ভেদ ঘটাইয়া, ঈশ্বরের পক্ষে মায়াধীশত্বের কারণ এবং জীবের পক্ষে মায়াধীনত্বের কারণ হন। এই কথাই বুঝাইতেছেন 'মায়া চা বিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি' বলিয়া। "স্বয়মেব" অর্থাৎ সেই একই জড়শক্তি।

এই বাক্যে কিন্তু মায়ার 'আবরণ' ও 'বিক্ষেপ' নামক দুই শক্তি থাকার কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই। তবে ঈশ্বরের মায়াধীশত্বের অর্থ এই যে উক্ত আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা অভিভূত না হওয়া। তদুভয় দ্বারা অভিভূত হওয়াই মায়াধীনত্বের অর্থ।

তাহাই করিতেছেন। তন্মধ্যে আবরণ শক্তি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মাত্মস্বভাবমাত্রকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে বলিয়া এবং মায়ার বিক্ষেপ শক্তির অভিব্যক্তির পূর্ব্বে মায়ার সেই প্রথমাবস্থাকেই আবরণ শক্তি বলে বলিয়া, এবং সেই আবরণ শক্তিই সকল অনর্থের বীজ বলিয়া, সেই আবরণ শক্তিরই স্বরূপ অগ্রে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া আবরণ শক্তির স্বরূপ পশ্চাৎ বর্ণনা করিবার জন্য রাখিয়া, অগ্রে বিক্ষেপ শক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহার কারণ এই—

(১) বিক্ষেপ শক্তির সাহায্য না লইয়া, আবরণ শক্তি ব্রহ্মানন্দানুভবকে আচ্ছাদিত করিয়া, সাংসারিক সুখদুঃখাদি ভোগ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

(২) প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে, সকল জীবই সেই আবরণ শক্তিকে অনুভব করে বলিয়া, সেই আবরণ শক্তি সম্বন্ধে মত দ্বৈধ নাই।

(৩) বিক্ষেপ শক্তি অভিব্যক্ত হইয়া অহঙ্কার হইতে দেহ পর্য্যন্ত যে সকল যুষ্মদর্থ বা অনাত্ম বস্তু সৃজন করে, তাহাদের সহিত শরীরত্রয়বিলক্ষণ, কূটস্থ, অসঙ্গ, বোধস্বরূপ সাক্ষীর যে স্বভাবসিদ্ধ ভেদ রহিয়াছে, সেই ভেদকে, সেই আবরণ শক্তি যে অংশের দ্বারা আবৃত করে, সেই অংশই সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব প্রভৃতি অনেক প্রকার সংসারের কারণ বলিয়া এবং সেই অংশ উক্ত প্রকারে বিক্ষেপ শক্তির পরে আবির্ভূত হয় বলিয়া, তাহার সহিত তুলনায় বিক্ষেপ শক্তিকেই অগ্রবর্ত্তী বলিয়া ধরিতে হয়।

বিক্ষেপশক্তিঃ—'বিক্ষেপ' শব্দে 'বিবিধ করা' বুঝায়, অর্থাৎ বিবিধরূপে প্রকাশ করা বা বিবিধরূপ হওয়া। সেই বিক্ষেপ রূপ যে শক্তি তাহাই বিক্ষেপশক্তি (কর্ম্মধারয়)। অধ্যাত্ম চিন্মাত্রকে (জীবশরীরত্রয়াভিব্যক্ত চৈতন্যকে) বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ[২৫] প্রভৃতি ভেদে এবং অধিদৈবত চিন্মাত্রকে (ঈশ্বরশরীরত্রয়াভিব্যক্ত চৈতন্যকে) বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী[২৫] প্রভৃতি ভেদে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া তাহার নাম বিক্ষেপশক্তি। (কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যাখ্যা)। অথবা পূর্ব্ববর্ণিত চিন্মাত্র ইহার দ্বারা বিক্ষিপ্ত হন অর্থাৎ গিরি নদী সমুদ্র প্রভৃতি অনেক নামরূপাকারে আপনিই আপনাকে বিক্ষেপ করেন বা নামরূপাদির আকারে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হ'ন। (কর্ম্মবাচ্যে ব্যাখ্যা)। 'জগৎ'—জন্মে ও গমন করে বলিয়া—'জন'ধাতু ও 'গম'ধাতু হইতে জগৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে, পূর্ব্ববর্ণিত সেই বিক্ষেপশক্তি, উক্তরূপ সমষ্টিব্যষ্টিরূপ জগৎকে অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে সৃজন বা উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৩

এইরূপে বিক্ষেপশক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া, সেই বিক্ষেপশক্তির বিবিধ প্রকার ক্রিয়ারূপ সৃষ্টির স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন; তাহার কারণ, তদ্দ্বারা বিক্ষেপ শক্তির স্বরূপ আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

সৃষ্টির্নাম ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দবস্তুনি।
অব্ধৌ ফেনাদিবৎ সর্ব্বনামরূপপ্রসারণা ॥১৪

অন্বয়। ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দ বস্তুনি, অব্ধৌ ফেনাদিবৎ সর্ব্বনামরূপ প্রসারণা সৃষ্টিঃ নাম।

অনুবাদ। সমুদ্রে ফেনাদিবিস্তারের ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তুতে যাবতীয় নামরূপ বিস্তারের নাম সৃষ্টি।

টীকা। "সচ্চিদানন্দবস্তুনি"—ব্রহ্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তুতে যে নামরূপ আরোপিত হয়, সেই নামরূপ অবস্তু বলিয়া, সেই নামরূপের অধিষ্ঠান—সেই সচ্চিদানন্দ বস্তু, নামরূপের বিপরীতস্বভাব, তাহাই বুঝাইবার জন্য "বস্তু" শব্দের প্রয়োগ: যাহা সচ্চিদানন্দ তাহাই বস্তু (কর্ম্মধারয়) তাহাতে অর্থাৎ পরমার্থতঃ সত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে। "সর্ব্বনামরূপপ্রসারণা"—নাম ও রূপ (দ্বন্দ্ব) নামরূপ, সর্ব্ব যে নামরূপ, তদুভয়ের প্রসারণা, বিস্তার বা বিততি, তাহাকেই সৃষ্টি বলে। ভাবার্থ এই—ব্রহ্মে যে বিক্ষেপাত্মিকা

২৬

মায়া রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মেই সেই মায়ার যে সমস্ত নাম রূপাকারে বিবর্ত্তন তাহাকেই সৃষ্টি বলে। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন—তাহা সমুদ্রে ফেনাদি বিস্তারের ন্যায়। সমুদ্রে যে বিক্ষেপাত্মিকা মায়া রহিয়াছে, তাহারই সেই সমুদ্রের উপর, ফেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ প্রভৃতি আকারে যে বিবর্ত্তন তাহাকে যেমন সৃষ্টি বলে, এস্থলেও সেইরূপ, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৪

এইরূপে বিক্ষেপশক্তির বর্ণনাদ্বারা মায়ার স্বরূপ বুঝাইয়া আবরণ শক্তির বর্ণনাদ্বারা, তাহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—

অন্তর্দৃগ্‌দৃশ্যয়োর্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
আবৃণোত্যপরাশক্তিঃ সা সংসারস্য কারণম্ ॥১৫

অন্বয়। অপরা শক্তিঃ অন্তঃ দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ ভেদং বহিঃ চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ ভেদং আবৃণোতি, সা সংসারস্য কারণং (ভবতি)।

অনুবাদ। মায়ার অপর শক্তি স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ এবং শরীরের বাহিরে ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ আচ্ছাদন করিয়া রাখে, (বুঝিতে দেয় না)। সেই শক্তিই সংসারের কারণ।

টীকা। "অন্তঃ"—স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে, 'দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ ভেদম্'—'দৃক্' বা সাক্ষী, যাহা 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়ের আলম্বন, কেবলমাত্র দ্রষ্ট্‌স্বরূপ, তাহা স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের সহিত তাদাত্ম্যবশে ভোক্তৃরূপ প্রাপ্ত হয়, কেন না শ্রুতি বলিতেছেন (তৈত্তিরীয় ৩।১০।৬) "অহমন্নাদঃ", (অহমন্নাদঃ আমি ভোক্তৃরূপ হইতেছি,) কিন্তু পারমার্থিক পক্ষে ভোক্তৃরূপ নহে। 'দৃশ্য'—'তুমি' বা এই' এইরূপ প্রত্যয়ের আলম্বনস্বরূপ, অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত, তাহা অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জড়স্বরূপ। এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদ, যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য, বা পৃথগ্‌ভাব, তাহাকে। "বহিঃ"—শরীরের বাহ্যদেশে। "ব্রহ্মসর্গয়োঃ ভেদম্"—'ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরমব্রহ্ম যাহা নামরূপের সহিত তাদাত্ম্যবশে ভোগ্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—কেন না শ্রুতি বলিতেছেন, (তৈত্তিরীয় ২।৬।১ এবং ২।১০।৭) "তদনু, প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" সেই ব্রহ্ম কার্য্যে অনুপ্রবেশ করিয়া, 'সচ্চ' পৃথিবী, জল এবং তেজোরূপ, চক্ষুরাদির গোচর মূর্ত্তভূতত্রয়, ত্যচ্চ' বায়ু এবং আকাশরূপ অমূর্ত্ত পরোক্ষ ভূতদ্বয় অর্থাৎ পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইলেন', "অহমন্নম্" আমি অন্ন অর্থাৎ ভোগ্যরূপ হইতেছি, কিন্তু যিনি পারমার্থিক পক্ষে ভোগ্যরূপ নহেন; "সর্গস্য"—শুক্তিকায় অধ্যস্ত রজতের ন্যায়, ব্রহ্মে অধ্যস্ত নামরূপাত্মক সৃষ্টি, এতদুভয়ের ভেদ অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরে পূর্ব্বোক্তস্বরূপ দ্রষ্ট্‌দৃশ্যের ভেদ এবং বাহিরে ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ। "অপরাশক্তিঃ"—অপর একটি শক্তি যাহা পূর্ব্বোক্তরূপে বিক্ষেপ-শক্তির অন্তর্ভূত না হইলেও, স্বরূপতঃ বিক্ষেপ শক্তির প্রবর্ত্তকরূপে তৎকারণস্বরূপ আবরণনাম্নী মায়াশক্তি; আবরণ বা আচ্ছাদন করে বলিয়া তাহার এই নাম। "সংসারস্য কারণম্"—শরীরাভ্যন্তরে দ্রষ্ট্‌স্বরূপ সাক্ষীর কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ সংসারের তাহাই কারণ, কেন না তাহাই পরস্পরের অধ্যাসের হেতু হইয়া সকল প্রকার অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

আর, তাৎপর্য্য হইতে অধিকন্তু পাওয়া গেল, যে বাহিরে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের ভোগ্যত্বাদি রূপ বিকারের তাহাই কারণ, যে হেতু: ভোগ্য থাকিলেই ভোক্তার অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়। ১৫

এইরূপে শক্তিদ্বয়স্বরূপ মায়ার স্বভাব বর্ণনা করিয়া, এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ ক্রমে, দ্বাদশ শ্লোকে, যে লিঙ্গ শরীরের স্বরূপ সামান্য ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই, বিশেষরূপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

সাক্ষিণঃ পুরতো ভাতং লিঙ্গং দেহেন সংযুতম্।
চিতিচ্ছায়াসমাবেশাজ্জীবঃ স্যাদ্ব্যাবহারিকঃ ॥১৬

অন্বয়। চিতিচ্ছায়াসমাবেশাৎ সাক্ষিণঃ পুরতঃ ভাতং দেহেন সংযুতং লিঙ্গং ব্যাবহারিকঃ জীবঃ স্যাৎ।

অনুবাদ। অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যের বলে, সাক্ষীর সমক্ষে ভাসমান এবং স্থূলশরীরের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত, এই লিঙ্গশরীরই ব্যাবহারিক জীব নামে খ্যাত।

টীকা। "চিতিচ্ছায়া সমাবেশাৎ"—অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যের বলে, "সাক্ষিণঃ পুরতঃ ভাতম্"—অন্তরাত্মার সম্মুখে তাহার (দর্শনক্রিয়ার) "কর্ম্ম" বা বিষয়রূপে ভাসমান; "দেহেন সংযুতম্"—স্থূলশরীরের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত, "লিঙ্গম্—পূর্ব্ববর্ণিত লিঙ্গশরীর; "ব্যাবহারিকঃ জীবঃ স্যাৎ"—ইহলোকে এবং পরলোকে প্রমাতা (অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য) প্রভৃতি হইয়া (সাজিয়া) সমস্ত ব্যবহার নির্ব্বাহ করে বলিয়া তাহার নাম ব্যাবহারিক জীব। জীবকে ব্যাবহারিক বলিবার কারণ এই যে ইহা অনির্ব্বচনীয় মায়ার কার্য্য, প্রকৃতির যত প্রকার বিকার হইতে পারে, সকল প্রকার বিকারেরই আস্পদরূপে সমস্ত সংসারের

নির্ব্বাহক হয় কিন্তু যে অবস্থায় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যোপলব্ধি করিয়া অবস্থান করে অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, তখন আর সে থাকে না। ১৬

(শঙ্কা)। ভাল, এস্থলে কিন্তু আশঙ্কা উঠিতেছে যে ব্যাবহারিক জীব সমস্ত সংসারের নির্ব্বাহক হইলেও তাহা মিথ্যা। আর সাক্ষী নিত্যমুক্ত বলিয়া তাহার সংসার নাই। সুতরাং উভয়েরই মোক্ষে অধিকার নাই। আর জীব ও সাক্ষী ব্যতীত তৃতীয় অধিকারীও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ। (সমাধান) এই হেতু বলিতেছেন—

অস্য জীবত্বমারোপাৎ সাক্ষিণ্যপ্যবভাসতে।
আবৃতৌ তু বিনষ্টায়াং ভেদে ভাতেঽপযাতি তৎ॥১৭

অন্বয়। অস্য জীবত্বং আরোপাৎ সাক্ষিণি অপি অবভাসতে। আবৃতৌ তু বিনষ্টায়াং ভেদে ভাতে (সতি) তৎ অপযাতি।

অনুবাদ। এই ব্যাবহারিক জীবের জীবত্ব অধ্যাসবশতঃ সাক্ষী অন্তরাত্মাতেও দৃষ্ট হয়। আবরণ বিনষ্ট হইলেই ব্যাবহারিক জীব ও সাক্ষীর, দৃশ্যত্ব ও দ্রষ্টৃস্বরূপ ভেদ সম্যক প্রকাশিত হয়। তখন সেই জীবত্বও দূরীভূত হয়।

টীকা। "অস্য"—এই ব্যবহারিক জীবের। "জীবত্বম্"—জীবভাব। "আরোপাৎ"—আবরণশক্তিজনিত পরস্পর অধ্যাসবশতঃ। "সাক্ষিণি অপি"—দ্রষ্টৃরূপ অন্তরাত্মাতেও; সাক্ষী অন্তরাত্মার পরমার্থতঃ জীবত্ব অসম্ভব—ইহাই 'অপি' (ও ' শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে। "অবভাসতে" প্রকাশিত হয়, স্বরূপ চৈতন্যের অবগতি বা জ্ঞানের বিষয় রূপে প্রকাশিত

হয়। "তু"—শব্দের অর্থ অবধারণ। "আবৃতৌ"—মায়ার আবরণশক্তি দুই প্রকার যথা 'অসত্ত্বাবৃতি' রূপ—আত্মা নাই এইরূপে, এবং অভানাবৃতিরূপ—আত্মা প্রকাশ হইতেছে না এইরূপে, এই দুইরূপ আবরণ "বিনষ্টায়াম্"—আমি ব্রহ্ম' এইরূপ অখণ্ড, একরস, ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা বিশেষ রূপে নষ্ট হইলে; ভ্রান্তির পুনর্ব্বার উদয় না হওয়া রূপ যে নাশ অর্থাৎ আত্যন্তিক নাশ, তাহা প্রাপ্ত হইলে, "ভেদে ভাতে"—ব্যাবহারিক জীবস্বরূপ লিঙ্গদেহের ঘটাদির ন্যায় দৃশ্যত্ব এবং জীবচৈতন্যরূপ সাক্ষী, নামক আত্মার দ্রষ্টৃত্ব, এইরূপে যে ভেদ তাহা সম্যক প্রকাশিত হইলে, "তৎ অপযাতি',—সাক্ষীতে আরোপিত সেই জীবত্বও দূরীভূত হয়। এই 'অপযাতি' শব্দের সহিত 'তু' শব্দের সম্বন্ধ। যে হেতু এইরূপ সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্র নিরর্থক নহে ইহাই অভিপ্রায়। ১৭।

২৭

যেরূপ অধ্যাস বশতঃ, ব্যাবহারিক জীবগত জীবত্ব, সাক্ষী চৈতন্যেও দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অধ্যাস বশতঃ সৃষ্টির নামরূপাত্মক বিকার ব্রহ্মেও দৃষ্ট হয়—এই কথাই বলিতেছেন—

তথা সর্গব্রহ্মণোশ্চ ভেদমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
যা শক্তিস্তদ্বশাদ্ব্রহ্ম বিকৃতত্বেন ভাসতে ॥১৮

অন্বয়। তথা যা শক্তি সর্গব্রহ্মণোঃ চ ভেদম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি, তদ্বশাৎ ব্রহ্ম বিকৃতত্বেন ভাসতে।

অনুবাদ। যেমন মায়ার আবরণ শক্তি শরীরাভ্যন্তরে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ আবরণ করিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ বাহিরে সেই শক্তিই ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ আবরণ করিয়া রহিয়াছে। সেই আবরণ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মকে বিকৃত দেখায়।

টীকা। যেমন আবরণ শক্তি শরীরের অভ্যন্তরে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, "তথা সর্গব্রহ্মণো ভেদং চ আবৃত্য তিষ্ঠতি"— সেইরূপ সৃষ্টি ও ব্রহ্মের ভেদকে আবরণ করিয়া রাখে, "যা শক্তিঃ" —যে আবরণ শক্তি, "তদ্বশাৎ"—সেই আবরণশক্তিজনিত পরস্পর অধ্যাস-বশতঃ, "ব্রহ্ম বিকৃতত্বেন ভাসতে"—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা স্বয়ং কূটস্থ হইয়াও এবং ষড়্ভাববিকারবর্জ্জিত হইয়াও, ষড়্ভাববিকারবিশিষ্টরূপে প্রতীত হন। ১৮

বাহিরেও সেই আবরণ বিনষ্ট হইলে, ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ বুঝিতে পারা যায়, তখন ব্রহ্মে আরোপিত বিকার ও নিবৃত্ত হয়। এই কথাই বলিতেছেন—

অত্রাপ্যাবৃতিনাশেন বিভাতি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
ভেদস্তয়োর্বিকারঃ স্যাৎ সর্গে ন ব্রহ্মণি কচিৎ॥১৯

অন্বয়। অত্র অপি আবৃতিনাশেন ব্রহ্মসর্গয়োঃ ভেদঃ বিভাতি; তয়োঃ, সর্গে বিকারঃ স্যাৎ ন ব্রহ্মণি কচিৎ (বিকারঃ স্যাৎ)।

অনুবাদ। এস্থলেও আবরণ বিনষ্ট হইলে ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে জন্মাদিবিকার সৃষ্টিতেই থাকে, ব্রহ্মে কুত্রাপি বিকার দৃষ্ট হয় না।

টীকা। "অত্র অপি"—যেমন দেহাভ্যন্তরে, তেমনি বাহিরেও, "আবৃতিনাশেন"—অন্বয় এবং ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা দেহাভ্যন্তরে এবং বাহিরে দুই পদার্থের পরিশোধন করিলে, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—এইরূপে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতা বোধদ্বারা, পূর্ব্বোক্ত রূপ আবরণশক্তি, তজ্জনিত সংস্কারের সহিত বিনষ্ট হইলে, সেই আবরণ বিনাশ বশতঃ, "ব্রহ্মসর্গয়োঃ ভেদঃ বিভাতি"—ঘট ও পটের মধ্যে যেরূপ

ভেদ, সেইরূপ ভেদ ব্রহ্ম ও সৃষ্টির মধ্যে সম্যক্‌ প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ ভেদ প্রকাশিত হইলে পর, "তয়োঃ সর্গে বিকারঃ স্যাৎ"—সেই ব্রহ্ম ও সৃষ্টি এতদুভয়ের মধ্যে, নামরূপাত্মক সৃষ্টিতেই জন্মাদি বিকার থাকে, "ন ব্রহ্মণি ক্বচিৎ" আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের একাংশেও বিকার দৃষ্ট হয় না। ১৯

এইরূপে দেখাইলেন যে শরীরাভ্যন্তরে আবরণ শক্তির কার্য্যের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ সাক্ষী ভোক্তা হইয়া দাঁড়ায় এবং বাহিরে আবরণ শক্তির কার্য্যের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ ব্রহ্ম ভোগ্য হইয়া দাঁড়ান; উভয়েরই এই প্রকার রূপবিকার ঘটে এবং তদুভয়ের আবরণ বিনষ্ট হইলে, সেই আবরণ জনিত বিকারও নিবৃত্ত হয়। এক্ষণে ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক ইহা বুঝাইয়া এবং তাৎপর্য্যদ্বারা 'তুমি' (ও 'এই') এই দুই পদের অর্থও বিবেচনা করিয়া স্পষ্টতঃ 'তৎ' পদার্থের বিচার করিতেছেন:—

অস্তিভাতিপ্রিয়ংরূপং নামচেত্যংশপঞ্চকম্‌।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্‌॥ ২০।

অন্বয়। অস্তি, ভাতি, প্রিয়ং, রূপং, নাম চ ইতি অংশপঞ্চকম্‌ (একং বস্তু)। আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং ততঃ (উপরিতনং) দ্বয়ং জগদ্রূপম্‌।

অনুবাদ। বিদ্যমান রহিয়াছে, প্রকাশ পাইতেছে, প্রীতির আস্পদ, নাম এবং রূপ এই পাঁচ অংশবিশিষ্ট একই বস্তু। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি ব্রহ্মের রূপ, (তদুপরি অধ্যস্ত) অপর দুইটি জগতের রূপ।

টীকা। "অস্তি"—বিদ্যমান রহিয়াছে, "ভাতি" প্রকাশ পাইতেছে, "প্রিয়ং"—প্রীতির আস্পদ; "রূপং"—জগতের বিবিধরূপ যথা স্থূল, বর্ত্তুলোদর, ওতপ্রোত বা সকল দিকে ব্যাপ্ত, ইত্যাদি। "নাম"—ঘট, পট ইত্যাদি নাম। এই সকলগুলি মিলিয়া পঞ্চাংশ বিশিষ্ট একটি

মাত্র বস্তু। ইহা রহিয়াছে, ইহা প্রকাশ পাইতেছে, ইহা প্রিয়, ইহাই ইহার নিজরূপ, ইহাই ইহার নাম—এই পাঁচটি অংশ ব্যতিরেকে ব্যবহার অসম্ভব বলিয়া, যে সকল ভৌতিকস্বরূপ বস্তুকে লইয়া লোক-ব্যবহার চলে, তাহাদের সকলগুলিই—সৎ, চিৎ, আনন্দ, রূপ ও নাম এই পাঁচটি অংশবিশিষ্ট ইহাই অর্থ। "চ" শব্দ অংশ পাঁচটির সমুচ্চয় বুঝাইবার জন্য। এই সকল অংশের মধ্যে "আদ্যত্রয়ং" প্রথমোক্ত তিনটি সৎ, চিৎ, আনন্দ এই অংশ তিনটি, "ব্রহ্মরূপং"—ব্রহ্মের স্বরূপ, "ততঃদ্বয়ং"—সেই অংশত্রয়ের উপরিতন নাম রূপাত্মক অংশ দুইটি জগতের রূপ—ইহাই অর্থ। ২০।

এই কথাই, অন্বয় ব্যতিরেক এই দুই যুক্তির সাহায্যে বিশদ করিতেছেন—

খবায়্বগ্নিজলোর্ব্বীষু দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু।
অভিন্নাঃ সচ্চিদানন্দা ভিদ্যেতে রূপনামনী॥২১

অন্বয়। খবায়্বগ্নিজলোর্ব্বীষু দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু সচ্চিদানন্দাঃ অভিন্নাঃ, রূপনামনী ভিদ্যেতে।

অনুবাদ। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী—এই পঞ্চভূতে এবং দেব, পশু, নর প্রভৃতি দেহে, সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি অংশই তুল্যরূপে বর্ত্তমান; নাম ও রূপ নামক দুইটি অংশই বিবিধ প্রকার হইয়া রহিয়াছে।

টীকা। "খবায়্বগ্নিজলোর্ব্বীষু"—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথ্বী এই পঞ্চভূতে, "দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু"—দেবতা, পশু, নর প্রভৃতি ভেদে বিবিধ প্রকার শরীর নামক ভৌতিক পদার্থে বর্ত্তমান; সচ্চিদানন্দাঃ" —সৎ, চিৎ ও আনন্দ নামক তিনটি অংশই, "অভিন্নাঃ"—নির্ব্বিশেষ,

সর্ব্বত্র তুল্যরূপে বর্ত্তমান। কেন না ঘট বিদ্যমান রহিয়াছে, পট বিদ্যমান রহিয়াছে; ঘট প্রকাশ পাইতেছে, পট প্রকাশ পাইতেছে, ঘট প্রিয় পট প্রিয় এইরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ সর্ব্বত্র অনুস্যূত; "রূপনামনী" —ভৌতিক সকল বস্তুতে বিদ্যমান নাম ও রূপ নামক দুইটি অংশই "ভিদ্যাতে"—এইরূপ ঘট, ঐরূপ ঘট, এইরূপ পট, ঐরূপ পট ইত্যাদি ভেদে বিবিধ প্রকার হইয়া রহিয়াছে, কারণ এইগুলি অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ মায়ার কার্য্য বলিয়া পরস্পর ব্যাবৃত্ত স্বভাব অর্থাৎ একটি অপরটিতে নাই। ২১

এই গ্রন্থের এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে, বলিতে হয়, তাহা অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা (মহাবাক্যের অন্তর্গত) 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের পরিশোধন মাত্র। এক্ষণে বলিতেছেন যে, সেই মহাবাক্য শ্রবণের অঙ্গরূপে এবং মহাবাক্যের অর্থজ্ঞানের সাধনস্বরূপ নিরন্তর সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত নামরূপকে উপেক্ষা করিয়া সচ্চিদানন্দের (অনুসন্ধানে) তৎপর হইয়া হৃদয়ে অথবা বাহ্যদেশে সেই সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে। সেই সমাধির প্রকারভেদ পরে উক্ত হইবে।

উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দতৎপরঃ।
সমাধিং সর্ব্বদা কুর্য্যাদ্ধৃদয়ে বাথবা বহিঃ॥ ২২

অন্বয়। নামরূপে দ্বে উপেক্ষ্য সচ্চিদানন্দতৎপরঃ সন্ হৃদয়ে বাথবা বহিঃ সর্ব্বদা সমাধিং কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত নাম ও রূপ এই দুইটিকে উপেক্ষা করিয়া সচ্চিদানন্দের অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া হয় হৃদয়ে, কিম্বা বাহ্যদেশে নিরন্তর সমাধির অনুষ্ঠান করিবে।

টীকা। "নামরূপে দ্বে উপেক্ষ্য"—নামরূপাত্মক জগদ্রূপে নাম ও রূপ

এই দুইটিকে অবজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ তদুভয়কে উদাসীন ভাবে দেখিয়া "সচ্চিদানন্দতৎপরঃ"—সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মায় তাৎপর্য্যবান্‌ বা ঐকান্তিকভাবে অনুসন্ধানপরায়ণ অর্থাৎ তদেকচিত্ত হইয়া, "সমাধিং"—যে প্রকার চিত্তসমাধান পরে বর্ণিত হইতেছে, তাহা, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে হৃৎকমলে নিরোধ করিয়া এবং বাগাদি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ গোলকে অবস্থান করিলেও তাহাদের কেবল মাত্র বৃত্তির নিরোধ করিয়া, নিয়মিত উপায়ে নিরন্তর অভ্যাস করিবে। "হৃদয়ে বাথবা বহিঃ"—শরীরের অভ্যন্তরে কিম্বা বাহ্যদেশে।

গ্রন্থকার এই শ্লোকে বিধিমুখে সমাধির বিধান করিয়া তাৎপর্য্যের দ্বারা সূচনা করিতেছেন যে এই শ্লোকে যে অবস্থা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা লাভ করিতে যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন সেই ব্রহ্মজ্ঞানে পরমহংসেরই (সন্ন্যাসীরই) অধিকার, অন্যের (গৃহস্থাদির) নহে। এইরূপ বুঝিবার কারণ এই যে এই শ্লোকে যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান সন্ন্যাসিভিন্ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব এবং পরমহংস বা সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভবপর হয়। ২২

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।৫, ৪।৫।৬) আছে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি"—হে মৈত্রেয়ি, সর্ব্বাধিকপ্রিয় আত্মাকেই অবশ্য দর্শন করিবে, (তাহার উপায় এই)—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে তাহার স্বরূপ জানিবে, তর্কদ্বারা তাহার স্বরূপাবধারণ করিবে; তাহার পর নিঃসংশয়রূপে তাহার স্বরূপ ধ্যান করিবে"—এই নিদিধ্যাসনের উপদেশবাক্যানুসারে সমাধি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মুমুক্ষুর প্রতি অবশ্যকর্ত্তব্য সমাধির বিধান করিলেন। এক্ষণে সেই সমাধির অবান্তর ভেদ দেখাইয়া বলিতেছেন—এই এই সমাধি হৃদয়ে অভ্যাস করিবে :—

সবিকল্পো নির্ব্বিকল্পঃ সমাধির্দ্বিবিধো হৃদি।
দৃশ্যশব্দানুবিদ্ধেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা ॥ ২৩।

অন্বয়। সবিকল্পঃ নির্ব্বিকল্পঃ ইতি সমাধিঃ দ্বিবিধঃ। সবিকল্পঃ সমাধিঃ দৃশ্যশব্দানুবিদ্ধেন (ভেদেন) পুনঃ দ্বিধা। (এতং ত্রিবিধং সমাধিং) হৃদি কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ। সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সবিকল্প সমাধি আবার দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। তাহা হইলে, (১) দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি (২) শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি ও (৩) নির্ব্বিকল্প সমাধি—এই তিন প্রকার সমাধি হৃ য়ে অভ্যাস করিতে হয়।

টীকা। সবিকল্প সমাধি ও নির্ব্বিকল্প সমাধি এইরূপে সমাধি দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্পক এবং শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পক এই প্রকারে সবিকল্প সমাধি দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। এইরূপে উক্ত (১) দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি, (২) শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি এবং (৩) নির্ব্বিকল্পক সমাধি যথাক্রমে এই তিন প্রকার সমাধি হৃদয়ে অভ্যাস করিবে। দৃশ্যানুবিদ্ধ শব্দের অর্থ দৃশ্যের সহিত মিশ্রিত, শব্দানুবিদ্ধ শব্দের অর্থ শব্দের সহিত মিশ্রিত। ২৩

(সমাধিবিভাগ প্রসঙ্গে), সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে দ্বিবিধ সমাধির মধ্যে প্রথমে সবিকল্প সমাধিরই উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাও আবার দৃশ্যানুবিদ্ধ ও শব্দানুবিদ্ধ ভেদে দুই প্রকার বলিবার অবসরে দৃশ্যানুবিদ্ধেরই প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হেতু প্রথমে দৃশ্যানু-বিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বর্ণনা করিতেছেন, কারণ সেই সমাধিই আভ্যন্তর দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক স্বরূপ এবং তাহা দৃগেকনিষ্ঠ অর্থাৎ তাহাতে দৃগ্‌-দৃশ্যের মধ্যে দৃক্‌ বা দ্রষ্টারই প্রাধান্য বা উপাদেয়ত্ব এবং দৃশ্যের হেয়ত্ব।

কামাদ্যাশ্চিত্তগা দৃশ্যাস্তৎসাক্ষিত্বেন চেতনম্।
ধ্যায়েদ্দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ॥২৪।

অন্বয়। চিত্তগাঃ কামাদ্যাঃ দৃশ্যাঃ, চেতনং তৎসাক্ষিত্বেন ধ্যায়েৎ। অয়ং দৃশ্যানুবিদ্ধঃ সবিকল্পকঃ সমাধিঃ।

অনুবাদ। চিত্তগত কাম সঙ্কল্পপ্রভৃতি বৃত্তি (৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য) দৃশ্যমধ্যে গণ্য; আত্মচৈতন্য তাহার দ্রষ্টা; এইরূপে আত্মচৈতন্যের ধ্যান করিবে। ইহাই দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি।

টীকা। "কামাদ্যাঃ'—চতুর্থ শ্লোকোক্ত কাম সঙ্কল্প প্রভৃতি (বৃত্তি) "চিত্তগাঃ"—অন্তঃকরণের বৃত্তি বলিয়া অন্তঃকরণনিষ্ঠ, "দৃশ্যাঃ"—দর্শন ক্রিয়ার 'কর্ম্মকারক' স্বরূপ, 'তুমি' বা 'এই' যে জ্ঞানের আলম্বন ইহারাও সেই জ্ঞানের আলম্বনস্বরূপ, 'হয়' এইরূপে ক্রিয়াপদ যোজনা করিতে হইবে। "তৎসাক্ষিত্বেন"—সেই চিত্তগত কামাদিদৃশ্য পদার্থের প্রকাশকরূপে "চেতনং ধ্যায়েৎ"—আত্মাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ চৈতন্যকে ধ্যান করিবে। মোটকথা এই—উক্ত কামাদি বৃত্তি সমূহের মধ্য এক একটিকে প্রতিযোগী (দ্রষ্টার দৃশ্যস্বরূপ) করিয়া যে চৈতন্য সেই কামের (কামাদি এক এক বৃত্তির) সাক্ষী হইয়াছেন, তাহাই আমার যথার্থ স্বরূপ, এইরূপে নিরন্তর অন্তরাত্মস্বরূপ চৈতন্যমাত্রকে ধ্যান করিবে। এইরূপে উক্ত প্রকারে চৈতন্য মাত্রের ধ্যান করিলে ইহাকেই দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি 'বলে'—এইরূপে ক্রিয়াপদ যোজনা করিতে হইবে। (সেই সাক্ষিচৈতন্য নির্ব্বিকার) কেন না "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি" রচয়িতা (সুরেশ্বরাচার্য্য বলেন—

নর্ত্তেস্যাদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ।
ধীবিক্রিয়াসহস্রানাং স্যাক্ষ্যতোঽহমবিক্রিয়ঃ।১।৭৭

অন্বয়। বিক্রিয়াং ঋতে ন দুঃখী স্যাৎ, বিকারিণঃ সাক্ষিতা কা? ধীবিক্রিয়াসহস্রানাং সাক্ষ্যতঃ অহং অবিক্রিয়ঃ (ভবামি)।

অর্থ। বিকার না প্রাপ্ত হইলে কেহ দুঃখী হয় না, এবং যে স্বয়ং বিকৃত হয়, সে কি প্রকারে সাক্ষী হইতে পারে? (কেন না ঔদাসীন্য বা নির্ব্বিকারতাই সাক্ষীর অসাধারণ ধর্ম্মত্রয়ের অন্যতম, চেতনতা ও সান্নিধ্য অপর দুই ধর্ম্ম)। যে হেতু আমি বুদ্ধির সহস্রপ্রকার বিকারের সাক্ষী, সেই হেতু আমি স্বয়ং বিকারবিহীন। *। ২৪

এইরূপে যে সবিকল্পসমাধিতে দৃশ্য প্রতিযোগী হয় অর্থাৎ দৃশ্য তদ্বিপরীতস্বভাব দ্রষ্টাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে, তাহাই বর্ণন করিলেন। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সমাধির প্রকারবিভাগে, দ্বিতীয় বলিয়া উল্লিখিত, শব্দানুবিদ্ধসবিকল্প সমাধির বর্ণনা করিতেছেন। এই সমাধি, কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতি সকল প্রকার দৃশ্যকেই প্রবিলাপিত করিয়া থাকে, তাহার কারণ ইহা কেবল সাক্ষিনিষ্ঠ।

অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দঃ স্বপ্রভঃ দ্বৈতবর্জ্জিতঃ।
অস্মীতি শব্দবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ। ২৫

অন্বয়। (অহং) অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দঃ স্বপ্রভঃ দ্বৈতবর্জ্জিতঃ অস্মি ইতি অয়ং শব্দবিদ্ধঃ সবিকল্পঃ সমাধিঃ।

অনুবাদ। আমি হইতেছি অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ, স্বপ্রকাশ, কামসঙ্কল্পাদি

---

* এই শ্লোকটি যে শ্লোকের ব্যাখ্যা তাহা এই—
দুঃখী যদি ভবেদাত্মা কঃ সাক্ষী দুঃখিনো ভবেৎ।
দুঃখিনঃ সাক্ষিতাঽযুক্তা সাক্ষিণো দুঃখিতা তথা"

আত্মা যদি দুঃখী হইতে পারেন তবে সেই দুঃখীর কে সাক্ষী হইবে? যে দুঃখী সে কখন সাক্ষী হইতে পারে না, এবং যে সাক্ষী সে কখনও দুঃখী হইতে পারে না।

উক্ত শ্লোকের টীকা—(জ্ঞানোত্তম কৃত) দুঃখী কেন সাক্ষী হইতে পারে না? যদি এই প্রশ্নকর, তবে তাহার হেতু বলি। দুঃখিতার অর্থ বিকারিতা। যে বিকারী তাহার সাক্ষী হইবার যোগ্যতা নাই। আর আত্মা সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষী। সেই হেতু আত্মা সর্ব্বপ্রকার পরিণামবিনির্ম্মুক্ত।

সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতবিরহিত। এইরূপে যে অসঙ্গাদিশব্দমিশ্রিত সবিকল্পক সমাধি হয়, তাহাকেই শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি বলে।

টীকা। "অসঙ্গঃ"—সঙ্গরহিত, পুণ্যপাপশূন্য, কেন না শ্রুতি বলিতেছেন "অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" (বৃহদা, উ ২।৩।১৫) এই পুরুষ হইতেছেন অসঙ্গ বা নির্লেপ। "সচ্চিদানন্দঃ"—সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ কেন না শ্রুতি বলিতেছেন—"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উ ২।১।১) সত্য জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটিই ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ। 'সত্য' শব্দের অর্থ যাহার স্বরূপ কোন প্রকারেই বাধিত হয় না। 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ চিৎস্বরূপ, অববোধাত্মক। 'অনন্ত' শব্দের অর্থ দেশ কাল ও বস্তুর দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, এবং "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহদা উ ৩।৯।৩৪) (শ্রুতি জগতের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন)—তাহা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। (সে জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নহে, সে আনন্দ বিষয়সুখ নহে)। "স্বপ্রভঃ"—স্বয়ংপ্রকাশ, কেন না শ্রুতি বলিতেছেন—"অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং শ্রোতৃ, (বৃহদা, উ ৩।৮।১১) ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেৎ" (বৃহদা উ, ৩।৪।২,) (পঞ্চম শ্লোকের টীকায় শেষাংশে উদ্ধৃত, অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য।) "দ্বৈতবর্জ্জিতঃ"—প্রকাশ্য বস্তু প্রকাশ হইতে অভিন্ন বলিয়া, কামসঙ্কল্পাদি সকলপ্রকারদ্বৈতবিরহিত, অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয়, ও বিজাতীয় ভেদশূন্য, কেন না শ্রুতি বলিতেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য উ ৬।২।১)—হে সৌম্য উৎপত্তির পূর্ব্বে এইজগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট অন্তরাত্মস্বরূপ যে সাক্ষী—ইহাই হইতেছি আমি—এইরূপ নিরন্তর চিন্তা করিবে। এইরূপে যে অনুভব চিদাভাসে অবস্থিত থাকিয়া অন্তরাত্মচৈতন্যমাত্রকে বিষয়ীভূত করে, তাহাই কামসঙ্কল্পাদি সকল বৃত্তিকে প্রবিলাপিত করিয়া থাকে,

তাহাতে কেবল 'অসঙ্গা'দি শব্দ মিশ্রিত থাকে ; তাহাতে বিজাতীয় প্রত্যয় আদৌ থাকে না ; তাহা কেবল স্বজাতীয় প্রত্যয়ের প্রবাহস্বরূপ ; ইহাকেই শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে। সেই অর্থে বসিষ্ঠবচন রহিয়াছে :—

নিরীহোঽস্মি নিরংশোঽস্মি স্বস্থোঽস্ম্যাস্মি চ নিস্পৃহঃ।
শান্তোঽহমর্থরূপোস্মি চিরায়াহমলং স্থিতঃ ॥

আমি সকলচেষ্টাপরিশূন্য, আমার অংশ হয় না, (আমি অখণ্ড), আমি নিরাধার হইয়া আপনাতেই অবস্থিত আছি (অথবা আমি নিরাময়), আমার কোনও স্পৃহা নাই, আমি শান্ত (সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত বা চিত্তহীন), আমিই পরম পুরুষার্থস্বরূপ, আমি চিরদিনই পর্য্যাপ্ত (পরিপূর্ণ)হইয়া রহিয়াছি। ২৫।

এইরূপে দুই প্রকার সবিকল্প সমাধির বর্ণনা করিয়া এক্ষণে নিবাতদেশে অবস্থিত দীপের ন্যায় চিত্তনিশ্চলতারূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি বর্ণনা করিতেছেন। সেই সমাধিতে পূর্ব্বোক্ত কাম সঙ্কল্পাদি দৃশ্য ও 'অসঙ্গা'দিশব্দ উভয়ই প্রবিলাপিত হইয়া থাকে।

স্বানুভূতিরসাবেশাদ্দৃশ্যশব্দানুপেক্ষিতুঃ।
নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ স্যান্নিবাতস্থিতদীপবৎ ॥ ২৬

অন্বয়। স্বানুভূতিরসাবেশাৎ দৃশ্যশব্দান্ উপেক্ষিতুঃ নিবাতস্থিত দীপবৎ নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ স্যাৎ।

অনুবাদ। (সমাধিতে) স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দের আবির্ভাব হইলে সাধক যখন কামসঙ্কল্পাদি দৃশ্য এবং 'অসঙ্গ' প্রভৃতি শব্দকে উপেক্ষা করিয়া, বায়ুশূন্যদেশে অবস্থিত দীপের ন্যায় নিশ্চলচিত্ত হইতে পারেন, তখন তাঁহার সেই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে।

টীকা। "স্বানুভূতিরসাবেশাৎ"—এস্থলে 'অনুভূতি' শব্দের অর্থ জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ চৈতন্য (জীবাত্মা), কেন না (বিমুক্তাচার্য্য প্রণীত) "ইষ্টসিদ্ধি" নামক গ্রন্থে, (মঙ্গলাচরণে) এই অর্থে উক্ত শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"যানুভূতিরজামেয়াত্বনন্তানন্দবিগ্রহা।
মহদাদি জগন্মায়াচিত্রভিত্তিং নমামি তাম্॥" (২৮)

[ইহার অর্থ—যে প্রত্যক্ চৈতন্য জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকার রহিত, যাহাতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ গোচর কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না, যাহা দেশকাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ শূন্য, এবং সেই হেতু আনন্দমূর্ত্তি, যাহা মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি নির্ম্মিত, ঐন্দ্রজালিক বা অবিদ্যা বিরচিত চিত্রের ফলক বা অধিষ্ঠানস্বরূপ, আমি তাহাকে প্রণাম করি অর্থাৎ তাহাই আমার স্বরূপ বলিয়া স্মরণ করি।]

"রস"—আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা, কেন না শ্রুতি বলিতেছেন,—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"। (তৈত্তিরীয়, উ, ২।৭।১) [যিনি সেই আলোচ্য শোভন (সুন্দর) কর্ত্তা, তিনিই সেই ব্রহ্মরস, (মধুরাদিরসের ন্যায় সুখের কারণ বলিয়া ব্রহ্মানন্দই গৌণীবৃত্তিদ্বারা রস শব্দে অভিহিত হইতেছে), যে হেতু, এই দৃশ্যমান প্রাণিবর্গ সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয়। তত্ত্ববিদ্গণ নিরুপাধিক ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত হন, অপর প্রাণিগণ সোপাধিক আনন্দে আনন্দিত হয় এবং সেই প্রকারে আনন্দকর বলিয়া আনন্দরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য।] জীবাত্মাও সেই রস হইতে অভিন্ন বলিয়া পরম প্রীতির আস্পদ এবং সেই হেতু রসের স্বরূপভূত অনুভূতি। সেই স্বানুভূতি বা আত্মানুভূতিই রস, তাহার আবেশ; পূর্ব্বোক্ত সমাধিদ্বয়ের অভ্যাসে পটুতা লাভ করিলে

অন্তঃকরণে জীবের স্বরূপভূত যে জ্ঞানানন্দের আবির্ভাব হয়, তাহাই স্বানুভূতিরসাবেশ শব্দের অর্থ। কিম্বা আবেশ শব্দের অর্থ অভিনিবেশ মগ্নতা, স্বানুভূতি রসে মগ্নতাহেতু। কিম্বা, আবেশ,—'আ' সমন্তাৎ চারিদিক হইতে প্রবেশ। স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দদ্বারা পূর্ণতাহেতু। কিম্বা, 'আবেশ'—দেবতাদির আবেশের ন্যায় আবেশ, "ভর" হওয়া (যাহাতে সাধক আর নিজের বশে থাকে না) সেইরূপ স্বানুভূতি রসের আবেশ বা 'ভর' হইলে। "স্বানুভূতি রসাস্বাদাৎ"—এই পাঠ করিলে তাহার অর্থ—'আমি চিদানন্দস্বরূপ' এইরূপে স্বানুভূতি রসকে আপনার স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ, সেইহেতু; "দৃশ্যশব্দান্ উপেক্ষিতুঃ" —যে সাধক কামসঙ্কল্পাদি দৃশ্যকে এবং 'অসঙ্গাদি' শব্দকে উপেক্ষা করেন অর্থাৎ তৎপ্রতি উদাসীন হয়েন, তাঁহার। ভাবার্থ এই যে উক্ত দৃশ্য ও শব্দ উভয়েই তাঁহার লক্ষ্য না থাকাতে, তিনি চুপ করিয়া অবস্থান করেন এবং মনুষ্যশরীরে দেবতাদির আবেশ হইলে মনুষ্য যেরূপ নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া দেবতাদির বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে, সেইরূপ আত্মানুভূতি রসের আবেশে মহাভাবগ্রস্ত, (রাহুগ্রস্ত বা আভি-চারিক প্রভাবগ্রস্ত) হইয়া স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সেইভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার "নির্ব্বিকল্পঃ সমাধিঃ স্যাৎ"—(মুক্তিকোপনিষদে ২।৫৪ আছে)।

প্রশান্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দদীপকম্।
অসম্প্রজ্ঞাতনামায়ং সমাধির্যোগিনাং প্রিয়ঃ॥

চিত্তের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি প্রশমিত হইয়া যাইলে, চিত্ত পরমানন্দকে প্রকটিত করিয়া থাকে, তাহাকেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে; তাহাই যোগিদিগের অভীষ্ট। *

---

* এই শ্লোকটি "সর্ব্বানুভবযোগি" বিরচিত বলিয়া "জীবন্মুক্তিবিবেকে" তৃতীয়াধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এইরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি, পূর্ব্বোক্তরূপ অধিকারীর আপনা হইতেই হয়, অর্থাৎ লয়, বিক্ষেপ, কষায় প্রভৃতি প্রতিবন্ধক না থাকাতে অসম্প্রজ্ঞাত নামক নির্ব্বিকল্প সমাধি আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। সেই সমাধিতে চিত্তের যে নিশ্চলতা হয়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন— "নিবাতস্থিত দীপবৎ"—যে স্থানে বায়ু একেবারে স্থির হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থানে স্থাপিত দীপ যেরূপ নিশ্চল হইয়া থাকে, সমপ্রাপ্ত চিত্তও সেইরূপ নিশ্চল হয়। কেন না পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন :—

"তৎপরংপুরুষখ্যাতেগুর্ণ বৈতৃষ্ণ্যম্ ।" (সমাধিপাদ, ১৬)

পুরুষখ্যাতি হইতে ত্রিগুণের অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই পরবৈরাগ্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসের পটুতা লাভ করিলে তদ্দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে পৃথক্, পুরুষের খ্যাতি বা সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়। সেই সাক্ষাৎকারের ফলে সর্ব্বপ্রকার ত্রিগুণময় ব্যবহারের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জন্মে তাহাই পরবৈরাগ্য। ৩০)

"তীব্রসম্বেগানামাসন্নঃ" (সমাধিলাভঃ)। (সমাধিপাদ, ২৯)

যাঁহাদের বৈরাগ্য তীব্র, তাঁহাদের সমাধিলাভ অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। সম্বেগ শব্দের অর্থ বৈরাগ্য। সেই বৈরাগ্যের তারতম্যানুসারে যোগীও তিন প্রকারের হন, যথা মৃদুসম্বেগ, মধ্যসম্বেগ ও তীব্রসম্বেগ। 'আসন্ন' শব্দের দ্বারা, অল্পকালেই সমাধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাই বুঝান হইতেছে।

"ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধলক্ষণ-চিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ"। (বিভূতি পাদ, ৯)

ব্যুত্থান সংস্কারের (অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারের) অভিভব এবং নিরোধ সংস্কারের প্রাদুর্ভাব এইরূপ পরিণাম যাহা নিরোধক্ষণরূপে

চিত্তে অন্বিত থাকে তাহাকে নিরোধ পরিণাম বলে।

এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন—

যথাদীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥৬।১৯

নিবাতস্থানে অবস্থিত প্রদীপের (প্রতিক্ষণ পরিণামিনী) শিখা যেরূপ বিচলিত হয় না; আত্মবিষয়ে যোগানুষ্ঠানে নিরত সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের তাহাই উপমা।

এবং বসিষ্ঠদেবও বলিয়াছেন :—

অন্তঃশূন্যোবহিঃশূন্যঃশূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণোবহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে ॥

বাসিষ্ঠ রামায়ণ (নির্ব্বাণ পূর্ব্বপ্রকরণ ১২৬।৬৮)

আকাশ মধ্যে এক শূন্য কুম্ভ অবস্থিত হইলে, যেমন তাহার ভিতরেও শূন্য, বাহিরেও শূন্য, এবং সমুদ্র মধ্যে এক জলপূর্ণ কুম্ভ অবস্থিত হইলে, যেমন তাহার বাহিরেও পূর্ণ ভিতরেও পূর্ণ (যোগীরও সেইরূপ অবস্থা হয়)। [তিনি (শরীরাদির) জড়জগৎস্বভাবহেতু অন্তরে ও বাহিরে শূন্য, (স্বরূপতঃ) অনাবৃতানন্দস্বভাবহেতু অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণ।]

মা ভবগ্রাহ্যভাবাত্মা গ্রাহকাত্মা চ মা ভব।
ভাবনামখিলাং ত্যক্ত্বা যদিষ্টং তন্ময়ো ভব ॥

(বাসিষ্ঠ রামায়ণ, নির্ব্বাণ পূর্ব্বপ্রকরণ ১২৪।৮)

তুমি আপনাকে চিদাভাস হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলদেহ পর্য্যন্ত দৃশ্যস্বরূপ ভাবিও না, এবং কূটস্থ পর্য্যন্ত দ্রষ্টৃস্বরূপও ভাবিও না। দ্রষ্টৃ,

দৃশ্য, দর্শনরূপ সকল ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া, যে আত্মস্বরূপ তোমার অভীষ্ট, তুমি তদ্রূপ হইয়া যাও ; *

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানি ত্যক্ত্বা বাসনয়া সহ ।
দর্শনপ্রথমাভাসমাত্মানং কেবলং ভজ ॥
(বাসিষ্ঠ রামায়ণ, উপশম প্রকরণ ৮।১০)

(জাগ্রৎকালীন এবং স্বপ্নকালীন) দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যরূপ ত্রিপুটী পরিত্যাগ করিয়া এবং তাহাদের সংস্কার (যাহা সুষুপ্তিকালে অনুভূত ঘনীভূত অজ্ঞানের সহিত বীজভাবে মিলিত হইয়া অবস্থান করে তাহাও) পরিত্যাগ করিয়া, দর্শনাদি ক্রিয়ায় চাক্ষুষাদিবৃত্তি ও মানসবৃত্তি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের উৎপত্তির সাক্ষিরূপে যে আত্মা প্রকাশমান থাকেন, সেই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ ত্রিপুটীসাক্ষী আত্মাকেই কেবল চিন্তা কর । †

* রামায়ণ টীকাকার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন :— আত্মস্বরূপে অবস্থিতি বা মোক্ষের, উপায় সঙ্কল্পত্যাগ ।) সেই সঙ্কল্পত্যাগের উপায় এই—যতক্ষণ গ্রাহ্যগ্রাহক ভেদভ্রম থাকে, ততক্ষণ গ্রাহকের গ্রাহ্যবিষয়ে অনুকূলতা প্রতিকূলতা প্রভৃতির অনুসন্ধান থাকে। সেই হেতু ত্যাগ বা গ্রহণের অনুকূল প্রবৃত্তিরূপ সঙ্কল্প থাকেই। গ্রাহ্যগ্রাহক বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া গ্রাহ্যগ্রাহকের সাক্ষীতে, একাগ্রতা-রূপ সাবধানতা অভ্যাস করিলে সঙ্কল্প সমূলে উচ্ছিন্ন হয়। এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে "মা ভব" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। মূলে "যদিষ্টং" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "যচ্ছিষ্টং" এইরূপ পাঠ আছে।

† রাজা জনক বসন্তে বনবিহার করিতে করিতে সিদ্ধগণের যে গীত শুনিয়া "আকাশফলপাতবৎ" জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, এইটি তাহারই অন্যতম শ্লোক। বাসিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার বলেন সিদ্ধগণ এই শ্লোকে আত্মার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া করতলস্থিত আমলক ফলের ন্যায় তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। 'দ্রষ্টৃ দর্শন দৃশ্যানি ত্যক্ত্বা' —ইহার দ্বারা দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য ইত্যাদিরূপ ত্রিপুটী পরিত্যাগ করিয়া আত্মা হইতে, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দুইটি অবস্থা পৃথক্ করিলেন (কেন না এই দুই অবস্থায় যাবতীয়কে জ্ঞান ত্রিপুটীরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।) 'বাসনয়া সহ'—ইহার দ্বারা উক্ত দুই অবস্থার বীজরূপ সংস্কার, যাহাতে সঞ্চিত থাকে সেই সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানকেও পৃথক্ করা হইল। 'দর্শনপ্রথমাভাসম্'—(কাশীসংস্করণের "দর্শনপ্রথমাভ্যাসম্" পাঠ

সংশান্তসর্ব্বসঙ্কল্পা যা শিলান্তরিবস্থিতিঃ।
জাড্যনিদ্রাবিনির্ম্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃস্মৃতা ॥ +
(বাসিষ্ঠ রামায়ণ উৎপত্তি প্রকরণ ১১৭।৯)

যে অবস্থায় সকল প্রকার সঙ্কল্প একেবারে নিরুদ্ধ হওয়াতে চিত্ত, প্রস্তরের আভ্যন্তর ভাগের ন্যায় নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করে, কিন্তু যাহা মূর্চ্ছা নহে বা সুষুপ্তিও নহে, তাহাকেই স্বরূপস্থিতি বলে।

এই সমাধি গুরুমুখ হইতে মহাবাক্যশ্রবণের অঙ্গ স্বরূপ। এই কথা শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যগুরু (? ভারতীতীর্থ গুরু) তত্ত্ববিবেক নামক গ্রন্থে পঞ্চদশীর প্রথমাধ্যায়ে এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন :—

অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।
সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে ॥ ৬১
বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সৎ প্রাক্‌পরোক্ষাবভাসিতে।
করামলকবদ্‌বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥ ৬২

অপপাঠ বোধে পরিত্যক্ত হইল) দর্শনের প্রথমে অর্থাৎ চাক্ষুষাদিবৃত্তি ও মানসবৃত্তি জন্মিবার পূর্ব্বে, তাহাদের উৎপত্তির সাক্ষিরূপে ভাসমান বা প্রকাশমান যে আত্মা তাহা। এতদ্বারা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধরূপে বর্ত্তমান, ত্রিপুটীর সাক্ষী, যে সর্ব্বানুভব সিদ্ধ আত্মা তাহাই পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল। ব্রহ্মানন্দ ভারতী মূলের "সমুপাস্মহে"র স্থলে, "কেবলং ভজ" পাঠ করিয়াছেন। উভয়েরই ভাবার্থ সবীজ ত্রিপুটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুরীয় আত্মার উপাসনা করা।

+ টীকায় ব্রহ্মানন্দভারতীধৃত পাঠ এইরূপ : —

প্রশান্তসর্ব্বসংকল্পা যা শিলাবদবস্থিতিঃ।
জাগ্রন্নিদ্রাবিনির্ম্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃ পরা ॥

ইহার প্রথম দুই চরণেই জাগ্রদবস্থার নিষেধ হওয়াতে তৃতীয় চরণে "জাগ্রৎ" পাঠ নিরর্থক। বিশেষতঃ বাসিষ্ঠরামায়ণের টীকাকার "জাড্যনিদ্রা বিনির্ম্মুক্তা'র ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন "মূর্চ্ছাসুষুপ্ত্যোর্ব্বারণায় বিশিনষ্টি"। উপরোক্ত পাঠই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল। (৩১)

এই ধর্ম্মমেঘ নামক নির্ব্বিকল্প সমাধি, অহঙ্কার, মমকার ও কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানের হেতুভূত, জ্ঞানের বিরুদ্ধ সংস্কারসমূহকে নিঃশেষরূপে বিলীন করিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসমূহকে সমূলে উন্মুলিত করিলে, (গুরুমুখ হইতে শ্রুত "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি) মহাবাক্য যাহা প্রথমে (কর্ম্ম ও বাসনার প্রতিবন্ধকবশতঃ) আত্মতত্ত্ববিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রতিবন্ধশূন্য হইয়া, করতলস্থিত আমলক ফলবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞানের ন্যায়, আত্মতত্ত্বপ্রকাশক অপরোক্ষ জ্ঞান অবাধে উৎপন্ন করিয়া থাকে। ২৬

এইরূপে হৃদয়রূপ দেশের সহিত সম্বন্ধ তিন প্রকার সমাধি বর্ণনা করিলেন। এক্ষণে সেই তিন প্রকার সমাধি বাহ্যদেশের সহিত সম্বন্ধরূপে দেখাইবার ইচ্ছায় বাহিরে দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি বর্ণনা করিতেছেন। সেইরূপ সমাধিতে ব্রহ্ম ও সৃষ্টির স্বরূপজ্ঞান হয়। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই সেই সমাধির লক্ষ্য।

হৃদীব বাহ্যদেশেঽপি যস্মিন্‌কস্মিংশ্চবস্তুনি।
সমাধিরাদ্যঃ সন্মাত্রান্নামরূপপৃথক্‌কৃতিঃ ॥২৭॥

অন্বয়। হৃদি ইব বাহ্যদেশে অপি যস্মিন্ কস্মিন্ চ বস্তুনি আদ্যঃ সমাধিঃ স্যাৎ, সঃ সন্মাত্রাৎ নামরূপপৃথক্‌কৃতিঃ।

অনুবাদ। যেমন হৃদয়ে তেমনি বাহ্যদেশেও, যে কোন বস্তুতে প্রথম প্রকারের সমাধি হইতে পারে। সেই সমাধিতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নামরূপের পৃথক্করণ হইয়া থাকে।

টীকা। "হৃদি ইব"—যেমন হৃদয়ে সাক্ষী হইতে কামাদির পৃথক্করণকে প্রথম প্রকারের অর্থাৎ দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি কহে। ভাবার্থ এই যে যেমন হৃদয়ে কাম সঙ্কল্পাদির মধ্যে এক একটিকে প্রতিযোগী করিয়া অর্থাৎ দৃশ্যরূপে স্থাপন করিয়া স্বরূপভূত আত্মা হইতে নামরূপের

পৃথক্‌করণকে, অর্থাৎ সেই নাম রূপের সাক্ষিভূত যে চৈতন্য তাহাই হইতেছি আমি—এইরূপ অনুচিন্তনকে দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি বলে, সেইরূপ বাহ্যদেশেও নিজের অভীষ্টমত একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া, (সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই) পাঁচ অংশ বিশিষ্ট সেই বস্তুতে বর্ত্তমান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে, নাম ও রূপকে পৃথক্ করিয়া, সেই পৃথক্‌কৃত নামরূপের অধিষ্ঠানরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে বস্তু, তাহাই "তৎ" পদের লক্ষ্য ব্রহ্ম, এইরূপ অনুচিন্তনকে দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি বলে। আর বসিষ্ঠ ও বলিতেছেন—

যত্রস্থিতেয়ং বিশ্বশ্রীঃ প্রতিভামাত্ররূপিণী।
রজ্জ্বাংভুজঙ্গবদ্ভাতি সোঽহমাত্মা সদোদিতঃ॥

রজ্জুতে (ভ্রান্তিবশতঃ পরিকল্পিত) ভুজঙ্গের ন্যায়, যাহাতে (যে অধিষ্ঠান চৈতন্যে) অবস্থিত হইয়া, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অজ্ঞানের বিজৃম্ভণ-রূপ এই (বহিঃ পরিদৃশ্যমান) বিশ্বসৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, আমিই সেই নিত্যপ্রকাশ (চৈতন্যরূপে) আত্মা। ২৭।

এইরূপে দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধির বর্ণনা করিয়া এক্ষণে শব্দানুবিদ্ধ সমাধি বর্ণনা করিতেছেন। এই সমাধিতে সমষ্টিব্যষ্টিরূপ সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রবিলাপিত হয়।

অখণ্ডৈকরসং বস্তু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
ইত্যবিচ্ছিন্নচিন্তেয়ং সমাধির্ম্মধ্যমো ভবেৎ॥১৮

অন্বয়। অখণ্ডৈকরসং সচ্চিদানন্দলক্ষণং (যৎ) বস্তু তদেব ব্রহ্ম তি ইয়ং অবিচ্ছিন্নচিন্তা মধ্যমঃ সমাধিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ। দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন (স্বগতাদি ভেদরহিত) সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম এইরূপ যে অবিচ্ছিন্ন চিন্তা তাহাই মধ্যম অর্থাৎ শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি।

টীকা। "অখণ্ডৈকরসম্"—অখণ্ডশব্দের অর্থ দেশকাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্বগতাদিভেদ রহিত, কেন না শ্রুতি বলিতেছেন (ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১,২) "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—হে সৌম্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। (২৫ সংখ্যক শ্লোকে টীকা দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থকার স্বয়ং ("পঞ্চদশীর" অন্তর্গত) "পঞ্চকোশ বিবেক" নামক (তৃতীয়াধ্যায়ে) যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব এইরূপে সমর্থন করিতেছেন :—

ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোঽন্তো নিত্যত্বান্নাপিকালতঃ।
ন বস্তুতোঽপি সার্ব্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা॥ ৩৫

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া দেশদ্বারা তাহার পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না; এবং নিত্য বলিয়া কালদ্বারাও তাহার পরিচ্ছেদ হয় না এবং আত্মার সর্ব্বাত্মতা প্রযুক্ত কোনও বস্তুর দ্বারা, তাহার পরিচ্ছেদ নাই। এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্যতারূপ আনন্ত্য ব্রহ্মে আছে। "একরসম্"—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিনকালেই একরূপ অর্থাৎ কূটস্থ, যে হেতু (নির্ব্বিকার) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে বলিতেছেন—

"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।

'এই আত্মা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর, মনেরও অগোচর এবং নিরবয়ব বলিয়া বিকারবিহীন।' যাহা অখণ্ড তাহাই একরস অখণ্ডৈকরস (কর্ম্মধারয় সমাস)। "সচ্চিদানন্দলক্ষণম্" অর্থ স্পষ্ট, ব্যখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে যে বস্তু উক্তস্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম "ইতি ইয়ং যা অবিচ্ছিন্না চিন্তা"—যে সজাতীয় প্রত্যয়ের প্রবাহ বিজাতীয় প্রত্যয় দ্বারা তিরোহিত হয় না, তাহাই "মধ্যমঃ সমাধিঃ" ভবেৎ—শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি হয়। আর বসিষ্ঠও বলিয়াছেন—

এবং ব্রহ্মচিদাকাশং সর্ব্বাত্মকমখণ্ডিতম্ ।
নীরন্ধ্র ভূরিবাশেষমিতি ভাবয় রাঘব ॥

হে রাম এইরূপে দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্ব বস্তুর স্বরূপভূত ব্রহ্মচৈতন্যরূপ আকাশ চিন্তাকর। নিরবচ্ছিন্না পৃথিবী যেমন তদুপরিস্থিত সাগর, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গাদির স্বরূপভূত, ব্রহ্মচৈতন্যও সেইরূপ (এইরূপ ভাবনা করে।)

নাহং ন চান্যদস্তীতি ব্রহ্মৈবাস্মি নিরন্তরম্ ।
আনন্দপূর্ণঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুদ্বেগাদুপাস্যতাম্ ॥

(তন্তু হইতে যেমন বস্ত্রের পৃথক্ সত্তা নাই, সেইরূপ) আত্মা হইতে আমার দেহের (যাহাকে 'আমি' বলিয়া সূচনা করি) পৃথক্ সত্তা নাই। অথবা, 'আমি' শব্দের দ্বারা যে অহঙ্কারকে সূচনা করি, তাহা বস্তুতঃ নাই, (কেন না তাহা প্রত্যগাত্মা নহে) এবং অন্য কিছুও নাই। (তাই বলিয়া শূন্যই চরমতত্ত্ব নহে, কেননা অহঙ্কার এবং তদ্ভিন্ন অন্য বস্তুর সাক্ষিরূপে আমি রহিয়াছি, সেই) আমি নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছি। (হেয় বা উপাদেয় কিছুই নাই বলিয়া) উদ্বেগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এইরূপে সর্ব্বত্র আনন্দ ও পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা কর। ২৮

এইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক দুই প্রকার সবিকল্প সমাধি নিরূপণ করিয়া এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য, শব্দ, সমস্তই যাহাতে তিরোহিত হইয়া যায়, সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—'পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার সমাধির সাহায্যে কালযাপন করিবে'।

স্তব্ধীভাবো রসাস্বাদাত্তৃতীয়ঃ পূর্ব্ববন্মতঃ ।
এতৈঃ সমাধিভিঃ ষড়্‌ভির্নয়েৎ কালংনিরন্তরম্ ॥২৯

অন্বয়। রসাস্বাদাৎ স্তব্ধীভাবঃ পূর্ব্ববৎ তৃতীয়ঃ (সমাধিঃ) মতঃ

অন্বয়। দেহাভিমানে গলিতে পরমাত্মনি বিজ্ঞাতে সতি যত্র যত্র মনঃ যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা, অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া, দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুতে অভিমান শিথিলীভূত হইলে, অন্তরে বা বাহিরে যেখানেই মন যাউক না কেন, সেখানেই উক্ত ছয় প্রকার সমাধি আপনা হইতেই হয়।

টীকা। "দেহাভিমানে গলিতে"—এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির অনুসরণ করিয়া, দেহাভ্যন্তরে সম্যগ্‌দৃগ্‌দৃশ্যবিচারের ফলে, 'আমি' এই প্রত্যয়ের আলম্বনভূত বস্তুতে, সাক্ষী আত্মার অভিমান জন্মিলে, অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত "তুমি" বা "এই" এইরূপ প্রত্যয়ের আলম্বনভূত বস্তু (অনাত্ম) সমূহে, "আমি কর্ত্তা", "আমি মনুষ্য" ইত্যাদি রূপ যে আত্মাভিমান আছে তাহা গলিত অর্থাৎ শিথিলীভূত হয়, এবং ২০শ শ্লোকে প্রদর্শিত প্রণালীতে বাহ্যদেশে, ব্রহ্ম ও সৃষ্টির পার্থক্য সম্যগ্‌রূপে বিচার করিলে, তাহার ফলে, নামরূপাত্মক এই জগৎ সমস্তই মিথ্যা এবং তাহার অধিষ্ঠানভূত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য এইরূপ পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়। এইরূপে যে মুমুক্ষুর দেহাভিমান বিগলিত হইয়াছে, এবং পরমাত্মতত্ত্ববিজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে, "যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ"—যেখানে যেখানে মন যায়, সেখানে সেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ ছয় প্রকার সমাধি আপনা হইতেই হইয়া থাকে। তাৎপর্য্যার্থ এই—তীব্র বৈরাগ্য জন্মিলে, তাহার বলে পরমহংসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত সদ্‌গুরুর নিকটে "ব্রহ্মসূত্র" ও "শারীরকভাষ্য" অবলম্বন করিয়া অবিচ্ছেদে বারম্বার "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের বিচার করিলে, মুমুক্ষুর দেহাভিমান

বিগলিত হয় এবং পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে। তখন পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার সমাধি বিনা প্রয়াসে, আপনা হইতেই আরম্ভ হয়। কারণ—

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১)

[আবৃত্তিঃ পৌনঃপুন্যেন চেতসি সমারোপণং ধ্যেয়াকারাকারিতা-বৃত্তিসন্ততিরিতি যাবৎ কর্ত্তব্যা ইতি শেষঃ। হেতুমাহ"অসকৃদিতি"। পৌনঃপুন্যেনোপদেশা দিত্যর্থঃ]।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—এসকল একবার অনুষ্ঠান করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবেক। যাবৎ না আত্মদর্শন হয়, তাবৎকাল করিতে হইবেক। শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বারবার শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন।

ব্যাস বিরচিত এই সূত্রানুসারে শঙ্করাচার্য্য উপদেশ করিয়াছেন:—

অহং ব্রহ্মেতিবাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ীভবেৎ।
৩২
শমাদি সহিতস্তাবদভ্যসেচ্ছ্রবণাদিকম্॥ (বাক্যবৃত্তি, ৪৯)

যে পর্য্যন্ত না 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ মহাবাক্যশ্রবণজনিতজ্ঞান দৃঢ়তর হয়, সেই পর্য্যন্ত মুমুক্ষু ব্যক্তি শমাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠান করিবেন। ৩০

শ্রবণের সাধন—বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, প্রভৃতিকে এবং জ্ঞানের সাধন—দীর্ঘকাল ধরিয়া, অবিচ্ছেদে ও সাদরে শ্রবণমননাভ্যাস প্রভৃতিকে, বহ্বায়াসসাপেক্ষ দেখিয়া এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল যেরূপ সদ্যঃসদ্যঃই পাওয়া যায়, ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার একতাজ্ঞানের ফল সেইরূপ সদ্যঃ সদ্যঃই পাওয়া যায় না—এইরূপ নিজের বুদ্ধি অনুসারে কল্পনা করিয়া, শিষ্য সাধনের অনুষ্ঠানে বিরত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহাকে ফলপ্রদর্শন পূর্ব্বক সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য, যে শ্রুতি বচনে জীবাত্মার ও পরমাত্মার

দর্শনলাভের ফল বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্রুতিবচন (মুণ্ডক, উ, ২।৯) পাঠ করিতেছেন :—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টেপরাবরে ॥৩১

অন্বয়। তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে, হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে সর্ব্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে, অস্য কর্ম্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে।

অনুবাদ। জীবাত্মা হইতে অভিন্ন সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে পর, এই দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদি সংস্কার) নষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং (প্রারব্ধভিন্ন) কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

টীকা। "পরাবরে"—দেহের বাহিরে নামরূপাত্মক সকল বস্তুতে যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা, (কল্পিত) সর্পের আধারভূত রজ্জুর ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকেই 'পর'শব্দের দ্বারা সূচনা করা হইয়াছে। দেহের অভ্যন্তরে অহঙ্কার প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ এবং 'আমি' এইরূপ প্রত্যয়ের আলম্বনস্বরূপ কেবল প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ, সাক্ষীনামক যে জীবাত্মা, তাহাকেই 'অবর' শব্দের দ্বারা সূচনা করা হইয়াছে। যিনি 'পর' তিনিই 'অবর', পরাবরঃ (কর্ম্মধারয় সমাস) জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মা। "তস্মিন্"—এই শব্দদ্বারা সেই 'পরাবর', স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়াই বাক্য ও মনের গোচর নহেন ইহাই বুঝান হইয়াছে। সেই বাক্য ও মনের অগোচর ব্রহ্মাত্মা তাহাকে। কিম্বা 'তস্মিন্' এই শব্দের দ্বারা পরাবর বিভাগের অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধচৈতন্যকে বুঝান হইতেছে। সেইরূপ অর্থ করিলে, পররূপে (পরমাত্মরূপে) বা অবররূপে (জীবাত্ম-রূপে) অবস্থিত; পারমার্থিক পক্ষে পরাবরবিভাগরহিত ও স্বগতাদি ভেদরহিত কূটস্থ শুদ্ধচৈতন্য। উভয়পক্ষেই "তস্মিন্ পরাবরে"—এইস্থলে 'তস্মিন' শব্দের ফলিতার্থ একই। কেন না পরাবর শুদ্ধচৈতন্য,

এবং শুদ্ধচৈতন্য বাক্য ও মনের অগোচর। "তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে সতি"— পূর্ব্বোক্তরূপ সেই পরাবর দৃষ্ট হইলে পর অর্থাৎ যেমন শ্রুতিতে আছে— "তং বাহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বা ত্বমসি"। (মূল অজ্ঞাত) হে ভগবন্ হে দেবতে আমি হইতেছি তুমিই, কিম্বা তুমি হইতেছ আমিই,"।

এবং যেমন স্মৃতিতে আছে—

তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যংতুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাধিদেবায় পরায় পরমাত্মনে ॥*

(বাসিষ্টরামায়ণ, উপশম প্রকরণ ৩৪।১১৪)

তুমিই আমি, সেই হেতু অনন্তস্বরূপ আমাকে নমস্কার। আমিই তুমি, সেই হেতু অখণ্ডৈকরসস্বরূপ আমাকে নমস্কার। সেই দেবাধিদেব চমোৎকর্ষ-শালী পরমাত্মাকে নমস্কার।

এই সকল বচনানুসারে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্ম হইতেছেন আমি' এইরূপ ব্যতিহারক্রমে আত্মাকে অখণ্ডৈকরসরূপে করতলস্থিত আমলকফলের মত সাক্ষাৎ করিলে, সেই সাক্ষাৎকারী অধিকারীর "হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে"—"হৃৎ" শব্দের অর্থ অহঙ্কার, "অয়ম্" শব্দের অর্থ অপরোক্ষরূপ সাক্ষী। তাহাদের পরস্পর তাদাত্ম্যহেতু (অধ্যাসবশতঃ) তাহাদের উভয়ের স্বরূপ মিলিত হইলে, তাহাকে 'হৃদয়-গ্রন্থি' বলে।

---

* বাসিষ্ঠ রামায়ণের পাঠ "মহ্যং তুভ্যমনন্তায়" ইত্যাদি। টীকাকার এই শ্লোক এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

প্রথমে যে মহ্যম্ (আমাকে) ও তুভ্যম্ (তোমাকে) এই দুই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহারা পরস্পর বিশেষণ। মহাবাক্যের অন্তর্গত ত্বং ও তৎপদের ন্যায় "আমি" ও "তুমি" এই দুই পদের শোধনার্থ উক্তপদদ্বয় এইরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্তরূপে শোধন করিলে আমার অনন্তত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ পদদ্বয়ের যে দ্বিতীয়বার প্রয়োগ হইয়াছে তাহা 'আমি অখণ্ডৈকরসস্বরূপ' এইরূপ অর্থ প্রাপ্তির জন্য। তদ্দ্বারা আমার শিবাত্মতা সিদ্ধ হয়। 'দেবাধিদেবায়' শব্দের অর্থ ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রাণ মনের অধিষ্ঠানরূপে প্রকাশক তাঁহাকে।

এই (হৃৎ+অয়ম্‌) হৃদয় শব্দ দ্বারা যে তাদাত্ম্য সূচিত হইতেছে তাহাই গ্রন্থির ন্যায় বন্ধনহেতু বলিয়া তাহাকে গ্রন্থি বলা হইয়াছে; যে হেতু উক্ত হইয়াছে :—

অহঙ্কারস্য কর্ত্তৃত্বং চিত্যধ্যাস্য তথা চিতঃ।
স্ফূর্ত্তিঞ্চাহঙ্কৃতৌ গ্রন্থিং কুর্য্যান্মায়া তয়োর্দ্রুবম্‌॥

(অনুভূতি প্রকাশ ৬।৬৭)

মায়া অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব, চৈতন্যে অধ্যাস করিয়া এবং চৈতন্যের স্ফুরণ অহঙ্কারে অধ্যাস করিয়া, তদুভয়ের এক সুদৃঢ় গ্রন্থি রচনা করিয়া থাকে।

কিম্বা 'হৃৎ' শব্দে অহঙ্কারকে বুঝাইতেছে, 'অয়ম্‌' শব্দে সাক্ষীকে বুঝাইতেছে। তদুভয়ের তাদাত্ম্যকে হৃদয় গ্রন্থি বলা হইতেছে। এইরূপে পূর্ব্ববর্ণিত আবরণরূপ মায়ার কার্য্যই হৃদয়গ্রন্থি, তাহা "ভিদ্যতে" অর্থাৎ মুক্ত হয়। শ্লোকের ("চাস্য") 'চ' শব্দ ও 'ইদং' শব্দের সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি আছে (অর্থাৎ ইহাঁর কর্ম্মক্ষয়ের ন্যায়, ইহাঁর হৃদয়গ্রন্থির ও ভেদ হয় এবং ইহাঁর সর্ব্বসংশয়ের ও ছেদন হয়)। এইরূপে হৃদয়গ্রন্থি মুক্ত হইলে পর, তাঁহার (সেই দ্রষ্টার বা সাধকের) "সর্ব্বসংশয়াঃছিদ্যন্তে চ"—পরমার্থতঃ আমারই ব্রহ্মরূপতা আছে কিম্বা নাই, সেই ব্রহ্মরূপতার আমি সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি কিম্বা করি নাই, সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকিলেও, ইহার পর আমার কর্ত্তব্য (অবশিষ্ট) আছে অথবা নাই; কর্ত্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও এক্ষণে আমি জীবন্মুক্ত অথবা নহি; জীবন্মুক্ত হইলেও বর্ত্তমান দেহপাতের পর যে বিদেহমুক্তি হইবার কথা, তাহা হইবে কি না; বিদেহমুক্তির প্রাপ্তি হইলেও কালান্তরে পুনর্জ্জন্ম হইবে অথবা নহে—ইত্যাদি সংশয়ও ছিন্ন হয় অর্থাৎ

সংশয়রূপ পাশ সমূহ পরাবর দর্শনরূপ শস্ত্রের দ্বারা খণ্ডিত হয়। এইরূপে সকল সংশয় ছিন্ন হইলে পর, তাঁহার "কর্ম্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে"—পরাবরের দর্শন দেহারম্ভের নিবারক হইলেও বর্ত্তমান দেহের আরম্ভ সময়ে তাহা ঘটে নাই বলিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তমান দেহের নিরোধ সম্ভবপর নহে। সেই হেতু—

"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছান্দোগ্য, উ, ৬।১৪।২)

তাঁহার সেই পর্য্যন্তই (মোক্ষলাভের) বিলম্ব, যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়। তাহার পর অর্থাৎ দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই বিমুক্ত হন।

"ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ।"(শ্বেতাশ্ব, উ ১।১০)

এবং পরিশেষে আবার বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ে, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অশেষ কার্য্যের কারণ না থাকাতে তাহারা নিবৃত্ত হয়, আর উৎপন্ন হয় না।

ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে পাওয়া যায় যে প্রারব্ধ কর্ম্ম কেবল ভোগ দ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং পরাবরের সাক্ষাৎকার করিবার সময়ে, আগামী কর্ম্ম উপস্থিত হয় না বলিয়া এবং পরিশেষে (জ্ঞানলাভের পরে) সমস্ত আগামী কর্ম্ম আর সংশ্লিষ্ট বা লিপ্ত হইতে পারে না বলিয়া (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৩), সহস্র কোটি জন্মের উপাদানভূত সঞ্চিত কর্ম্ম (যাহাকে অনারব্ধ কর্ম্মও বলে) অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্ম পাপকর্ম্ম ও উভয় মিশ্রিত কর্ম্ম (যাহারা এস্থলে কর্ম্মশব্দের অভিপ্রেত অর্থ) সেই সকল প্রকার কর্ম্ম "ক্ষীয়ন্তে"—ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পরাবরদর্শনরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়। এস্থলে যে কর্ম্মশব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা অন্যলোকের দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ অন্যলোকে তত্ত্বদর্শীকে যে ভাবে দেখে তদনুসারে। কিন্তু তাঁহার নিজের দৃষ্টি অন্যরূপ, কেন না,—

"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছান্দোগ্য, উ,৮।১২।১)

পক্ষান্তরে ইহাও প্রসিদ্ধ যে অশরীর—শরীরাভিমানশূন্য—হইলে, আত্মাকে কখনও প্রিয় বা অপ্রিয় (সুখ, দুঃখ, ভালমন্দ) স্পর্শ করিতে পারে না।

এইরূপ সহস্র সহস্র শ্রুতিবচনে, তত্ত্বজ্ঞের শরীর না থাকার কথা শুনা যায়, এবং তত্ত্বজ্ঞে অশরীর বলিয়া পরাবর দর্শনের পরেও, তাঁহার আগামী (সঞ্চিত বা অনারব্ধ) কর্ম্ম থাকা অসম্ভব; এবং তিনি অশরীর বলিয়া অর্থাৎ তাঁহার শরীরের অভিমান না থাকাতে, প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ ফলভোগও অসম্ভব। এই হেতু তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে, আরব্ধ ও অনারব্ধ সকল প্রকার কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "ভিদ্যতে"—এই ক্রিয়াপদে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ থাকাতে বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি হয়। এবিষয়ে এই শ্রুতি বচনগুলি প্রমাণ যথা—

"তদ্বৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" (বৃহদা, উ, ১।৪।১০)

বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন "আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম"।

"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডক উ, ৩।২।৯)

যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন।

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১)

ব্রহ্মবিৎ (যিনি ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন) তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

"তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছান্দোগ্য উ, ৭।১।৩)

আত্মবিৎ (আত্মজ্ঞ ব্যক্তি) শোক অতিক্রম করেন।

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃহদা উ, ৪।১।৪),

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "হে জনক, তুমি অভয় (জন্মমরণাদি ভয়নিবারক ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইয়াছ"।

"এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি"। (বৃহদা উ, ৪।৫।১৫)

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন অরে মৈত্রেয়ি, এই পর্য্যন্তই অমৃতত্ব বা মুক্তির সাধন।

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি"। (শ্বেতাশ্ব, উ, ৩।৮,৬।১৫)

সেই প্রকাশস্বরূপ, অজ্ঞানের পরপারে অবস্থিত, পরমাত্মাকে জানিয়া (সাধক) মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকে।

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"। (নৃসিংহ, পূ, তা, উ, ১।৬)

যে তত্বজ্ঞ ব্যক্তি উক্তপ্রকারে নৃসিংহাকার ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ইহলোকেই অমৃতত্বলাভ করিতে পারেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া আনন্দময় হইয়া থাকেন।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি"। (ছান্দোগ্য উ, ৭।২৪।১)

ভূমার লক্ষণ বলিতেছেন—ভূমসংজ্ঞক যে তত্ত্বে (ব্রহ্মে), দৃশ্য হইতে অন্য —বিভক্ত বা পৃথক্ দ্রষ্টা, পৃথক্ করণ (ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা অন্য, কিছু দ্রষ্টব্য দর্শন করে না, সেই প্রকার অন্য কিছু শ্রবণ করে না। (ভাষ্যানুবাদ)

"যত্র বাস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ"। (বৃহদা, উ, ২।৪।১৪,৪।৫।১৫)

পক্ষান্তরে, সাধকের যে অবস্থায় সমস্তই (জগৎই) আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, (আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তাস্ফূর্ত্তি হয় না,) তখন কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে ইত্যাদি।

শেষাচার্য্য প্রণীত (পরমার্থসারের ৮১ সংখ্যক শ্লোকও) এবিষয়ে প্রমাণ—

তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহম্।

জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ॥

তীর্থস্থানেই হউক অথবা চণ্ডাল গৃহেই হউক, স্মৃতিযুক্ত থাকিয়াই হউক অথবা লুপ্তস্মৃতিক হইয়াই হউক, তিনি দেহত্যাগ করিলেও, জ্ঞান-

লাভের সঙ্গে সঙ্গে (পূর্ব্বেই) মুক্ত ও হতশোক হইয়া কৈবল্যলাভ করেন। ("গ" পরিশিষ্ট ৩৩)

এবং এই বসিষ্ঠ বচন (*)

দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবল রূপতঃ।
যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্ম ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎস্বয়ম্॥

যিনি দর্শন অদর্শনের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া (অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মকে জানি' এবং 'আমি ব্রহ্মকে জানি না' এই দুই প্রকার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া) কেবলমাত্র নিজ স্বরূপে (অর্থাৎ অদ্বৈত চৈতন্য মাত্ররূপে অবস্থান করেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম ; তিনি "ব্রহ্মবিৎ" নহেন, (কেননা তিনি একেবারেই বিক্ষেপ রহিত হইয়াছেন।)

ও এই পুরাণ বচনটিও † প্রমাণ—

যস্মিন্‌কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্।
তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য জীবন্মুক্তো ভবেৎ সদা॥
(বরাহোপনিষৎ ২।৪২)

যে সময়ে যোগীর জ্ঞানে নিজের আত্মমাত্রই বিদ্যমান থাকে, অপর সকল বস্তু বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি চিরদিনের জন্য জীবন্মুক্ত। ৩১

এইরূপে 'অবর' শব্দদ্বারা কথিত জীব যে ব্রহ্ম, তাহা প্রদর্শন করিলেন। এক্ষণে ১ম শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রবন্ধাংশে

(*) বাসিষ্ঠরামায়ণে স্থলবিশেষে এই শ্লোকটি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যখন ইহা শ্রুতি বচনরূপে অর্থাৎ মুক্তিকোপনিষদের ২।৬৪ মন্ত্ররূপে দৃষ্ট হয়, তখন বাসিষ্ঠ-বচন বলিয়া ইহার মর্য্যাদা খর্ব্ব করা কেন? কিন্তু পঞ্চদশীর দ্বৈতবিবেকে (৬৯) ইহা বসিষ্ঠবাক্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

† এইটি পুরাণবচন বলিয়া উক্ত হইলেও বরাহোপনিষদে দৃষ্ট হয়। উক্ত উপনিষদের টীকাকার বলিতেছেন উহার তাৎপর্য্য এই যে অপরোক্ষজ্ঞানের সমকালেই সাধক জীবন্মুক্ত হন, কেন না তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রটি এই—

"অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে"॥ ৪১

যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় ভুলিয়া গিয়া শিষ্য আশঙ্কা করিতেছেন—এই সাক্ষী যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হইলেন, তাহা হইলে সাক্ষীর জীবত্ব ত' উপপন্ন হয় না (যুক্তিতে টিকে না)। আর জীবত্বই যদি সাক্ষীর স্বরূপ হয়, তবে তাহার ব্রহ্মত্ব উপপন্ন হয় না। উভয় প্রকারেই শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। এইরূপ সন্দেহযুক্ত শিষ্যকে বলিতেছেন যে, উপাধিবশতঃই সাক্ষীর জীবভাব; সেই হেতু স্বরূপতঃ সাক্ষীর ব্রহ্মত্ব যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। সেই কারণে শাস্ত্রকে নিরর্থক বলা যায় না—এইরূপে এই প্রকরণ গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত প্রবন্ধাংশের দ্বারা, গুরু কৃপা করিয়া, সেই বিষয় পুনর্ব্বার বিচার পূর্ব্বক দেখাইবার নিমিত্ত "অবর" শব্দ দ্বারা অভিহিত জীবের অবান্তর ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন :—

অবচ্ছিন্নশ্চিদাভাসস্তৃতীয়ঃ স্বপ্নকল্পিতঃ।
বিজ্ঞেয়স্ত্রিবিধো জীবস্তত্রাদ্যঃ পরমার্থিকঃ ॥ ৩২

অন্বয়। অবচ্ছিন্নঃ, চিদাভাসঃ, তৃতীয়ঃ স্বপ্নকল্পিতঃ ইতি ত্রিবিধঃ জীবঃ বিজ্ঞেয়ঃ। তত্র আদ্যঃ পারমার্থিকঃ।

অনুবাদ। জীব তিন প্রকারের বুঝিতে হইবে, যথা (প্রথম) অবচ্ছিন্ন, (দ্বিতীয়) চিদাভাস, (তৃতীয়) স্বপ্নকল্পিত। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের জীব পারমার্থিক অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ।

টিকা। "অবচ্ছিন্নঃ"—পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিপূর্ণ পরব্রহ্মে অবিদ্যা ও অহঙ্কার দ্বারা অবচ্ছেদ্য যে সাক্ষিচৈতন্য তাহাই 'অবচ্ছিন্ন' নামক প্রথম জীব। "চিদাভাসঃ"—যাহাতে চৈতন্যের (স্বপ্রকাশতা প্রভৃতি) লক্ষণ খাটে না, কিন্তু যাহা চৈতন্যের ন্যায় প্রকাশমান, তাহাই চিদাভাস অর্থা অহঙ্কারাদি শব্দদ্বারা অভিহিত অন্তঃকরণ নামক লিঙ্গশরীরে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তাহাই চিদাভাস নামক দ্বিতীয় জীব। "স্বপ্নকল্পিতঃ"—স্বপ্নাবস্থায় —মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনেক শরীরের চিহ্ন ধারণ করিয়া, যে,

সকল দিকে পরিভ্রমণ করে—সেই স্বপ্নকল্পিত তৃতীয় জীব। এইরূপে জীব তিন প্রকারের বুঝিতে হইবে। সেই তিন প্রকার জীবের মধ্যে "আদ্যঃ" প্রথমোল্লিখিত "অবচ্ছিন্ন" নামক সাক্ষী পারমার্থিক অর্থাৎ পরমার্থভূত বা ব্রহ্মরূপ। ৩২

(শঙ্কা)। ভাল জীব ত অবচ্ছিন্ন, সেই জীব কি প্রকারে অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপ হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করিবার নিমিত্ত জীবের স্বরূপনিরূপণ করিয়া বলিতেছেন যে, আরোপবশতঃ জীবের জীবত্ব; স্বরূপতঃ জীবের ব্রহ্মরূপতা সম্ভবপর হয়।

অবচ্ছেদঃ কল্পিতঃ স্যাদবচ্ছেদ্যং তু বাস্তবম্।
তস্মিন্‌জীবত্বমারোপাদ্ ব্রহ্মত্বং তু স্বভাবতঃ॥ ৩৩

অন্বয়। অবচ্ছেদঃ কল্পিতঃ স্যাৎ, তু অবচ্ছেদ্যং বাস্তবং, তস্মিন্ আরোপাৎ জীবত্বং, স্বভাবতঃ তু ব্রহ্মত্বম্।

অনুবাদ। জীবস্বরূপ অবচ্ছেদ, কল্পিত; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ অবচ্ছেদ্য সত্য। সেই ব্রহ্মরূপ সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যাসবশতঃ জীবত্ব সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাক্ষীর ব্রহ্মরূপতা স্বতঃসিদ্ধ।

টীকা। "তু" শব্দ দুইটিই 'অবচ্ছেদ' ও 'অবচ্ছেদ্য' এবং জীবত্ব ও ব্রহ্মত্বের পরস্পর বৈলক্ষণ্যদ্যোতক অথবা অবধারণসূচক। অবিদ্যা ও অহঙ্কার জনিত যে অবচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদ, তাহা আকাশে তলমলিনতাদির অধ্যাসের ন্যায় * অহঙ্কার কর্তৃক ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষীতে কেবলমাত্র অধ্যস্ত

* ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ "তলমলিনতা" এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—'তল'—কটাহতল, মলিনতা—নীলকান্তি। যখন মেঘ থাকে না, তখনও আকাশকে নিবিড় নীলবর্ণ ও কটাহতলাকার দেখায়, যেন একখানি নীলকান্তমণির কড়া উপুড় করা আছে। বস্তুতঃ আকাশের রং নাই এব উহা চক্ষুগ্রাহ্যও নহে। সুতরাং ঐরূপ বোধ অধ্যাসমূলক অর্থাৎ ভ্রম। অজ্ঞানেরা অবিবেকপ্রযুক্ত পৃথিবীর ছায়াকে ও পৃথিবীর গোলত্বকে আকাশে আরোপ করিয়া ঐরূপ ভ্রম অনুভব করে। বাচস্পতিমিশ্র বলেন পৃথিবী যে গোল তাহা এবম্বিধ ভ্রমপ্রতীতির দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়। (বেদান্ত-দর্শন ১৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট)।

হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে অহঙ্কার বিলীন হইয়া যাইলে, অবিদ্যাবচ্ছিন্ন "অহম্" (সামান্যাহঙ্কার) * এবং অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন "অহম্" (বিশেষাহঙ্কার) এই উভয় প্রকার অবচ্ছিন্নতারই অভিমান থাকে না। সেই হেতু "অবচ্ছেদ্যম্" —অবিদ্যা ও অহঙ্কার যে সাক্ষিচৈতন্যের পরিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকে, সেই সাক্ষিচৈতন্য, (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই) তিন কালেই একরূপাবস্থায় থাকে বলিয়া তাহা 'বাস্তব' অর্থাৎ সত্যই। যে হেতু এইরূপ ঘটে, সেই হেতু, উক্তপ্রকার সেই সাক্ষীতে, চিদাভাস দ্বারা অহঙ্কার ও সাক্ষীর পরস্পর অধ্যাসবশতঃই জীবত্ব সংঘটিত হইয়া থাকে। "ব্রহ্মত্বং তু স্বভাবতঃ"—আলোচ্য সাক্ষীর ব্রহ্মরূপতা স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধই ; তাহা চারি প্রকার ক্রিয়ার † দ্বারা সাধনীয় নহে, যে হেতু কথিত আছে—

---

* অহঙ্কার দুই প্রকার বিশেষাকার ও সামান্যাকার। "আমি অমুকের পুত্র" ইত্যাদিরূপে অভিব্যক্ত অভিমানে যে অহঙ্কার পরিস্ফুট হয় তাহাই বিশেষাকার অহঙ্কার, আর যে অহঙ্কার "আমি আছি" এই মাত্রই অভিমান করে, তাহা সামান্যাকার অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার সর্ব্বজীবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া তাহাকে মহান্ বলা হইয়া থাকে। (জীবন্মুক্তিবিবেক বঙ্গানুবাদ ২২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

† সাধারণতঃ ক্রিয়াদ্বারা এই চারি প্রকার ফল উৎপন্ন হয় যথা (১) উৎপত্তি (২) বিকার, (৩) প্রাপ্তি, (৪) সংস্কার। তদনুসারে কর্ম্মও চারিপ্রকার হইয়া থাকে—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য্য। যাহা পূর্ব্বে থাকে না, পরে ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপাদ্য বলে। এক প্রকার বস্তুকে যে অন্য প্রকার করা, তাহাকে বিকার, ও বিকারের আশ্রয়কে বিকার্য্য বলে। ক্রিয়াদ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্য বলে। কোনও বস্তুতে নূতন গুণ সমুৎপাদনের নাম সংস্কার, এবং সংস্কারবিশিষ্টকে সংস্কার্য্য বলে। ব্রহ্ম নিত্যপদার্থ সুতরাং উৎপাদ্য হইতে পারেন না। তিনি নির্ব্বিকার, সুতরাং বিকার্য্য নহেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী—নিত্যপ্রাপ্ত, সুতরাং প্রাপ্য হইতে পারেন না। তিনি নির্গুণ, সুতরাং তাঁহাতে গুণাধান বা দোষাপনয় দ্বারা সংস্কার হইতে পারে না। অতএব তিনি সংস্কার্য্যও হইতে পারেন না। (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ কৃত টীকা—ঈশাবাস্যোপনিষদে ২০ পৃষ্ঠা, ফুটনোট।)

কর্ত্তৃত্বাদীন্‌বুদ্ধিধর্ম্মান্‌ স্ফূর্ত্যাখ্যামাত্মরূপতাম্‌।
দধদ্বিভাতিপুরত আভাসোঽতো ভ্রমো ভবেৎ॥

চিদাভাস, কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধিধর্ম্ম সমূহকে, এবং স্ফূরণনামক আত্মধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া সম্মুখে প্রকাশিত হয় (দৃশ্যরূপ হয়)। সেই হেতু চিদাভাস একটি ভ্রম। ৩৩

এইরূপে চিদাভাস ও অহঙ্কার নামক উপাধিবশতঃই সাক্ষীর জীবত্ব, কিন্তু তাহার ব্রহ্মরূপতা স্বাভাবিক—ইহা যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে বলিতেছেন—যে মহাবাক্যসমূহ এই সাক্ষীরই ব্রহ্মের সহিত একতা বুঝাইতেছে, অপর দুইটির অর্থাৎ চিদাভাস ও স্বপ্নকল্পিত নামক জীবদ্বয়ের (ব্রহ্মের সহিত) একতা বুঝাইতেছে না।

অবচ্ছিন্নস্য জীবস্য পূর্ণেন ব্রহ্মণৈকতাম্‌।
তত্ত্বমস্যাদি বাক্যানি জগুর্নেতরজীবয়োঃ॥৩৪

অন্বয়। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানি অবচ্ছিন্নস্য জীবস্য পূর্ণেন ব্রহ্মণা একতাং জগুঃ ন ইতরজীবয়োঃ (একতাং জগুঃ)।

অনুবাদ। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য 'অবচ্ছিন্ন' নামক জীবের, পূর্ণ-ব্রহ্মের সহিত একতা বর্ণনা করিতেছে, অপর দুই প্রকার জীবের (ব্রহ্মের সহিত) একতা বর্ণনা করিতেছে না।

টীকা। "অবচ্ছিন্নস্য জীবস্য"—অবিদ্যা ও অহঙ্কার এতদুভয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং সেই হেতু সদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীয়মান পারমার্থিক জীব, অবিদ্যার আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া তাহারই, দেশ কাল এবং বস্তুর দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার সহিত একতা, "তত্ত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যসমূহ "জগুঃ"—আরোপিত ষষ্ঠী প্রভৃতি (অর্থাৎ সম্বন্ধ, গুণ, ক্রিয়া, জাতি) * অবলম্বন করিয়া

* ১৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

লক্ষণা বৃত্তি * ধরিয়া তাৎপর্য্য দ্বারা বুঝাইতেছে। ঐ সকল বাক্য চিদাভাস ও স্বপ্নকল্পিত নামক জীবদ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত ব্রহ্মের একতা বুঝাইতেছে না, কেন না, তদুভয় মায়ার কার্য্য বলিয়া কোন বস্তুই নহে, ইহাই অভিপ্রায়।

(শঙ্কা)। ভাল, প্রমাণের ফল ত প্রমাতাই পাইয়া থাকে; এবং চিদাভাসই যখন প্রমাতা, তখন "আমি হইতেছি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান (যাহা মহাবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণের ফল) চিদাভাসেরই হইয়া থাকে। আর কূটস্থ সাক্ষীর পক্ষে প্রমাতা হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া, প্রমাণের ফল কূটস্থ সাক্ষীতে যাইতে পারে না; কিন্তু আচার্য্যগণ যখন বলিতেছেন, ব্রহ্মের সহিত একতারূপ মহাবাক্যপ্রমাণের ফল অবচ্ছিন্ন জীবের অর্থাৎ কূটস্থ সাক্ষীরই হইয়া থাকে, তখন ধবল প্রাসাদে কাকের কৃষ্ণতার আরোপের ন্যায় একের ফল অন্যে পাইবে। তাঁহাদের এইরূপ উক্তি অসম্বদ্ধ (প্রলাপ) তুল্য।

(সমাধান)। চিদাভাস, কূটস্থ সাক্ষীর প্রতিবিম্বরূপে তাহারই প্রয়োজন নির্ব্বাহক এবং নিজে অনির্ব্বচনীয়মায়াকল্পিত বলিয়া, কোন বস্তুই নহে। এই দুই কারণে চিদাভাসকে প্রমাণফলের (ব্রহ্মের সহিত একতা জ্ঞানের) আশ্রয় বলা যুক্তিসঙ্গত নহে; আর কূটস্থ সাক্ষী হইলেও যে প্রমাণফলের আশ্রয় হয়, একথা পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এইরূপে সমর্থন করিয়াছেন:—

> প্রত্যয়ী প্রত্যয়শ্চৈব যদাভাসৌ তদর্থতা।
> তয়োরচিতিমত্ত্বাচ্চৈতন্যে কল্প্যতে ফলম্॥
>
> উপদেশসাহস্রী, ১৮।১০৭

পরিণামী অন্তঃকরণরূপ প্রত্যয়ী, এবং সেই অন্তঃকরণের পরিণামরূপ প্রত্যয়, এই দুইটি যে চৈতন্যের নিকট হইতে আভাস প্রাপ্ত হয়, তাহারা সেই চৈতন্যের প্রয়োজনসাধক (একপ্রকার) অঙ্গস্বরূপ, এবং তাহারা

(ক) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

উভয়েই জড়স্বভাব বলিয়া তাহাদের অর্জ্জিত ফল সেই চৈতন্যেরই অর্জ্জিত বলিয়া বর্ণিত হয়।

কূটস্থেঽপি ফলংযোগ্যং রাজনীব জয়াদিকম্।
তদনাত্মত্বহেতুভ্যাং ক্রিয়ায়াঃ প্রত্যয়স্য চ॥ ঐ, ১০৮

রাজসৈন্যাদির দ্বারা অর্জ্জিত যুদ্ধবিজয়াদি যেমন রাজারই অর্জ্জিত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যয়ী ও প্রত্যয় দ্বারা অর্জ্জিত ফল কূটস্থেরই অর্জ্জিত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত, কেন না, চিদাভাগ-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ বৃত্তি (অহমাত্মিকা বৃত্তি) এবং অন্তঃকরণ এতদুভয় (যথাক্রমে) ফলস্বরূপ এবং ফলগ্রহীতা হইতে পারে না। *

---

* এই দুই শ্লোকের অনুবাদ রামতীর্থকৃত পদযোজনিকা টীকার ব্যাখ্যানুসারেই প্রদত্ত হইল। রামতীর্থকৃত টীকার অনুবাদ—

আচ্ছা, আত্মা কূটস্থ (নির্ব্বিকার) বলিয়া তিনি "আমি হইতেছি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানের জ্ঞাতা হইতে পারেন না। তাহা হইলে, তাঁহার সহিত উক্ত জ্ঞানফলের সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। এইরূপে কূটস্থ আত্মার আত্মজ্ঞান লাভে বাধা হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন "প্রত্যয়ী" ইত্যাদি। "প্রত্যয়ী"—পরিণামী অন্তঃকরণ, "প্রত্যয়ঃ"—এবং সেই অন্তঃকরণের পরিণাম, "যদাভাসৌ"—যে চিদাত্মার আভাস তদুভয়ের আছে, "তয়োঃ তদর্থতা"—তদুভয় সেই চিদাত্মার অঙ্গস্বরূপ (প্রয়োজন্ সাধক) ইহাই ভাবার্থ। সেই "চৈতন্যে"—চিদাত্মায়, তাঁহার আভাস দ্বারা "ফলং কল্প্যতে"—ফল কল্পনা করা হয়। আর সেই প্রত্যয়ী ও প্রত্যয়ের "অচিতিমত্বাৎ" —জড়ত্ব হেতুও তাহাদের সহিত ফল সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না বলিয়া, ফলের আত্মার সহিত সম্বন্ধ হইবে, ইহাই অর্থ।

নিশ্চেষ্ট বস্তুর সহিতও ফল সম্বন্ধ ঘটিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন— "কূটস্থে" ইত্যাদি।

আচ্ছা, রাজা ও রাজভৃত্যের মধ্যে স্বস্বামিভাব (ধনধনিভাব) সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধই (নিশ্চেষ্ট) রাজার সহিত যুদ্ধ বিজয়াদি সম্বন্ধ ঘটাইয়া থাকে; কিন্তু এস্থলে দুই অধ্যক্ষের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায় না, তাহা হইলে উপস্থিত প্রস্তাবে সেই দৃষ্টান্ত কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—এস্থলেও অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় ভাব ফলসম্বন্ধের কারণ "তদনাত্মত্বহেতুভ্যাম্—হেতুভ্যাং স্থলে "হেতুত্বাভ্যাং" পাঠ করিয়া ভাবপ্রাধান্য রাখিতে হইবে। "ক্রিয়া"—(অন্তঃকরণের)

আর সেই আচার্য্যদ্বয়ই (ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যমুনি) "তৃপ্তিদীপ" নামক গ্রন্থে (পঞ্চদশীর সপ্তম পরিচ্ছেদে) এইরূপ আশঙ্কা উঠাইয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন—

জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে ত্বাত্মাভাসস্যৈব ন চাত্মনঃ।
তথা চ কথমাভাসঃ কূটস্থোঽস্মীতিবুধ্যতাম ॥ ১৪ ॥

যদি বল জ্ঞানিতা বা অজ্ঞানিতা কেবল (অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত) আভাস চৈতন্যের ধর্ম্ম, ইহা কথন কূটস্থ চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে, তাহা হইলে আভাসরূপ জীবচৈতন্য কি প্রকারে 'আমিই কূটস্থচৈতন্য' এইরূপ বোধ করিতে পারে? তদুত্তরে বলি—

নায়ংদোষশ্চিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্।
আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ ॥ ১৫।

ইহা দোষ নহে, যে হেতু আভাস চৈতন্য ও কূটস্থ চৈতন্য উভয়ের একই স্বভাব, কেন না, আভাস কেবল মিথ্যা নামমাত্রই, তাহার কূটস্থমাত্রে পর্য্যবসান হয় ৩৪ ॥ *

এইরূপে পারমার্থিকজীবরূপ সাক্ষীরই (কূটস্থ চৈতন্যেরই)

অহমাত্মিকা বৃত্তি। "প্রত্যয়ঃ"—প্রতি অর্থ বা বস্তুর প্রতি 'অয়তে' গমন করে—এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ চিদাভাসবিশিষ্ট অন্তঃকরণ। তাহা হইলে উভয় শব্দের অর্থ চিদাভাসবিশিষ্ট বৃত্তি ও বৃত্তিমান্ (অন্তঃকরণ)। আত্মত্বঞ্চ হেতুত্বঞ্চ আত্মহেতুত্বে (দ্বন্দ্বসমাস,) তস্য (ফলস্য) ন আত্মত্বহেতুত্বে তদনাত্মহেতুত্বে তাভ্যাং—এইরূপে সমাসের বিগ্রহবাক্য করিতে হইবে। তাহা হইলে "ক্রিয়া" ও 'প্রত্যয়' উভয়েই জড়স্বভাব বলিয়া (যথাক্রমে) তাহাদের ফলস্বরূপতা এবং ফলগ্রহীতৃত্ব নাই; সেইহেতু তাহাদের ব্যাপারজনিত ফল, তাহাদের অধিষ্ঠান কূটস্থ নির্ব্যাপার হইলেও তাহারই প্রাপ্য। এই কারণে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয়েই সঙ্গত।

(*) এই দুই শ্লোকের রামকৃষ্ণ কৃত টীকানুবাদ :—

আচ্ছা, পূর্ব্বে (১১ শ শ্লোকে) বলা হইয়াছে, আভাস চৈতন্য ও কূটস্থ চৈতন্য উভয়েই পৃথগ্‌রূপে 'অহং' শব্দের অমুখ্য অর্থ। তদুভয়ের মধ্যে, অজ্ঞান নবৃত্তির জন্য

পরিপূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত একতা সিদ্ধ হইল। এক্ষণে ব্রহ্মরূপ সাক্ষী, যিনি বস্তুতঃ অবিদ্যা দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলেও, অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীবরূপ ধরিয়া শরীরাভ্যন্তরে ব্যষ্টিভাবে ভোক্তা হইয়াছেন এবং অবিদ্যাবচ্ছিন্ন (মায়াবচ্ছিন্ন) ঈশ্বররূপ ধরিয়া শরীরের বাহিরে সমষ্টিভাবে (জগদাকারে) ভোগ্যরূপ হইয়াছেন—তিনিই ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপ সমস্ত প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান; এবং শরীরাভ্যন্তরে চিদাভাসরূপ জীবোপাধি এবং বাহিরে জগদ্রূপ ঈশ্বরোপাধি, উভয়েই মায়ার কার্য্য বলিয়া মিথ্যা এবং (উক্ত অধিষ্ঠানে অধ্যস্থ বলিয়া) সেই সাক্ষিরূপ অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে; (যেমন অধ্যস্ত সর্প অধিষ্ঠান রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে) এবং পরিশেষে কেবল মাত্র সেই অধিষ্ঠানরূপে পর্য্যবসিত হয়—এই কথা এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী সন্দর্ভে বুঝাইবার জন্য দেখাইতেছেন যে সাক্ষীই জীব এবং জগতের অধিষ্ঠান এবং জীব ও জগৎ মায়ার কার্য্য।

ব্রহ্মণ্যবস্থিতা মায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী।
আবৃত্যাখণ্ডতাং তস্মিন্ জগজ্জীবৌ প্রকল্পয়েৎ ॥৩৫

অন্বয়। বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী মায়া ব্রহ্মণি অবস্থিতা, তস্মিন্ অখণ্ডতাং আবৃত্য জগজ্জীবৌ প্রকল্পয়েৎ।

অনুবাদ। আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয়স্বরূপ মায়া ব্রহ্মে

আমি হইতেছি 'অসঙ্গ'—এইরূপ জ্ঞান কূটস্থ চৈতন্যের হইয়া থাকে অথবা আভাস চৈতন্যের হইয়া থাকে? কূটস্থ চৈতন্যের পক্ষে এইরূপ জ্ঞান সম্ভবপর নহে, কেন না কূটস্থ অসঙ্গ চিদ্রূপ বলিয়া তাহাকে জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানী বলা যুক্তিসিদ্ধ হয় না; সেই হেতু চিদাভাসকেই জ্ঞানী বা অজ্ঞানী বলা উচিত। তাহা হইলে কূটস্থ চৈতন্য হইতে ভিন্ন আভাসচৈতন্যের পক্ষে 'আমি হইতেছি কূটস্থ' এইরূপ জ্ঞান উচিত হয় না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'যদি বল ইত্যাদি (১৪ শ্লোকানুবাদ)।

সেই আভাস চৈতন্য যে কূটস্থ চৈতন্য হইতে ভিন্ন, ইহাই অসিদ্ধ—এই বলিয়া উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—ইহা দোষ নহে ইত্যাদি (১৫ শ্লোকানুবাদ)। যেমন দর্পণে যে মুখের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীবার উপরে অবস্থিত মুখই তাহার তত্ত্ব, সেইরূপ।

অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মের অখণ্ডতাকে আচ্ছাদিত করিয়া (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) জগৎ এবং জীব সৃজন করে।

টীকা। "বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী মায়া"—(যেরূপ ত্রয়োদশ শ্লোকে, সেইরূপ) এস্থলেও, 'আবৃতি' শব্দের পূর্ব্বনিপাত এবং 'বিক্ষেপ' শব্দের পরনিপাত হইয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহার ব্যত্যয় করিবার কারণ এই যে এরূপ না হইলে ছন্দোভঙ্গ দোষ ঘটে (দ্বিতীয় চরণে লঘু পঞ্চম ও গুরু ষষ্ঠ হয় না)। আর, (ত্রয়োদশ শ্লোকে "বিক্ষেপা-বৃতিরূপকম্" শব্দের প্রয়োগ হওয়াতে) এস্থলে পুনর্ব্বার "বিক্ষেপাবৃতি-রূপিণী" শব্দের প্রয়োগ করায়, শব্দের ও অর্থের পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে এরূপ বলা চলে না। কেন না, আত্মার ব্রহ্মরূপতা জনসাধারণের বুদ্ধিগোচর নহে এবং তাহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া, অতি শীঘ্র বুদ্ধিগম্য হয় না, বারবার আবৃত্তি করিলেই তাহা বুঝা যায় এবং শ্রুতিও নয়বার তাহা উপদেশ করিয়াছেন (ছান্দোগ্য, উ ৬।৮।৭ ইত্যাদি স্থানে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো")। "সত্যংজ্ঞানমনন্তম্" (তৈত্তিরীয়, উ ২।১।১)—এই লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয়স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় মায়া অবস্থিত থাকিয়া আপনার আশ্রয় স্বরূপ ব্রহ্মের "অখণ্ডতাম্ আবৃত্য"—অখণ্ডতাকে আচ্ছাদন করিয়া, "তস্মিন্"—অবচ্ছেদ্য সাক্ষিরূপব্রহ্মে, "জগজ্জীবৌ প্রকল্পয়েৎ"—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জগৎ এবং জীব সৃজন করে। ৩৫

যদ্যপি ভোক্তা ও ভোগ্য এতদুভয়ের মধ্যে ভোক্তা জীবেরই প্রাধান্য, এবং তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "জগজ্জীবৌ" এই দ্বন্দ্ব সমাসে জীব শব্দের পূর্ব্বনিপাত হইয়া "জীবজগতোঃ" এইরূপ হওয়া উচিত ছিল, তথাপি ছন্দের অনুরোধে উক্ত নিয়ম উপেক্ষিত হইয়া, "জগজ্জীবৌ"

এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে অর্থ ক্রমানুসারে সেই "জীব জগতের" (প্রত্যেকটির) স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখাইতেছেন :—

জীবো ধীস্থশ্চিদাভাসো ভবেদ্ভোক্তা হি কর্ম্মকৃৎ।
ভোগ্যরূপমিদং সর্ব্বং জগৎস্যাদ্‌ভূতভৌতিকম্ ॥৩৬

অন্বয়। ধীস্থঃ চিদাভাসঃ কর্ম্মকৃৎ, ভোক্তা চ, হি (যস্মাৎ) (তস্মাৎ) জীবঃ ভবেৎ। ভূতভৌতিকং ভোগ্যরূপং ইদং সর্ব্বং জগৎস্যাৎ (উচ্যতে)।

অনুবাদ। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আভাসচৈতন্য, যে হেতু বিবিধ প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং কর্ম্মফল ভোগ করে, সেই হেতু তাহাকে জীব বলে, এবং ক্ষিত্যাদি ভূত এবং তন্নির্ম্মিত দেবমনুষ্যাদির শরীর দ্বারা বিরচিত ভোগ্যরূপ এই সমস্তকে জগৎ বলে।

টীকা। "কর্ম্মকৃৎ"—কৃষিবাণিজ্যাদি, যজ্ঞদানাদি, এবং শ্রবণমননাদি কর্ম্ম যে করিয়া থাকে, সেই "ভোক্তা"—নিজের অর্জ্জিত ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক ফলরূপ ভোগ, ভোগ করে বলিয়া ভোক্তা। এইরূপ যে "ধীস্থঃ চিদাভাসঃ"—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আভাসচৈতন্য, তাহাকেই ব্রহ্মের আশ্রিত মায়া দ্বারা রচিত "জীব" বলা হয়। 'হি'—শব্দের অর্থ যে হেতু। অন্বয় করিবার কালে এইরূপে শব্দ যোজনা করিতে হইবে "ধীস্থঃ চিদাভাসঃ কর্ম্মকৃৎ ভোক্তা চ যস্মাৎ, তস্মাৎ জীবঃ ভবেৎ"। "ভূতভৌতিকম্"—ভূত শব্দে পৃথিবী প্রভৃতি, ভৌতিক শব্দে দেবতা, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি শরীর সমূহ। ভূত এবং ভৌতিক ভূতভৌতিক (দ্বন্দ্ব সমাস)। "ভোগ্যরূপম্"—উক্ত ভোক্তাদিগের ভোগের অধিষ্ঠান স্বরূপ নিজ নিজ দেবপশ্বাদি শরীরানুসারে ভোগ্যরূপ, "ইদং সর্ব্বম্"—পরিদৃশ্যমান যাবতীয় ভূতভৌতিক, "জগৎ স্যাৎ"—জগৎ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৩৬।

এইরূপে জীব এবং জগতের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে এই দুইটি অনির্ব্বচনীয় মায়ার কার্য্য বলিয়া মোক্ষদশায় থাকে না; এই দুইটি কেবলমাত্র ব্যবহার কালে থাকে। এই দুই কারণে তদুভয় ব্যাবহারিক।

অনাদিকালমারভ্য মোক্ষাৎ পূর্ব্বমিদং দ্বয়ম্।
ব্যবহারে স্থিতংতস্মাদুভয়ং ব্যাবহারিকম্॥ ৩৭

অন্বয়। ইদং দ্বয়ং মোক্ষাৎ পূর্ব্বং অনাদিকালং আরভ্য, ব্যবহারে স্থিতং, তস্মাৎ উভয়ং ব্যাবহারিকম্।

অনুবাদ। অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া (বর্ত্তমানদেহ-নিবৃত্তিরূপ) বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই জীব ও জগৎ,— (প্রমাণ প্রমেয় প্রমাতা প্রভৃতি) ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সেই হেতু তদুভয়কে ব্যাবহারিক কহে।

টীকা। "অনাদিকালমারভ্য"—জীব ও জগৎ অমুক সময়ে আরব্ধ হইয়াছে, ইহা কেহই বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে পারে না বলিয়া, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (ত্রয়োদশাধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকে) "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে—এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়া এই জীব ও জগতের আদি নাই। কিন্তু বিদেহকৈবল্যাবস্থায় (অর্থাৎ যে অবস্থায় ভাবী ও বর্ত্তমান উভয় প্রকার দেহ নিবৃত্ত হইয়া যায়) যে এই জীব ও জগতের অবসান হয়, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিবচন হইতে ও বসিষ্ঠবচন হইতে জানা যায়:—

"গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতি দেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি" ॥ (মুণ্ডক উ, ৩।২।৭)

তখন (মোক্ষকালে) দেহের আরম্ভক প্রাণাদি পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলও—মূল দেবতা সূর্য্য প্রভৃতিতে প্রবেশ করে। (যে সকল কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই সেই সকল সঞ্চিত) কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব) ইহারা সকলে পরম অব্যয়ে (ব্রহ্মে) একীভাব প্রাপ্ত হয়।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥" (মুণ্ডক, উ ৩।২।৮)

চলৎস্বভাব নদীসমূহ যে রূপ (নিজ নিজ) নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, ঠিক সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষও নামরূপ-বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" (ছান্দোগ্য, উ, ৬।১৪।২)

[অনুবাদ ৩১ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য]

"ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ" (শ্বেতাশ্বতর, উ, ১।১০)

[অনুবাদ সেই স্থলেই দ্রষ্টব্য]

ততস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং যৎ (সৎ ?) কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥
(বাসিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ ৯।৪৭) *

---

* পঞ্চদশীর ভূত বিবেকাধ্যায়ে এই শ্লোক, ৪০ সংখ্যক রূপে দৃষ্ট হয়। পঞ্চদশী টীকাকার রামকৃষ্ণ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পরমার্থতঃ দ্বৈত নাই, ইহাই সমর্থন করিবার জন্য, স্মৃতিবচন (বাসিষ্ঠ রামায়ণ বচন) উদ্ধৃত করিতেছেন—'স্তিমিতং' নিশ্চল; গম্ভীরং—দুরবগাহ, যাহাকে মনের বিষয়ীভূত করা যায় না। "ন তেজঃ"—যাহা তেজস্ত্বের অধিকরণ নহে অর্থাৎ যাহাতে তেজ নাই; "ন তমঃ"—অন্ধকার হইতে

তখন নিশ্চল ও (নিস্তব্ধ,) গম্ভীর—বাক্য মনের অগোচর সর্ব্বব্যাপী এক সৎ মাত্র থাকেন। তিনি তেজ নহেন, আবরণস্বভাব তমঃ ও নহেন।

যে হেতু এইরূপ, সেই হেতু "অনাদিকালমারভ্য মোক্ষাৎ পূর্ব্বম্"—অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান দেহের অভাবরূপ বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, "ইদং দ্বয়ম্"—এই জীব ও জগৎ নামক দুইটি বস্তু, "ব্যবহারে স্থিতম্"—প্রমাতৃ, প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি অনেক প্রকার অবান্তর ভেদ বশতঃ বিবিধ প্রকার ত্রিপুটীরূপ * ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। "তস্মাৎ উভয়ং ব্যাবহারিকম্"—সেই হেতু এই দুইটি ব্যাবহারিক অর্থাৎ পারমার্থিকও নহে, প্রাতিভাসিকও নহে।

জীব এবং জগৎ মায়িক এবং সাক্ষী তদুভয়ের অধিষ্ঠান, তাহা স্পষ্টতঃ ৩৫ সংখ্যক শ্লোকে দেখান হইয়াছে। এই শ্লোকে তদুভয়কে ব্যাবহারিক বলায়, তাহারা যে মিথ্যা তাহা দেখান হইল, এবং সেইরূপ

বিলক্ষণ বা বিভিন্ন স্বভাব। অনাবরণস্বভাব; "ততং"—ব্যাপ্ত; "অনাখ্যং"—যাহার বর্ণনা করা যায় না। "অনভিব্যক্তম্"—যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরও গোচরীভূত হয় না। "সৎ"—যাহা শূন্য নহে; অতএব "কিঞ্চিৎ"—'তাহা এই' এইরূপে যাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। "অবশিষ্যতে"—দ্বৈত নিষেধের শেষসীমারূপে অবস্থান করে।

বাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার এইরূপে এই শ্লোকের আভাস দিয়াছেন—

প্রলয়কালে জগৎ বিনষ্ট হইয়া কি শূন্যে পর্য্যবসিত হয়? না, তাহা হয় না। "অনাখ্য" ও "অনভিব্যক্ত" এই দুই শব্দ দ্বারা নাম ও রূপের প্রতিষেধ করা হইয়াছে।

* ত্রিপুটী—পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় এই উনিশটি ভোগের সাধন। পঞ্চপ্রাণ বাদে অবশিষ্ট চোদ্দটি আপন আপন বিষয় ও আপন আপন দেবতার অপেক্ষা রাখে। দেবতা ও বিষয় বিনা কেবল ইহাদিগের দ্বারা ভোগ সম্পাদিত হয় না। ইন্দ্রিয়গণ শরীরে অবস্থিত বলিয়া ইহাদিগের নাম অধ্যাত্ম। শব্দাদি বিষয় সমূহের নাম অধিভূত, এবং ইন্দ্রিয়ের দেবতাগণের নাম অধিদৈব। এই অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব লইয়া এক একটি ত্রিপুটী রচিত হয়। (গ) পরিশিষ্টে ৩৪ সংখ্যক টিপ্পনীতে চতুর্দ্দশ ত্রিপুটীর তালিকা প্রদত্ত হইল।

কথন দ্বারা ইহাও সূচিত হইল যে তাহারা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে এবং পরিশেষে তাহারা অধিষ্ঠান রূপেই পর্য্যবসিত হয়। ৩৭

পূর্ব্বোক্ত তিনটি শ্লোকে (৩৫, ৩৬ ও ৩৭ শ্লোকে) যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইল, স্বাপ্ন জীব ও স্বাপ্ন জগতের সাহায্য লইয়া, সেই তিনটিকে দৃঢ় করা যাউক, এই অভিপ্রায়ে দেখাইতেছেন যে স্বপ্নের জীব ও স্বপ্নের জগৎ নিদ্রার কার্য্য।

চিদাভাসস্থিতা নিদ্রাবিক্ষেপাবৃতিরূপিণী।
আবৃত্য জীবজগতী পূর্ব্বে নূত্নে তু কল্পয়েৎ ॥ ৩৮

অন্বয়। চিদাভাসস্থিতা বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী নিদ্রা পূর্ব্বে জীবজগতী আবৃত্য নূত্নে তু কল্পয়েৎ।

অনুবাদ। আবরণবিক্ষেপশক্তিরূপিণী নিদ্রা চিদাভাসে অবস্থিত থাকিয়া ব্যাবহারিক জীব এবং জগৎকে আবৃত করিয়া নূতন (প্রাতিভাসিক) জীব জগৎ সৃজন করে।

টীকা। "চিদাভাসস্থিতা"—ব্যাবহারিক জীব নামক চিদাভাসকে যে আশ্রয় করে সেই "বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী নিদ্রা"—আবরণ ও বিক্ষেপ স্বভাবা তমঃপ্রধানা প্রসিদ্ধ নিদ্রা, আবরণ শক্তির আকারে, "পূর্ব্বে জীবজগতী আবৃত্য"—(জাগ্রৎকালের) ব্যাবহারিক জীব এবং জগৎকে আবরণ করিয়া, তদনন্তর, নিদ্রার আশ্রয় হওয়াতে সেই নিদ্রার দ্বারা, পরিচ্ছিন্ন চিদাভাসের স্বরূপকে (আবরণ করিয়া), এবং এই (পরিচ্ছিন্ন) চিদাভাসের আকার, জাগ্রৎকালীন সমস্ত প্রপঞ্চের সংস্কার লইয়া, দেহের অভ্যন্তরস্থ নাড়ীর মধ্যে অবস্থিত হইলে, (সেই নিদ্রা) বিক্ষেপশক্তির আকারে, "নূত্নে (জীবজগতী) প্রকল্পয়েৎ"—নূতন জীব ও জগৎ সৃজন করে। "তু"—পূর্ব্বেকার জীব এবং জগৎ ব্যাবহারিক,

নূতন জীব ও জগৎ প্রাতিভাসিক—উভয়ের মধ্যে এই বৈলক্ষণ্য সূচনা করিবার জন্য "তু" ('কিন্তু') শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

নিদ্রা যেরূপ চিদাভাসকে আশ্রয় করে, মায়াও সেইরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করে। নিদ্রা যেরূপ আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয়াত্মিকা, মায়াও সেইরূপ। যেরূপ স্বপ্নের জীব ও স্বপ্নের জগৎ নিদ্রার কার্য্য, সেইরূপ ব্যাবহারিক জীব ও ব্যাবহারিক জগৎ মায়ার কার্য্য। যেরূপ নিদ্রার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন চিদাভাসের আকার, স্বপ্নের জীব ও স্বপ্নের জগতের অধিষ্ঠান, সেইরূপ মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সাক্ষী নামক ব্রহ্মের আকারও ব্যাবহারিক জীব এবং ব্যাবহারিক জগতের অধিষ্ঠান। সেই হেতু "ব্রহ্মণ্যবস্থিতা মায়া" ইত্যাদি ৩৫ সংখ্যক শ্লোকে, যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা উল্টা বুঝিবার (অর্থাৎ মায়া ও নিদ্রা একই বস্তু এইরূপ বুঝিবার) কোনও কারণ নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ৩৮।

'তু' শব্দের দ্বারা যে বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন :—

প্রতীতিকাল এবৈতে স্থিতত্বাৎ প্রাতিভাসিকে।
নহি স্বপ্নপ্রবুদ্ধস্য পুনঃ স্বপ্নে স্থিতিস্তয়োঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়। এতে প্রতীতিকালে এব স্থিতত্বাৎ প্রাতিভাসিকে (উচ্যেতে)। নহি স্বপ্নপ্রবুদ্ধস্য স্বপ্নে তয়োঃ পুনস্থিতিঃ (অস্তি)।

অনুবাদ। প্রতীতিকালেই থাকে বলিয়া এই স্বপ্নের জীব ও জগৎ প্রাতিভাসিক বলিয়া কথিত হয় ; যে হেতু কেহ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া যখন অন্য সময়ে স্বপ্ন দেখে, তখন পূর্ব্ব স্বপ্নসম্বন্ধীয় জীব ও জগৎ, পরবর্ত্তী স্বপ্নে থাকে না।

পরিপূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত একতা সিদ্ধ হইল। এক্ষণে ব্রহ্মরূপ সাক্ষী, যিনি বস্তুতঃ অবিদ্যা দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলেও, অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীবরূপ ধরিয়া শরীরাভ্যন্তরে ব্যষ্টিভাবে ভোক্তা হইয়াছেন এবং অবিদ্যাবচ্ছিন্ন (মায়াবচ্ছিন্ন) ঈশ্বররূপ ধরিয়া শরীরের বাহিরে সমষ্টিভাবে (জগদাকারে) ভোগ্যরূপ হইয়াছেন—তিনিই ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপ সমস্ত প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান; এবং শরীরাভ্যন্তরে চিদাভাসরূপ জীবোপাধি এবং বাহিরে জগদ্রূপ ঈশ্বরোপাধি, উভয়েই মায়ার কার্য্য বলিয়া মিথ্যা এবং (উক্ত অধিষ্ঠানে অধ্যস্থ বলিয়া) সেই সাক্ষিরূপ অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে; (যেমন অধ্যস্ত সর্প অধিষ্ঠান রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে) এবং পরিশেষে কেবল মাত্র সেই অধিষ্ঠানরূপে পর্য্যবসিত হয়—এই কথা এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী সন্দর্ভে বুঝাইবার জন্য দেখাইতেছেন যে সাক্ষীই জীব এবং জগতের অধিষ্ঠান এবং জীব ও জগৎ মায়ার কার্য্য।

ব্রহ্মণ্যবস্থিতা মায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী।
আবৃত্যাখণ্ডতাং তস্মিন্ জগজ্জীবৌ প্রকল্পয়েৎ ॥৩৫

অন্বয়। বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী মায়া ব্রহ্মণি অবস্থিতা, তস্মিন্ অখণ্ডতাং আবৃত্য জগজ্জীবৌ প্রকল্পয়েৎ।

অনুবাদ। আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয়স্বরূপ মায়া ব্রহ্মে

আমি হইতেছি 'অসঙ্গ'—এইরূপ জ্ঞান কূটস্থ চৈতন্যের হইয়া থাকে অথবা আভাস চৈতন্যের হইয়া থাকে? কূটস্থ চৈতন্যের পক্ষে এইরূপ জ্ঞান সম্ভবপর নহে, কেন না কূটস্থ অসঙ্গ চিদ্রূপ বলিয়া তাহাকে জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানী বলা যুক্তিসিদ্ধ হয় না; সেই হেতু চিদাভাসকেই জ্ঞানী বা অজ্ঞানী বলা উচিত। তাহা হইলে কূটস্থ চৈতন্য হইতে ভিন্ন আভাসচৈতন্যের পক্ষে 'আমি হইতেছি কূটস্থ' এইরূপ জ্ঞান উচিত হয় না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'যদি বল ইত্যাদি (১৪ শ্লোকানুবাদ)।

সেই আভাস চৈতন্য যে কূটস্থ চৈতন্য হইতে ভিন্ন, ইহাই অসিদ্ধ—এই বলিয়া উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—ইহা দোষ নহে ইত্যাদি (১৫ শ্লোকানুবাদ)। যেমন দর্পণে যে মুখের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীবার উপরে অবস্থিত মুখই তাহার তত্ত্ব, সেইরূপ।

অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মের অখণ্ডতাকে আচ্ছাদিত করিয়া (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) জগৎ এবং জীব সৃজন করে।

টীকা। "বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী মায়া"—(যেরূপ ত্রয়োদশ শ্লোকে, সেইরূপ) এস্থলেও, 'আবৃতি' শব্দের পূর্ব্বনিপাত এবং 'বিক্ষেপ' শব্দের পরনিপাত হইয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহার ব্যত্যয় করিবার কারণ এই যে এরূপ না হইলে ছন্দোভঙ্গ দোষ ঘটে (দ্বিতীয় চরণে লঘু পঞ্চম ও গুরু ষষ্ঠ হয় না)। আর, (ত্রয়োদশ শ্লোকে "বিক্ষেপা-বৃত্তিরূপকম্" শব্দের প্রয়োগ হওয়াতে) এস্থলে পুনর্ব্বার "বিক্ষেপাবৃতি-রূপিণী" শব্দের প্রয়োগ করায়, শব্দের ও অর্থের পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে এরূপ বলা চলে না। কেন না, আত্মার ব্রহ্মরূপতা জনসাধারণের বুদ্ধিগোচর নহে এবং তাহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া, অতি শীঘ্র বুদ্ধিগম্য হয় না, বারবার আবৃত্তি করিলেই তাহা বুঝা যায় এবং শ্রুতিও নয়বার তাহা উপদেশ করিয়াছেন (ছান্দোগ্য, উ ৬।৮।৭ ইত্যাদি স্থানে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো")। "সত্যংজ্ঞানমনন্তম্" (তৈত্তিরীয়, উ ২।১।১)—এই লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয়স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় মায়া অবস্থিত থাকিয়া আপনার আশ্রয় স্বরূপ ব্রহ্মের "অখণ্ডতাম্ আবৃত্য"—অখণ্ডতাকে আচ্ছাদন করিয়া, "তস্মিন্"—অবচ্ছেদ্য সাক্ষিরূপব্রহ্মে, "জগজ্জীবৌ প্রকল্পয়েৎ"—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জগৎ এবং জীব সৃজন করে। ৩৫

যদ্যপি ভোক্তা ও ভোগ্য এতদুভয়ের মধ্যে ভোক্তা জীবেরই প্রাধান্য, এবং তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "জগজ্জীবৌ" এই দ্বন্দ্ব সমাসে জীব শব্দের পূর্ব্বনিপাত হইয়া "জীবজগতোঃ" এইরূপ হওয়া উচিত ছিল, তথাপি ছন্দের অনুরোধে উক্ত নিয়ম উপেক্ষিত হইয়া, "জগজ্জীবৌ"

এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে অর্থ ক্রমানুসারে সেই "জীব জগতের" (প্রত্যেকটির) স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখাইতেছেন :—

জীবো ধীস্থশ্চিদাভাসো ভবেদ্ভোক্তা হি কর্ম্মকৃৎ।
ভোগ্যরূপমিদং সর্ব্বং জগৎস্যাদ্‌ভূতভৌতিকম্ ॥৩৬

অন্বয়। ধীস্থঃ চিদাভাসঃ কর্ম্মকৃৎ, ভোক্তা চ, হি (যস্মাৎ) (তস্মাৎ) জীবঃ ভবেৎ। ভূতভৌতিকং ভোগ্যরূপং ইদং সর্ব্বং জগৎস্যাৎ (উচ্যতে)।

অনুবাদ। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আভাসচৈতন্য, যে হেতু বিবিধ প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং কর্ম্মফল ভোগ করে, সেই হেতু তাহাকে জীব বলে, এবং ক্ষিত্যাদি ভূত এবং তন্নির্ম্মিত দেবমনুষ্যাদির শরীর দ্বারা বিরচিত ভোগ্যরূপ এই সমস্তকে জগৎ বলে।

টীকা। "কর্ম্মকৃৎ"—কৃষিবাণিজ্যাদি, যজ্ঞদানাদি, এবং শ্রবণমননাদি কর্ম্ম যে করিয়া থাকে, সেই "ভোক্তা"—নিজের অর্জ্জিত ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক ফলরূপ ভোগ, ভোগ করে বলিয়া ভোক্তা। এইরূপ যে "ধীস্থঃ চিদাভাসঃ"—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আভাসচৈতন্য, তাহাকেই ব্রহ্মের আশ্রিত মায়া দ্বারা রচিত "জীব" বলা হয়। 'হি'—শব্দের অর্থ যে হেতু। অন্বয় করিবার কালে এইরূপে শব্দ যোজনা করিতে হইবে "ধীস্থঃ চিদাভাসঃ কর্ম্মকৃৎ ভোক্তা চ যস্মাৎ, তস্মাৎ জীবঃ ভবেৎ"। "ভূতভৌতিকম্"—ভূত শব্দে পৃথিবী প্রভৃতি, ভৌতিক শব্দে দেবতা, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি শরীর সমূহ। ভূত এবং ভৌতিক ভূতভৌতিক (দ্বন্দ্ব সমাস)। "ভোগ্যরূপম্"—উক্ত ভোক্তাদিগের ভোগের অধিষ্ঠান স্বরূপ নিজ নিজ দেবপশ্বাদি শরীরানুসারে ভোগ্যরূপ, "ইদং সর্ব্বম্"—পরিদৃশ্যমান যাবতীয় ভূতভৌতিক, "জগৎ স্যাৎ"—জগৎ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৩৬।

এইরূপে জীব এবং জগতের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে এই দুইটি অনির্ব্বচনীয় মায়ার কার্য্য বলিয়া মোক্ষদশায় থাকে না; এই দুইটি কেবলমাত্র ব্যবহার কালে থাকে। এই দুই কারণে তদুভয় ব্যাবহারিক।

অনাদিকালমারভ্য মোক্ষাৎ পূর্ব্বমিদং দ্বয়ম্।
ব্যবহারে স্থিতংতস্মাদুভয়ং ব্যাবহারিকম্॥ ৩৭

অন্বয়। ইদং দ্বয়ং মোক্ষাৎ পূর্ব্বং অনাদিকালং আরভ্য, ব্যবহারে স্থিতং, তস্মাৎ উভয়ং ব্যাবহারিকম্।

অনুবাদ। অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া (বর্ত্তমানদেহ-নিবৃত্তিরূপ) বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই জীব ও জগৎ,—(প্রমাণ প্রমেয় প্রমাতা প্রভৃতি) ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সেই হেতু তদুভয়কে ব্যাবহারিক কহে।

টীকা। "অনাদিকালমারভ্য"—জীব ও জগৎ অমুক সময়ে আরব্ধ হইয়াছে, ইহা কেহই বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে পারে না বলিয়া, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (ত্রয়োদশাধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকে) "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে—এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়া এই জীব ও জগতের আদি নাই। কিন্তু বিদেহকৈবল্যাবস্থায় (অর্থাৎ যে অবস্থায় ভাবী ও বর্ত্তমান উভয় প্রকার দেহ নিবৃত্ত হইয়া যায়) যে এই জীব ও জগতের অবসান হয়, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিবচন হইতে ও বসিষ্ঠবচন হইতে জানা যায়:—

"গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতি দেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেহব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি" ॥ (মুণ্ডক উ, ৩।২।৭)

তখন (মোক্ষকালে) দেহের আরম্ভক প্রাণাদি পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলও—মূল দেবতা সূর্য্য প্রভৃতিতে প্রবেশ করে। (যে সকল কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই সেই সকল সঞ্চিত) কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব) ইহারা সকলে পরম অব্যয়ে (ব্রহ্মে) একীভাব প্রাপ্ত হয়।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
২স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥" (মুণ্ডক, উ ৩।২।৮)

চলৎস্বভাব নদীসমূহ যে রূপ (নিজ নিজ) নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, ঠিক সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষও নামরূপ-বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে" (ছান্দোগ্য, উ, ৬।১৪।২)

[অনুবাদ ৩১ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য]

"ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ" (শ্বেতাশ্বতর, উ, ১।১০)

[অনুবাদ সেই স্থলেই দ্রষ্টব্য]

ততস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং যৎ (সৎ ?) কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥
(বাসিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ ৯।৪৭) *

---

* পঞ্চদশীর ভূত বিবেকাধ্যায়ে এই শ্লোক, ৪০ সংখ্যক রূপে দৃষ্ট হয়। পঞ্চদশী টীকাকার রামকৃষ্ণ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পরমার্থতঃ দ্বৈত নাই, ইহাই সমর্থন করিবার জন্য, স্মৃতিবচন (বাসিষ্ঠ রামায়ণ বচন) উদ্ধৃত করিতেছেন—'স্তিমিতং' নিশ্চল; গম্ভীরং—দুরবগাহ, যাহাকে মনের বিষয়ীভূত করা যায় না। "ন তেজঃ"—যাহা তেজস্ত্বের অধিকরণ নহে অর্থাৎ যাহাতে তেজ নাই; "ন তমঃ"—অন্ধকার হইতে

তখন নিশ্চল ও (নিস্তব্ধ,) গম্ভীর—বাক্য মনের অগোচর সর্ব্বব্যাপী এক সৎ মাত্র থাকেন। তিনি তেজ নহেন, আবরণস্বভাব তমঃ ও নহেন।

যে হেতু এইরূপ, সেই হেতু "অনাদিকালমারভ্য মোক্ষাৎ পূর্ব্বম্"—অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান দেহের অভাবরূপ বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, "ইদং দ্বয়ম্"—এই জীব ও জগৎ নামক দুইটি বস্তু, "ব্যবহারে স্থিতম্"—প্রমাতৃ, প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি অনেক প্রকার অবান্তর ভেদ বশতঃ বিবিধ প্রকার ত্রিপুটীরূপ * ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। "তস্মাৎ উভয়ং ব্যাবহারিকম্"—সেই হেতু এই দুইটি ব্যাবহারিক অর্থাৎ পারমার্থিকও নহে, প্রাতিভাসিকও নহে।

জীব এবং জগৎ মায়িক এবং সাক্ষী তদুভয়ের অধিষ্ঠান, তাহা স্পষ্টতঃ ৩৫ সংখ্যক শ্লোকে দেখান হইয়াছে। এই শ্লোকে তদুভয়কে ব্যাবহারিক বলায়, তাহারা যে মিথ্যা তাহা দেখান হইল, এবং সেইরূপ

বিলক্ষণ বা বিভিন্ন স্বভাব। অনাবরণস্বভাব; "ততং"—ব্যাপ্ত; "অনাখ্যং"—যাহার বর্ণনা করা যায় না। "অনভিব্যক্তম্"—যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরও গোচরীভূত হয় না। "সৎ"—যাহা শূন্য নহে; অতএব "কিঞ্চিৎ"—'তাহা এই' এইরূপে যাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। "অবশিষ্যতে"—দ্বৈত নিষেধের শেষসীমারূপে অবস্থান করে।

বাসিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার এইরূপে এই শ্লোকের আভাস দিয়াছেন—

প্রলয়কালে জগৎ বিনষ্ট হইয়া কি শূন্যে পর্য্যবসিত হয়? না, তাহা হয় না। "অনাখ্য" ও "অনভিব্যক্ত" এই দুই শব্দ দ্বারা নাম ও রূপের প্রতিষেধ করা হইয়াছে।

* ত্রিপুটী—পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় এই উনিশটি ভোগের সাধন। পঞ্চপ্রাণ বাদে অবশিষ্ট চোদ্দটি আপন আপন বিষয় ও আপন আপন দেবতার অপেক্ষা রাখে। দেবতা ও বিষয় বিনা কেবল ইহাদিগের দ্বারা ভোগ সম্পাদিত হয় না। ইন্দ্রিয়গণ শরীরে অবস্থিত বলিয়া ইহাদিগের নাম অধ্যাত্ম। শব্দাদি বিষয় সমূহের নাম অধিভূত, এবং ইন্দ্রিয়ের দেবতাগণের নাম অধিদৈব। এই অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব লইয়া এক একটি ত্রিপুটী রচিত হয়। (গ) পরিশিষ্টে ৩৪ সংখ্যক টিপ্পনীতে চতুর্দ্দশ ত্রিপুটীর তালিকা প্রদত্ত হইল।

কথন দ্বারা ইহাও সূচিত হইল যে তাহারা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে এবং পরিশেষে তাহারা অধিষ্ঠান রূপেই পর্য্যবসিত হয়। ৩৭

পূর্ব্বোক্ত তিনটি শ্লোকে (৩৫, ৩৬ ও ৩৭ শ্লোকে) যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইল, স্বাপ্ন জীব ও স্বাপ্ন জগতের সাহায্য লইয়া, সেই তিনটিকে দৃঢ় করা যাউক, এই অভিপ্রায়ে দেখাইতেছেন যে স্বপ্নের জীব ও স্বপ্নের জগৎ নিদ্রার কার্য্য।

চিদাভাসস্থিতা নিদ্রাবিক্ষেপাবৃতিরূপিণী।
আবৃত্য জীবজগতী পূর্ব্বে নূত্নে তু কল্পয়েৎ॥ ৩৮

অন্বয়। চিদাভাসস্থিতা বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী নিদ্রা পূর্ব্বে জীবজগতী আবৃত্য নূত্নে তু কল্পয়েৎ।

অনুবাদ। আবরণবিক্ষেপশক্তিরূপিণী নিদ্রা চিদাভাসে অবস্থিত থাকিয়া ব্যাবহারিক জীব এবং জগৎকে আবৃত করিয়া নূতন (প্রাতিভাসিক) জীব জগৎ সৃজন করে।

টীকা। "চিদাভাসস্থিতা"—ব্যাবহারিক জীব নামক চিদাভাসকে যে আশ্রয় করে সেই "বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী নিদ্রা"—আবরণ ও বিক্ষেপ স্বভাবা তমঃপ্রধানা প্রসিদ্ধ নিদ্রা, আবরণ শক্তির আকারে, "পূর্ব্বে জীবজগতী আবৃত্য"—(জাগ্রৎকালের) ব্যাবহারিক জীব এবং জগৎকে আবরণ করিয়া, তদনন্তর, নিদ্রার আশ্রয় হওয়াতে সেই নিদ্রার দ্বারা, পরিচ্ছিন্ন চিদাভাসের স্বরূপকে (আবরণ করিয়া), এবং এই (পরিচ্ছিন্ন) চিদাভাসের আকার, জাগ্রৎকালীন সমস্ত প্রপঞ্চের সংস্কার লইয়া, দেহের অভ্যন্তরস্থ নাড়ীর মধ্যে অবস্থিত হইলে, (সেই নিদ্রা) বিক্ষেপশক্তির আকারে, "নূত্নে (জীবজগতী) প্রকল্পয়েৎ"—নূতন জীব ও জগৎ সৃজন করে। "তু"—পূর্ব্বেকার জীব এবং জগৎ ব্যাবহারিক,

নূতন জীব ও জগৎ প্রাতিভাসিক—উভয়ের মধ্যে এই বৈলক্ষণ্য সূচনা করিবার জন্য "তু" ('কিন্তু') শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

নিদ্রা যেরূপ চিদাভাসকে আশ্রয় করে, মায়াও সেইরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করে। নিদ্রা যেরূপ আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয়াত্মিকা, মায়াও সেইরূপ। যেরূপ স্বপ্নের জীব ও স্বপ্নের জগৎ নিদ্রার কার্য্য, সেইরূপ ব্যাবহারিক জীব ও ব্যাবহারিক জগৎ মায়ার কার্য্য। যেরূপ নিদ্রার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন চিদাভাসের আকার, স্বপ্নের জীব ও স্বপ্নের জগতের অধিষ্ঠান, সেইরূপ মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সাক্ষী নামক ব্রহ্মের আকারও ব্যাবহারিক জীব এবং ব্যাবহারিক জগতের অধিষ্ঠান। সেই হেতু "ব্রহ্মণ্যবস্থিতা মায়া" ইত্যাদি ৩৫ সংখ্যক শ্লোকে, যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা উল্টা বুঝিবার (অর্থাৎ মায়া ও নিদ্রা একই বস্তু এইরূপ বুঝিবার) কোনও কারণ নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ৩৮।

'তু' শব্দের দ্বারা যে বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন :—

প্রতীতিকাল এবৈতে স্থিতত্বাৎ প্রাতিভাসিকে।
নহি স্বপ্নপ্রবুদ্ধস্য পুনঃ স্বপ্নে স্থিতিস্তয়োঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়। এতে প্রতীতিকালে এব স্থিতত্বাৎ প্রাতিভাসিকে (উচ্যেতে)। নহি স্বপ্নপ্রবুদ্ধস্য স্বপ্নে তয়োঃ পুনস্থিতিঃ (অস্তি)।

অনুবাদ। প্রতীতিকালেই থাকে বলিয়া এই স্বপ্নের জীব ও জগৎ প্রাতিভাসিক বলিয়া কথিত হয় ; যে হেতু কেহ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া যখন অন্য সময়ে স্বপ্ন দেখে, তখন পূর্ব্ব স্বপ্নসম্বন্ধীয় জীব ও জগৎ, পরবর্ত্তী স্বপ্নে থাকে না।

টীকা। "এব"—প্রতীতিকালের পরবর্ত্তীকালে তদুভয়ের স্থিতি নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য 'এব' শব্দের প্রয়োগ। প্রতীতিকালেই থাকে বলিয়া, "এতে"—স্বপ্নের জীব ও জগৎ, "প্রাতিভাসিকে (উভোতে)" প্রাতিভাসিক বলিয়া কথিত হয়। এই কথাই ব্যতিরেক যুক্তির দ্বারাও সমর্থন করিতেছেন। "স্বপ্নপ্রবুদ্ধস্য"—কেহ একদিন স্বপ্ন দেখিয়া, তাহা হইতে জাগিয়া, যদি অপর দিন স্বপ্ন দেখে, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনের স্বপ্নসম্বন্ধীয় জীব ও জগৎ, যেহেতু, পরবর্ত্তী স্বপ্নে থাকে না, সেইহেতু তদুভয় প্রাতিভাসিক ; ব্যবহারিক নহে। তাহারা পরমার্থিক হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা উঠিতেই পারে না, কেন না এইরূপে—প্রাতিভাসিকরূপে—বর্ণিত হওয়াতে, স্বপ্নের জীব ও জগৎ প্রতীতিকালেই থাকে এবং পুনঃ স্বপ্নকালে থাকে না বলিয়া তাহারা মিথ্যা। সেইরূপ ব্যাবহারিক জীব এবং ব্যাবহারিক জগৎ ও অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থাকে এবং তাহার পরে থাকে না বলিয়া তাহারা মিথ্যা। সেই হেতু ৩৭ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত বিষয়ের সহিত এই শ্লোকোক্ত বিষয়ের বিরোধের অবসর নাই অর্থাৎ স্বপ্নের জীব-জগৎ ও ব্যাবহারিক জীব-জগৎ একই বস্তু, এরূপ উল্টা বুঝিবার কোনও সম্ভাবনা নাই—ইহাই অভিপ্রায়। ৩৯।

এইরূপে স্বাপ্নজীব ও স্বাপ্ন জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাবহারিক জীব ও ব্যাবহারিক জগতের মিথ্যাত্ব, সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে আবার স্বপ্নের দৃষ্টান্তাবলম্বনে, তিনটি শ্লোক দ্বারা তাহাই সমর্থন করিবার জন্য দৃষ্টান্তস্থানীয় স্বাপ্নজীব ও স্বাপ্নজগতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিতেছেন:—

প্রাতিভাসিকজীবো যস্তজ্জগৎ প্রাতিভাসিকম্।
বাস্তবং মন্যতেঽন্যস্তু মিথ্যেতি ব্যাবহারিকঃ॥ ৪০

অন্বয়। যঃ প্রাতিভাসিকঃ জীবঃ (সঃ) তৎ প্রাতিভাসিকং জগৎ বাস্তবং মন্যতে। তু অন্যঃ ব্যবহারিকঃ জীবঃ (তৎ) মিথ্যা ইতি (মন্যতে)।

অনুবাদ। যে জীব প্রাতিভাসিক, সে সেই প্রাতিভাসিক জগৎকে সত্য বলিয়া জানে। কিন্তু অপর অর্থাৎ ব্যবহারিক জীব তাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানে।

টীকা। "যঃ প্রাতিভাসিকঃ জীবঃ"—স্বপ্নকল্পিত প্রাতিভাসিক নামক যে জীব; "তৎ প্রাতিভাসিকং জগৎ বাস্তবং মন্যতে"—স্বপ্নকল্পিত প্রাতিভাসিক নামক যে জগৎ, তাহাকে সত্য বলিয়া জানে অর্থাৎ তাহা মিথ্যা নহে, কেন না আপনি যতক্ষণ অবস্থান করে, সেও ততক্ষণ অবস্থান করে। "তু"—কিন্তু উভয় পক্ষই পরস্পরের নিষেধক, ইহা বুঝাই-বার জন্য "তু" শব্দের প্রয়োগ। "অন্যঃ ব্যবহারিকঃ"—প্রাতিভাসিক হইতে বিভিন্ন ব্যাবহারিক নামক জীব। "তৎ মিথ্যা ইতি মন্যতে"—সেই প্রাতিভাসিক জগৎকে এবং তাহার দ্রষ্টা প্রাতিভাসিক জীবকেও মিথ্যা বলিয়া জানে অর্থাৎ তাহা বাস্তব নহে, কেন না স্বপ্নের পূর্ব্বে এবং স্বপ্নের পরে জাগরণ হইলে, সেই দুইটিই থাকে না। ৪০।

দৃষ্টান্তের দ্বারা যে যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহা দার্ষ্টান্তিকে প্রয়োগ করিতেছেন —

ব্যাবহারিকজীবো যস্তজ্জগদ্ব্যাবহারিকম্।
সত্যং প্রত্যেতি মিথ্যেতি মন্যতে পারমার্থিকঃ॥৪১

অন্বয়। যঃ ব্যাবহারিকঃ জীবঃ সঃ তৎ ব্যাবহারিকম্ জগৎ সত্যং প্রত্যেতি। পারমার্থিকঃ (তৎ) মিথ্যা ইতি মন্যতে।

অনুবাদ। যে জীব ব্যাবহারিক সে সেই ব্যাবহারিক জগৎকে সত্য

বলিয়া জানে, কিন্তু অন্য অর্থাৎ পারমার্থিক জীব তাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানেন।

টীকা।· "যঃ ব্যাবহারিকঃ জীবঃ"—পূর্ব্বে ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে যে ব্যাবহারিক জীবের লক্ষণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ চিদাভাস; "সঃ তৎ ব্যাবহারিকং জগৎ সত্যং প্রত্যেতি"—সে সেই মায়াকল্পিত ব্যাবহারিক জগৎকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে অর্থাৎ বাস্তব বলিয়া জানে, তাহা মিথ্যা নহে, কারণ আপনি যতক্ষণ থাকে, সেই জগৎও ততক্ষণ থাকে। সেই জীব হইতে ভিন্ন "পারমার্থিক জীব", "তৎ মিথ্যা মন্যতে"—সেই ব্যাবহারিক জগৎকে এবং সেই ব্যাবহারিক জগতের দ্রষ্টা চিদাভাসকে—'এই দুইটিই অসত্য' এইরূপে জানে অর্থাৎ সেই দুইটি সত্য নহে কেন না নিত্যপ্রলয়ে বা সুষুপ্তিতে সেই দুইটি যে থাকে

৩৫

না তাহা অনুভবসিদ্ধ। "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীম্"—(নাসদীয় সূক্ত ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১, শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৫।৩।২, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।৯।৩) [এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, এবং পৃথক্ সত্তা বিশিষ্টও ছিল না, কিন্তু তৎকালে (তমঃ শব্দবাচ্য) পরমাত্মশক্তিস্বরূপ মায়ারূপে ছিল; মায়ারও সত্তা পৃথক্ নহে, যে হেতু বেদে দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নিষিদ্ধ হইয়াছে]—এই শ্রুতিবচনানুসারে ব্যাবহারিক জীব ও জগৎ অনাদি হইলেও, "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" (মুণ্ডক উ, ৩।৭) (৩৭ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত) এই শ্রুতি বচনানুসারে, বর্ত্তমান দেহরাহিত্যরূপ কৈবল্যদশায়, সেই ব্যাবহারিক জীব ও জগতের প্রতীতিরও আত্যন্তিক নাশ নিশ্চিত; এবং শ্রুতি এবং আচার্য্যের উপদেশ অনুভব করিবার ফলে, স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মস্বরূপতার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, ভাবিদেহ নিবৃত্তিরূপ যে জীবন্মুক্তিদশা লাভ হয়, তাহাতে সেই ব্যবহারিক জীব ও জগতের কখন কখন প্রতীতি হয় বটে, তদুভয়ের সত্তার আত্যন্তিক

নাশ, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব সিদ্ধ বলিয়া, প্রাতিভাসিক জীব এবং জগৎ যেমন মিথ্যা, ব্যবহারিক জীব ও জগৎ ঠিক সেইরূপই মিথ্যা ইহাই ভাবার্থ। ৪১।

"পারমার্থিক জীব তাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানে"—এই শ্লোকাংশে যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইল, তাহাই আবার সমর্থন করিতেছেন :—

পারমার্থিকজীবস্তু ব্রহ্মৈক্যং পারমার্থিকম্।
প্রত্যেতি বীক্ষতে নান্যদ্বীক্ষতে ত্বনৃতাত্মনা॥ ৪২।

অন্বয়। পারমার্থিকজীবঃ তু ব্রহ্মৈক্যং পারমার্থিকং প্রত্যেতি, অন্যৎ ন বীক্ষতে অনৃতাত্মনা তু বীক্ষতে।

অনুবাদ। পারমার্থিক জীব সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই নিজের স্বরূপ এবং পারমার্থিক সত্য বলিয়া জানেন। তিনি আপনাভিন্ন অন্য কিছুই দেখেন না। ব্যুত্থান কালে জীবও জগৎ দৃষ্ট হইলে, তৎসমুদয়কে মিথ্যা বলিয়াই দেখেন।

টীকা। শ্লোকস্থিত দুইটি "তু" শব্দই অবধারণার্থক। "পারমার্থিক জীবঃ"—তিনি সাক্ষাৎ পরমাত্মস্বরূপ, বর্ত্তমান দেহনিবৃত্তিরূপ বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, "ব্রহ্মৈক্যং পারমার্থিকং প্রত্যেতি"—বন্ধমোক্ষাদি ব্যবহারের অতীত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা চিৎ শব্দের লক্ষ্য এবং সাক্ষিত্বগতাদি ভেদ বর্জ্জিত, তাহাকেই নিজের স্বরূপ এবং পারমার্থিক সত্য বলিয়া জানেন। "ন অন্যৎ বীক্ষতে"—আপনা ভিন্ন অন্য কিছুই দেখেন না, কেন না শ্রুতি বলিতেছেন—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (ছান্দোগ্য উ, ৭।২৪।১) (ভূমার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া কহিতেছেন), যে ভূমাতে তিনি অন্য কিছু দর্শন করেন না। "যত্র ত্বস্য (বা অস্য) সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" (বৃহদা,উ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫) পক্ষান্তরে সাধকের যে অবস্থায় সমস্তই

(জগৎই) আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্ত্বা-স্ফূর্ত্তি হয় না, (তখন কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে ?)। "তু অনুতাত্মনা বীক্ষ্যতে"—প্রবল প্রারব্ধ বশে, স্বরূপাবস্থান হইতে, চিদাভাসের আকারে ব্যুত্থিত হইয়া যদি কোন সময়ে জীব, জগৎ প্রভৃতি দেখেন, তাহা হইলে, তৎসমুদয়কে মিথ্যা বলিয়াই দেখেন, কখনই সত্য বলিয়া দেখেন না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৪২।

এইরূপে প্রাতিভাসিক জীব ও প্রাতিভাসিক জগতের (আভ্যন্তর) দৃষ্টান্ত দিয়া,—ব্যাবহারিক জীব ও ব্যাবহারিক জগৎ এতদুভয় মায়ার কার্য্য এবং সেই হেতু মিথ্যা—এই কথা সমর্থন করিলেন। এক্ষণে (ব্যাবহারিক) জীব ও জগৎকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিয়া,—তদুভয় অধিষ্ঠান-চিদাভাস হইতে ভিন্ন নহে এবং কেবল সেই অধিষ্ঠানরূপেই তদুভয়ের পর্য্যবসান হয়—একথা প্রসিদ্ধ হইলেও বাহ্যদৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করিয়া, সেই বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় দৃষ্টান্তের দ্বারাই, ব্যাবহারিক জীব ও ব্যাবহারিক জগৎ সাক্ষী হইতে ভিন্ন নহে, এবং তদ্রূপেই তদুভয়ের পর্য্যবসান হয়—একথা সমর্থন করিবার জন্য, বাহ্য দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতেছেন যে আরোপিত আকার মাত্রেই অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে—

মাধুর্য্যদ্রবশৈত্যানি নীরধর্ম্মাস্তরঙ্গকে।
অনুগম্যাথ তন্নিষ্ঠে ফেনেঽপ্যনুগতা যথা॥ ৪৩

অন্বয়। মাধুর্য্যদ্রবশৈত্যানি নীরধর্ম্মাঃ তরঙ্গকে অনুগম্য অথ তন্নিষ্ঠে ফেনে অপি যথা অনুগতা,—

অনুবাদ। মাধুর্য্য, দ্রবত্ব ও শৈত্য এই গুলি জলের ধর্ম্ম, তাহারা

তরঙ্গেও অনুগমন করে দেখা যায় এবং তদনন্তর যেমন তরঙ্গনিষ্ঠ ফেনেও অনুগমন করিয়া থাকে—

৩৬

টীকা। যেমন দৃষ্টান্তে "মাধুর্য্যদ্রবশৈত্যানি" মাধুর্য্য, দ্রবত্ব ও শৈত্য, "নীরধর্ম্মাঃ"—জলের গুণ, জলের উপরে বায়ুবশে তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে, জলেরই বিবর্ত্ত বলিয়া জলরূপ অধিষ্ঠানে অবস্থিত সেই তরঙ্গে "অনুগম্য"—অনুগত হইয়া, "অথ" তরঙ্গোৎপত্তির পর, "তন্নিষ্ঠে ফেনে অপি অনুগতাঃ"—সেই তরঙ্গেরই বিবর্ত্ত বলিয়া তরঙ্গরূপ অধিষ্ঠানে অবস্থিত ফেনাতেও অনুগমন করিয়া থাকে, (সেইরূপ)। জল, তরঙ্গ, ফেনা এইগুলিকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং মাধুর্য্য, দ্রবত্ব ও শৈত্য ব্যতীত, তাহাদের অন্য কোনও স্বরূপ নাই। এইগুলি তুল্যরূপে তিনটীরই স্বরূপ। তাহাদের সকল গুলিই মাধুর্য্য দ্রবত্ব ও শৈত্যাত্মক বলিয়া, পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী অধিষ্ঠান, পরপরবর্ত্তী বিভিন্নাকারে, বিবর্ত্তিত হওয়াতে, পরপরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্বপূর্ব্ব অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৪৩

এইরূপে আরোপিত আকার অধিষ্ঠান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে ইহা বাহ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া, উক্ত ন্যায় দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিয়া দেখাইতেছেন—

সাক্ষিস্থাঃ সচ্চিদানন্দাঃ সম্বন্ধাৎ ব্যাবহারিকে।
তদ্দ্বারেণানুগচ্ছন্তি তথৈব প্রতিভাসিকে ॥ ৪৪

অন্বয়। সাক্ষিস্থাঃ সচ্চিদানন্দাঃ সম্বন্ধাৎ ব্যাবহারিকে (অনুগচ্ছন্তি), তদ্দ্বারেণ প্রতিভাসিকে তথা এব অনুগচ্ছন্তি।

অনুবাদ। ব্রহ্মরূপ সাক্ষীর স্বরূপলক্ষণভূত সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, সম্বন্ধ-

হেতু ব্যাবহারিক জগতে অনুগমন করিয়া থাকে এবং ব্যাবহারিক জীব জগৎ দ্বারা প্রাতিভাসিক জীব জগতে সেইরূপ অনুগমন করিয়া থাকে।

টীকা। যেরূপ দৃষ্টান্তে, সেইরূপ দার্ষ্টান্তিকেও "সাক্ষিস্থাঃ সচ্চিদানন্দাঃ"—ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষীতে অবস্থিত, ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ নামক সত্য, জ্ঞান, আনন্দ—এই সাক্ষিগুণ সমূহ তরঙ্গে, জলগুণ মাধুর্য্যাদির সম্বন্ধের ন্যায়, ব্যাবহারিক জীব জগতে সম্বন্ধ বশতঃ, "তদ্দ্বারেণ"—ব্যাবহারিক জীব-জগতের ব্যবধানে, পরেও, "প্রাতিভাসিকে" প্রাতিভাসিক জীব-জগতেও অনুগমন করিয়া থাকে। শ্লোকস্থ "ব্যাবহারিক" ও "প্রাতিভাসিক" এই দুই শব্দ দ্বারা, তদুভয় প্রকারের জীব ব্যতীত, তদুভয় প্রকারের জগৎকেও বুঝিতে হইবে। সেই দুই প্রকারের জীব যথাক্রমে সেই দুই জগতের অন্তর্ভূত বলিয়া, উক্ত দুই প্রকার জগদ্ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। "সাক্ষিস্থাঃ" এই শব্দ দ্বারা (সাক্ষীর ও সচ্চিদানন্দের) যে আধার-আধেয় ভাব এবং গুণ-গুণিভাব সূচিত হইতেছে, তাহা ঔপচারিক মাত্র, যেমন 'রাহুর শির,' রাহুর শির ভিন্ন অন্য কিছু নাই, যে রাহু, সেই শির, সেইরূপ যে সাক্ষী সেই সচ্চিদানন্দ। তথাপি যেমন 'রাহুর শির' এইরূপ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ "সাক্ষীস্থ সচ্চিদানন্দ" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাতিভাসিক (অর্থাৎ স্বপ্নের) জীবজগৎ চিদাভাসের বিবর্ত্ত, ইহা স্বভাবতঃ সর্ব্বজন বিদিত হইলেও, তরঙ্গস্থানীয় চিদাভাসস্থিত সচ্চিদানন্দই, ফেন স্থানীয় প্রাতিভাসিক জীব জগতেও অনুগমন করে—এই কথা পুনর্ব্বার এইরূপে নিশ্চিত হইলে, যেমন সেই প্রাতিভাসিক জীবজগৎকে চিদাভাস হইতে অভিন্ন (এইরূপ বুঝা যায়), অথবা যেমন জলস্থিত মাধুর্য্যাদি তরঙ্গে অনুগত হয় দেখিয়া তরঙ্গকে জল হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়, সেইরূপ জলস্থানীয় সাক্ষীতে স্থিত, মাধুর্য্যাদি স্থানীয় সচ্চিদানন্দ, তরঙ্গ স্থানীয় চিদাভাস ও জগতে অনুগত হয় দেখিয়া—ইহা সিদ্ধ হয়

যে চিদাভাস ও জগৎ, ব্রহ্মভূত সাক্ষী, হইতে ভিন্ন নহে,কেন না শ্রুতিবচন রহিয়াছে—(ব্রহ্মবিন্দু, বা অমৃত বিন্দু, উপ, ১১)

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয় ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাতেই এক অখণ্ড সর্ব্বাবস্থাধ্যক্ষ আত্মা ঘটশরাবাদিতে অনুগত আকাশের ন্যায়, অনুস্যূত রহিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যিনি এই আত্মাকে (অর্থাৎ আপনাকে) উক্ত জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন (অর্থাৎ যিনি তুর্য্যাবস্থারূঢ় হইয়াছেন), তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না (অর্থাৎ তিনি মুক্ত,) কেন না তাঁহার জন্ম হেতু অজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। * ৪৪

এইরূপে, ব্যবহারিক জীব ও ব্যবহারিক জগৎ, তদুভয়ের অধিষ্ঠানভূত সাক্ষী হইতে ভিন্ন নহে, ইহা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইয়া, তদুভয় সেই অধিষ্ঠানরূপে পর্য্যবসিত হয়, ইহা দেখাইয়া, উক্ত কথাটির সমর্থন করিবার জন্য, পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন :—

লয়ে ফেনস্য তদ্ধর্ম্মা দ্রবাদ্যাঃ স্যুস্তরঙ্গকে।
তস্যাপি বিলয়ে নীরে তিষ্ঠন্ত্যেতে যথা পুরা॥৪৫।

অন্বয়। ফেনস্য লয়ে তদ্ধর্ম্মাঃ দ্রবাদ্যাঃ তরঙ্গকে স্যুঃ, তস্যাপি বিলয়ে এতে যথা পুরা নীরে তিষ্ঠন্তি।

অনুবাদ। ফেনের লয় হইলে, তাহার দ্রবত্ব, মাধুর্য্য ও শৈত্য নামক ধর্ম্মত্রয় তরঙ্গে থাকিয়া যায় ; আবার সেই তরঙ্গের লয় হইলে, সেই ধর্ম্মত্রয় পূর্ব্বের ন্যায় জলেই থাকিয়া যায়।

---

* উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগিবিরচিত "বিবরণ" অনুসারে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপে ইহা ২১৪ সংখ্যক শ্লোক। রামকৃষ্ণও সেই স্থলে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা প্রায় একইরূপ।

টীকা। "ফেনস্য লয়ে"—তরঙ্গের বিবর্ত্ত ফেনের নাশ হইলে, "তদ্ধর্ম্মাঃ দ্রব্যাদ্যাঃ"—দ্রবত্ব, মাধুর্য্য ও শৈত্য নামক সেই ফেনের ধর্ম্মগুলি, "তরঙ্গকে স্যুঃ" ফেনার অধিষ্ঠান তরঙ্গেই থাকিয়া যায়। 'তস্যাপি বিলয়ে"—জলের বিবর্ত্ত সেই তরঙ্গেরও নাশ হইলে, "এতে"—এই দ্রবত্ব, মাধুর্য্য ও শৈত্য, "যথাপুরা"—তরঙ্গ ফেনাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে যেরূপ সকলেরই অধিষ্ঠানরূপ জলে অবস্থান করিতেছিল, সেইরূপেই অবস্থান করে। জল তিন কালেই বিদ্যমান, কিন্তু তরঙ্গ ও ফেনা তিনকালেই থাকে না ; তাহারা জল হইতে উৎপন্ন হয়, জলেই অবস্থান করে এবং জলেই বিলীন হয় বলিয়া জল ব্যতিরেকে তরঙ্গ ফেনের অস্তিত্বই নাই। ৪৫

দৃষ্টান্তের সাহায্যে যে অর্থটি পাওয়া গেল, তাহা দার্ষ্টান্তিকে প্রয়োগ করিতেছেন—

প্রাতিভাসিকজীবস্য লয়ে স্যু র্ব্যবহারিকে।
তল্লয়ে সচ্চিদানন্দাঃ পর্য্যবস্যন্তি সাক্ষিণি॥ ৪৬

অন্বয়। প্রাতিভাসিক জীবস্য লয়ে সচ্চিদানন্দাঃ ব্যবহারিকে স্যুঃ। তল্লয়ে, (সচ্চিদানন্দাঃ) সাক্ষিণি পর্য্যবস্যন্তি।

অনুবাদ। প্রাতিভাসিক জীব—(জগতের) লয় হইলে, তদুভয়ে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ, (জাগ্রৎপ্রপঞ্চের সংস্কারসহিত) ব্যবহারিক জীবে (চিদাভাসে) থাকিয়া যায়। ব্যবহারিক জীব-জগতের লয় হইলে, তাহাতে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ, (সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত) সাক্ষীতেই থাকিয়া যায়।

টীকা। "প্রাতিভাসিক জীবস্য লয়ে"—এস্থলেও প্রাতিভাসিক জীব ও জগতের লয় হইলে, তাহাতে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ "ব্যবহারিকে স্যুঃ"—জাগ্রৎপ্রপঞ্চের সংস্কারসহিত চিদাভাসে থাকিয়া যায়। এস্থলেও "তল্লয়ে"—নিত্য নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক নামক প্রলয়ে, ব্যবহারিক জীব ও জগতের লয় হইলে, (এস্থলে "তৎ" শব্দে কেবল জীব বুঝিতে হইবে না, তাহা জগতের উপলক্ষণ), তদুভয়ে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ, "সাক্ষিণি পর্য্যবস্যন্তি"—সকলের অধিষ্ঠানস্বরূপ সাক্ষীতে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, চরমাবস্থান করে, কেন না এমন কোনও বস্তু নাই যাহা সেই সাক্ষীরও অধিষ্ঠান হইতে পারে।

এইরূপে সাক্ষী তিনকালেই (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে) সদ্রূপ (বিপরিলোপশূন্য) বলিয়া, এবং ব্যবহারিক জীব, জগৎ প্রভৃতি, সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয়ের পরে থাকে না বলিয়া এবং তাহাদের, সেই সাক্ষী হইতে উৎপত্তি, সাক্ষীতেই স্থিতি এবং সাক্ষীতেই লয় হয় বলিয়া তাহাদের লক্ষ্য, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সাক্ষীব্যতিরেকে, ব্যবহারিক জীব জগদাদির অস্তিত্বই নাই, ইহাই অর্থ।

(দৃষ্টান্ত) মনে করুন, স্বপ্নে কেহ, অর্থাৎ কোনও প্রাতিভাসিক জীব, চৌরব্যাঘ্রাদির সম্মুখে আসিয়া পড়িল, এবং সেই চৌরব্যাঘ্রাদি দর্শন করিয়া জাগিয়া উঠিল। (সেই জাগরণের দার্শনিক অর্থ এই যে,) (আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিযোগে স্বপ্নকারিণী) নিদ্রাদ্বারা অবচ্ছিন্ন চিদাভাস, নিদ্রার আশ্রয়ভূত চিদাভাসের সহিত মিলিয়া গেল বা একতা প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ প্রাতিভাসিক জীব আবার ব্যবহারিক হইল। অন্য দিনের প্রাতিভাসিক জীবের দৃষ্টিতে, যিনি আপনার স্বরূপভূত চিদাভাসকে না জানিতে পারিয়া, সেই অজ্ঞান জনিত প্রাতিভাসিক সংসার পূর্ণভাবে ভোগ করিতেছেন—তাঁহার

দৃষ্টিতে * বর্ত্তমান দিনের চৌরব্যাঘ্রাদি দর্শনে জাগরিত জীব (এইরূপ দাঁড়ায়) [অর্থাৎ সেই স্বপ্নদ্রষ্টা অন্যদিনের স্বপ্নে যে প্রাতিভাসিক জীব সাজিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে যদি, স্বপ্নে ব্যাঘ্রাদিদ্রষ্টা প্রাতিভাসিক জীবের দর্শন ঘটিত, তাহা হইলে তিনি ভাবিতেন] দেবত্বপ্রাপ্তি কামনায় লোকে যেমন পর্ব্বতের খড়ে লাফাইয়া পড়িয়া (অগ্নিপ্রবেশ করিয়া কিম্বা প্রয়াগগঙ্গায় প্রবেশ করিয়া) আত্মবিনাশ সাধন করে, সেইরূপ এই জীব, চিদাভাসপদপ্রাপ্তির ইচ্ছায়, প্রাতিভাসিক ভোগ্যরূপ সমস্ত প্রপঞ্চের সহিত আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে তিনি আবরণ বিক্ষেপাত্মিকা নিদ্রার আত্যন্তিক বিনাশ হেতু, নিদ্রাশ্রয় বা নিদ্রাবচ্ছিন্ন ইত্যাদি বিভাগশূন্য একরস চিদাভাস পদ প্রাপ্ত হইলেন।

(দার্ষ্টান্তিক)—সেইরূপ, কোনও সাধক বা ব্যবহারিক জীব—শ্রুতি ও আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া এবং নিজে শ্রবণমননাদির অনুষ্ঠান করিয়া, জাগিয়া উঠিলেন বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলেন। সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা তাহাকে, মায়া দ্বারা অবচ্ছিন্ন, কিন্তু স্বভাবতঃ অনবচ্ছিন্ন, ব্রহ্মরূপ সাক্ষীর, পূর্ণব্রহ্মের সহিত একতা বুঝাইয়া দিল।

তখন অন্য ব্যাবহারিক জীবের দৃষ্টিতে,—যিনি নিজের স্বরূপভূত জীবাত্মাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া না জানিতে পারিয়া, সেই অজ্ঞান সমুৎপন্ন সমস্ত সংসারকে বিদ্যমান দেখিতেছেন—

---

* একই ব্যবহারিক জীবের উদ্ভাবিত প্রাতিভাসিক জীবের পক্ষে অন্যদিনের উদ্ভাবিত প্রাতিভাসিক জীবের দর্শনলাভ সাধারণতঃ ঘটে না। সেই অংশে দৃষ্টান্তটি কিছু কষ্ট কল্পিত। কিন্তু মূল গ্রন্থকার স্বাপ্নজীব জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যবহারিক জীব জগতের মিথ্যাত্ব বুঝাইয়াছেন। তদনুরোধে টীকাকারও, প্রাতিভাসিক জীবের ব্যবহারিকত্ব লাভের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যবহারিকজীবের পারমার্থিকত্বলাভ বুঝাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই হেতু ক্লিষ্টকল্পনা সহনীয়। তাহার উপর, টীকাকারের ভাষাও কিছু জটিল। অনুবাদকে সহজবোধ্য করিবার জন্য, তাঁহার বাক্যগুলি ভাঙ্গিয়া অনুবাদ করিতে হইল। মূল্যানুবর্ত্তন যথাসাধ্য রক্ষিত হইয়াছে।

তাঁহার দৃষ্টিতে (সেই সাধক-ব্যবহারিক-জীব এইরূপ দাঁড়ান—অর্থাৎ সেই সাধক-ব্যবহারিক-জীবকে দেখিয়া সংসারী ব্যবহারিক জীব এইরূপ ভাবেন যে) দেবত্ব কামনায় যেমন কেহ অগ্নিপ্রবেশ করে, সেইরূপ এই সাধক কেবলমাত্র সাক্ষিরূপে অবস্থান করিবার কামনায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান দেহ নিবৃত্তিরূপ বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত, ব্যাবহারিক ভোগ্যরূপ সমস্ত প্রপঞ্চের সহিত ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইলেন বা আত্যন্তিক লয়প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সেই সাধক নিজের দৃষ্টিতে, আবরণ বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার আত্যন্তিক বিনাশ হেতু, মায়াশ্রয়, মায়াবচ্ছিন্ন প্রভৃতি বিভাগবিনির্ম্মুক্ত, অতএব স্বগতাদিভেদবর্জ্জিত ব্রহ্মাত্মায় অবস্থিত হইলেন। (দার্ষ্টান্তিকে এইরূপে দৃষ্টান্তের যোজনা করিতে হইবে)।

স্বপ্নের	জাগ্রতের
প্রাতিভাসিক জীবের চৌর-ব্যাঘ্রাদির সম্মুখে পতন	ব্যবহারিক জীবের শ্রুতি ও আচার্য্যের অনুগ্রহলাভের অনুরূপ।

তাঁহার চৌরব্যাঘ্রাদি দর্শন—তাঁহার শ্রবণমননাদির অনুষ্ঠানের অনুরূপ।

তাঁহার নিদ্রাবচ্ছিন্ন চিদাভাস—মায়াবচ্ছিন্ন, (স্বভাবতঃ অনবচ্ছিন্ন) ব্রহ্মরূপ সাক্ষীর অনুরূপ।

তাঁহার নিদ্রার আশ্রয়ভূতচিদাভাস—পূর্ণব্রহ্মের অনুরূপ।

তাঁহার প্রবোধ বা জাগরণ—ব্রহ্মবিদ্যার অনুরূপ।

গ্রন্থকার "তৃপ্তিদীপ" নামক গ্রন্থে (পঞ্চদশীর সপ্তম পরিচ্ছেদে) ইহাই যুক্তির সহিত দেখাইয়াছেন—

দেবত্বকামা অগ্ন্যাদৌ প্রবিশন্তি যথা তথা।
সাক্ষিত্বেনাবশেষায় স্ববিনাশং স বাঞ্ছতি ॥ ২৭২

যাবৎ স্বদেহদাহং স নরত্বং নৈব মুঞ্চতি।
যাবদারব্ধদেহং স্যান্নাভাসত্ববিমোচনম্ ॥ ২৪৩ *

যেমন, দেবত্বপ্রাপ্তিকামনা যাহাদের আছে, তাহারা অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ কেবল সাক্ষিচৈতন্যরূপে অবস্থান করিবার জন্য অর্থাৎ পরব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য, জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা স্ববিনাশ প্রার্থনা করেন, কিন্তু যেমন অগ্নিপ্রবিষ্ট পুরুষের যে পর্য্যন্ত না দেহ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বপরিত্যাগ হয় না, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত না প্রারব্ধক্ষয় হয়, সেই পর্য্যন্ত জ্ঞানীর চিদাভাসরূপতার (জীবত্বের) পরিহার হয় না।

সেই হেতু চিদাভাসের ভ্রান্তি ও বিবেক এই দুইটি নিত্যমুক্ত সাক্ষীতে অধ্যস্ত, তাহারা বাস্তব নহে, এই কথা ভারতীতীর্থগুরু উপনিষৎ সংক্ষেপ বার্ত্তিকে ('অনুভূতিপ্রকাশে' "মুণ্ডক" বিবরণে) সম্যগ্‌রূপে নিরূপণ করিয়াছেন—

---

* রামকৃষ্ণকৃত টীকার অনুবাদ। আচ্ছা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে, চিদাভাসরূপতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এই হেতু, জীব নিজের বিনাশের জন্য কেন প্রবৃত্ত হইবে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যেমন দেবত্ব প্রাপ্তি ইত্যাদি। যেমন সংসারে যে সকল লোক দেবত্ব প্রাপ্তির কামনা করে, তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতন, প্রয়াগসঙ্গমে জলপ্রবেশ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ, সাক্ষিরূপে অবস্থানরূপ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল আছে বলিয়া, চিদাভাসের বিনাশসাধক ব্রহ্মজ্ঞানে লোকের প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়, ইহাই ভাবার্থ। ২৪২

ভাল, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা চিদাভাসরূপতা যদি বিদূরিত হয়, তবে তত্ত্ববিদের কেন জীবত্ব ব্যবহার হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত সেই জীবত্ব ব্যবহার সম্ভবপর হয় এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—"কিন্তু যেমন" ইত্যাদি। যেমন, যে ব্যক্তি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার দেহ যে পর্য্যন্ত না দাহ প্রভৃতির দ্বারা বিনষ্ট হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার মনুষ্যরূপে ব্যবহারে যোগ্যতা, তাহাকে পরিত্যাগ করে না (তখনও লোকে তাহাকে মনুষ্য বলে); এইরূপ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত তাহার চিদাভাসরূপে ব্যবহার নিবৃত্ত হয় না। ২৪৩

বোধাৎপুরা তু চিদভ্রান্ত্যা মগ্না ভোক্তরি শোচতি।
সা ভ্রান্তি র্ভোক্তৃনিষ্ঠৈব তদ্বিবেকোঽপি ভোক্তৃগঃ॥ ৬।৭৫

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে, চৈতন্য, ভোক্তায় মগ্ন হইয়া আপনাকে কর্ম্মফলভোক্তা মনে করিয়া শোক করেন। সেই ভ্রম, ভোক্তাতেই আছে, এবং সেই ভ্রমের নিবর্ত্তক বিবেকও সেই ভোক্তাতে।

ভোগাবান্তরভেদৌ হি ভ্রান্তিতদ্বাধকাবুভৌ।
ইতরারোপবন্তৌ চ চিত্যধ্যস্তৌ ন বাস্তবৌ॥ ৬।৭৬

সেই ভ্রম এবং সেই ভ্রমের নিবর্ত্তক বিবেক, উভয়েই (সেই ভোক্তার) ভোগের অবান্তরভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভোগ মাত্র। জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি যেমন চৈতন্যে আরোপিত, সেইরূপ ভ্রম ও ভ্রমনিবর্ত্তক বিবেক, উভয়ই চৈতন্যে আরোপিত, তাহারা বাস্তব নহে।

(আর—) এই নিত্যমুক্ত সাক্ষীর সাক্ষিতাও বাস্তব নহে, তাহা সাক্ষ্যের অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া, (শুদ্ধ চৈতন্যে) আরোপিত হইয়া থাকে। ইহা "অদ্বৈতমকরন্দ" রচয়িতা—(লক্ষ্মীধর কবি) এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন—

চেত্যোপরাগরূপা মে সাক্ষিতাপি ন তাত্ত্বিকী।
উপলক্ষণমেবেয়ং নিস্তরঙ্গচিদম্বুধেঃ॥ ২০। *

---

* এই শ্লোকটি—লক্ষ্মীধরকবি বিরচিত অষ্টাবিংশতি শ্লোকাত্মক "অদ্বৈত মকরন্দ" নামক গ্রন্থের বিংশতিতম শ্লোক। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক—

"জড়াজড় বিভাগোঽয়ং জড়ে ময়ি প্রকল্পিতঃ।
ভিত্তিভাগে সমে চিত্রচরাচরবিভাগবৎ॥

এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া—উক্ত গ্রন্থের "রসাভিব্যঞ্জিকা" নাম্নী ব্যাখ্যারচয়িতা স্বয়ংপ্রকাশ যতি লিখিতেছেন—(টীকানুবাদ) (শঙ্কা) ভাল, আত্মা এরূপ হইলেও, আত্মার ব্রহ্মরূপতা সম্ভবপর হয় না, কেন না আত্মার সংসারসাক্ষিতারূপ বিকল্পবৃত্তি রহিয়াছে। আর "অস্থূলমনণু" (বৃহদা, উ, ৩।৮।৮) এবং "নেতিনেতি" (ঐ, ৩।৯।২৬ ইত্যাদি), ইত্যাদি শ্রুতিবচনে ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং আত্মার ব্রহ্মরূপতা অসিদ্ধ। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) টীকার তাৎপর্য্য শ্লোকানুবাদে প্রদত্ত হইয়াছে)। মোট কথা মিথ্যা জড়ের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে শুদ্ধ চৈতন্যের উপলব্ধি অসম্ভব। মিথ্যা জড়ের সহিত চৈতন্যের এই কল্পিত সম্বন্ধই সাক্ষিতা।

চেত্যবস্তুর উপরাগবশতঃ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি সমস্ত জড় প্রপঞ্চের ছায়াপাত সদৃশ সম্বন্ধ বশতঃ, এই প্রত্যগাত্মা, সাক্ষী বলিয়া প্রতীত হন; তাঁহার সেই সাক্ষিতাও পরমার্থভূত বা সত্য নহে। কেন না, চেত্য বা জড় যখন অপরমার্থভূত বা মিথ্যা হইল. তখন তাহাকে লইয়া যে সাক্ষিতা সংঘটিত হয়, তাহা কখনও পারমার্থিক বা সত্য হইতে পারে না। এই সাক্ষিতা বস্তুতঃ তটস্থতা এবং নিস্তরঙ্গ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্বপ্রপঞ্চশূন্য চৈতন্যসমুদ্রের অসত্য জ্ঞাপিকামাত্র। ব্রহ্মের যেমন জগৎ কারণতা, ইহাও তদ্রূপ। তাহা হইলে, আত্মা বস্তুতঃ নির্ব্বিকল্প বলিয়া, আত্মার ব্রহ্মত্ব অসিদ্ধ নহে। চেত্য শব্দের অর্থ জড়পদার্থ।

যেহেতু ইহাই সিদ্ধান্ত, সেই হেতু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্‌চৈতন্য হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্মের পক্ষে—

(ক) মায়ার আশ্রয় হওয়া—

(খ) মায়া ও অহঙ্কার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়া—

(গ) নামরূপের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ ভোগ্যরূপ হওয়া—

(ঘ) অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের আকারে কর্ত্তা ও ভোক্তার রূপে সংসারী হওয়া বা জন্মান্তর পরিগ্রহ করা—

(ঙ) "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি" (বৃহদা, উ ১।৪।১০) সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। তিনি 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মাকে জানিয়াছিলেন—এই শ্রুতিবচনানুসারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করা, জীবন্মুক্ত হওয়া ও বিদেহমুক্ত হওয়া—এবং

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥

(ব্রহ্মবিন্দু, উ, ১০, গৌড়পাদীয়কারিকা ২।৩২)

(দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলে পর) প্রলয় নাই, জন্ম নাই, বদ্ধভাব নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই, এবং মুক্তও নাই, এইরূপ ভাবই পারমার্থিক ভাব—ইত্যাদি * শ্রুতিপ্রমাণের বলে, পরমার্থদৃষ্টিতে মায়ার আশ্রয়রূপ হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, বিদেহমুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যবহারের অতীত হওয়া—উপপন্ন হয়; অতএব মোক্ষশাস্ত্রেরও সফলতা সিদ্ধ হয়।

ইহাই এই প্রকরণ গ্রন্থের পিণ্ডীকৃত (সংক্ষিপ্ত) অর্থ এবং সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের মহাতাৎপর্য্য। অতএব ইহাতে কিছুই নিন্দার্হ নাই।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদানন্দভারতী
তীর্থমুনিবর্য্যশিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী বিরচিত
'বাক্যসুধা' নাম্নী টীকা
সম্পূর্ণ।
"শুভং ভবতু"।
"শ্রীর্জয়তি"।

---

* পঞ্চদশী ব্যাখ্যাকর্ত্তা রামকৃষ্ণ, এই শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যাবসরে (চিত্রদীপ, ২৩৫) সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন—মোক্ষ প্রভৃতি বাস্তব নহে। তিনি বলেন নিরোধ—নাশ; উৎপত্তি—দেহ সম্বন্ধ, বদ্ধ—সুখদুঃখাদিধর্ম্মবান্; সাধক—শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠাতা; মুমুক্ষু—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, মুক্ত—যাঁহার অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে (মাণ্ডুক্যকারিকা, বৈতথ্যপ্রকরণ, ৩২) বলিতেছেন—দ্বৈতভাব মাত্র প্রতিপাদন করাই ইহার তাৎপর্য্য নহে, কারণ তাহা হইলে, ইহা দ্বারা বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদই আসিয়া পড়ে। অদ্বৈতপ্রতিপাদনেই ইহার তাৎপর্য্য, কেন না কোন একটি আশ্রয় না থাকিলে, রজ্জু সর্পাদির ন্যায় মিথ্যা প্রপঞ্চের কল্পনাই হইতে পারে না। (সবিশেষ তত্র দ্রষ্টব্য) তদনুসারে, অমৃতবিন্দু (বা ব্রহ্মবিন্দু) উপনিষদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগী—ইহার তাৎপর্য্য এইরূপে নৈয়ায়িকের ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন "অতো নিষ্প্রতিযোগিক ব্রহ্মমাত্রসিদ্ধিঃ নিরঙ্কুশা"।

(ক) পরিশিষ্ট।

[১] ভাগত্যাগ লক্ষণা।

যে পদে যে অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে, তাহাই সেই পদের 'শক্যার্থ'। ইহার নামান্তর 'বাচ্যার্থ', 'অভিধেয়ার্থ' ও 'মুখ্যার্থ'। যেমন গাছ বৃক্ষ শব্দের শক্যার্থ।

যে স্থলে শব্দের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে বাক্যের তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না, সেই স্থলে শক্যার্থের সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়। সেই সম্বন্ধের নাম লক্ষণা। "গঙ্গায় গ্রাম আছে" বলিলে, জলপ্রবাহে গ্রাম থাকা অসম্ভব বলিয়া, 'গঙ্গা' শব্দে 'গঙ্গাতীর' বুঝিতে হয়। এস্থলে গঙ্গার সহিত তীরের সংযোগসম্বন্ধ ধরিয়া 'তীর' বুঝিতে হইল।

যে অর্থের জ্ঞান, পদের শক্তিদ্বারা হয় না, কিন্তু উক্তরূপ লক্ষণার দ্বারা হয়, সেই অর্থ সেই পদের লক্ষ্যার্থ। যেমন উক্ত দৃষ্টান্তে, 'গঙ্গাতীর' 'গঙ্গা' শব্দের লক্ষ্যার্থ।

লক্ষণা—(১) 'জহতী', (২) 'অজহতী' ও (৩) 'ভাগত্যাগ' ভেদে তিন প্রকার।

(১) যে স্থলে বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলে, বাচ্যার্থের সম্বন্ধীর প্রতীতি হয়, সে স্থলে লক্ষণার নাম জহতী লক্ষণা। যেমন উক্ত দৃষ্টান্তে ভাগীরথীজলপ্রবাহরূপ বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সেই জলপ্রবাহসংযোগসম্বন্ধবিশিষ্ট 'তীরে', 'গঙ্গা' পদের যে লক্ষণা করা হইল তাহা জহতী লক্ষণা। 'পথ গিয়াছে', 'উনুন জ্বলিতেছে', এই গুলিও জহতী লক্ষণার দৃষ্টান্ত। 'জহতী'—'হা' ধাতু নিষ্পন্নপদ, হা ধাতুর অর্থ পরিত্যাগ করা। জহতী যে পরিত্যাগ করে।

(২) যে পদ দ্বারা বাচ্যার্থসহিত বাচ্যার্থসম্বন্ধীর জ্ঞান হয়, সেই পদে অজহতী লক্ষণা বুঝিতে হয়। যেমন 'লাল দৌড়িতেছে' এই বাক্যে 'লাল' শব্দের বাচ্যার্থ 'লাল রং' বুঝিলে, তাহার দৌড়ান অসম্ভব হয়, সেই হেতু 'লাল রং' বিশিষ্ট অশ্ব কিম্বা গো কিম্বা অন্য কিছু দৌড়িতেছে, বুঝিতে হয়। এ স্থলে 'লাল' শব্দের বাচ্যার্থ লালরঙের সহিত অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট অশ্বাদিতে 'লাল' শব্দের অজহতী লক্ষণা হইল। লাল গুণের সহিত, অশ্বাদিগুণীর যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ, তাহাই হইল লক্ষণা, এবং বাচ্যার্থ লালরঙের পরিত্যাগ হইল না, তদধিক অশ্বাদির গ্রহণ হইল, এই হেতু এই লক্ষণা 'অজহতী' লক্ষণা।

দধি হইতে পিঁপড়া তাড়াইবার জন্য রৌদ্রে রাখিয়া ভৃত্যকে 'কাক হইতে দধি রক্ষা কর' বলিলে, সে কাক শব্দে কাকের সহিত বিড়ালাদিও বুঝে। ইহাও অজহতী লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

(৩) যে স্থলে পদের বাচ্যার্থ হইতে এক অংশের ত্যাগ এবং অপর অংশের গ্রহণ করিতে হয়, সেই স্থলে, সেই লক্ষণার নাম 'ভাগত্যাগ লক্ষণা,' ইহার নামান্তর 'জহতী-অজহতী লক্ষণা'।

যেমন পূর্ব্বদৃষ্ট কোনও ব্যক্তিকে দেখিয়া কেহ বলিল,—'সেইই এ'। এস্থলে 'সেই' শব্দের অর্থ অতীত কালে, ও অন্য দেশে অবস্থিত, এক কথায় পরোক্ষ। 'এ' শব্দের অর্থ বর্ত্তমান কালে ও সমীপে অবস্থিত, এক কথায় অপরোক্ষ। উভয় পদই এক বিভক্তিযুক্ত অর্থাৎ প্রথমান্ত থাকাতে, সেই সমান বিভক্তির বলে, উভয়ের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে অর্থাৎ উভয়ে একই বস্তুকে বুঝাইতেছে। তদুভয়ের একতা প্রতীত হইলেও, তাহারা বিরোধিধর্ম্মবান্—একটি পরোক্ষ, অপরটি অপরোক্ষ। সুতরাং তদুভয়ের একতা সম্ভবপর হয় না, এই কারণে লক্ষণা করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'জহতী' কিম্বা 'অজহতী' লক্ষণা

এস্থলে খাটে না, কেননা, 'জহতী' লক্ষণা করিলে, সেই ব্যক্তিটিকেও ছাড়িতে হয়, আর 'অজহতী' লক্ষণা করিলে, তাৎপর্য্য গ্রহণ অসম্ভব হয়, কেননা অতীত কাল ও অন্য দেশ, উক্ত ব্যক্তির সহিত উপস্থিত নাই। এই হেতু 'সেই' শব্দের অর্থ যে পরোক্ষতা সহিত ব্যক্তি এবং 'এ' শব্দের অর্থ যে অপরোক্ষতা সহিত ব্যক্তি, তদুভয় হইতে পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতা ভাগ পরিত্যাগ করিয়া, অবিরোধী ভাগ—ব্যক্তিমাত্রের গ্রহণ করিতে হইল।

এই পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতার সহিত ব্যক্তির 'আশ্রয়তা' সম্বন্ধ।

অবিরোধী অংশ—'ব্যক্তির', আপনার স্বরূপের সহিত 'তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ।

এই সম্পূর্ণ বাচ্যভাগের ব্যক্তির সহিত যে 'আশ্রয়তা-তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ, তাহাই লক্ষণা, এবং এই স্থলে, পরস্পর বিরোধী পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতা রূপ বাচ্যভাগের ত্যাগ ও অবিরোধী কেবল 'ব্যক্তি' রূপ বাচ্যভাগের গ্রহণ হইল বলিয়া, ইহা 'ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা'।

"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি চারিটি মহাবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের বোধক দুই দুইটি পদ আছে। (৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। সেই দুই দুই পদে সমান বিভক্তি থাকাতে অর্থাৎ দুইটিই প্রথমান্ত হওয়াতে, তাহার বলে উভয়েই একার্থবান—উভয়ের মধ্যে পরস্পর সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহার ফলে, তদুভয়ের বাচ্য জীব ও ঈশ্বরের একতা প্রতীত হইতেছে। কিন্তু তদুভয় পরস্পর বিরোধিধর্ম্ম বিশিষ্ট; তদুভয়ের একতা সম্ভবপর হয় না, এই হেতু সেই স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে সেই স্থলে 'জহতী' কিম্বা 'অজহতী' লক্ষণা করা সম্ভবপর হয় না, ভাগ-ত্যাগ লক্ষণাই সম্ভবপর হয়। এই হেতু উক্ত চারিটি মহাবাক্যে উক্ত দুই দুই পদের বাচ্য যে জীব ও ঈশ্বর—তাহা হইতে ধর্ম্মসহিত উপাধিরূপ বিরোধিবাচ্যভাগের ত্যাগ ও অবিরোধি চেতন ভাগের গ্রহণ হইতেছে।

[এ স্থলে, ধর্ম্ম সহিত মায়া ও অবিদ্যার, চেতনভাগের সহিত 'অধিষ্ঠানতা সম্বন্ধ,' এবং চেতনভাগের আপনার সহিত, 'তাদাত্ম্যসম্বন্ধ,' অর্থাৎ সমস্ত বাচ্য ভাগের চেতনভাগের সহিত 'অধিষ্ঠানতা-তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ —তাহাই হইল লক্ষণা এবং এই লক্ষণায় বিরোধিবাচ্যভাগের ত্যাগ ও অবিরোধি চেতনভাগের গ্রহণ হওয়াতে, ইহা হইল 'ভাগত্যাগ লক্ষণা'।]

১। তত্ত্বমসি বাক্যে।—(১) মায়া, (২) মায়ায় অবস্থিত আভাস, (৩) ও মায়ার অধিষ্ঠান যে চেতন—তাহাই সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞতাদিধর্ম্ম সহিত ঈশ্বর; তাহাই 'তৎ' পদের বাচ্য। এবং (১) ব্যষ্টি অবিদ্যা, (২) তাহাতে আভাস, (৩) ও তাহার অধিষ্ঠান চেতন—তাহাই অল্পশক্তি অল্পজ্ঞতাদি ধর্ম্মসহিত জীব; তাহাই 'ত্বম্' পদের বাচ্য।

উক্ত মহাবাক্য তদুভয়ের একতা বুঝাইতেছে, কিন্তু সেই একতা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে; এই হেতু আভাস সহিত মায়া ও মায়াকৃত সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞতাদিধর্ম্ম—'তৎ' পদের এই বাচ্য ভাগটুকু পরিত্যাগ করিয়া, চেতনভাগে 'তৎ' পদের 'ভাগত্যাগলক্ষণা'।

সেইরূপ আভাসসহিত অবিদ্যাংশ ও অবিদ্যাকৃত অল্পশক্তি অল্পজ্ঞতাদি ধর্ম্ম –'ত্বম্' পদের এই বাচ্য ভাগটুকু পরিত্যাগ করিয়া চেতন ভাগে 'ত্বম্' পদের 'ভাগত্যাগলক্ষণা'।

এইরূপে 'ভাগত্যাগলক্ষণা' করিলে, ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ যে লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ চেতনভাগ তাহারই একতা 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য বুঝাইতেছে। সেইরূপ,

২। "অয়ং আত্মা ব্রহ্ম"—এই মহাবাক্যে 'আত্মা' পদের বাচ্য জীব, ও 'ব্রহ্ম' পদের বাচ্য ঈশ্বর, (শুদ্ধ ব্রহ্ম নহে)। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই দুই পদের লক্ষণা করিতে হইবে।

লক্ষ্যার্থ পরোক্ষ নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য 'অয়ম্' (এই) শব্দের প্রয়োগ, অর্থাৎ সকলের অপরোক্ষ আত্মা—ব্রহ্ম, ইহাই মহাবাক্যার্থ। এই 'অপরোক্ষতা'র অর্থ—আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া বুদ্ধিরূপ জ্ঞানের বিষয় যে আত্মার স্বরূপ, তাহাই অপরোক্ষ। মহাবাক্যার্থোপলব্ধির পর যে অপরোক্ষতা সাধন করিতে হইবে, তাহার অর্থ—"আমিই স্বপ্রকাশ আত্মা" এইরূপে বুদ্ধিদ্বারা অবলোকনকরা। প্রথম প্রকারের অপরোক্ষতা সদাবিদ্যমান। দ্বিতীয় প্রকারের অপরোক্ষতা—বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ অপরোক্ষতা—অনিত্য, কদাচিৎ হইয়া থাকে।

৩। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই মহাবাক্যে 'অহম্' পদের বাচ্য জীব, এবং 'ব্রহ্ম' পদের বাচ্য ঈশ্বর। উভয় পদের চেতনভাগে লক্ষণা। 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম"—ইহাই মহাবাক্যার্থ।

৪। "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—এই মহাবাক্যে—'প্রজ্ঞান' পদের বাচ্য জীব, 'ব্রহ্ম' পদের বাচ্য ঈশ্বর। লক্ষণা পূর্ব্বের ন্যায়। লক্ষ্য যে ব্রহ্মাত্মা, তাহা আনন্দগুণবিশিষ্ট নহে, কিন্তু আনন্দরূপ, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'আনন্দ' শব্দের প্রয়োগ। আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম—আনন্দ স্বরূপ, ইহাই মহাবাক্যার্থ।

ভাগত্যাগলক্ষণা—কেবল মহাবাক্যেই হইয়া থাকে এমন নহে, অন্য বাক্যেও হইয়া থাকে। 'সত্যং', 'জ্ঞানম্' 'আনন্দম্' এই তিন পদ ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারাই শুদ্ধ ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, শক্তিবৃত্তি দ্বারা নহে, কেন না শুদ্ধ ব্রহ্ম কোন পদের বাচ্য নহে। এই হেতু ব্রহ্মবোধক সকল পদই বিশিষ্টের বাচক এবং শুদ্ধের লক্ষক।

মায়ার আপেক্ষিক সত্যতা এবং চেতনের নিরপেক্ষিক সত্যতা মিলিত হইয়া 'সত্য' পদের বাচ্য ; নিরপেক্ষিক সত্য তাহার লক্ষ্য।

বুদ্ধিরূপ জ্ঞান এবং স্বয়ং-প্রকাশ জ্ঞান উভয়ে মিলিয়া 'জ্ঞান' পদের বাচ্য এবং স্বয়ং-প্রকাশ ভাগ, তাহার লক্ষ্য।

বিষয়সবন্ধ জন্য সুখাকারা সাত্ত্বিক অন্তঃকরণবৃত্তি ও পরম প্রেমের আস্পদস্বরূপ সুখ, উভয়ে মিলিয়া 'আনন্দ' পদের বাচ্য; আর বৃত্তিভাগ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ ভাগ তাহার লক্ষ্য।

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি "সংক্ষেপশারীরকে" প্রতিপাদন করিয়াছেন যে সকল পদেরই লক্ষণা শুদ্ধ ব্রহ্মে।

[জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধ]

মহা বাক্যে যে জীব ও ঈশ্বরের একতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ কি প্রকার?

এই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ লইয়া অনেক মতভেদ হওয়াতে আভাসবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ প্রভৃতি কয়েকটি বাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

আভাসবাদিদিগের মধ্যে আবার মতভেদ আছে। এক প্রকার আভাস বাদিগণের মতে—

শুদ্ধ সত্ত্বগুণ সহিত মায়ায় প্রতিফলিত ব্রহ্মচৈতন্যের আভাস ঈশ্বর এবং অবিদ্যার * যে মলিন সত্ত্ববিশিষ্ট অংশ অন্তঃকরণের উপাদান কারণ, তাহাতে প্রতিফলিত চৈতন্যের আভাস—জীব।

---

* যদ্যপি অবিদ্যা, অজ্ঞান ও মায়া একই বস্তু তথাপি—

(১) শুদ্ধ ও সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বশতঃ ইহাকে 'মায়া' বলা যায় এবং

(২) মলিন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বশতঃ ইহার অজ্ঞান বা অবিদ্যা নাম হয়। রজোগুণের বা তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হইলে, সত্ত্বগুণকে মলিনসত্ত্ব বলে।

শুভ্র মসৃণ ফলকে সূর্য্যকিরণ যেমন বহুলপরিমাণে প্রতিফলিত হয় এবং রক্ত বা কৃষ্ণ ও বন্ধুর ফলকে সূর্য্যকিরণ যেমন অল্প প্রতিফলিত ও নিপীত হইয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের উপাধিতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ থাকাতে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি এবং জীবের উপাধিতে মলিন সত্ত্বগুণ থাকাতে জীব অল্পশক্তি, অল্পজ্ঞ ইত্যাদি।

জলপূর্ণ অনেক পাত্রে সূর্য্যের অনেক প্রতিবিম্ব (আভাস) পড়ে। তন্মধ্যে এক একটি প্রতিবিম্বকে ব্যষ্টি বলে। সকলগুলিকে লইয়া এক ধরিলে, তাহাকে সমষ্টি প্রতিবিম্ব (আভাস) বলে।

তন্মধ্যে জলের অভাব বশতঃ যে প্রতিবিম্বের অভাব হইবে, তাহারই সূর্য্যের সহিত অভেদ বলা হয়, অন্যের নহে। এই রূপে যখন সকল প্রতিবিম্বের অভাব হইবে, তখন সেই সমষ্টি প্রতিবিম্বের সূর্য্যের সহিত অভেদ বলা হইবে।

সেইরূপ—

অনেক বুদ্ধি বা অবিদ্যাংশরূপ জলে, ব্রহ্মের অনেক প্রতিবিম্ব বা আভাস পড়ে, তন্মধ্যে এক এক প্রতিবিম্বকে ব্যষ্টি বলে, আর সকলগুলি মিলিয়া এক হইলে, তাহাকে সমষ্টি প্রতিবিম্ব বলে। তন্মধ্যে অনেক ব্যষ্টি প্রতিবিম্ব—জীব ; এক সমষ্টি প্রতিবিম্ব—ঈশ্বর। তন্মধ্যে যে জীবের উপাধি বশতঃ অভাব হইবে, তাহারই ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলা হয়। অবশ্য সেই অভেদ ঔপচারিক মাত্র।

এইরূপে যখন সকল জীবের অভাব হইবে, তখন সেই সমষ্টি প্রতিবিম্ব-রূপ ঈশ্বরের বিদেহমোক্ষ হইবে।

এই আভাসবাদিগণ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবোধক, কিম্বা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি জীব ব্রহ্মের অভেদবোধক শ্রুতিবাক্যে, ভাগত্যাগলক্ষণা স্বীকার করেন না, কিন্তু "গঙ্গায় গ্রাম"

এই বাক্যে, যেমন সমস্ত বাচ্যভাগের ত্যাগ হয়, সেইরূপ উক্ত শ্রুতিবাক্য সমূহে সমস্ত বাচ্যভাগ পরিত্যাগ করিয়া, তৎসম্বন্ধিব্রহ্মের গ্রহণ করিয়া 'জহতী'লক্ষণা স্বীকার করেন।

ইঁহারা অধিষ্ঠান কূটস্থ স্বীকার না করিয়া, কেবল বুদ্ধিসহিত বা অবিদ্যাসহিত চিদাভাসকে জীব বলেন। সেই হেতু মোক্ষের নিমিত্ত সাধনা করিয়া মোক্ষদশায় উপস্থিত হইলে, সেই সমগ্র জীবের তিরোভাব ঘটে। ইহা ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মূলধনবিনাশ করার ন্যায় হইয়া পড়ে, অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধনা করিয়া জীবের স্বরূপই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত জানিলে, কাহারও মোক্ষ সাধনায় প্রবৃত্তি হইবে না।

এই কারণে এই পক্ষ সমীচীন নহে। "পঞ্চদশী" গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি,—

অধিষ্ঠানকূটস্থ সহিত চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধি বা অবিদ্যাকে জীব এবং অধিষ্ঠানব্রহ্মসহিত চিদাভাস বিশিষ্ট মায়াকে ঈশ্বর—স্বীকার করিয়াছেন।

জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ এইরূপ স্বীকার করিলে মহাবাক্য প্রভৃতি স্থলে, বাচ্যভাগের একদেশত্যাগ ও একদেশগ্রহণরূপ ভাগত্যাগ লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্চদশীর চিত্রদীপাধ্যায়ে বিদ্যারণ্য, কূটস্থ ব্রহ্ম, জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ, আকাশের দৃষ্টান্ত দিয়া এইরূপে বুঝাইয়াছেন—

একটি জলপূর্ণ ঘট ও মেঘ লইয়া আকাশের চারিপ্রকার ভেদ কল্পনা করা যায়, যথা—(১) ঘটাকাশ, (২) জলাকাশ, (৩) মেঘাকাশ ও (৪) মহাকাশ।

(১) আকাশের যে অংশটুকু একটি জলপূর্ণ ঘটকে অবকাশ দেয়, সেই অংশটুকু ঘটাকাশ।

(২) সেই জলপূর্ণ ঘটে নক্ষত্রাদি সহিত আকাশের যে প্রতিবিম্ব

পড়ে, সেই আকাশপ্রতিবিম্ব * ও ঘটাকাশ উভয়কে একত্র করিলে, তাহার নাম জলাকাশ।

(৩) আকাশের যে অংশটুকু মেঘকে অবকাশ দেয় এবং মেঘস্থ জলে, আকাশের যে প্রতিবিম্ব † পড়ে, তদুভয় একত্র করিলে তাহার নাম মেঘাকাশ।

(৪) ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র একরস, ব্যাপক যে আকাশ তাহাকে মহাকাশ বলে।

সেইরূপ :—

(১) বুদ্ধি বা ব্যষ্টি অজ্ঞানের যে অধিষ্ঠানচেতন, তাহাই কূটস্থ—তাহা ঘটাকাশস্থানীয়।

(২) বুদ্ধি বা ব্যষ্টি অজ্ঞানস্থ চিদাভাস, বুদ্ধি ও তাহার অধিষ্ঠান-চেতন (কূটস্থ) একত্র মিলিয়া জীব—তাহা জলাকাশস্থানীয়।

(৩) মায়া ও মায়াবস্থিত চিদাভাস ও মায়ার অধিষ্ঠান চেতন, মিলিয়া ঈশ্বর—তাহা মেঘাকাশস্থানীয়।

(৪) ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ও বাহিরে ভরপুর যে চেতন, তাহাই ব্রহ্ম—তাহা মহাকাশস্থানীয়।

আকাশপ্রতিবিম্বের বা মুখাদি প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান—ঘটাকাশ ও দর্পণাদি।

পরিণামি উপাদান—জল এবং অবিদ্যাদি।

নিমিত্তকারণ—মহাকাশের বা মুখাদির সহিত জলদর্পণাদি উপাধির সন্নিধি।

---

* বৈদান্তিকগণ বলেন রূপরহিত আকাশের প্রতিবিম্ব অসম্ভব নহে। কেননা গোষ্পদ পরিমাণ জলে মহদ্‌ পরিমাণ গভীরতা প্রতিবিম্বে প্রতীত হয়। রূপরহিত শব্দের প্রতিধ্বনি বা প্রতিবিম্ব হয় দেখিয়া রূপরহিত আকাশেরও প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হয়।

† বৃষ্টি দেখিয়া মেঘে জল অনুমিত হয়, এবং জল মাত্রেই আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, দেখিয়া, মেঘস্থ জলে আকাশের প্রতিবিম্ব অনুমিত হয়।

সেই প্রতিবিম্বের বাধা (তিরোভাব) হইলে, আপন বিম্ব মুখাদির সহিত অভেদ হয়। তথাপি যেপর্য্যন্ত জল দর্পণাদি ও আকাশমুখাদির সন্নিধিরূপ নিমিত্ত থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত বাধিত (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত) প্রতিবিম্বের অনুবৃত্তি বা প্রতীতি হইবে। এইরূপ প্রতীতির নাম বাধিতানুবৃত্তি।

সেইরূপ :—

চিদাভাসরূপ জীবের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান—কূটস্থ।
পরিণামি উপাদান—নানা বুদ্ধি বা অজ্ঞানাংশ।
নিমিত্তকারণ—প্রারব্ধ।

তন্মধ্যে যে চিদাভাসটি বুদ্ধি বা অজ্ঞানাংশ রূপ উপাধি সহিত আপনার স্বরূপের বাধা ঘটাইয়া (মিথ্যাত্বনিশ্চয় করিয়া), (মহাবাক্যস্থ) অহম্ প্রভৃতি জীববাচক পদের লক্ষ্যার্থ যে অধিষ্ঠান কূটস্থ রূপ নিজরূপ তাহার অভিমান করিয়া (তাহাই আমি এইরূপ ভাবিয়া), সেই "অহম্" প্রভৃতি পদের লক্ষ্যার্থ কূটস্থের বিম্বরূপ ব্রহ্মের সহিত যে পূর্ব্বসিদ্ধ একতা আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে, সেই মুক্ত, অন্য চিদাভাসগুলি বদ্ধ।

যদ্যপি উক্ত "অহং ব্রহ্মাস্মি"রূপ জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যারূপ উপাদানের নাশ হওয়াতে, সেই অবিদ্যার কার্য্য জগৎসহিত চিদাভাসের বাধা (মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) ঘটে, তথাপি যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ রূপ নিমিত্ত থাকে, সেই পর্য্যন্ত, সেই বাধিত (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত) দেহাদি জগতের সহিত চিদাভাসের অনুবৃত্তি (প্রতীতি) থাকে। যখন প্রারব্ধের অবসান হয়, তখন সেই প্রতীতিরও অভাব হয়। তাহাই তাহার বিদেহ মোক্ষ। প্রথম আভাসবাদীর পক্ষ অপেক্ষা, এই দ্বিতীয় পক্ষ উত্তম; ইহা বিদ্যারণ্য ও তাঁহার গুরু ভারতীতীর্থের অনুমোদিত। ভগবান

শঙ্করাচার্য্য "বাক্যবৃত্তি" ও "উপদেশসাহস্রী" গ্রন্থে এই আভাসবাদই বিবৃত করিয়াছেন।

প্রতিবিম্ববাদ।

প্রতিবিম্ববাদী "পঞ্চপাদিকা" রচয়িতা বিবরণাচার্য্যের মতে—

একই অজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি। সেই অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব জীব; এবং বিম্ব ঈশ্বর।

অজ্ঞান ঈশ্বরেরও উপাধি বটে, কিন্তু ঈশ্বর জীবের ন্যায় অজ্ঞ নহেন, তাহার কারণ, উপাধি আপন স্বভাব প্রতিবিম্বে অর্পণ করিতে পারে, কিন্তু বিম্বে পারে না। যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে। কণ্ঠের উপর অবস্থিত মুখ হইল বিম্ব। সেইস্থলে দর্পণ, লাল নীল ইত্যাদি বর্ণের কিম্বা ফাটা হইলে, তজ্জনিত দোষগুলি প্রতিবিম্বে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কণ্ঠের উপরিস্থিত মুখে উক্তরূপ কোনও দোষ দেখা যায় না। সেই প্রকার অজ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপ জীবে অল্পজ্ঞতাদিরূপ অজ্ঞানকৃত দোষ দেখা যায়, বিম্বরূপ ঈশ্বরে নহে। এই হেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সর্ব্বজ্ঞতা আরোপিত মাত্র, কেননা এই প্রতিবিম্ববাদে শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বর, তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্মসম্ভব হয় না, কিন্তু জীবের, অল্পজ্ঞতাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া, শুদ্ধ ব্রহ্মে বিম্বতা, ঈশ্বরতা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতির আরোপ করা হয়; পারমার্থিক পক্ষে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই শুদ্ধ ব্রহ্ম, তদুভয়ে কোন ধর্ম্মই সম্ভবপর হয় না।

পূর্ব্বোক্ত আভাসবাদ ও প্রতিবিম্ববাদের প্রভেদ এই যে আভাসবাদে আভাস যে রূপ মিথ্যা প্রতিবিম্ববাদে; প্রতিবিম্ব সেইরূপ মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য; কেননা প্রতিবিম্ববাদীর সিদ্ধান্ত এই যে দর্পণে মুখের যে

প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মুখের ছায়া নহে। ছায়া হইলে, বস্তুর (অর্থাৎ বিম্বের) মুখ ও পৃষ্ঠ যে দিকে থাকে, প্রতিবিম্বের মুখ ও পৃষ্ঠ সেই দিকেই হইত; কিন্তু প্রতিবিম্বে মুখ ও পৃষ্ঠ পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে, এই হেতু প্রতিবিম্ব ছায়া নহে, সেই হেতু মিথ্যা নহে, সত্য। যাহা ঘটে তাহা এই—অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্র দ্বারা বহির্গত হইয়া দর্পণকে আপনার বিষয়ীভূত করিতে যায়, কিন্তু দর্পণকে বিষয় করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ দর্পণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কণ্ঠের উপরে অবস্থিত মুখকে বিষয় করে। অলাত চক্রে যেরূপ চক্র না থাকিলেও ভ্রমণের বেগ বশতঃ চক্রের ভান হয়, সেইরূপ এস্থলেও অন্তঃকরণ বৃত্তির বেগবশতঃ মুখ দর্পণে অবস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ মুখ কণ্ঠের উপরেই অবস্থিত, দর্পণে নহে; আর দর্পণে মুখের ছায়াও পড়ে না। বৃত্তির বেগ বশতঃ দর্পণে যে মুখের প্রতীতি হয়, তাহাই প্রতিবিম্ব।

দর্পণরূপ উপাধির সম্বন্ধ বশতঃ কণ্ঠোপরি অবস্থিত মুখই, বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়, আর বিচার করিলে বিম্বপ্রতিবিম্বভাব বস্তুতঃ নাই।

সেইরূপ

অজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ হেতু, অসঙ্গচেতন, বিম্বরূপ ঈশ্বর ভাব ও প্রতিবিম্বরূপ জীবভাব ধারণ করে, আর বিচার দৃষ্টিতে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব আদৌ নাই।

অজ্ঞান বশতঃ অসঙ্গচেতনে যে জীব ভাব প্রতীতি হয়, তাহাকেই অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব বলা হয়। এই হেতু বিম্বভাব ও প্রতিবিম্বভাব মিথ্যা, কিন্তু স্বরূপতঃ বিম্বপ্রতিবিম্ব সত্য, কেননা বিম্ব প্রতিবিম্বের স্বরূপ দৃষ্টান্তে মুখ, ও দার্ষ্টান্তে চেতন এবং সেই মুখ ও চেতন সত্য।

এইরূপে প্রতিবিম্বের স্বরূপতঃ সত্যতাহেতু, প্রতিবিম্ব সত্য, কিন্তু আভাসের স্বরূপ ছায়া বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে, আভাস মিথ্যা।

এই বিম্বপ্রতিবিম্ব বাদে—

বিম্বই—প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান।

মুখাদি বিম্বের অজ্ঞানই—পরিণামি উপাদান।

দর্পণ ও বিম্বের সন্নিধি প্রভৃতি—নিমিত্তকারণ।

বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের অভেদজ্ঞান দ্বারা প্রতিবিম্বভাবের নিবৃত্তি হয়; কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিম্ব ও দর্পণের সন্নিধিরূপ উপাধি থাকে, সেই পর্য্যন্ত প্রতিবিম্বভাব বস্তুতঃ মিথ্যা এবং তাহা নাই এইরূপ জানা থাকিলেও প্রতিবিম্বের স্বরূপের প্রতীতি হয়। যখন দর্পণাদি অপসৃত হয় তখন প্রতিবিম্ব প্রতীতিরও অভাব হয়।

সেইরূপ একই অজ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বিম্বে জীবরূপ প্রতিবিম্বভাব প্রতীত হয়। তাহার উপাদান অজ্ঞান ও অধিষ্ঠান শুদ্ধ ব্রহ্ম। নিমিত্ত কারণ অদৃষ্ট। যখন সেই প্রতিবিম্বের আপনার বিম্ব ব্রহ্মের সহিত একতা প্রতীত হইবে, তখন তাহার প্রতিবিম্বভাব (জীবভাব) নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধরূপ উপাধি (নিমিত্ত) থাকে, সেই পর্য্যন্ত বাধিত (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত) জগতের সহিত এই জীবের জীবভাব রহিত স্বরূপের প্রতীতি হয়। যখন প্রারব্ধের অবসান হয়, তখন সেই প্রতীতিরও অভাব হইয়া, কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে। তাহাই তাহাই বিদেহ মোক্ষ।

(দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের ন্যায়) এই মতেও একটি মাত্র জীব স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ জীব স্বপ্ন দ্রষ্টার ন্যায় মুখ্যতঃ একটিমাত্র অপর জীব স্বপ্নদৃষ্ট জীবের ন্যায়, জীবাভাস মাত্র। সেই হেতু সেই একজীবকল্পিত ঈশ্বরও

এক, তবে নানা ঈশ্বর স্বীকারে আপত্তি নাই, সেই সকল ঈশ্বর জীবাভাস কল্পিত।

এইরূপে আভাসবাদ ও প্রতিবিম্ববাদের মধ্যে প্রভেদ আছে।

অবচ্ছেদবাদ।

এই মতে শুদ্ধসত্ত্বগুণ সহিত মায়াবিশিষ্ট চেতন, ঈশ্বর। অন্তঃকরণের উপাদান মলিনসত্ত্বগুণসহিত অবিদ্যাংশবিশিষ্ট চেতন, জীব।

এইরূপ, কার্য্যকারণোপাধিবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ, প্রভৃতি কয়েকপ্রকার বাদ আছে। অপ্যয়দীক্ষিত প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত "সিদ্ধান্তলেশ" নামক গ্রন্থে এবং নিশ্চল দাস প্রণীত হিন্দীভাষায় বিরচিত "বৃত্তিপ্রভাকর" নামক গ্রন্থের অষ্টম প্রকাশে বিবিধবাদের বর্ণনা ও সমালোচনা আছে। সকল গুলিই অদ্বৈত আত্মার প্রতিপাদক।

জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া অদ্বৈতাত্মপ্রতিপাদক যতগুলি মতবাদ আছে, তন্মধ্যে জীব স্বরূপতঃ এক অথবা বহু এই বিষয়েই মতভেদ দেখা যায়। আর সকল মতেই ঈশ্বর এক সর্ব্বজ্ঞ ও নিত্যমুক্ত। অদ্বৈতবাদী কেহই ঈশ্বরের আবরণ স্বীকার করেন না। যিনি ঈশ্বরে আবরণ স্বীকার করেন, তিনি বেদান্তসম্প্রদায় বহির্ভূত। অজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছু মতভেদ আছে। বাচস্পতি মিশ্র বলেন অজ্ঞানের আশ্রয় জীব, বিষয় ঈশ্বর। তাঁহার মতে, জীবের অজ্ঞানকল্পিত ঈশ্বর ও প্রপঞ্চ নানা, কিন্তু জীবের অজ্ঞান কল্পিত হইলেও ঈশ্বরকে তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মানেন এবং ঈশ্বরে আবরণ স্বীকার করেন না।

[উভয়পদে ভাগত্যাগলক্ষণার সার্থকতা]

মহাবাক্যে বিরোধ দূর করিবার নিমিত্ত জীববাচক ও ঈশ্বরবাচক উভয় পদেই ভাগত্যাগলক্ষণা করা হয়। তাহাতে কেহ আপত্তি করিয়া বলিলেন—একপদে ভাগত্যাগ লক্ষণা করিলেই যখন বিরোধপরিহার হয়, তখন উভয়পদে ভাগত্যাগ লক্ষণা করিবার প্রয়োজন নাই। আপত্তির তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বজ্ঞতাদিবিশিষ্টের, অল্পজ্ঞতাদিবিশিষ্টের সহিত একতা সম্ভবে না বটে, তথাপি সর্ব্বজ্ঞতাদিবাচক অথবা অল্পজ্ঞতা-দিবাচক একটি পদের লক্ষ্য যে শুদ্ধ চেতন, তাহাকে ধরিয়া তাহার অল্পজ্ঞতাদিবিশিষ্ট, কিম্বা সর্ব্বজ্ঞতাদিবিশিষ্টের সহিত একতা সম্ভবপর হয়। যেমন 'ঐ শূদ্র মনুষ্যটি ব্রাহ্মণ' এই বাক্যে শূদ্রত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট মনুষ্যের ব্রাহ্মণত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্টের সহিত একতা বর্ণন সম্ভবপর হয় না, কিন্তু 'ঐ মনুষ্যটি ব্রাহ্মণ'—এই বাক্যে শূদ্রত্বধর্ম্মরহিত শুদ্ধ মনুষ্যের ব্রাহ্মণত্ব বিশিষ্টতা সম্ভবপর হয়। সেইরূপ অল্পজ্ঞতাদিধর্ম্মবিশিষ্ট চেতনের সর্ব্বজ্ঞতাদিধর্ম্মবিশিষ্টের সহিত একতা বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু জীববাচক পদের চেতনে লক্ষণা করিয়া, চেতনমাত্রের সর্ব্বজ্ঞতাধর্ম্ম বিশিষ্টের সহিত একতা বর্ণনা কিম্বা ঈশ্বরবাচক পদের চেতনে লক্ষণা করিয়া, চেতন মাত্রের অল্পজ্ঞতাবিশিষ্টের সহিত একতা বর্ণনায়, কোনও বিরোধ নাই।

সমাধান—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেন না যদি ঈশ্বরবাচক পদে লক্ষণা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মহাবাক্যের অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়—'তৎ' পদের লক্ষ্য যে অদ্বয়, অসঙ্গ, মায়ামলরহিত চেতন, তাহাই কাম কর্ম্ম ও অবিদ্যার অধীন, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি, পরিচ্ছিন্ন পুণ্যপাপ, সুখদুঃখ, জন্মমরণ, গমনাগমন প্রভৃতি অনন্ত অনর্থের পাত্র। মহাবাক্যের এইরূপ অর্থ ধরিলে জিজ্ঞাসুকে এই অর্থেই বুদ্ধির স্থিতি করিতে হইবে,

এবং যাহাতে বুদ্ধির স্থিতি হয়, প্রাণ বিয়োগ হইলে পর তাহারই প্রাপ্তি হয়। ইহাতে মহাবাক্যবিচারের ফলে মুমুক্ষুর বন্ধনপ্রাপ্তিই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর—

যদি জীববাচক পদেই লক্ষণা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই লক্ষণা, হয় (১) ব্যাপক চেতনে, না হয়, (২) জীবোপাধি পরিচ্ছিন্ন সাক্ষি-চেতনে, হইবে। কিন্তু যাহা বাচ্যার্থের অন্তর্গত, তাহাতেই ভাগত্যাগলক্ষণা সম্ভবপর হয়। আর ব্যাপক চেতন জীববাচক পদের বাচ্যার্থের অন্তর্গত নহে, কিন্তু জীবোপাধিবিশিষ্ট দেশে যে সাক্ষিচেতন, তাহাই জীববাচক পদের বাচ্যার্থের অন্তর্গত। এই হেতু সেই সাক্ষিচেতনেই জীববাচক পদের লক্ষণা করিতে হয়। কিন্তু সেই সাক্ষিচেতনে সর্ব্বহৃদয়ের প্রেরকতা, সর্ব্বপ্রপঞ্চের ব্যাপকতা প্রভৃতি ঈশ্বরধর্ম্ম অসম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ সাক্ষী সদা অপরোক্ষ, তাহাতে পরোক্ষতারূপ ঈশ্বরধর্ম্ম অত্যন্ত অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, যাহা মায়ারহিত, তাহাকে মায়াবিশিষ্ট বলা দণ্ড-রহিত পুরুষকে দণ্ডী বলার ন্যায় অসম্ভব হয়।

এই হেতু সাক্ষিচেতনের সহিত ঈশ্বরের অভেদ বলিলে মহাবাক্য অসম্ভব অর্থের প্রতিপাদক হয়।

এইকারণে, উভয় পদেই ভাগত্যাগলক্ষণা করিয়া মহাবাক্য চতুষ্টয়ের অর্থোপলব্ধি করিতে হয়। সেইরূপে অর্থোপলব্ধি না করিলে, জীববাচক ও ঈশ্বরবাচক উভয় পদের ওতপ্রোতভাব অর্থাৎ 'তাহাই তুমি' 'তুমিই তাহা', 'আমিই ব্রহ্ম' 'ব্রহ্মই আমি' ইত্যাদিরূপ অন্বয় বা ব্যতিহার ঘটে না। সেইরূপ ওতপ্রোত ভাব না হইলে, পরোক্ষতাভ্রান্তি ও পরিচ্ছিন্নতাভ্রান্তি কাটে না।

তাৎপর্য্য এই যে—"তৎ ত্বম্" এইরূপ ভাবনার দ্বারা 'তৎ'পদের

অর্থের সহিত 'ত্বম্' পদের অর্থের অভেদধারণা হয়। সেই 'ত্বম্' পদের অর্থ সাক্ষী নিত্য অপরোক্ষ। এই হেতু অপরোক্ষতাভ্রান্তি বিনষ্ট হয়। 'ত্বম্ তৎ' এইরূপ ভাবনা দ্বারা 'ত্বম্' পদের অর্থের সহিত 'তৎ' পদের অর্থের অভেদধারণা হয়। সেই 'তৎ' পদের অর্থ ব্যাপক; এই হেতু পরিচ্ছিন্নতাভ্রান্তি বিনষ্ট হয়। অপর তিন মহাবাক্যেও, "অহং ব্রহ্ম", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ও "আত্মা ব্রহ্ম" এইরূপ ভাবনা দ্বারা পরিচ্ছিন্নতা বিনষ্ট হয় এবং "ব্রহ্ম অহম্" "ব্রহ্ম প্রজ্ঞানম্" ও "ব্রহ্ম আত্মা" এইরূপ ভাবনা দ্বারা পরোক্ষতা বিনষ্ট হয়।

যেমন গমন ও আগমন উভয়ই না হইলে, সম্যক্ পথপরিচয় হয় না, সেইরূপ ওতপ্রোতভাব বিনা অভেদ জ্ঞান হয় না। এই হেতু গুরুমুখে মহাবাক্যোপদেশের পর জিজ্ঞাসুকে ওতপ্রোতভাব অভ্যাস করিতে হয়। কারণ তখনও অধিকাংশস্থলে, ব্রহ্ম ও আত্মা সম্বন্ধে পরোক্ষতাভ্রম ও পরিচ্ছিন্নতাভ্রম থাকিয়া যায় এবং সেইরূপ ভ্রম, বিনা কারণে সম্ভবে না। সে স্থলে, ব্রহ্মে অবস্থিত মায়া এবং আত্মায় অবস্থিত অবিদ্যা ভিন্ন অন্য কোনও কারণের সম্ভাবনা নাই। সেই মায়া ও অবিদ্যা পূর্ব্ব হইতেই, ব্রহ্ম ও আত্মার আশ্রিত ছিল। জিজ্ঞাসু যখন 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থদ্বয়ের শোধন করিলেন, তখনই সেই মায়া ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইল। যেমন ঘট স্বরূপের বিচার করিবার পর, ঘটবিষয়ক অবিদ্যা থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম ও আত্মবিষয়ক বিচার করিবার পর তৎতদ্বিষয়ক মায়া ও অবিদ্যা থাকে না। তদুভয় সেই অধিকারীর পক্ষে বাধিত (অপনোদিত) হয়। আর, তৃতীয় কোনও চেতন নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই মায়া ও অবিদ্যা থাকিতে পারে, কেননা, চেতনভিন্ন অন্য কোনও জড় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া মায়া ও অবিদ্যা থাকিতে পারে না। আর মায়া

ও অবিদ্যা না থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভ্রান্তি সম্ভবে না এবং জিজ্ঞাসুর চিত্তে যে ভ্রান্তি প্রতীত হইতেছে, মায়া ও অবিদ্যা ভিন্ন তাহার অন্য কোনও কারণ সম্ভবে না। এই অর্থাপত্তিপ্রমাণ দ্বারা ('খ' পরিশিষ্ট পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য) মায়া ও অবিদ্যার স্থিতি স্বীকার করিতে হয়। এই হেতু, মহাবাক্যের উপদেশের পরে, সেই মায়া ও অবিদ্যা কোথায় থাকিয়া পরোক্ষতা ও পরিচ্ছিন্নতা রূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করে?

এই আশঙ্কার সমাধান এই যে—যদ্যপি 'তৎ' 'ত্বম্' প্রভৃতি পদার্থ শোধন করিবার পর, বিচারিত ব্রহ্ম ও আত্মবিষয়ে, মায়া ও অবিদ্যার থাকা সম্ভব নহে, তথাপি ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ের একতা, (যাহা মহাবাক্য চতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য) সম্যকরূপে বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় নাই, কিন্তু অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। মায়া ও অবিদ্যা, সেই একতায় অবস্থিত থাকিয়া, পরোক্ষতা ও পরিচ্ছিন্নতা রূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে। সেই ভ্রান্তি নিবারণের জন্য ওতপ্রোত ভাব কর্ত্তব্য। ওতপ্রোতভাবের অভ্যাসদ্বারা একতার সম্যক্ জ্ঞান হইলে, মায়া ও অবিদ্যা নিবৃত্ত হয় এবং তৎসঙ্গেই পরোক্ষতা ও পরিচ্ছিন্নতারূপ ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়।

পরিশিষ্ট (খ)

বেদান্তশাস্ত্রের উপযোগী—

অনুমান প্রমাণ নিরূপণ।

সামগ্রীসহিত অনুমিতিপ্রমার নির্দ্ধারণ।

অনুমিতিপ্রমার করণকে * "অনুমান" প্রমাণ কহে। লিঙ্গজ্ঞান জন্য যে জ্ঞান তাহাকে "অনুমিতি" বলে। যেমন পর্ব্বতে ধূমের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইলে, বহ্নির জ্ঞান জন্মে; সে স্থলে ধূমের প্রত্যক্ষজ্ঞানকে লিঙ্গজ্ঞান বলে। তাহা হইতে বহ্নির জ্ঞান জন্মে। এইহেতু পর্ব্বতে বহ্নির জ্ঞান "অনুমিতি"।

যাহার জ্ঞান হইতে সাধ্যের জ্ঞান হয়, তাহার নাম "লিঙ্গ"। অনুমিতি জ্ঞানের বিষয়ের নাম "সাধ্য"। এস্থলে অনুমিতি জ্ঞানের বিষয় বহ্নি, সেইহেতু বহ্নি "সাধ্য।" ধূমের জ্ঞান হইতে বহ্নিরূপ সাধ্যের জ্ঞান হয়, এই হেতু ধূম হইল "লিঙ্গ"। ব্যাপ্যের জ্ঞান হইতে ব্যাপকের জ্ঞান হয়, এই হেতু ব্যাপ্যকে লিঙ্গ বলে; ব্যাপককে "সাধ্য" বলে।

যাহাতে ব্যাপ্তি আছে, তাহাকে "ব্যাপ্য" বলে। ব্যাপ্তির নিরূপককে "ব্যাপক" বলে।

অবিনাভাব সম্বন্ধকে "ব্যাপ্তি" বলে। যেমন ধূমে বহ্নির অবিনাভাব রূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি। এই হেতু ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। সেই ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের নিরূপক হইল বহ্নি; এই হেতু ধূমের ব্যাপক বহ্নি।

---

* যথার্থ অনুভবের নাম প্রমা, বা প্রমাণজন্য জ্ঞানের নাম প্রমা। প্রমার করণকে প্রমাণ বলে। ব্যাপার বিশিষ্ট অসাধারণ কারণের নাম করণ অথবা, যে অসাধারণ কারণ ব্যাপার হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ব্যাপার নহে, তাহাকে করণ বলে। যথা দণ্ড, চক্র ইত্যাদি ঘটের করণ। (পরপৃষ্ঠার পাদটীকায়, "অসাধারণ কারণ," "করণ" প্রভৃতির লক্ষণ দ্রষ্টব্য।)

যাহাকে ছাড়িয়া যাহা থাকে না, তাহার অবিনাভাব সম্বন্ধ তাহাতে আছে, এইরূপ বলা হয়। বহ্নি বিনা ধুম হয় না, এই হেতু বহ্নির অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ ধূমে আছে। বহ্নিতে ধূমের অবিনাভাব সম্বন্ধ নাই; কেন না তপ্তলৌহে ধুম বিনা বহ্নি দেখা যায়। এই হেতু ধূমের ব্যাপ্য বহ্নি নহে, বহ্নির ব্যাপ্য ধুম।

এইহেতু যে স্থলে অনুমিতি হয় সেই স্থলে, প্রথমে রন্ধনশালাদিতে বার বার বহ্নিধুমের সহচার (একত্রাবস্থান) দেখিয়া, মূল হইতে অবিচ্ছিন্ন ঊর্দ্ধগামী ধূমের রেখায়, বহ্নির ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষরূপ নিশ্চয় হয়। পর্ব্বতাদিতে হেতু প্রত্যক্ষ হয়, তাহার পর সংস্কারের উদ্ভব হইলে ব্যাপ্তির স্মৃতি হয়, তাহার পর 'পর্ব্বত বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতি জ্ঞান হয়, সেই স্থলে—

ব্যাপ্তির অনুভব হইল "করণ, (১) ব্যাপ্তির স্মৃতি হইল "ব্যাপার"। "পক্ষে", "সাধ্যের" জ্ঞানরূপ অনুমিতি হইল ফল।

---

(১) কার্য্যের নিয়ত অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা থাকে তাহাকে "কারণ" বলে। সেই কারণ দুই প্রকারের হইয়া থাকে যথা (১) সাধারণ (২) অসাধারণ।

১। সকল কার্য্যের কারণকে "সাধারণ কারণ" বলে।

২। কোনও এক কার্য্যের কারণকে "অসাধারণ কারণ" কহে।

১। ঈশ্বর ও তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দিক্‌, কাল, অদৃষ্ট, প্রাগভাব ও প্রতিবন্ধকা-ভাব, এই নয়টি সাধারণ কারণ।

২। ইহা হইতে ভিন্ন (যেমন ঘটাদির কপালাদি কারণ), সকল কারণকে অসাধারণ কারণ বলে। তন্মধ্যে আবার কোনটি (ক) "উপাদান কারণ;" কোনটি (খ) "নিমিত্ত কারণ"।

(ক) যাহার স্বরূপে কার্য্যের স্থিতি হয়, তাহা "উপাদান" কারণ, (খ) তদ্ভিন্ন কারণকে "নিমিত্ত" কারণ বলে; যেমন কপালদ্বয় (মাটির দুইখানা খোলা বা খাপ্‌রা) ঘটের উপাদান কারণ, ও দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত কারণ। "অসাধারণ কারণ" দুই প্রকারের হইয়া থাকে—(ক) ব্যাপারবিশিষ্ট ও (খ) ব্যাপাররহিত। যাহা, কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া কার্য্যকে উৎপন্ন করে, তাহাকে "ব্যাপার" বলে, যেমন কপাল ঘটের কারণ, আর কপালদ্বয়ের সংযোগ ও ঘটের কারণ। সেই স্থলে কপালের কারণতায়, সংযোগ হইল "ব্যাপার," কেন না কপালসংযোগ কপাল হইতে উৎপন্ন হয় আর—

এই প্রকারে বাক্য প্রয়োগ না করিয়া, ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি হইতে যে অনুমিতি হয়, তাহাকে "স্বার্থানুমিতি" বলে। তাহার করণ— ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিকে "স্বার্থানুমান" বলে।

যে স্থলে দুই জনের মধ্যে বিবাদ হয়, সেই স্থলে, যাহার বহ্নিনিশ্চয়তা আছে, সে, প্রতিবাদীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করে। তাহাকে "পরার্থানুমান" বলে।

বেদান্ত মতে, সেই বাক্যের তিনটি মাত্র অবয়ব হয়, যথা (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ।

"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্; ধুমাৎ; যঃ যঃ ধূমবান্ সঃ বহ্নিমান্, যথা মহানসঃ (রন্ধনশালা)।"—এই সমস্তগুলি লইয়া অনুমানের মহাবাক্য। তিনটি অবান্তর বাক্য লইয়া ঐ মহাবাক্য গঠিত। সেই তিনটিকে যথাক্রমে "প্রতিজ্ঞা" প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের বোধক বাক্যকে "প্রতিজ্ঞাবাক্য" বলে। এস্থলে, "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্" এই বাক্যটিই সেইরূপ বাক্য। পর্ব্বত হইতেছে বহ্নিবিশিষ্ট—এইরূপ বোধ, এই বাক্য হইতে, হইয়া থাকে। সেই স্থলে—

(১) বহ্নি হইল "সাধ্য"।

(২) পর্ব্বত হইল "পক্ষ"।

১। কপালের কার্য্য ঘটকে উৎপন্ন করে। এই হেতু সংযোগরূপ "ব্যাপার বিশিষ্ট কারণ" হইল কপাল।

২। আর যাহা কার্য্যকে কোন কিছু দ্বারা উৎপন্ন করে না কিন্তু আপনিই উৎপন্ন করে, তাহাকে "ব্যাপারহীন কারণ" বলে। কপালের সংযোগ অসাধারণ কারণ ত বটেই কিন্তু ব্যাপারবিশিষ্ট নহে। এই হেতু ইহাকে "করণ" বলে না, কেবল মাত্র ঘটের 'কারণ' বলা হয়।

(৩) প্রতিজ্ঞা বাক্যের পর, যে লিঙ্গের বোধক বাক্য, তাহাকে "হেতুবাক্য" বলে। এস্থলে "ধূমাৎ" এই বাক্যটিই সেইরূপ বাক্য।

(৪) হেতু ও সাধ্যের সহচার (একসঙ্গে অবস্থান) বোধক, দৃষ্টান্তপ্রতিপাদক যে বাক্য, তাহাকে "উদাহরণ বাক্য" বলে। যাহাতে বাদিপ্রতিবাদীর মধ্যে বিবাদ নাই, অর্থাৎ তাহা যদি উভয়েরই নির্ণীত অর্থ হয়, তবে তাহাকে দৃষ্টান্ত বলা হয়।

এইরূপে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই তিনটি অবান্তর বাক্য। তাহাদের সমষ্টি মহাবাক্য হইতে বিবাদের নিবৃত্তি হয়। মহাবাক্য শুনিয়া প্রতিবাদী যদি আগ্রহ করে, (তাহাকে বাধা দেয়) অথবা ব্যভিচারের (Exception) শঙ্কা করে, তবে তর্কদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইবে। এই হেতু তর্ক প্রমাণের সহকারী।

অনিষ্টের আপাদনের নাম তর্ক অর্থাৎ যাহা উভয় পক্ষের অভ্যুপেত বা স্বীকৃত, তাহার অভাব আপাদন অর্থাৎ তাহার ব্যভিচারাশঙ্কাকরণকে তর্ক বলে। (দৃষ্টান্ত পরে প্রদর্শিত হইতেছে)।

এই প্রকারে—

(১) তিন অবয়বের সমষ্টিরূপ মহাবাক্যের নাম "পরার্থানুমান"।

(২) তদনন্তর যে অনুমিতি হয়, তাহাকে পরার্থানুমিতি কহে।

বেদান্তশাস্ত্রে উপযোগী দুইটি অনুমান এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে :—

প্রথম অনুমান।

বেদান্তবাক্যদ্বারা জীবে ব্রহ্মের অভেদ নির্ণীত হয়। তাহা অনুমান দ্বারাও এই প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ;—জীবঃ ব্রহ্মাভিন্নঃ ; চেতনত্বাৎ ; যত্র যত্র চেতনত্বং তত্র ব্রহ্মাভেদঃ ; যথা ব্রহ্মণি। ইহা তিনটি অবয়বের সমষ্টিরূপ মহাবাক্য; এই হেতু ইহাকে 'পরার্থানুমান' বলা হইয়া থাকে। এইস্থলে :— ১। জীব হইতেছে "পক্ষ"।

২। ব্রহ্মাভেদ হইতেছে "সাধ্য"।

৩। চেতনত্ব হইতেছে "হেতু"।

৪। ব্রহ্ম হইতেছে "দৃষ্টান্ত"।

এস্থলে প্রতিবাদী যদি এইরূপ বলে, যে জীবে "চেতনত্ব" হেতু আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মাভেদরূপ "সাধ্য" নাই। এইরূপে "পক্ষে" চেতনত্ব—হেতুর ব্রহ্মাভেদ "সাধ্য" হইতে যদি ব্যভিচারের আশঙ্কা করা হয়, তবে "তর্ক" দ্বারা সেই আশঙ্কার নিবৃত্তি হইবে।

সেই তর্কের স্বরূপ এই :—

জীবে চেতনত্ব—'হেতু' স্বীকার করিয়া, যদি ব্রহ্মাভেদরূপ 'সাধ্য' না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, যে সকল শ্রুতিবচন চৈতন্যের অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদন করিতেছে, সেই সকল শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে।

আর অনিষ্টের আপাদনের (উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয়ে ব্যভিচারা শঙ্কা করণের) নাম তর্ক। শ্রুতির সহিত বিরোধ সকল আস্তিকের নিকট অনিষ্ট (অনঙ্গীকৃত)।

দ্বিতীয় অনুমান।

ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চঃ মিথ্যা ; জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাৎ, (জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তি করা চলে বলিয়া) ; যত্র যত্র জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং, তত্র তত্র মিথ্যাত্বং যথা শুক্তিরজতাদৌ। এস্থলে :—(১) ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চ হইল "পক্ষ"।

(২) মিথ্যাত্ব হইল "সাধ্য"।

(৩) জ্ঞাননিবর্ত্ত্যতা হইল "হেতু"।

(৪) ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চঃ মিথ্যা—ইহা "প্রতিজ্ঞাবাক্য"। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাৎ হইল "হেতুবাক্য"।

(৫) যত্র যত্র জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং, তত্র
মিথ্যাত্বং; যথা শুক্তিরজতাদৌ।
ইহা হইল "উদাহরণ বাক্য"।

এস্থলেও প্রপঞ্চের জ্ঞাননিবর্ত্ত্যতা মানিয়া, যদি মিথ্যাত্ব না মানা যায়, তাহা হইলে, সৎ বস্তুর জ্ঞান দ্বারা প্রপঞ্চের নিবৃত্তি ঘটে না। তাহা হইলে যে সকল শ্রুতিস্মৃতিবচন, জ্ঞানদ্বারা সকল প্রপঞ্চের নিবৃত্তি প্রতিপাদন করিতেছে, তাহাদের সহিত বিরোধ হয়। তর্কের দ্বারা এই ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি হইল।

এইরূপ বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থানুযায়ী অনেক অনুমান আছে। কিন্তু বেদান্ত বাক্যদ্বারা যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নিশ্চয় হইয়াছে, অনুমান প্রমাণ তাহার সম্ভাবনা মাত্র প্রতিপাদন করিতে পারে। অনুমান প্রমাণ স্বতন্ত্র ভাবে ব্রহ্ম-নিশ্চয়ের হেতু হয় না, কেন না, ব্রহ্মবিষয়ে বেদান্তবাক্য ভিন্ন অন্য) প্রমাণের প্রবৃত্তি বা অবসর নাই। ইহাই সিদ্ধান্ত।

ন্যায়মতে, (১) কেবলান্বয়ি, (২) কেবল ব্যতিরেকি এবং (৩ অন্বয়িব্যতিরেকি ভেদে তিন প্রকার অনুমান অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

(১) যে অনুমানে হেতু সাধ্যের সহচার জ্ঞানদ্বারা হেতুতে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়, তাহাকে অন্বয়ি অনুমান বলা হয়।

(২) যে অনুমানে সাধ্যের অভাবে হেতুর অভাবের সহচার দেখিয়া :সাধ্যের ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়, তাহাকে কেবলব্যতিরেকি অনুমান বলে।

কেবলান্বয়ি অনুমানে অন্বয়ের (হেতু থাকিলে সাধ্য থাকে) সহচারের উদাহরণ পাওয়া যায়, আর কেবলব্যতিরেকি অনুমানে ব্যতিরেকের সহচারের উদাহরণ পাওয়া যায়, (একটী না থাকিলে অপরটি থাকে না) ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ।

(৩) যে অনুমানে উভয় প্রকারেই উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহাকে অন্বয়িব্যতিরেকি অনুমান কহে। এই প্রকারের অনুমান—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্"। ইহাকে "প্রসিদ্ধানুমান" কহে।

এস্থলে অন্বয়ের সহচারের উদাহরণ "মহানস"বা রন্ধনশালা। আর ব্যতিরেকের সহচারের উদাহরণ "মহাহ্রদ"।

নৈয়ায়িক এই তিন প্রকার অনুমান স্বীকার করেন।

বেদান্ত মতে—কেবলব্যতিরেকি অনুমানের প্রয়োজন অর্থাপত্তি দ্বারা (১) সিদ্ধ হইয়া থাকে, আর কেবলান্বয়ি অনুমান আদৌ হয় না। কেন না ব্রহ্মে সকল পদার্থেরই অভাব, এই হেতু ব্রহ্মকে ব্যতিরেকসহচারের উদাহরণরূপে পাওয়া যায়।

যদ্যপি বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়তারূপ জ্ঞেয়তা ব্রহ্মে আছে, তাহার অভাব ব্রহ্মে সিদ্ধ হয় না, তথাপি জ্ঞেয়তাদি মিথ্যা। মিথ্যা পদার্থ ও তাহার অভাব এক অধিষ্ঠানে থাকে, এই হেতু নৈয়ায়িক যাহাকে অন্বয়-ব্যতিরেকি বলেন, তাহাই অন্বয়ি নামে এক প্রকারের অনুমান বলিয়া গণ্য হয়। আর বিচার দৃষ্টিতে কেবলব্যতিরেকি অনুমানকেও অর্থাপত্তি হইতে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করা উচিত। ইহাই বেদান্তের মত।

বেদান্ত বাক্যদ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মের যে নিশ্চয় হইয়াছে, মননদ্বারা তাহার সম্ভাবনামাত্রের হেতু হইল অনুমান প্রমাণ; তাহা স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্ম নিশ্চয়ের হেতু নহে। ইহাই অনুমানের প্রয়োজন। (বৃত্তিপ্রভাকর হইতে সংগৃহীত)।

---

(১) উপপাদক কল্পনার হেতু উপপাদ্যজ্ঞানকে অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে।
উপপাদক জ্ঞানকে অর্থাপত্তি প্রমা বলে।
উপপাদক—সম্পাদক; উপপাদ্য—সম্পাদ্য।

যাহা বিনা যাহার সম্ভব হয় না, তাহার তাহাই "উপপাদ্য"। যেমন রাত্রি ভোজন বিনা দিবায় অভোজীর স্থূলতা সম্ভবপর হয় না। এই হেতু রাত্রিভোজনের স্থূলতা উপপাদ্য। যাহার অভাবে যাহার অভাব হয়, তাহাই তাহার উপপাদক। যেমন রাত্রি ভোজনের অভাবে, দিবায় অভোজীর স্থূলতার অভাব হয়। এই হেতু রাত্রিভোজন স্থূলতার উপপাদক।

(গ) পরিশিষ্ট।

কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা।

১ পৃষ্ঠা (১) "স্বাত্মভূত আনন্দ"—তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।১) ব্রহ্মের লক্ষণ শুনা যায়—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তন্মধ্যে "অনন্ত" শব্দের অর্থ—যাঁহার দেশ, কাল ও বস্তুঘটিত অন্ত অর্থাৎ পরিচ্ছেদ নাই—যে বস্তু সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল এবং সর্ব্ব বস্তুতে ব্যাপক—যাঁহাকে "বিভু" এবং "ভূমা"ও বলা হয়।

যে হেতু ব্রহ্ম সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া আছেন সেই হেতু, ঘটের ন্যায়, কোন দেশ দ্বারা ব্রহ্মের অন্ত হয় না।

যে হেতু ব্রহ্ম নিত্য—উৎপত্তি বিনাশ রহিত, সেই হেতু, দেহের ন্যায়, কাল দ্বারা ব্রহ্মের অন্ত হয় না।

যে হেতু ব্রহ্ম ঘটশরাবাদিতে অভিব্যাপ্ত মৃত্তিকার ন্যায়, আপনার স্বরূপে অধ্যস্ত সকল কার্য্যেরই আত্মা হইতেছেন, সেই হেতু ঘটপটাদির পরস্পর ভেদের ন্যায়, ব্রহ্মের কোনও বস্তুর দ্বারা ভেদরূপ অন্ত নাই। মোট কথা, "এখানে সেটা, ওখানে নয়, এখন সেটা তখন নয়, এটা তাই ওটা নয়"—এই তিনটী কথা যাঁর সম্বন্ধে আদৌ খাটে না।

এই হেতু ব্রহ্ম 'অনন্ত'। এই 'অনন্ত'শব্দের অর্থদ্বারাই ব্রহ্মের আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইল, কেন না ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।২৩।১) সনকাদিগুরু নারদকে উপদেশ করিতেছেন "যাহা ভূমা (পরিপূর্ণ), তাহা সুখস্বরূপ। অল্পে (পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে) সুখ নাই।"

এই হেতু যাহা অনন্তরূপ, তাহাই ভূমা ; যাহা ভূমা, তাহাই আনন্দরূপ।

১ পৃঃ (২) “অদ্বিতীয় আত্মা”—একমাত্র ‘চেতন’ই (অর্থাৎ আত্মাই) সত্য বস্তু ; তদ্ভিন্ন সকলই মিথ্যা—ইহাই সিদ্ধান্ত। যিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া, (প্রতিবাদীও সিদ্ধান্তী) উভয়ের প্রতীত কোনও বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন—এটা সত্য বা মিথ্যা ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন :—প্রতীত হইতেছে বলিয়া ওটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না বটে, তবে ওটাকে সত্য বলিয়াও মানি না। এক কথায় উত্তর চাও, তবে “সত্য” ‘মিথ্যা’, কিছু না বলিয়া বলিব ‘অনির্ব্বচনীয়’। কিন্তু মনে মনে বুঝ, ওটা মিথ্যা, কেন না বিচারে ওটাকে পাই না। গন্ধর্ব্বনগরের (mirageএর) ন্যায় সকল প্রপঞ্চই দৃষ্ট-নষ্ট-স্বভাব। সত্য কেবল চেতনই। তাহার উপর আকাশাদি সকল প্রপঞ্চ অধ্যস্ত রহিয়াছে মাত্র।

২ পৃঃ, (৩) “নিষ্পাপ মুমুক্ষু”—জীবের পাপ অন্তঃকরণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং সেই অন্তঃকরণে তিন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়—যথা মল, বিক্ষেপ ও আবরণ। যিনি নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা মল দোষ, উপাসনা দ্বারা বিক্ষেপ দোষ দূর করিয়া, কেবল আবরণ দোষ লইয়া মোক্ষলাভে তৎপর হইয়াছেন, তিনিই নিষ্পাপ মুমুক্ষু।

ঐ (৪) “বাণী”—কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে, শরীর যেমন তিন প্রকার, এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট, নামক সমষ্টি শরীরের এবং প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বনামক ব্যষ্টি শরীরের যথাক্রমে যেমন সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ নামক তিন অবস্থা আছে, এবং সর্ব্বোপরি যেমন পরিণামাতীত বা তুরীয় নামক এক অবস্থা আছে,

সেইরূপ শব্দেরও (সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় যথাক্রমে বিদ্যমান) পশ্যন্তী, মধ্যমা, ও বৈখরী নামক তিন ভাব আছে, এবং সেই তিন ভাব যথাক্রমে সর্ব্বোচ্চ পরানামক এক নির্ব্বিশেষ ভাব হইতে বিনির্গত হয়। এই পরা ও পশ্যন্তী নামক অবস্থা শব্দের কারণাবস্থা। পরাবস্থা একেবারে নিষ্পন্দ, তাহারই সম্পন্দাবস্থা পশ্যন্তী। মধ্যমা—হিরণ্যগর্ভশব্দ। এই সূক্ষ্মশব্দ ও তদনুরূপ অর্থ লিঙ্গশরীরেরই আশ্রিত। সৃষ্টি-কালে, জগৎ স্রষ্টার মন হইতে প্রথমে পশ্যন্তীশব্দ ও তদনুরূপ অর্থ বিনির্গত হয়। তদনন্তর সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই সূক্ষ্ম অর্থকে ইন্দ্রিয়ানুভবগোচর জগতে নিক্ষেপ করেন এবং কণ্ঠোৎপন্ন মুখ-বিনির্গত উচ্চারিত শব্দে, সেই অর্থের নামকরণ করেন। তাহাই বৈখরী বা বিরাট্‌শব্দ। তাহা এবং তৎপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থ, স্থূল শরীরেরই আশ্রিত। এই শেষোক্ত স্থূল শব্দই ভাষা অর্থাৎ বাক্য, পদ ও বর্ণ—যদ্দ্বারা মনোগত ভাব ও মন্ত্র ব্যক্ত হয়। পশ্যন্তীশব্দ স্বরূপতঃ সামান্য বা নির্ব্বিশেষ স্পন্দ অর্থাৎ শব্দাভিব্যক্তির উপক্রমে বায়ুর প্রথম অবিস্পষ্ট তাড়ন। মধ্যমা স্বরূপতঃ বিশেষ শব্দ; ইহাতে বায়ু বিশেষা-কার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। বৈখরী স্পষ্টতর শব্দ, অর্থাৎ উচ্চারিত বাণীর পৃথক্ পৃথক্ পরিস্ফুট শব্দ। Sir John Woodroffe কৃত Garland of Letters, ২০৮ পৃষ্ঠা।

চিৎশক্তিরই নামান্তর 'পরা' অর্থাৎ 'পরাবাক্'। চৈতন্যের আভাস প্রাপ্ত হইয়া মায়া ইহাকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু ইহাকে স্পন্দিত করিতে পারে না। পশ্যন্তী প্রভৃতি বাণীত্রয় সম্পন্দাবস্থা। পশ্যন্তী বাণী বিন্দুতত্ত্বাত্মিকা। ['বিন্দু' নিম্নে

(ব্যাখ্যাত হইল]। ইহা "সামান্যপ্রস্পন্দপ্রকাশরূপিনী" অর্থাৎ এই স্পন্দের বিশিষ্টরূপ নাই। ইহা মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া নাভি পর্য্যন্ত স্থানে অভিব্যক্ত হয়। ইহা জ্ঞানাত্মিকা বলিয়া ইহার নাম পশ্যন্তী। (ইহার সঙ্গে মন থাকে বলিয়া) ইহা মনের সহযোগিতা পায়। মধ্যমা বাণী বাহ্যান্তঃকরণাত্মিকা ও "নাদবিন্দুময়ী"। [নাদ নিম্নে ব্যাখ্যাত হইয়াছে]। ইহা হিরণ্যগর্ভশব্দ; ইহা নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থানে অভিব্যক্ত হয়। ইহাতে বিশেষ সঙ্কল্পাদির তত্ত্ব সকল বিজড়িত থাকে। এই বাণীর নাম মধ্যমা, কেন না বুদ্ধি তখন মধ্যমা (মধ্যমাবস্থায় থাকে)। মধ্যমা শব্দের অর্থ মধ্যবর্ত্তিনী—পশ্যন্তী ও বৈখরীর মধ্যবর্ত্তিনী। পশ্যন্তী ঈক্ষণার বা আলোচনার অবস্থা এবং বৈখরী উচ্চারণাবস্থা। সেই মধ্যমাবাণী পশ্যন্তী সদৃশী নহে কিম্বা বৈখরীর ন্যায় সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়া বহির্গত হয় না, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যমাবস্থাপন্না। বৈখরী বীজাত্মিকা, মধ্যমা নাদরূপিনী, এবং পশ্যন্তী বিন্দ্বাত্মিকা। হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া মুখ পর্য্যন্ত স্থানে বৈখরী বাণী অভিব্যক্ত হয়। রাঘব ("সারদাতিলকে"র টীকাকার) বলেন, বিশেষ খরত্ব হেতু এই বাণীর নাম বৈখরী হইয়াছে। ভাস্কর রায় (ললিতা সহস্রনামের টীকাকার ৫।৮১) বি—অত্যন্ত, খরা—কঠিন, এইরূপে ব্যুৎপত্তি করেন। "সৌভাগ্য সুধোদয়ে"র মতে—বৈ—নিশ্চিতরূপে, খ—কর্ণকুহর, রা ধাতু—গমন করা। কিন্তু যোগশাস্ত্রমতে বৈখরীরূপা দেবীর এইরূপ নাম করণ হইবার কারণ এই যে তিনি বিখরনামক প্রাণ দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিলেন। (উক্ত গ্রন্থের ২০৪ পৃষ্ঠা)

নাদ—প্রথমোৎপাদিত স্পন্দ।

বিন্দু—সৃষ্টি করিতে উদ্যতাবস্থা বা "উচ্ছূনাবস্থা"।

নাদ ও বিন্দু—উভয়ই শক্তির অবস্থা বিশেষ; যে অবস্থায় "ক্রিয়া শক্তি" বিকাশোন্মুখ হইয়া অধিক পরিমাণে অঙ্কুরিত হইবার মত হয় এবং তাহার ফলে শক্তির ঘনীভূতাবস্থা হয় এবং সৃষ্টি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে। রাঘবভট্ট, তদুভয়কে সৃষ্টির পক্ষে দুইটী "উপযোগ্যবস্থা" বলিয়া বর্ণনা করেন। শক্তির বিভিন্ন প্রকার আকারের মধ্যে তাহারাও দুইটি আকারবিশেষ, অর্থাৎ যে দুই আকারে "শক্তি" সৃষ্টি করিতে উদ্যতা হ'ন, বা উচ্ছূনা-বস্থার দুই মূর্ত্তি। শক্তির ঘনাবস্থাকে বিন্দু বলে। "প্রপঞ্চসার" তন্ত্র বলেন শক্তি সৃজনেচ্ছাবতী হইয়া ঘনীভূতা হন। (১০৫ পৃষ্ঠা)

নাদ—শিবশক্তির পরমশান্তাবস্থার পর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের সংযোগ ঘটে। শাক্তেতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "শিবশক্তি সমাযোগাৎ জায়তে সৃষ্টিকল্পনা"। এই সংযোগ ও পরস্পর সম্বন্ধের নাম নাদ। এই সম্বন্ধ, শিব অথবা শক্তি হইতে পৃথক্ বাস্তবিক কিছু নহে বলিয়া, নাদ বস্তুতঃ শিব শক্তিই,—যে অবস্থায়, কেবলমাত্র সৃজনযোগ্যতা, প্রথমে সৃষ্টিকল্পনারূপে স্পন্দিত হয়; পূর্ণতালাভ করিলে, পরিশেষে যাহা হইতে সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাবিত হয়। (১০৮ পৃষ্ঠা)

৫পৃঃ (৫) **"পদার্থের পরিশোধন"**—বেদান্তশাস্ত্রে, (১) বিবেক, (২) বৈরাগ্য, (৩) ষট্‌ সম্পত্তি, (৪) মুমুক্ষুতা, (৫) শ্রবণ (৬) মনন, (৭) ও নিদিধ্যাসন, (৮) পদার্থ পরিশোধন এই আটটি অন্তরঙ্গ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে অষ্টম সাধনের তাৎপর্য্য এই—দুগ্ধমিশ্রিত জল

হইতে হংস যেরূপ দুগ্ধকে পৃথক্ করিয়া লয়, নবনীতমিশ্রিত তক্র হইতে গোপগণ যেরূপ নবনীতকে পৃথক্ করিয়া লয়, সেইরূপ চেতনজড়ের ক্রম অনুসরণ করিয়া, কারণ ও কার্য্য, অধিষ্ঠান ও অধ্যস্ত, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, সাক্ষী ও সাক্ষ্যকে পৃথক্ করার নাম 'পদার্থপরিশোধন'। বেদান্ত শাস্ত্রে যতগুলি প্রক্রিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, এই পদার্থপরিশোধনই প্রায় সেই সকলগুলির তাৎপর্য্য। মহাবাক্যের অর্থ পরিজ্ঞানেও এই পদার্থপরিশোধন সবিশেষ উপযোগী।

৫পৃঃ (৬) **"শারীরকভাষ্য"**—ব্যাস প্রণীত "উত্তর মীমাংসা" বা "ব্রহ্মসূত্র" বা "শারীরক" সূত্রের, শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহার নাম শারীরকভাষ্য। শারীরক—শরীরাবদ্ধ আত্মা বা জীবের নাম।

ঐ (৭) **"প্রকরণ"**—সিদ্ধান্তের একাংশ অবলম্বন করিয়া যে গ্রন্থে পৃথগ্‌রূপে (মৌলিক ভাবে) অধিক অর্থের নিরূপণ করা হয়, তাহাকে প্রকরণগ্রন্থ বলে। যেমন "পঞ্চদশী" অদ্বৈত বেদান্তসিদ্ধান্তের একাংশ লইয়া, বহ্বর্থপ্রতিপাদক একখানি 'প্রকরণ' গ্রন্থ।

৭পৃঃ (৮) **"কূটস্থ"**—বুদ্ধি অথবা ব্যষ্টি অজ্ঞানের যে অধিষ্ঠানচেতন তাহাকে কূটস্থ বলে। যাঁহারা "বুদ্ধিসহিত চেতন"কে জীব বলেন তাঁহাদের মতে বুদ্ধির অধিষ্ঠানকেই 'কূটস্থ' বলে। আর যাঁহারা "ব্যষ্টিঅজ্ঞান সহিত চেতনকে" জীব বলেন, তাঁহাদের মতে ব্যষ্টিঅজ্ঞানের অধিষ্ঠানকে কূটস্থ বলে। মোট কথা—যাহা জীবভাবের লক্ষণ বা বিশেষণ, তাহার অধিষ্ঠানকে কূটস্থ বলে। কূটস্থ অজ বা জন্মরহিত। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্

চিদাভাস যেরূপ উৎপন্ন হইয়াছে, কূটস্থ সেইরূপ উৎপন্ন হয় নাই। কূটস্থ ব্রহ্মরূপই, যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ হইতে পৃথক্ হইয়া যায় নাই, কিন্তু মহাকাশরূপই রহিয়াছে, সেইরূপ। এই কূটস্থই 'আত্মা' শব্দের লক্ষ্যার্থ। 'প্রত্যগাত্মা, 'জীব সাক্ষী' বা 'সাক্ষী,' ইহারই নামান্তর। (১) বুদ্ধি বা অবিদ্যা (২) তাহাতে স্থিত চিদাভাস, ও (৩) তদুভয়ের অধিষ্ঠান কূটস্থ, এই তিনটি মিলিয়া "জীব" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

১২পৃ (১০) "**অনবস্থা**"—উপপাদ্য ও উপপাদকের অবিশ্রান্তি বা ধারা। (বিচারে বা যুক্তিপ্রয়োগে ইহা একটি দোষ।) উপপাদক—সম্পাদক; উপপাদ্য—সম্পাদ্য। যাহা বিনা যাহার সম্ভব হয় না, তাহাই তাহার উপপাদ্য। যাহার অভাবে যাহার অভাব হয়, তাহাই তাহার উপপাদক। আলোচ্য স্থলে, দ্রষ্টৃচৈতন্যের ধারা একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ঐ (১১) "**আত্মাশ্রয়দোষ**"—যে স্থলে কোন বস্তু বা ব্যক্তি নিজেই ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং নিজেই ক্রিয়ার 'কর্ম্ম' হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার বিষয়রূপ কার্য্য হয়, সে স্থলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। যেমন কুম্ভকার ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং ঘট সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম। এস্থলে ক্রিয়া ও কর্ম্ম পরস্পর ভিন্ন, উভয়ের অভিন্ন বা এক হওয়া সম্ভবপর হয় না। সেইরূপ হইলে, আত্মাশ্রয় দোষ ঘটে। কার্য্যের নাম কর্ম্ম। যাহা কার্য্যের বিরোধী তাহার নাম দোষ। আত্মাশ্রয় কার্য্যের বিরোধী বলিয়া আত্মাশ্রয় একটি দোষ।

ঈশ্বরের নিত্যতা স্বীকার না করিয়া, যদি কেহ বলে ঈশ্বর আপনিই আপনার কর্ত্তা, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়।

১৩পৃ (১২) "**প্রাগভাব**"—'অভাব' প্রধানতঃ দুই প্রকার। (১) অন্যোন্যাভাব, (২) সংসর্গাভাব। তন্মধ্যে সংসর্গাভাব, চারিপ্রকরের হইয়া থাকে—যথা (ক) প্রাগভাব; (খ) প্রধ্বংসাভাব, (গ) সাময়িকাভাব ও (ঘ) অত্যন্তাভাব।

যে অভাবের আদি নাই কিন্তু অন্ত আছে, তাহার নাম প্রাগভাব। (প্রাক্-পূর্ব্ববর্ত্তী, অভাব) কোনও বস্তুর প্রাগভাব, তাহার প্রতিযোগীর উপাদান কারণে থাকে। যেমন ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘট' তাহার উপাদান কারণ কপাল, (খোলা বা খাপ্‌রা)। সেই কপালে ঘটের প্রাগভাব থাকে। তাহার উৎপত্তি নাই অর্থাৎ অনাদি, কিন্তু তাহার অন্ত আছে। ঘট উৎপন্ন হইলেই প্রাগভাবের অন্ত বা অবসান হয়।

ঐ (১৩) **যাস্কপঠিত ষড়্‌বিকার**—'নিরুক্ত'কার যাস্কমুনি উৎপত্তিশীল বস্তমাত্রেই যে ছয়টি বিকার ঘটে, তাহা নিম্নলিখিত সূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন:—'জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি"—যে বস্তুর জন্ম হয় তাহারই সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম (ক্ষয়োন্মুখতা) অপক্ষয় (ক্ষীণতাপ্রাপ্তি) ও বিনাশরূপ আরও পাঁচটি বিকার হয়। "ঘটোজায়তে" (ঘট জন্মে) এই ব্যবহারের হেতু জন্ম। তদনন্তর "ঘটোজাতঃ" (ঘট জন্মলাভ করিয়াছে) এই ব্যবহারের হেতু অস্তিতারূপ বিকার। প্রকটতা, সত্তা—ইহারই নামান্তর।

ঐ (১৪) **ব্যাবহারিক অস্তিত্ব ও স্বরূপাস্তিত্ব**—সত্তা তিন প্রকার। (১) প্রাতিভাসিক, (২) ব্যাবহারিক ও, (৩) পারমার্থিক।

(১) ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই, (রজ্জুসর্পে) রজ্জু প্রভৃতি অবচ্ছিন্ন চেতনের জ্ঞানদ্বারা, যে (সর্পের) সত্তার বাধা হয়, তাহাকে প্রাতিভাসিক

সত্তা বলে। যথা রজ্জুসর্পের সত্তা। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া চিনিতে পারিলেই, সর্পের সত্তার বাধা হয়।

(২) ব্রহ্মজ্ঞান বিনা, যে সত্তার বাধা হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, যাহার, অধিষ্ঠানের সত্তাস্ফূর্ত্তি হইতে ভিন্ন সত্তাস্ফূর্ত্তি থাকে না, সেই সত্তাকে ব্যাবহারিক সত্তা বলে। অবিদ্যার ও আকাশাদির সত্তা এইরূপ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ইহাদের সত্তা ব্রহ্মসত্তায় লীন হইয়া যায়।

(৩) ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই যাহার বাধা হয় না, সেই সত্তাকে পারমার্থিক সত্তা বলে। চৈতন্যের সত্তাই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা।

এস্থলে "স্বরূপাস্তিত্ব" শব্দদ্বারা এই পারমার্থিক সত্তাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১৪ পৃ (১৫) "নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান"—

তত্র সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানম্। যথা 'ঘটমহং জানামী'ত্যাদি জ্ঞানম্। নির্ব্বিকল্পকন্তু সংসর্গানবগাহি জ্ঞানম্। যথা "সোঽয়ংদেবদত্তঃ" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্যং জ্ঞানম্।

[বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধের নাম বৈশিষ্ট্য বা সংসর্গ। যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ যে জ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা সবিকল্পক ও যাহা এরূপ সম্বন্ধের সহিত সম্পর্কশূন্য তাহা নির্ব্বিকল্পক।] বৈশিষ্ট্যে (বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধে) যে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট তাহা সবিকল্পক'। যথা "আমি ঘট জানিতেছি" (আমার ঘটজ্ঞান হইতেছে)। [এখানে ঘটত্বরূপ বিশেষণ

ও ঘটরূপ বিশেষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে।] যখন 'সংসর্গে' (বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধে) অনুপ্রবিষ্ট হয় না, তখন তাহা নির্ব্বিকল্পক। যথা "এই সেই দেবদত্ত," "তুমি সেইই" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞান। [এখানে পূর্ব্বকার দেবদত্তের যে বিশেষণগুলি ছিল, তাহার সহিত দেবদত্তের সম্বন্ধ অথবা বর্ত্তমান দেবদত্তের বিশেষণ গুলির সহিত দেবদত্তের সম্বন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান হইতেছে না'। অতীত দেশ কাল প্রভৃতিতে বর্ত্তমানত্ব পূর্ব্বকার দেবদত্তের বিশেষণ; এইরূপ বর্ত্তমান দেশে ও কালে স্থিতি প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান দেবদত্তের বিশেষণ। কিন্তু এই বিশেষ্য বিশেষণের সম্বন্ধকল্পনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। তাই এখানে জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক। সবিকল্পক জ্ঞানে কিন্তু বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ বিশেষরূপে বিদ্যমান। ঘট দেখিবার সময় ঘটত্বরূপ ধর্ম্মগুলি এই দ্রব্যে রহিয়াছে, সুতরাং এটি ঘট, ইহা বুঝিতে পারি। কাজেই ঘটত্ব বিশেষণ ও ঘট বিশেষ্যের সম্বন্ধ জানিবার পর তবে ঘটজ্ঞান হয়। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের উদাহরণে দেবদত্তেরও কতকগুলি বিশেষণ সম্ভবপর। যে গুণ গুলি দ্বারা দেবদত্ত অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ * * * ইত্যাদি" [শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল কৃত "বেদান্তপরিভাষা"নুবাদ ৪৫-৪৭ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত] অর্থাৎ সবিকল্প জ্ঞান হইবার পর তবে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হয়॥

আর আমাদের টীকাকার বলিতেছেন—"আর নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইতেই সবিকল্পক জ্ঞানের উৎপত্তি—(ইহাই নিয়ম)"

সুতরাং আপাততঃ বিরোধ প্রতীত হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ের বিরোধ নাই, কারণ উক্ত দুই প্রকার জ্ঞানের উৎপত্তির প্রকারতা বর্ণনা করাই "পরিভাষা" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

আর আলোচ্য টীকাকারের উদ্দেশ্য উভয়ের কার্য্যকারণতা নির্দ্দেশ করা। শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যমুনির কথায় এই বিরোধের সম্যক্ মীমাংসা হইবে :—

"স্বতস্তাবদিদং জগচ্চিজ্জড়োভয়াত্মকং ভাসতে। যদ্যপি শব্দস্পর্শাদিজড়বস্তুভাসনায়ৈবেন্দ্রিয়ানি সৃষ্টানি "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ" ইতি শ্রুতেঃ তথাপি চৈতন্যস্যোপাদনতয়া বর্জ্জয়িতুমশক্যত্বাৎ, চৈতন্যপূর্ব্বকমেব জড়ং ভাসতে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতেঃ। তথা সতি পশ্চাদ্ভাসমানস্য প্রথমতো ভাসমানমেব চৈতন্যং বাস্তবং রূপমিতি নিশ্চিত্য জড়মুপেক্ষ্য চিন্মাত্রং চিত্তে বাসয়েৎ।" (জীবন্মুক্তিবিবেকঃ, বাসনাক্ষয়প্রকরণম্।)

"এই জগৎ স্বভাবতঃই চিৎ ও জড় এই উভয় স্বরূপেই প্রকাশিত হয়। যদ্যপি শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি জড়বস্তু সমূহের প্রকাশের-নিমিত্ত, ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, কেন না শ্রুতিতে আছে (কঠ উ ৪।১) "পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে বাহ্যশব্দাদি বিষয়প্রকাশনে সমর্থ করিয়া, তাহাদিগকে হিংসা বা হনন করিয়াছেন,"—তথাপি চৈতন্য জড়ের উপাদান বলিয়া এবং সেইহেতু চৈতন্যকে বর্জ্জন করা যায় না বলিয়া, চৈতন্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়াই জড় প্রকাশিত হয়। শ্রুতিতে আছে—(কঠ ৫।১৬, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতাশ্ব ৬।১৪) "সেই আনন্দস্বরূপ আত্মা দীপ্যমান্ থাকাতেই, সূর্য্যাদি সকলেই, তাঁহার প্রকাশের পর, তাঁহার অনুগতভাবে প্রকাশ পাইতেছে, এই সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহ তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হয়।" তাহা হইলে, প্রথম প্রকাশমান চৈতন্যই, পরবর্ত্তি প্রকাশমান জড়ের

বাস্তবরূপ, এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক জড়কে উপেক্ষা করিয়া কেবল চৈতন্যের সংস্কারই চিত্তে স্থাপন করিতে হইবে।"

১৭পৃঃ (১৬) **"অসিদ্ধ হেতু"**—ইহা এক প্রকার হেত্বাভাস। (Fallacy)। 'হেতুর' অর্থ 'ঋ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। যে স্থলে হেতুতে এইরূপ কোন ধর্ম্ম বিদ্যমান্, যাহার জ্ঞান পরামর্শের (বহ্নিব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট এই পর্ব্বত—এইরূপ জ্ঞানের) প্রতিবন্ধক হয়, সেই স্থলে হেতুকে অসিদ্ধ বলে।

এস্থানে সাক্ষীর অসঙ্গতারূপ হেতু, শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দোষ।

ঐ (১৭) **সাক্ষী সর্ব্বপ্রকার বিশেষপরিশূন্য**— 'বিশেষ' শব্দে গুণ, ক্রিয়া, জাতি, ও সম্বন্ধকেই প্রধানতঃ বুঝায়। সেইরূপ 'বিশেষ' সাক্ষীতে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার 'সাক্ষিত্ব' ত' একটি 'বিশেষ' বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারেনা কেননা, এই সাক্ষিতা বস্তুতঃ তটস্থতা। ৪৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় "অদ্বৈতমকরন্দ" হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ১০৪)

১৯ পৃঃ (১৮) **করণ স্বরূপ যে অংশ যাহাতে 'আমি' 'এই' এইরূপ বৃত্তি হয়**—(তথায় 'কারণস্বরূপ' মুদ্রাঙ্কণ অশুদ্ধ) এই 'আমি' বৃত্তি করণরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা 'বিষয়-রূপ, বিষয়িরূপ নহে, অর্থাৎ 'তুমি' ও 'এই' শব্দ দ্বারা যেমন দ্রষ্টা—'আমি' হইতে পৃথক' দৃশ্য' বা 'বিষয়'-বস্তু বুঝায়, ইহাও তদ্রূপ বিষয়বস্তু।

ঐ (১৯) **কামরূপ এবং সংজ্ঞারূপ সকল পরিণাম**—অন্তঃকরণের এই কামরূপ ও সংজ্ঞারূপ পরিণামকে, গতিশীল বা dynamical এবং স্থিতিশীল বা statical বলিলে, বুদ্ধি ও অহঙ্কার অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক

ও অভিমানাত্মক বৃত্তিগুলি স্থিতিশীল পরিণামের অন্তর্গত এবং চিত্ত ও মন অর্থাৎ অনুসন্ধানাত্মক ও সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তিগুলি গতিশীল পরিণামের অন্তর্গত হয়। 'নিশ্চয়' ও 'অভিমান' বসিয়া থাকে, 'অনুসন্ধান' ও 'সঙ্কল্প' বস্তু ধরিতে যায়।

২০ পৃ (২০) **কর্ম্মস্বরূপ**—এই 'কর্ম্ম' ব্যাকরণের কর্ম্মকারক বা objective case.

২১ পৃ (২১) **সূক্ষ্মনাড়ী**—জাগ্রদবস্থায়, যে পদার্থ দেখা যায়, শুনা যায়, বা ভোগ করা যায়, তাহার সংস্কার, একগাছি কেশের সহস্রাংশের একাংশের ন্যায় সূক্ষ্ম, হিতানাম্নী নাড়ীতে থাকে। এই হিতা নাড়ী কণ্ঠে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হয়। তাহা হইতে নিদ্রাকালে রূপরসাদি পাঁচ বিষয় ও তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

২৮ পৃ (২২) **পঞ্চীকরণম্**—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত একখানি ক্ষুদ্র বেদান্ত প্রকরণ গ্রন্থ। ইহা গদ্যময় এবং ৪০।৪২ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহার ব্যাখ্যা করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য অনুষ্টুভ্ ছন্দে ৬৫টি শ্লোক রচনা করেন। তাহার নাম 'পঞ্চীকরণবার্ত্তিক'। আনন্দ গিরিও পঞ্চীকরণের একখানি টীকা রচনা করেন তাহার নাম 'পঞ্চীকরণবিবরণ'। এই তিন গ্রন্থই বোম্বাই নগরীতে "নির্ণয়সাগর" মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩২ পৃ (২৩) **পঞ্চদশী**—ইহাও পঞ্চদশাধ্যায়াত্মক একখানি বেদান্ত প্রকরণ গ্রন্থ। দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক রচয়িতা ভারতীতীর্থ ও তচ্ছিষ্য বিদ্যারণ্যমুনি উভয়ে মিলিয়া উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রথম পাঁচ অধ্যায় 'বিবেক,' দ্বিতীয় পাঁচ অধ্যায় 'দীপ', এবং তৃতীয় পাঁচ অধ্যায় 'আনন্দ' নামসম্বলিত। বিশেষ বিবরণ,

"জীবন্মুক্ত বিবেকের" বঙ্গানুবাদের, ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

৫৪ পৃ (২৮) **স্বানুভূতীত্যাদি**—"ইষ্টসিদ্ধির" টীকাকার এইরূপ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন—"স্ব" এই শব্দটি "অনুভূতির" স্বতঃপ্রসিদ্ধতা সূচনা করিতেছে। অনুভূতি নিজে যদি অনুভাব্য বা অনুভবের বিষয় হয়, তবে তাহা আর অনুভূতি থাকে না। যে বস্তু স্বতঃসিদ্ধ, তাহার, আপনার স্বভাববশতঃ অথবা অন্য কাহারও দ্বারা প্রাগভাব প্রভৃতি (অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব, প্রধ্বংসাভাব, ও সাময়িক অভাব) ঘটিতে পারে না। এই হেতু সেই অনুভূতি অজা বা জন্ম রহিত। এই হেতু ইহার (যাস্কপঠিত বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয়, বিনাশ প্রভৃতি) অন্য বিকারও নাই, কেননা জন্মই এই সকল বিকারের মূল। যে সকল বস্তু "চেত্য" অর্থাৎ অনুভূতির বিষয়, তাহাতে অনুভূতির ধর্ম্ম নাই, যেমন রূপাদিতে অনুভূতির (অজত্ব প্রভৃতি) ধর্ম্ম নাই। এইহেতু অনুভূতি 'অমেয়া' অর্থাৎ সেই অনুভূতিতে মেয় বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগোচর কোনও ধর্ম্ম নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। এই হেতু তাহা 'অনন্তা'। সেই কথাই বলিতেছেন—"মহদাদিজগন্মায়াচিত্রভিত্তিং নমামি তাম্" এই বাক্যদ্বারা। "অব্যাকৃত" হইতে যে প্রথম কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে মহান্ বলে। সেই মহান্ হইয়াছে আদি যাহার, তাহা মহদাদি; সেই মহদাদি যে জগৎ, তাহা মহদাদি-জগৎ, তাহাই মায়াচিত্র, মহদাদিজগন্মায়াচিত্র। মায়া শব্দে অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাই কথিত হইতেছে, যাহা 'সৎ'ও নহে অসৎও নহে অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে, 'আছে' ও 'নাই' এই দুইটির

একটি মাত্র প্রয়োগ করা চলে না, উভয়ই প্রয়োগ করিতে হয়।' সেই মায়া দ্বারা নির্ম্মিত যে চিত্র, তাহাই মায়াচিত্র, তাহা চিত্রের ন্যায় বলিয়া 'চিত্র'; তাহার ভিত্তি (ফলক)। 'চিত্রের ন্যায়' অর্থাৎ চিত্রের ন্যায় দর্শনীয়। 'অনুভূতি'কে সেই চিত্রের আশ্রয় বলাতে, সেই চিত্রের দুরবস্থা বা টিকিয়া থাকা দুর্ঘট, ইহাই সূচিত হইতেছে, যেমন সূর্য্যের আশ্রিত অন্ধকার, অথবা অগ্নির আশ্রিত শৈত্য। অথবা, চিত্র শব্দের অর্থ বিচিত্র বিবিধ প্রকার রূপ। অনুভূতি সর্ব্বদাই একরূপ, তাহাকেই সেই বিবিধ রূপের আশ্রয় বলাতে পূর্ব্বোক্ত দুরবস্থাকে আরও দৃঢ় করা হইল। যেমন আকাশের আশ্রিত স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ (দুরবস্থাগ্রস্ত), বা রজ্জুর আশ্রিত (রজ্জুতে ভ্রান্তিবশতঃ দৃষ্ট)— সর্প, জলধারা, ভূমির ফাট, দণ্ড (লাঠি,) মাটিতে পতিত বলদের মূত্ররেখা দুরবস্থাগ্রস্ত অর্থাৎ বিচারে টিকে না। চিত্র আপনার অত্যন্ত সমতল ফলকের উপরে যেমন, কোথাও নিম্নস্থান, কোথাও বা উন্নত স্থান রহিয়াছে—এইরূপ ভ্রম উৎপাদন করে, এইরূপ অনুভূতি সর্ব্বদাই একরূপ হইলেও, (মায়া তাহাতে) বিকারবিষয়তা, ভেদ, অনাত্মতা, অসুখত্ব, পূর্ব্ব, অপর, অন্তঃ, বহির্ভাব, ইত্যাদি প্রকার দিগ্বিভাগ, অত্যুচ্চ, অতিনীচ ইত্যাদি ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা চিত্রের ন্যায় বিচিত্র। আবার যেমন, ফলককে বা পটকে পরিত্যাগ করিলে চিত্রের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, এবং যেমন তাহারই উপর চিত্র, উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পূর্ব্বদৃষ্ট (পূর্ব্বে অজ্ঞানাবস্থায় দৃষ্ট) জগতেরও সেই দশা। এইহেতু ইহাকে চিত্র বলা হইয়াছে। চিত্রের উপাদান দ্রব্য চিত্র হইতে অপৃথক্ ইহা যেন স্বীকৃত হইল, কিন্তু তাহাকে ভিত্তি

বা ফলক হইতে ত' পৃথক্ বলা যাইতে পারে। কিন্তু জগচ্চিত্রের উপাদান এরূপ নহে, এইহেতু বলা হইল 'মায়াচিত্র'। মায়া উক্ত অনুভূতি হইতে (একই কালে) পৃথক্-অপৃথক্ বলিয়া অনির্ব্বচনীয়। আর জগৎ যে মায়া নির্ম্মিত তাহা "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ," "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" "মম্যাহ্যেষা মায়া সৃষ্টা" ইত্যাদি শাস্ত্র বচন হইতে অবগত হওয়া যায়।

৩৬ পৃ (২৪) **ছন্দোভঙ্গ**—সাধারণ অনুষ্টুভ্ ছন্দের নিয়ম—

"শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘুপঞ্চমম্।
দ্বিচতুঃ পাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ॥

ইহার আট আট অক্ষরে নির্ম্মিত চারি চরণের প্রত্যেক চরণের পঞ্চম অক্ষর লঘু, ষষ্ঠ অক্ষর গুরু, এবং প্রথম ও তৃতীয় চরণের সপ্তম অক্ষর দীর্ঘ, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম অক্ষর হ্রস্ব। 'আবৃতি' শব্দটিকে 'বিক্ষেপের' পূর্ব্বে বসাইলে, সেই চরণে নয়টি বর্ণ হইয়া যায় বলিয়া ছন্দোভঙ্গ ঘটে।

৩৮ পৃ (২৫) **বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, ও বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্য্যামী (বা ঈশ্বর)**—আত্মার জাগ্রতাদি অবস্থা ভেদে যেরূপ চারিটি বিভাগ বা পাদ আছে, ব্রহ্মেরও সেইরূপ চারিটি পাদ বা বিভাগ। আত্মার সেই চারি পাদের নাম বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও ("ত্বম্" পদের লক্ষ্য জীবসাক্ষী বা) তুরীয়। ব্রহ্মের সেই চারিটি পদের নাম বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ও ("তৎ" পদের লক্ষ্য) ঈশ্বর সাক্ষী।

আত্মার প্রথম পাদ 'বিশ্ব',—জাগ্রদবস্থায় অনুভূত ব্যষ্টি—* স্থূলপ্রপঞ্চাভিমানীর নাম। সেইরূপ সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চের অভিমানী চেতনের নাম 'বিরাট্'।

'বিরাট্' ও 'বিশ্ব' উভয়েরই উপাধি স্থূল। এইহেতু বিশ্ব, বিরাটরূপই, বিরাট হইতে ভিন্ন নহে।

আত্মার দ্বিতীয় পাদ 'তৈজস'—স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত ব্যষ্টি সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাভিমানীর নাম। সেইরূপ সমষ্টি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের অভিমানী চেতনের নাম 'হিরণ্যগর্ভ'।

হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস উভয়েরই উপাধি সূক্ষ্ম। এইহেতু, তৈজস হিরণ্যগর্ভরূপই, হিরণ্যগর্ভ হইতে ভিন্ন নহে।

আত্মার তৃতীয় পাদ 'প্রাজ্ঞ'—সুষুপ্ত্যবস্থায় অনুভূত প্রজ্ঞান ঘন, কারণরূপ অবিদ্যার অভিমানীর নাম। সেইরূপ সর্ব্ব কারণাভিমানী চেতনের নাম অন্তর্যামী বা 'ঈশ্বর'।

প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর উভয়েই কারণোপাধি বলিয়া, প্রাজ্ঞ ঈশ্বর রূপই, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে।

বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—এই তিনটির মধ্যে পরমার্থস্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, উপাধির ভেদবশতঃই ভেদপ্রতীতি হয়। এই তিনটির মধ্যে অনুস্যূত চেতন পরমার্থতঃ সর্ব্বোপাধিসম্বন্ধ-বর্জ্জিত। তুরীয়ই তিনের অধিষ্ঠান। তাহা ঈশ্বরসাক্ষী শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ।

---

* যেমন বৃক্ষসমূহের সমষ্টিকে বন, এবং জলরাশির সমষ্টিকে জলাশয় বলা যায়, কিন্তু বনস্থিত বৃক্ষনিকরকে ব্যষ্টিভাবে—পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে গণনা করিলে, বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও জলাশয়ের জলরাশিকে ব্যষ্টিভাবে গ্রহণ করিলে, অনেক জল বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ নানাবিধরূপে প্রতিভাসমান জীবগণের অজ্ঞানকেও ব্যষ্টিভাবে গ্রহণ করিলে, অনেক সংখ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বর প্রতি জীবে পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাকে ব্যষ্টিরূপে, এবং সমস্ত জীবে অধিষ্ঠিত বলিয়া সমষ্টিরূপে বুঝিতে হইবে।

সবিশেষ 'বেদান্তসার' ১১—১৯ কণ্ডিকায় দ্রষ্টব্য।

৩৯ পৃ (২৬) **বিবর্ত্তন**—আরম্ভ, পরিণাম ও বিবর্ত্ত ভেদে কারণবাদ তিন প্রকার। পঞ্চদশীর ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে এই তিন বাদের আলোচনা আছে। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় পঞ্চদশীর ভূমিকায় সংক্ষেপে বুঝাইয়াছেন—

"আরম্ভবাদীরা বলেন, অবয়ব দ্রব্য হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয় যথা সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি; অবয়ব ও অবয়বী এক বস্তু নহে, দুটি বিভিন্ন বস্তু—সূত্র এক, বস্ত্র আর এক; সূত্র বস্ত্রের উপাদান কারণ, বস্ত্রের সহিত সূত্রের এই মাত্র সম্বন্ধ।

আরম্ভবাদে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন; অপরিচ্ছিন্ন বস্তু অবয়ব হইতে পারে না। অবয়ব না হইলে, অবয়বী দ্রব্যের উপাদান কারণও হয় না।

পরিণাম বাদীরা বলেন, দুগ্ধ যেমন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দধি হয়, যে বস্তু সেইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াই জগদ্রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই জগতের উপাদান কারণ। ইঁহারা উপাদান কারণের সহিত কার্য্যের সম্পূর্ণ ভেদ স্বীকার করেন না; একেবারে অভেদও বলেন না। এ মতেও ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারেন না, কেননা ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন এবং অবিকার।

এইজন্য বিবর্ত্তবাদীরা ঐ দুই মতের উপর দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন—

তাঁহারা আরম্ভবাদের উপরে বলেন—পট অবয়বী, সূত্র অবয়ব; পট অবয়ব হইতে অতিরিক্ত হইলেও পটের ভিতর সূত্র আছে। সুতরাং অবয়বের ধর্ম্মরূপ স্পর্শ, পরিমাণ এবং

অবয়বীর ধর্ম্মরূপ স্পর্শ পরিমাণ ইত্যাদি, পটে আছে বলিতে হয়; তাহা হইলে সমস্ত ধর্ম্ম দ্বিগুণ হইয়া পড়িল। আর শ্রুতিতে আছে, উপাদান কারণ জ্ঞান হইলে, কার্য্যজ্ঞান হয়। কার্য্য ও কারণ ভিন্ন হইলে কারণ জ্ঞানে কার্য্যজ্ঞানও হইতে পারে না, অতএব আরম্ভবাদে শ্রুতি বিরোধও হয়।

পরিণামবাদের উপর বলেন, মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল হয়; মৃত্তিকা বা সুবর্ণ ঐ ঘট বা কুণ্ডলের উপাদান কারণ, কিন্তু এস্থলে ঐ মৃত্তিকা বা সুবর্ণের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি ঘটে না; সুতরাং অবস্থান্তর না হইলে উপাদান কারণ হয় না একথা বলা যায় না।

বিবর্ত্তবাদীরা বলেন, বস্তুতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তর কল্পনা, তাহাই বিবর্ত্ত। যে বস্তুতে সেই কল্পনা হয়, তাহাই উপাদান কারণ; যেমন রজ্জুসর্প। রজ্জুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি, না হইলেও সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমকল্পিত সর্পের উপাদানকারণ রজ্জু। সেইরূপ ভ্রমকল্পিত জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম। ঘট বা কুণ্ডলও মিথ্যা বস্তু, নামরূপমাত্র স্বরূপতঃ মৃত্তিকা বা সুবর্ণ ভিন্ন উহার সত্তা নাই। এই কল্পিত ঘটকুণ্ডলের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও সুবর্ণ। এই কারণজ্ঞান হইলে, কার্য্যের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়, তখন একমাত্রব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহাতেই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান তাৎপর্য্য।"

৪৩ পৃ (২৭) **অধ্যাস**—যে অধিকরণে (আশ্রয়ে) যে বস্তুর অভাব তাহাতে সেই বস্তুর ও তাহার জ্ঞানের নাম অধ্যাস। যেমন রজ্জুরূপ অধিকরণে বা আশ্রয়ে কল্পিত সর্পের ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক অভাব। তাহাতে প্রাতিভাসিক সর্পের অবভাসকে

অর্থাৎ সর্প ও তাহার জ্ঞানকে অধ্যাস বলে। অথবা অধিষ্ঠানের সত্তা হইতে বিষম সত্তাবিশিষ্টের অবভাসকে অধ্যাস বলে। যেমন ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট রজ্জুরূপ অধিষ্ঠান হইতে বিষম সত্তাবিশিষ্ট (অর্থাৎ প্রাতিভাসিকরূপ সত্তাবিশিষ্ট) যে অবভাস—সর্প ও তাহার জ্ঞান, তাহাই অধ্যাস।

অধ্যাস, (১) অর্থাধ্যাস ও (২) জ্ঞানাধ্যাস ভেদে দুই প্রকার। ভ্রান্তিজ্ঞানের বিষয় সর্পাদি মিথ্যাবস্তুকে অর্থাধ্যাস কহে। ভ্রান্তিজ্ঞান—যাহা মিথ্যাবস্তুর মিথ্যাজ্ঞান, তাহাকে জ্ঞানাধ্যাস বলে।

অধ্যাসের আরও প্রকার ভেদ, পণ্ডিত পীতাম্বর পুরুষোত্তম বিরচিত "বিচারচন্দ্রোদয়" নামক হিন্দী গ্রন্থে ষষ্ঠকলায় (১৫৯পৃ) অথবা শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়কৃত বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য।

৫৬ পৃঃ (২৯) **লয়, বিক্ষেপ, কষায় প্রভৃতি :—**

নির্বিকল্প সমাধিতে চারিটি বিঘ্ন ঘটে যথা—(১) লয়, (২) বিক্ষেপ, (৩) কষায় ও (৪) রসাস্বাদ।

(১) আলস্যবশতঃ অথবা নিদ্রাবশতঃ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বৃত্তি বিলুপ্ত হইলে, সেই বিলোপকে 'লয়' বলে। তাহা ঘটিলে সুষুপ্তির মত অবস্থা হয়। এই হেতু, লয়বশতঃ বৃত্তি, যখন আপনার উপাদান কারণ:অন্তঃকরণে লয়প্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিবে, তখন যোগী সাবধান হইয়া নিদ্রা প্রভৃতিকে তাড়াইয়া বৃত্তিকে জাগাইবেন। এইরূপ প্রতীকারকে গৌড়পাদাচার্য্য 'চিত্তসম্বোধন' বলিয়াছেন।

(২) যেমন বিড়াল অথবা শ্যেনপক্ষীর ভয়ে ভীত হইয়া, চটক

গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং ভয়ব্যাকুলতাবশতঃ গৃহমধ্যে নিরাপদ আশ্রয়স্থান দেখিতে না পাইয়া বাহির হইয়া পড়ে, এবং ভয়বিহ্বল হয় অথবা মৃত্যুমুখে পড়ে, সেইরূপ অনাত্ম-পদার্থকে দুঃখহেতু জানিয়া, অদ্বৈতানন্দে স্থিতি লাভ করিবার জন্য বৃত্তি অন্তর্মুখ হইলে, একেবারেই সেই চিদানন্দকে, আপনার বিষয় করিতে পারে না; কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া থাকিলে, তবে পারে। স্বরূপানন্দের অলাভবশতঃ বৃত্তি আবার বহির্মুখ হইয়া যায়। এই বহির্মুখতার নাম বিক্ষেপ। ইহার প্রতীকার এই যে, যে পর্য্যন্ত না বৃত্তি ব্রহ্মাকারা হয়, সেই পর্য্যন্ত বাহ্যপদার্থে দোষ ভাবনা করিয়া, বৃত্তিকে বহির্মুখ হইতে না দিয়া, অন্তর্মুখ করিয়া রাখা। এইরূপ প্রযত্নকে গৌড়পাদাচার্য্য 'সম' এই নাম দিয়াছেন।

(৩) সাধারণতঃ রাগদ্বেষাদিকে 'কষায়' বলে বটে, কিন্তু তাহা "ক্ষিপ্ত" অন্তঃকরণে (জীবন্মুক্তি বিবেক, বঙ্গানুবাদে ২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) প্রকটিত হয়। অন্তঃকরণের ক্ষিপ্তাবস্থায় সমাধির সম্ভাবনাই নাই সুতরাং সেই রাগদ্বেষাদিকে 'সমাধি-বিঘ্ন' বলা চলে না। কিন্তু 'কষায়' শব্দে সেই রাগদ্বেষাদির সূক্ষ্ম সংস্কারকেই বুঝিতে হইবে। অন্তঃকরণ থাকিতে সেই সংস্কার দূর হয় না, আর সমাধিকালেও অন্তঃকরণ থাকে। সমাধির অভ্যাসকালে ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলেই বিঘ্ন ঘটায়। উদ্বুদ্ধ না হইলে, বিঘ্ন ঘটায় না।

তাহার প্রতীকার, বিষয়ে দোষদর্শন সহকারে তাহার নিরোধ প্রযত্ন।

(৪) যোগীর যেমন ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়, সেইরূপ বিক্ষেপরূপ দুঃখের নিবৃত্তিরও অনুভব হয়। কাহারও কাহারও দুঃখের

নিবৃত্তি হইতেও আনন্দ হয়। যেমন ভারবাহী পুরুষের ভার অবতীর্ণ হইলে, ভারজনিত দুঃখের নিবৃত্তিবশতঃ আনন্দ হয়, সেইরূপ, সমাধিতেও, যোগীর বিক্ষেপজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হইতে যে আনন্দ হয়, তাহার অনুভবের নাম 'রসাস্বাদ'।

বিক্ষেপরূপ দুঃখের নিবৃত্তিজনিত আনন্দের অনুভব হইলেই যদি যোগী মনে করেন যথেষ্ট হইল, তাহা হইলে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মানন্দাকারা বৃত্তির বিলোপ ঘটে। তাহা হইলে, যোগীর অনুভব আর সমাধি পর্য্যন্ত পৌছে না। এই হেতু রসাস্বাদও সমাধির বিঘ্ন।

আর এক প্রকার রসাস্বাদ আছে। যাঁহারা সবিকল্প সমাধির ভিতর দিয়া নির্ব্বিকল্পে পৌছিতে চাহেন, তাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রারম্ভে সবিকল্প সমাধির ত্রিপুটীরূপ উপাধিসহিত আনন্দ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, তাহাকেই অনুভব করিতে থাকেন। ইহাও নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পরমানন্দানুভবের বিরোধী; সেই হেতু বিঘ্ন। এই হেতু এই 'রসাস্বাদ' বর্জ্জনীয়।

৫৬ পৃঃ (৩০) **"তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ"** ইত্যাদি—

"যোগমণিপ্রভা" টীকায় এই পাতঞ্জল সূত্রটি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—এই সূত্রের পূর্ব্ব সূত্রে (১৫শ সূত্রে) যে চারি প্রকার 'অপর বৈরাগ্য' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই (এই) পরবৈরাগ্যের হেতু। যে সকল যোগাঙ্গ পরে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হইলেও, বিষয়সমূহে দোষদর্শনদ্বারা বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদনন্তর গুরূপদেশ ও শাস্ত্রোপদেশ

হইতে 'পুরুষ' (আত্মা) সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানের অভ্যাসদ্বারা, অর্থাৎ 'ধর্ম্মমেঘ' নামক ধ্যানের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা, চিত্তের তমোরজোমল একেবারে বিনষ্ট হইলে, চিত্তে সত্বগুণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই চিত্ত সাতিশয় নির্ম্মল হয়। সেই নির্ম্মলতা সাতিশয় শুদ্ধ চিত্তের ধর্ম্ম। ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যান আরম্ভ হইবার পর হইতে, উহার আরম্ভ হয় এবং উহা সেই ধর্ম্মমেঘ নামক ধ্যানেরই ফলস্বরূপ। তাহাকে, "পরবৈরাগ্য" বা গুণত্রয়ের প্রতি অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণের প্রতি, বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য বলে। মোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই মুক্তির হেতুভূত সাক্ষাৎকার বলিয়া থাকেন। এই পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, যোগীর অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি সকল প্রকার 'ক্লেশ' একেবারে বিলুপ্ত হয়, এবং সকল প্রকার কর্ম্মের সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হয়। তিনি পূর্ব্বে বিবেকখ্যাতি (অর্থাৎ সত্ব বা বুদ্ধি ও পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান) অভ্যাস করিলেও, এখন তাহাতে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি মনে করেন, 'আমার যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সব করিয়াছি, যাহা লাভ করিবার ছিল, তাহা লাভ করিয়াছি, কিছুই অবশিষ্ট নাই।' যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবার পরেই চিত্তে কেবলমাত্র অসম্প্রজ্ঞাত সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই 'পরবৈরাগ্য' বলে। আর যাহাকে অপরবৈরাগ্য বলে, তাহা তমোগুণ রহিত অত্যল্প রজোমল বিশিষ্ট চিত্তের ধর্ম্ম। এই অপর বৈরাগ্যের ফলেই যোগিগণ প্রকৃতিতে লীন হইয়া বিবিধ প্রকার ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকেন। এই কথাই

প্রকারান্তরে অন্যত্র বলা হইয়াছে যথা "বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতি লয় ঘটে"।

"তীব্র সম্বেগানামাসন্নঃ" (সমাধিলাভঃ)। সমাধিপাদ ২১—(যোগমণিপ্রভা) শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা,—এই গুলিই মুমুক্ষুদিগের কৈবল্যসিদ্ধির উপায়। পুরুষ বা আত্মবিষয়ক সাত্বিক বৃত্তিবিশেষকে শ্রদ্ধা বলে। তাহা হইতে বীর্য্য বা প্রযত্ন জন্মে। তদ্দ্বারা যমনিয়মাদির সহযোগে স্মৃতি বা ধ্যান জন্মে। তাহা হইতে সমাধি হয়। সেই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা—পুরুষ বা আত্মবিষয়ক খ্যাতি বা জ্ঞানের অভ্যাস—অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাতযোগ হয়। তাহা হইতে পর বৈরাগ্যদ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। + + + প্রাণিগণের পূর্ব্বসংস্কারের প্রবলতাবশতঃ সেই সকল উপায় মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র এই তিন প্রকার হয়। তদনুসারে যোগীরও তিন প্রকার ভেদ হইয়া থাকে, যথা মৃদুপায় যোগী, মধ্যোপায় যোগী, ও অধিমাত্রোপায় যোগী। তন্মধ্যে মৃদুপায় যোগী আবার তিন প্রকারের হ'ন যথা মৃদুসম্বেগ যোগী মধ্যসম্বেগ যোগী, ও তীব্রসম্বেগ যোগী। মধ্যোপায় যোগী ও অধিমাত্রোপায় যোগীরও এইরূপ তিন তিন প্রকার ভেদ আছে। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রকারের যোগী আছেন। উপায়ের তারতম্যানুসারে তাঁহাদের সিদ্ধিও দীর্ঘকালে, দীর্ঘতরকালে, শীঘ্র ও শীঘ্রতরকালে হইয়া থাকে। এস্থলে শীঘ্রতর কালে, কোন্ প্রকার যোগীর সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে তাহাই উক্ত সূত্রে বলিতেছেন।

সম্বেগ বা বৈরাগ্য যাঁহাদের তীব্র এবং উপায়ও অধিমাত্র

শ্রেণীর, সেই যোগিগণের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অতি নিকটবর্ত্তী। তাহা হইতে তাঁহাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

"ব্যুত্থান নিরোধ সংস্কারয়োঃ" ইত্যাদি (বিভূতি-পাদ, ৯) (যোগমণিপ্রভা টীকা) "এস্থলে 'ব্যুত্থান' শব্দের অর্থ সম্প্রজ্ঞাত। পরবৈরাগ্যদ্বারাই তাহার নিরোধ হয় বলিয়া এস্থলে নিরোধ শব্দের অর্থ পরবৈরাগ্য। তাহা হইলে, যখন ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব হয়, এবং নিরোধ সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন চিত্ত নিরোধসংস্কাররূপ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের ক্ষণ বা সময়ের সহিত অন্বিত হয়। সেই নিরোধ ক্ষণের সহিত অন্বিত চিত্ত, ধর্ম্মী হইলেও তাহা ত্রিগুণাত্মক বলিয়া, কখনই এক অবস্থায় থাকে না, অর্থাৎ তাহা সর্ব্বদাই পরিণামশীল। অভিভূত ব্যুত্থান সংস্কারের, এবং প্রাদুর্ভূত নিরোধ সংস্কারের, (অর্থাৎ এই দুই ধর্ম্মের) ধর্ম্মীরূপে চিত্তের সহিত, উক্ত দুই প্রকার সংস্কারের যে সম্বন্ধ, তাহাই নিরোধ-পরিণাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরবৈরাগ্যরূপ বৃত্তিদ্বারা সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তির ও তাহার সংস্কারের অভিভব হইলে পর, পর বৈরাগ্যের সংস্কারই অভিব্যক্ত ভাবে থাকে। তাহাকে নির্বীজ নিরোধপরিণাম বলে। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ।"

৫৯ পৃঃ (৩১)　"জাড্যনিদ্রাবিনির্ম্মুক্তা—বাসিষ্ঠরামায়ণের টীকাকার 'জাড্য ও 'নিদ্রা' এই দুই শব্দদ্বারা 'মূর্চ্ছা' ও 'সুষুপ্তি' মাত্র বুঝিয়াছেন। কিন্তু 'জাড্য' শব্দে মূঢ়সমাধি ও মৃত্যুকেও ধরিতে হইবে। কেন না অবস্থা সাতটি। যথা—

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিশ্চ তথা মূঢ়সমাধিতা।
মূর্চ্ছামৃত্যুস্তুরীয়ঞ্চেত্যবস্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥

(বোধসার, অবস্থাব্যবস্থা ২)

তন্মধ্যে—"সংশান্তসর্ব্বসঙ্কল্পা" বলাতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের নিষেধ হইল। "জাড্যনিদ্রাবিনির্ম্মুক্তা" দ্বারা, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার সহিত মূঢ়সমাধি ও মৃত্যুকেও পৃথক না করিলে, উক্ত শ্লোক দ্বারা কেবল তুরীয়াবস্থার নির্দ্দেশ হয় না। মূঢ় সমাধির বিবরণ "বোধসারে" 'যোগদীক্ষা চিন্তামণি' নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। যথা—

মূঢ়ানামপি জায়েত তপোদার্ঢ্যান্মনোলয়ঃ।
প্রকৃতৌ বা মহত্তত্ত্বে, ভবপ্রত্যয় এব সঃ॥ ১৬
ত্রৈলোক্যরাজ্যকামস্য হিরণ্যকশিপোর্যথা।
শরীরং ক্রিমিভির্ভুক্তং বল্মীকেনাপি সংবৃতম্॥ ১৭

৬৭ পৃঃ (৩২) **"অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থ" ইত্যাদিঃ—**

"বাক্যবৃত্তির" টীকাকার বিশ্বেশ্বর এই ৪৯ সংখ্যক শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"৪১ সংখ্যক শ্লোকে জীবের ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদন করিয়া ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক শ্লোকে, তাহাই "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্যের অর্থ, ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেন। এক্ষণে যাহাতে সেই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে দৃঢ় হয়, তাহারই উপায় বলিতেছেন—'অহমিত্যাদি'। "অহং ব্রহ্মেতি" আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান "যাবৎ"—যে সময়ে, "দৃঢ়ীভবেৎ"—সম্পূর্ণরূপে, অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনারহিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ দৃঢ় হইবে, 'যাবৎ' শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, সেই জ্ঞানের দৃঢ়তালাভ সহজে ঘটে না ইহাই সূচনা করা। ততদিন পর্য্যন্ত "শমাদি-সহিতঃ"—শমাদিসাধনযুক্ত হইয়া "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (ব্র, সূ, ৪।১।১) এই সূত্রে যে নিয়ম অবধারিত হইয়াছে, তদনুসারে, পুনঃ পুনঃ মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস করিবে

ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য শমাদি, সাধনানুষ্ঠানের সহিত বার বার শ্রবণাভ্যাসের বিধান করায়, ইহাই সূচিত হইতেছে, যে উক্ত শমাদি সাধনের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিলে, তাহাই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু হয়। এইরূপে দুই তিনবার শ্রবণাদিরদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, তাহাতে সাতিশয় দৃঢ়তা থাকে না। তাহার উপর, বহু জন্মের সঞ্চিত সংসার ভোগের সংস্কার অবশিষ্ট থাকিয়া যায় বলিয়া, পুনঃ পুনঃ চিত্ত বিক্ষেপের সম্ভাবনা, এবং (পাতঞ্জলদর্শনোক্ত) অষ্টাঙ্গ যোগের শুভসংস্কারপাতের চেষ্টা না করা হেতু, মনোবাসনা নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হয় না। এই সকল কারণবশতঃ, এবং জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য মনোবাসনার নিঃশেষরূপে বিনাশসাধন করিবার অভিপ্রায়ে, বহুবার শ্রবণাদির অভ্যাস এবং অষ্টাঙ্গযোগের শুভাসংস্কারপাতের অভ্যাস, করিতে হইবে,—ইহাই উক্তবাক্যের তাৎপর্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ করিলে বিদেহমুক্ততা হইবে। তাহা না করিয়া শমাদিসাধনযুক্ত অধিকারী যদি দুই তিনবার শ্রবণাদি করিয়া অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করে, তবে কেবলমাত্র তদ্দ্বারাই জীবন্মুক্ততা সিদ্ধ হয় না; কেন না এই গ্রন্থের ৪০ এবং ৪১ সংখ্যক শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা অব্রহ্মত্বনিবৃত্তিই হয়। এই কথাই, আশঙ্কা উত্থাপন, করিয়া ও তাহার সমাধান দ্বারা, সমর্থন করিতেছেন।

(আশঙ্কা)—ভাল, ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য, শমাদিসাধনযুক্ত অধিকারীর শ্রবণাদি করা উচিত বটে কিন্তু

তাহার পর, সেই শ্রবণাদির আবার প্রয়োজন কি?

(সমাধান)—না, এরূপ বলিতে পার না। কেন না 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, সংসার বাসনা নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হয় না, কারণ দেখা যায় কেহ কেহ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সংসার বাসনার নিবৃত্তি হইল না। বাসিষ্ঠরামায়ণে আছে—

সংসারবাসনাদার্ঢ্যং বন্ধ ইত্যভিধীয়তে॥
বাসনাতানবং রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে॥

হে রাম সংসারবাসনার দৃঢ়তার নামই বন্ধ। সেই বাসনা ক্ষীণ হইলেই, তাহাকে মোক্ষ বলে। এইরূপে বাসনাশূন্য-তাকেই বিদেহমুক্তি বলা হইয়াছে। সেই হেতু জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য এবং বাসনাশূন্যতা লাভ করিবার জন্য, বার বার শ্রবণাভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

(শঙ্কা) ভাল, যিনি ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার যদি এতটুকু মাত্র সংসারবাসনা-লেশ থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার রাগদ্বেষাত্মক সংসারবাসনা রহিয়াছে এইরূপ বলা উচিত হয় না।

(সমাধান)—না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। যে কোমল কণ্টক এখনও সাতিশয় দৃঢ়তালাভ করিতে পারে নাই, তাহার যেমন সম্যক্ প্রকারে বিঁধিবার শক্তি নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানে দৃঢ়তালাভ হইবার পূর্ব্বে, (তদ্দ্বারা) সংসারের মূল কারণের নিঃশেষরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া, অসম্ভব বলিয়া কোন কোন অবস্থায় জীবন্মুক্তেও সংসার বাসনা থাকা সম্ভব, ইহা (স্বীকার করা) অযৌক্তিক নহে। বাসিষ্ঠ রামায়ণেও দেখা যায়, জীবন্মুক্তের সংসারবাসনা থাকে। যথা—

রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোহন্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
(উৎপত্তি প্রকরণ ৯।৮)

আসক্তি, দ্বেষ, ভয়, প্রভৃতির অনুরূপ আচরণ করিলেও, যিনি অভ্যন্তরে আকাশের ন্যায় অতি নির্ম্মল, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। ("জীবন্মুক্তিবিবেক" বঙ্গানুবাদ ৩৮ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের বিদ্যারণ্যমুনি কৃত স্পষ্টতর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আবার জীবন্মুক্ত বীতহব্য বিদেহমুক্তি লাভকালে বলিয়াছিলেন—

রাগ নীরাগতাং গচ্ছ, দ্বেষ নিঃশেষতাং ব্রজ।
ভবদ্ভ্যাং সুচিরং কালমিহ প্রক্রীড়িতং ময়া॥

আসক্তি, তুমি অনাসক্তিরূপ ধারণ কর, দ্বেষ, তুমি সম্পূর্ণ-রূপে তিরোহিত হও। আমি তোমাদের উভয়ের সহিত বহুদিন ধরিয়া ক্রীড়া করিয়াছি।

এই হেতু জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত, এবং সম্পূর্ণ-রূপে সংসার বাসনানিবৃত্তির জন্য, বেদান্তের মহাবাক্যের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, এবং যোগের শুভ সংস্কার স্থাপনের অভ্যাস পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত না জ্ঞান দৃঢ়তা লাভ করে।"

"বাক্যবৃত্তি"টীকাকার বিশ্বেশ্বরের এই অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসের আগ্রহ, কেবল মনোনাশ ও তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ বাসনাক্ষয়ের উদ্দেশ্যে। হীনদৃষ্টি ও মধ্যমদৃষ্টি সাধকের পক্ষেই অবশ্য ইহা সমীচীন ব্যবস্থা। (মাণ্ডুক্যকারিকা ৩।৪০ এবং তাহার শঙ্করাচার্য্যবিরচিত ভাষ্য ও আনন্দগিরিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। আচার্য্য ভারতীতীর্থ যে ছয় প্রকার সমাধির

অনুষ্ঠানের উপদেশ দিতেছেন, তদ্বিষয়ে অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাস যে সবিশেষ অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭৪ পৃ (৩৩) শেষাচার্য্য প্রণীত "পরমার্থসার"-গ্রন্থ "ট্রিভেন্দ্রম্‌" সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর দ্বাদশ গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা, ৮৫টি আর্য্যাচ্ছন্দে বিরচিত শ্লোকে নিবদ্ধ বলিয়া, ইহাকে "আর্য্যাপঞ্চাশীতি"ও বলে। উক্ত গ্রন্থের টীকাকার রাঘবানন্দ এই শ্লোকটি (৮১ সংখ্যক) এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কোন্‌ স্থানে কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানীর দেহপাত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেই 'হতশোক' অর্থাৎ শোক বিনির্ম্মুক্ত পুরুষ জীবদ্দশাতেই মুক্ত; কেন না তিনি "জ্ঞান-সমকালমুক্তঃ"—জ্ঞানোদয়কালেই মুক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ বিলোমক্রমে, তাঁহার পিণ্ড (দেহ) অণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডে), সেই অণ্ড তাহার কারণভূত ক্ষিতিতে, সেই ক্ষিতি তাহার কারণ-ভূত জলে, সেই জল তৎকারণভূত জ্যোতিঃতে, সেই জ্যোতিঃ তাহার কারণভূত বায়ুতে, সেই বায়ু আকাশে, সেই আকাশ তামস অহংতত্ত্বে, একাদশ ইন্দ্রিয় রাজস অহংতত্ত্বে, এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ (১৬৩ পৃষ্ঠায় ৩৪ সংখ্যক টীকায় দ্রষ্টব্য) সাত্ত্বিক অহংতত্ত্বে, এই ত্রিবিধ অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে, অব্যক্ত তাহার অধিষ্ঠাতা পুরুষে, এবং পুরুষ স্বকীয় মহিমায়—পরমপুরুষে,—এইরূপে (বিলোমক্রমে) তাঁহার দেহ ও দৈহিক প্রপঞ্চ স্বকীয় জ্যোতিঃতে সংহৃত হইয়াছে। এই হেতু গঙ্গাদিতীর্থে বা শ্বপচগৃহে (কোনও নীচব্যক্তির আবাসে) নষ্টস্মৃতি (বিলুপ্তস্মৃতি) অথবা প্রবুদ্ধ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেও তিনি কৈবল্যপ্রাপ্ত হন। এই হেতু কথিত হইয়াছে—

"যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা।
যথা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম তত্র তত্র লয়ং গতঃ॥"

৮৭ পৃষ্ঠা (৩৪)

ত্রিপুটী তালিকা।

অধ্যাত্ম।	অধিভূত।	অধিদৈব।	
শ্রোত্র	শব্দ	দিক্ সমূহের অভিমানিনী দেবতাগণ।	
ত্বক্	স্পর্শ	বায়ুতত্ত্বের অভিমানিনী দেবতা।	
নেত্র	রূপ	সূর্য্য।	
রসনা	রস	বরুণ।	
ঘ্রাণ	গন্ধ	অশ্বিনীকুমারদ্বয়।	সুরেশ্বরাচার্য্যের মতে পৃথিবীর অভিমানিনী দেবতা।
বাক্	বচনক্রিয়া, বা বচন-ক্রিয়ার বিষয় বা বক্তব্য	অগ্নি।	
হস্ত	পদার্থের গ্রহণ বা গ্রহী-তব্য বস্তু	ইন্দ্র।	
পাদ	গমনবিষয় বা গন্তব্য	বিষ্ণু।	
পায়ু	মলত্যাগ বা মল	যম।	
উপস্থ	মৈথুন বা তৎসুখ	প্রজাপতি।	
মন	মনন বা মননের বস্তু	চন্দ্রমা।	
বুদ্ধি	বোদ্ধব্য	বৃহস্পতি।	
অহঙ্কার	অহঙ্কারের বিষয়	রুদ্র।	
চিত্ত	চিন্তনের বিষয়	সাক্ষীচেতন।	কাহারও মতে বাসুদেব।

৫ ৯২ পৃ (৩৫) "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীম্"—ইত্যাদি এই সুপ্রসিদ্ধ 'নাসদীয়' বা 'নাসদাসীয়' ঋঙ্মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য, ৯২ পৃষ্ঠাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। বেদপারদৃশ্বা ত্রিবেদিকুলে অনিরর্থকজন্মা ঋষিকল্প ৺রামেন্দ্র সুন্দর, "কর্ম্মকথায়", "যজ্ঞ" প্রবন্ধে ইহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন:—প্রাচীন বেদপন্থী সমাজে ঋষিগণের আবিষ্কৃত সমুদয় বিদ্যার সমষ্টিকে বেদ বলিত। এ কালের বেদপন্থী-সমাজেও যে কিছু বিদ্যা বর্ত্তমান আছে, তাহা সেই পুরাতনী বিদ্যারই বিকৃতি ও পরিণতি মাত্র। ভাগীরথীর সহস্র শাখার উৎসসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, সেই গোমুখীতেই উপস্থিত হইতে হইবে। স্থূলতঃ এই বিদ্যাকে জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে ভাগ করা হয়। জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাবহারিক জগতের পারমার্থিক তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা আছে। ঋগ্বেদসংহিতার অন্তর্গত নাসদাসীয় সূক্তে সম্ভবতঃ সেই তত্ত্বের প্রথম স্পষ্ট প্রচার দেখা যায়; উক্ত সংহিতার অন্তর্গত, অম্ভৃণকন্যা বাগদেবীদৃষ্ট দেবীসূক্তে সেই তত্ত্বের প্রায় পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়। বেদের সমুদয় জ্ঞান কাণ্ডে এই তত্ত্বই আরও ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে আর নূতন কথা বড় একটা বলা হয় নাই × × × উহাই জ্ঞান কাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা। (১৯২) পৃষ্ঠা। অন্যান্য বেদান্তবাক্য ইহারই পল্লবিত ভাষ্যমাত্র।" (১৯৮) পৃষ্ঠা।

"প্রশ্ন উঠে, আমিই না হয় একমাত্র সৎ পদার্থ হইলাম এবং জগৎ না হয় কল্পিত পদার্থ হইল; কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মৎকর্ত্তৃক কেন ও কিরূপে সৃষ্ট বা কল্পিত হইল? নাসদাসীয় সূক্তের ঋষি এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। "কো

অদ্ধা বেদ, ক ইহ প্রাবোচৎ, কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ" কে জানে কে বলিবে এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? "যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ"—যিনি এই পরম ব্যোমে অর্থাৎ ব্যবহারিক দেশের পরপারে থাকিয়া এই জগতের অধ্যক্ষ, সাক্ষী বা দ্রষ্টা—তিনিই জানেন; অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও দ্রষ্টা আমিই ইহা জানি—আমিই উত্তর দিতে পারি। অথবা আমিও হয় ত জানি না; অর্থাৎ আমি মূঢ় সাজিয়া, এই জগতের সৃষ্টি কিরূপে হইল, তাহা না জানিবার ভান করি।" (১৯৬ পৃষ্ঠা।)

৯৫ পৃ (৩৬) (জলের ধর্ম্ম) মাধুর্য্য—"যে জাতীয় দ্রব্যে মধুর রস ব্যতীত অপর রস নাই, (এই অংশদ্বারা পৃথিবীতে অতিব্যাপ্তি-বারণ হইল) পরন্তু রস আছে—(এই অংশদ্বারা তেজঃ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তিবারণ হইল) তাহা জল। হরীতকী চর্ব্বণে রসনা পরিষ্কৃত ও সতেজ হইলে জলের মধুর রস বুঝা যায়।" (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত বৈশেষিক দর্শনের বঙ্গানুবাদ, ১০৮ পৃষ্ঠা)

শঙ্করমিশ্র "উপস্কার" নামক বৈশেষিকদর্শনের টীকায় বলেন—"যদি বল জলে মাধুর্য্য অনুভূত হয় না, তবে বলি, এরূপ বলিতে পার না কেন না কষায় দ্রব্য ভক্ষণের পর, সেই মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি হয়। আর এ কথাও বলিতে পার না, যে সেই মাধুর্য্য হরীতকীরই, জল দ্বারা তাহার

অভিব্যক্তি হয় মাত্র,—কেন না হরীতকীতে আমলকীর ন্যায় কষায় রসই অনুভূত হয়," ইত্যাদি।

(জলের ধর্ম) শৈত্য—"যে জাতীয় দ্রব্যে শীতল স্পর্শ আছে, তাহা জল। অন্য বস্তুতে যে শীতল স্পর্শের অনুভব হয়, তাহাও জল সংযোগহেতু হইয়া থাকে। ঐ সকল সূক্ষ্ম জল পবনবেগেও আনীত হয়, প্রকারান্তরেও আনীত হইয়া থাকে; তবে ঐ জলে 'উদ্ভূত'রূপ না থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। (ঐ, ১০৮ পৃষ্ঠা)।

জল বা বায়ু পাক করিলেও তাহার স্পর্শবৈলক্ষণ্য ঘটে; শীতল জল, শীতল বায়ু, অগ্নির তাপে উষ্ণ হয়, সুতরাং 'পৃথিবী' লক্ষণের অতিব্যাপ্তি। ইহার উত্তরে আমরা বলি ঐ উষ্ণতা, জল বা বায়ুর নহে; উহা জল বা বায়ুর সহিত মিলিত অগ্নিকণার উষ্ণ স্পর্শ। ঐ তীব্র স্পর্শের প্রাবল্যেই জলের শীত স্পর্শ অনুভূত হয় না। (ঐ, ১০০ পৃষ্ঠা)।

৯৯ পৃষ্ঠা (৩৭) **নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক নামক প্রলয়ে**"—"বেদান্তপরিভাষার" সপ্তম পরিচ্ছেদে এই চারি প্রকার প্রলয় এইরূপে বর্ণিত আছে :—

"ত্রৈলোক্য বিনাশকে প্রলয় বলে। প্রলয় চারি প্রকার ;—নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক। সুষুপ্তিই (স্বপ্নহীন নিদ্রা) নিত্যপ্রলয়। কারণ, সুষুপ্তিতে সমস্ত কার্য্য (সুষুপ্ত পুরুষের পক্ষে) প্রলীন হইয়া থাকে। [সুষুপ্তিকালে বাহ্য কোনও বস্তুর জ্ঞান থাকে না] তৎকালে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও পূর্ব্ব সংস্কারসকল কারণরূপে অবস্থিত থাকে। [জাগ্রত হইলে এগুলি আবার প্রকট হয়] সেই জন্য নিদ্রা হইতে

উত্থিত পুরুষের সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনুভব অসিদ্ধ হইতেছে না। স্মরণ প্রভৃতিও এইজন্য অসিদ্ধ হইতেছে না।"

*   *   *

"কার্য্যব্রহ্মের (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের) বিনাশ হইলে যে সমস্ত কার্য্যের বিনাশ হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। [প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মাণ্ডের অধিকার প্রাপ্ত হন] যে প্রারব্ধ কর্ম্মবশে (হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্মাণ্ডের অধিকার প্রাপ্ত হন, সেই কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, প্রথমে (হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন। পরে তিনি (হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্মের সহিত বিদেহ কৈবল্য (দেহহীন একত্বভাব)-রূপ পরমমুক্তি প্রাপ্ত হন। তখন ব্রহ্মলোকবাসিগণেরও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে, কার্য্য ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদেরও বিদেহকৈবল্য-রূপ পরমমুক্তি হইবে।"

*   *   *

"এইরূপে ব্রহ্মলোকবাসিগণের সহিত কার্য্যব্রহ্ম মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মাণ্ড তন্মধ্যবর্ত্তী সমগ্র (চতুর্দ্দশটি) লোক ও তন্মধ্যবর্ত্তী স্থাবর (জঙ্গম) প্রভৃতি (প্রাণিদেহ) ভৌতিক (ঘট প্রভৃতি) ও (আকাশ প্রভৃতি) ভূত সকল (মূল কারণ) প্রকৃতি বা মায়াতে বিলীন হইয়া যায়। এই লয় ব্রহ্মে হয় না, (মায়াতেই হয়)। কেন না বাধরূপ বিনাশ ব্রহ্মনিষ্ঠ।"

[ব্রহ্মে আমরা জগৎ কল্পনা করিয়া থাকি। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে, এই কল্পিত জগৎ ব্রহ্মে বাধিত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মে কল্পিত জগৎ বিনষ্ট হয়। এই বাধরূপ বিনাশ বা প্রলয় ব্রহ্মনিষ্ঠ। কিন্তু পূর্ব্বে যে ব্রহ্মাণ্ড, ভূত, ভৌতিক প্রভৃতির প্রলয় বলা

হইল, তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠ নহে মায়ানিষ্ঠ। (কারণ উহা বাধরূপ প্রলয় নহে, প্রধ্বংসরূপ প্রলয়।) প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায় বলিয়াই, পূর্ব্বোক্ত প্রলয়কে প্রাকৃত প্রলয় বলা হইয়া থাকে।

কার্য্যব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভের) দিবসের শেষ হওয়াতে ত্রৈলোক্যের যে প্রলয় হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। নৈমিত্তিক প্রলয় ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ চতুর্যুগসহস্র পরিমিত কালব্যাপী। * * প্রলয়কালও ব্রহ্মার দিবসকালের সমান। কেন না, ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি উভয়ই সমান পরিমিত। [দিবাবসানে ব্রহ্মা সমগ্র জগৎ লয় করিয়া শয়ন করেন বলিয়া তখন সমগ্র পদার্থের প্রলয় হয়। সমস্ত রাত্রি তিনি নিদ্রা যান ও এই সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রলয় থাকে। রাত্রিশেষে তিনি পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার দিন চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত কাল। রাত্রিও তাহাই। সুতরাং রাত্রিব্যাপী এই প্রলয়ও চতুর্যুগসহস্র স্থায়ী।]

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবশতঃ সকল জীবের মুক্তিই (আত্যন্তিক বা) চতুর্থ প্রলয়। একজীববাদ স্বীকার করিলে (অর্থাৎ একমাত্র জীব আছে, এই সিদ্ধান্ত মানিলে) একেবারেই ঐ মুক্তি হইবে। নানাজীববাদে (অর্থাৎ বহুজীবের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে) ক্রমে ক্রমে মুক্তি ধরিতে হইবে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে দুই একটি করিয়া সমস্তজীব মুক্ত হইবে।) শ্রুতিতে আছে "সকলে এক হইয়া যায়"।

প্রথম তিনটি প্রলয় (নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়) কর্ম্মের বিরতিবশতঃ হইয়া থাকে। (কর্ম্মই ভোগের হেতু

স্বতরাং কর্ম্মের বিরামে ভোগেরও বিরাম হয়। কিন্তু-সংসারের মূলীভূত কারণ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না।) জ্ঞান উদয় হইলে চতুর্থ প্রলয় হইয়া থাকে। এই প্রলয়ের সহিত অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, (কারণ, তত্বজ্ঞানের উদয়ই আত্যন্তিক প্রলয়ের হেতু। তত্বজ্ঞান হইলে আর অজ্ঞান থাকিতে পারে না, তাই আত্যন্তিক প্রলয় হইলে, অজ্ঞানের অস্তিত্বও থাকে না)।

(প্রথম তিনটি প্রলয়ের সহিত শেষেরটির) এই মাত্র প্রভেদ (অর্থাৎ প্রথম তিনটিতে জগতের মূল কারণ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না; কিন্তু শেষেরটিতে তাহা হইয়া থাকে। চতুর্থ বা আত্যন্তিক প্রলয়ের পর আর সৃষ্টি হয় না; সেই জন্য ইহাকে মহাপ্রলয় বলা হইয়া থাকে।) (১১৮ পৃষ্ঠা)
—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কৃত "বেদান্ত পরিভাষার বঙ্গানুবাদ হইতে সংগৃহীত।

'গ' পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট (ঘ)

আনন্দজ্ঞান (বা আনন্দগিরি) বিরচিত

"বাক্যসুধা"র টীকা।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি পরমাত্মা যিনি (রমণের বা পরম প্রেমের আস্পদ) রামরূপে, এবং (আকর্ষণকারী বা নির্বৃতি দাতা) কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই আমার সমক্ষে গুরুরূপে অবতীর্ণ। সেই দেবই সূত্রকার ব্যাস এবং ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া অদ্বৈততত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১।

বিশ্বনামক নামরূপাত্মক পঙ্ক যাঁহাতে লাগিয়া রহিয়াছে, দেখা যায়, সেই পরমাত্মতত্ত্বটিকে বাক্যসুধা দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিষ্পঙ্ক শুদ্ধস্বরূপ করিয়া সকলে অবলোকন করুন, (ইহাই প্রার্থনা।) ॥ ২।

প্রতিপদের অর্থ বুঝিলেই, যে হেতু, সমগ্র বাক্যের অর্থজ্ঞান হয়, ইহাই নিয়ম, সেই হেতু এই পরিচ্ছেদ বা প্রকরণগ্রন্থ, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত পদদ্বয়ের অর্থ বুঝিবার (বা শোধন করিবার *) জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে॥ ৩।

"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি চারিটি মহাবাক্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা বুঝাইতেছে। তন্মধ্যে এই "তত্ত্বমসি" বাক্যে 'ত্বম্' পদের অর্থ জীবাত্মা, তৎপদের অর্থ পরমেশ্বর ॥ ৪।

*পাঠান্তর,—বঙ্গাক্ষর প্রতিলিপি—বুদ্ধ্যর্থং, দেবনাগরাক্ষর প্রতিলিপি—শুদ্ধ্যর্থম্।

বাক্যসুধা নামক প্রকরণ গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার সেই বাক্য চতুষ্টয় মধ্যে প্রথমে 'ত্বম্' পদের অর্থ "রূপং দৃশ্যম্" ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোক দ্বারা ব্যুৎপাদন করিতেছেন।

> রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দ্রষ্টৃ মানসম্।
> দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে ॥ ১ ॥

এই প্রকরণ গ্রন্থে প্রথম শ্লোকটি (গ্রন্থপ্রতিপাদ্য) বস্তু সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছে। "রূপং দৃশ্যম্" নীল, পীত প্রভৃতি যে সকল সর্ব্বজনবিদিত রূপ আছে, তাহারা "দৃশ্য" দৃষ্টিবৃত্তির ব্যাপ্য, (যেখানে যেখানে 'দৃশ্য', সেখানে সেখানে 'দৃষ্টিবৃত্তি', এইরূপ সাহচর্য্যনিয়মদ্বারা সম্বন্ধ), ইহা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই, ইহাই অর্থ। ভাল, সেই দ্রষ্টা কি প্রকার, যদ্দ্বারা রূপ 'ব্যাপ্ত' বা উক্তরূপে সম্বন্ধ হয় ? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন "লোচনংদৃক্"—যাহা লোচন বা নেত্রেন্দ্রিয় তাহাই সেই দ্রষ্টা, ইহাও সর্ব্বজনবিদিত। রূপজ্ঞান নেত্রের সহিত "অন্বয়-ব্যতিরেক" নিয়মের বশবর্ত্তী, ইহাই অর্থ। নেত্রেন্দ্রিয়কে দ্রষ্টা বলিবার ফলে দাঁড়াইল এই যে বিবেকবিহীন জনসাধারণে (পুত্র, পত্নী প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ে একান্তাসক্ত হইয়া যে বলে, "পুত্র আত্মা", "পত্নী আত্মা," তাহাদের সেই বুদ্ধির খণ্ডন হইল, এবং এই কথাদ্বারাই, যে বুদ্ধি, দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, সেই বুদ্ধিও দূরীকৃত হইল, কেননা দেহও বাহ্যবিষয়ের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এরূপস্থলে, ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া মনে করা সম্ভাবিত হইয়া পড়ে বলিয়া সেই বুদ্ধিরও নিরাস করিতেছেন, "তদ্দৃশ্যং দ্রষ্টৃ মানসম্" রূপের সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া যে নেত্রেন্দ্রিয়কে দ্রষ্টা বলা হইল, তাহাও দৃশ্য, দ্রষ্টা নহে, কেন না, "মানসং" বৃত্তিসহিত মন বা অন্তঃকরণ, সেই ইন্দ্রিয়েরও দ্রষ্টা বা অস্তিত্বের সাধকরূপে রহিয়াছে। মন সচেষ্ট থাকিলে, নেত্র আছে ও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে বুঝিতে পারা যায় ; সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় সেই মন না থাকায়, তাহা (ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব ও প্রবৃত্তি) বুঝিতে

পারা যায় না, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে ত' দাঁড়াইল মনই জীবাত্মা। এইরূপ বুদ্ধিরও নিরাস করিতেছেন—"দৃশ্যাঃ ধীবৃত্তয়ঃ ইত্যাদি শেষার্দ্ধ দ্বারা। পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি সমূহকেই এস্থলে 'ধীবৃত্তি' শব্দে সূচনা করা যাইতেছে। সেই ধীবৃত্তিসমূহও দৃশ্য অর্থাৎ বিষয় (object) ভিন্ন অন্য কিছু (subject) নহে। তাহাদিগের "সাক্ষী" চিদাত্মা "দৃক্" দ্রষ্টা বা প্রকাশক, কেননা 'আমার মন অন্যত্র গিয়াছে' এইরূপ অনুভব হয়, আর শ্রুতিও (বৃহদা, উ ১।৫।৩ বলিতেছেন) লোকে বলে) 'আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, দেখিনাই।' ইহার দ্বারা সিদ্ধ হইল মনের অস্তিত্বও অন্য দ্রষ্টার অধীন। সেই মনের যে দ্রষ্টা "সাক্ষী, দৃগেব" তাহা সাক্ষীই (কূটস্থ চৈতন্যই)। এই 'এব'কার (ই) দ্বারা যাহা নিষেধ করা হইল, তাহা (স্পষ্ট করিয়া) বলিতেছেন "ন তু দৃশ্যতে" তাহা কিন্তু দৃশ্য হয় না ; তাহারও দৃশ্যত্ব স্বীকার করিতে গেলে, অনবস্থা দোষ ঘটে, অর্থাৎ দ্রষ্টৃধারার উপপত্তি বা বিশ্রান্তি হয় না। আর শেষে পৌঁছিয়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু স্বীকার না করিলে জগদান্ধ্য অর্থাৎ জগতের অপ্রকাশ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে, বলিয়া দ্রষ্টৃদৃশ্য বিষয়ে চরম দ্রষ্টার অনুসন্ধান সেই পর্য্যন্ত করিতে হইবে, যে পর্যান্ত না স্বপ্রকাশরূপে অন্যনিরপেক্ষ, স্ব-রূপের উপলব্ধি হয়। এই হেতু সাক্ষী বা কূটস্থ চৈতন্যই দ্রষ্টা, তিনি অন্য কাহারও দৃশ্য নহেন ইহাই অর্থ। যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য্য এই—যাহাকে ছাড়িয়া যে বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব সঙ্গত হয় না, তদুভয় একই বস্তু, যেমন অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা বা দহন কারিতা* একই বস্তু, সেইরূপ। যে বস্তু আপনার স্বভাবগত প্রকাশ দ্বারা রূপ পর্য্যন্ত সকলেরই দ্রষ্টা, মন ও চক্ষু সেরূপ দ্রষ্টা নহে। জল, লৌহ প্রভৃতি বস্তুতে অগ্নির আবেশবশতঃ যেমন উষ্ণতার আরোপ হয়, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্যের আবেশবশতঃ মন প্রভৃতিতে দ্রষ্টৃত্বের আরোপ হয়।

* পাঠান্তর, ব, প্র-'উষ্ণত্বং' ; দে,প্র-'দহকত্বম্'।

সেই হেতু মন হইতে আরম্ভ করিয়া রূপ (বা বিষয়) পর্য্যন্ত সকলই দৃশ্য—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, কেবল চৈতন্যস্বরূপ অন্তরাত্মা (জীবাত্মা) যাহা যাবতীয় দৃশ্যবস্তু হইতে বিলক্ষণ এবং তৎসমুদয়ে দ্রষ্টৃরূপে অনুস্যূত এবং যাহার স্বরূপ "এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ (বৃহদা, উ. ৩।৪।১) এই বিজ্ঞানাত্মাই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা—এই শ্রুতিবাক্যে প্রকটিত হইয়াছে, সেই শুদ্ধ বস্তুকে পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিবে। ১॥

যাহা সংক্ষেপে বলিলেন তাহাই সবিস্তর বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—(কি প্রকারে সেই দ্রষ্টাকে অদ্বৈত আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করা যায়।)

দৃশ্যসমূহ পরস্পরের বাধক বা নিষেধক। (রজ্জুখণ্ডে ভ্রমবশতঃ কল্পিত) সর্প, জলধারা, দণ্ড, মালা প্রভৃতির ন্যায় যে সকল দৃশ্য পরস্পর নিষেধক, তাহারা অবশ্যই কোন আধারে কল্পিত, ইহা নিয়ম। আর দ্রষ্টার স্বরূপ, সেই রজ্জুখণ্ডের ন্যায়, সকল দৃশ্যের সহিত অন্বিত এবং সেইরূপ অকল্পিত—এইরূপ সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দ্রষ্টৃস্বরূপের সহিত ঐ দৃশ্য সমূহের অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ। (প্রথমটি থাকিলে দ্বিতীয়টি থাকে, সেটি না থাকিলে দ্বিতীয়টি থাকে না।) এইরূপ আলোচনা দ্বারা দ্রষ্টা যে অদ্বৈত আত্মা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাই বলিতেছেন—

নীল-পীত স্থূল-সূক্ষ্ম-হ্রস্ব-দীর্ঘাদিভেদতঃ।
নানাবিধানি রূপাণি পশ্যল্লোচনমেকধা ॥ ২ ॥

নীল, পীত, স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি ভেদে, (রূপ নানাবিধ)। এস্থলে 'ইত্যাদি' শব্দদ্বারা বক্র, বর্ত্তুল প্রভৃতি রূপও সংগৃহীত হইল। "নানাবিধানি রূপাণি"—এইরূপে পরস্পর বাধকরূপ সকলকে "পশ্যৎ লোচনম্ একধা"—দেখে যে নয়ন, তাহা একই প্রকার অর্থাৎ তাহা ব্যভিচারি নহে। নয়নের বাহিরে সেই রূপের অস্তিত্ব আছে, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। কেননা চক্ষু যখনই দর্শন করে, তখনই রূপের

* পাঠান্তর-ব,প্র-'রূপ'; দে,প্র—'বিষয়'।

প্রতীতি হয়, এবং অন্য সময়ে প্রতীতি হয় না। (যদি বল) পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে পরে দেখাগেলে, সেই প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্ব্বদৃষ্ট বলিয়া চিনিতে পারা) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব্বে যে বস্তুটি দেখা গিয়াছিল, তাহা সত্য (বা বাহিরে অস্তি)—(তবে বলি) সেই প্রত্যভিজ্ঞার অন্যরূপ উপপত্তি হয় (তাহা অপ্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়)। মনে কর কেহ শুক্তিতে রজত দেখিল। "এস্থলে এই রজত রহিয়াছে"—এইরূপে তাহার অনেকক্ষণ ধরিয়া বা অল্পক্ষণ ধরিয়া অনুভূতি হইল। পরে শুক্তিজ্ঞান দ্বারা সেই অনুভূতির বাধা হইবার পূর্ব্বেই, অন্যান্য বস্তু দর্শন করিয়া চক্ষু আবার সেই শুক্তিতে পড়িল। চক্ষুর দোষ তখনও কাটে নাই, সেইরূপই রহিয়াছে। তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইল,—"এটি সেই রজত"। এস্থলে সেই প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রমাণ (Proving for all) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, কেন না আরোপিত বস্তুর শরীর প্রাতিভাসিক অর্থাৎ প্রতিভাসের বা ব্যক্তিগত প্রতীতির উপর নির্ভর করে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত না অধিষ্ঠানের স্বরূপজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্ত, তাহাতে যে বস্তু-বিশেষ দেখা গিয়াছে, তাহা বাধিত (মিথ্যা) বলিয়া জানিবার পূর্ব্বে তৎসদৃশবস্তুর অন্য ভ্রান্তি উদিত হইলে, তাহা প্রত্যভিজ্ঞাভ্রম বৈ অন্য কিছু (অর্থাৎ প্রমাণ) নহে। আর একথা বলিতে পার না, যে তাহা হইলেত (অর্থাৎ পরপ্রতীতি পূর্ব্বপ্রতীতির সদৃশ হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন এবং সেইহেতু অপ্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইলে) ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে; কেননা, আমরা দৃশ্য ও দর্শনকে ক্ষণিক বলিয়া (অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপ খণ্ড খণ্ড দৃশ্যবিজ্ঞান ও দর্শন বিজ্ঞান নির্ম্মিত,) একথা স্বীকার করি না, বরং স্বীকার করি, এক, নিত্য, অখণ্ড সৎ, একরস চৈতন্য স্বরূপ আত্মা রহিয়াছেন, যিনি সকল প্রকার ভ্রমের অধিষ্ঠান। এইরূপে আমাদের সিদ্ধান্তে অনুমাত্রও দোষ নাই—এস্থলে এইরূপ যুক্তির অনুসন্ধান করিতে হইবে। ২॥

বহুপ্রকার (পরস্পরব্যভিচারী) দৃশ্য হইতে, তাহাদের দ্রষ্টৃরূপে অবধৃত, সেই এক (অব্যভিচারী) চক্ষুও সাক্ষাৎ দ্রষ্টা নহে, কেননা সেই চক্ষুরও একরূপতার ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। এই হেতু চক্ষুও দৃশ্য। সেই কারণে চক্ষুর দ্রষ্টা মনের বহিরে, চক্ষুর অস্তিত্বই নাই, এই কথাই বুঝাইতেছেন :—

আন্ধ্যমান্দ্যপটুত্বেষু নেত্রধর্ম্মেষনেকতঃ।
সঙ্কল্পয়ন্মনঃ শ্রোত্রত্বগাদৌ যোজ্যতামিতি ॥ ৩ ॥

একই পুরুষে নেত্রেন্দ্রিয় একটি মাত্র হইলেও, তাহা এক অবস্থায় থাকে না। তাহা কখনও অন্ধ, কখনও মন্দ ইত্যাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত হয়, এবং যাহা বিকারী, তাহার পক্ষে স্বকীয় বিকারের দ্রষ্টা হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং তাহা যে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অন্যের দৃশ্য, একথা অবশ্য মানিতে হইবে। সেই চক্ষুরও যে দ্রষ্টা, তাহার অন্বেষণ করিতে গেলে, পাওয়া যায়, অন্তঃকরণ তাহার দ্রষ্টৃরূপে তাহার সহিত সম্বদ্ধ। এই কথাই বলিতেছেন "সঙ্কল্পয়ন্মনঃ" ইত্যাদি দ্বারা। "আন্ধ্যমান্দ্যপটুত্বেষু নেত্রধর্ম্মেষু" (সৎসু) 'আমি অন্ধ,' 'আমি, মন্দদৃষ্টি, 'আমি সমর্থদর্শন' (পটুনেত্র), এইরূপ বাক্যপ্রয়োগকারী মনুষ্যে, "অনেকতঃ" অনেক প্রকারে, বিবিধরূপে "সঙ্কল্পয়ৎ" সম্যক্ প্রকারে কল্পনাকারী "মনঃ" অন্তঃকরণ, চক্ষুর পরস্পরব্যভিচারী অবস্থা মধ্যে অব্যভিচারী থাকে বলিয়া 'দ্রষ্টৃ'রূপে সিদ্ধ হয়। একস্থলে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ, অন্যস্থলেও প্রযোজ্য—এই নিয়মানুসারে চক্ষুঃসম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কৃত হইল-তাহা অন্য ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রয়োগ করিবে, ইহাই বলিতেছেন—"শ্রোত্রত্বগাদৌ যোজ্যতাম্" রূপ সম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কৃত হইল, তাহা শব্দ, স্পর্শ বিষয়েও প্রযোজ্য এবং চক্ষুঃ সম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কৃত হইল, তাহা শ্রোত্র, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে প্রযোজ্য। ৩ ॥

এক্ষণে চক্ষুরাদির ন্যায় মনও অন্য কাহারও দৃশ্য—এই কথা সিদ্ধ করিতেছেন—

কামঃসঙ্কল্পসন্দেহো শ্রদ্ধাশ্রদ্ধে ধৃতীতরে।
হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেবমাদীন্ ভাসয়ত্যেকধা চিতিঃ ॥ ৪ ।

শ্লোকে "এবমাদীন্" পদ থাকাতে ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতিকেও ধরিতে হইবে। এইরূপে অনেকাবস্থাপন্ন হয় বলিয়া অনেক প্রকারের (অর্থাৎ ব্যভিচারী) অন্তঃকরণকে, "চিতিঃ" চৈতন্য "ভাসয়তি" দেখিয়া থাকে। সেই চৈতন্য কিন্তু "একধা" একই প্রকারের। তাহার, অবস্থান্তর বা ধর্ম্মান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। ৪ ॥

মন প্রভৃতি সকলের সর্ব্বাবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্য বিকারবিহীন— এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন সেই চৈতন্য একরূপ, এবং সকলের অবভাসক, বলিয়া সর্ব্বত্র অব্যভিচারী এবং সেই হেতু অদ্বিতীয়।

নোদেতিনাস্তমেত্যেষা ন বৃদ্ধিংযাতি ন ক্ষয়ম্।
স্বয়ং তথাবিধান্যানি ভাসয়েৎ সাধনং বিনা ॥ ৫ ॥

'এষা' এই চিতি বা চৈতন্য, সকলেরই সাক্ষীভূত এবং সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত, "ন উদেতি"—ইহার জন্ম নাই, "ন অস্তম্ এতি—ইহার বিনাশ নাই। অভূতের অর্থাৎ যে বস্তু ছিল না তাহার, প্রাদুর্ভাবকে জন্ম বলে। যে বস্তু সৎ বা আছে তাহার অসত্তা প্রাপ্তিকে বিনাশ বলে। এই আদ্য বিকার ও অন্ত্যবিকার চৈতন্যে নাই, এই কথাই বুঝান হইল। এই আদ্যবিকার ও অন্ত্যবিকারের নিষেধ হওয়াতে, সেই কথার দ্বারাই মধ্যবর্ত্তী 'বৃদ্ধি' প্রভৃতি বিকারের নিষেধ হইয়া গেল। তথাপি বুঝিবার সুবিধার জন্য, সেই বিকারগুলির স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করিতেছেন—

"ন বৃদ্ধি" ইত্যাদি বাক্যে। 'বৃদ্ধি' শব্দে উপচয় বুঝিতে হইবে এবং 'ক্ষয়' শব্দে অপচয় বুঝিতে হইবে। দেওয়াল প্রভৃতি সাবয়ব বস্তুর অবয়বের উপচয় হইলে, তাহা বৃদ্ধি পায়, তাহার অপচয় হইলে, অপক্ষয় প্রাপ্ত হয়। চৈতন্য নিরবয়ব বলিয়া তাহাতে তদুভয়ের সম্ভাবনা নাই। বিপরিণাম শব্দে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থান্তর প্রাপ্তি বৃদ্ধিক্ষয় না ঘটিলে ঘটে না, সুতরাং বৃদ্ধিক্ষয়ের নিষেধ করাতে, তাহারও নিষেধ হইয়া গেল। অস্তিত্বরূপ বিকারের অর্থ কিছুকাল ধরিয়া থাকা। যখন জন্মমরণকে অসম্ভব বলা হইল, তখন সেই অস্তিতাও অসম্ভব বুঝিতে হইবে। এই ছয়টি ভাববিকার চৈতন্যের নাই কেন? ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—"স্বয়ং বিভাতি" ইত্যাদি দ্বারা। "তথা বিধানি" উক্ত বিকারবিশিষ্ট পদার্থ সকলকে এবং "অন্যানি" সেইরূপ অন্য পদার্থকে, "ভাসয়েৎ"—প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই 'ভাসন, কি ভান বা প্রতীতির উৎপাদন? হায়, তাহা হইলে ত সেই চৈতন্যে বিকারিত্ব, আসিয়া পড়িল, কেননা তাহার অবস্থান্তর প্রাপ্তি স্বীকার করা হইল। এই হেতু বলিতেছেন "সাধনং বিনা"— অর্থাৎ সাধনত্ব বিনা, সাধনস্বরূপ না হইয়া; সেইরূপ বলিয়া, সকল বস্তুর সহিত অপৃথক্ থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার বিকারাবস্থার সাক্ষী হ'ন বলিয়া, চৈতন্যে বিকারসম্পর্কের আশঙ্কা নাই, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৫ ।

(শঙ্কা)—ভাল, এইরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধের আলোচনা দ্বারা যেন অবধারিত হইল, যে দৃশ্যবর্গ অস্থির ও মিথ্যা, তাহাদের দ্রষ্টা স্থির বা অচল, এবং সেই দ্রষ্টাই অদ্বিতীয় আত্মা; কিন্তু যে বলা হইল সেই আত্মা নির্ব্বিকার থাকিয়াই সকল বস্তুর অবভাসক, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কেন না আত্মা জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়-বিশিষ্ট বলিয়া অনুভূত হন।

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা আত্মা যে (উক্ত) অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হ'ন, তাহার কারণ এই যে (সেই আত্মাকে অধিষ্ঠান করিয়া তাহার উপর) চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধির অধ্যাস হয় এবং যে বস্তু অধ্যস্ত হয় তাহা মিথ্যা—ইহাই বুঝাইবার জন্য সাক্ষী ও সাক্ষ্যের অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া আত্মা যে অসঙ্গ, কূটস্থস্বভাব, তাহাই "চিচ্ছায়াবেশতঃ" ইত্যাদি সাতটি শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—

চিচ্ছায়াবেশতো বুদ্ধৌ ভানং ধীস্তু দ্বিধাস্থিতা।
একাহঙ্কৃতিরন্যা স্যাদন্তঃকরণরূপিণী ॥ ৬ ॥

"চিৎ" শব্দের অর্থ নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান যাহা সকল বস্তুর অবভাসক এবং যাহা জীবাত্মার স্বরূপ; তাহার "ছায়া" আভাস, তাহার "বুদ্ধৌ আবেশতঃ" অন্তঃকরণে অনুপ্রবেশ হেতু "ভানম্" (ভবতি) আত্মার, বিশেষ রূপে প্রকাশ হয়—এইরূপে বাক্য শেষ করিতে হইবে। ভাবার্থ এই—সেই চিদাত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বয়ং সর্ব্বদা প্রকাশমান হইলেও, স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ বলিয়া বিশেষভাবে প্রকাশিত হ'ন না, কিন্তু যখন সেই চিদাত্মায় অধ্যস্ত অনাদি অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান, কর্ম্মোদ্ভূত সংস্কারবিশেষ-রূপে অন্তঃকরণের আকার ধরিয়া উৎপন্ন হয়, তখন তাহাতে অবভাসকরূপে চিদাত্মা অনুগমন করিয়া থাকেন। যেই চিদাত্মা, তপ্তলৌহপিণ্ডে, অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডের আকার গ্রহণ করে, সেইরূপ বুদ্ধির আকার ধরিয়া প্রকাশিত হন। তাহাতে আত্মচৈতন্য বুদ্ধির সহিত একতাপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হন। তদ্রূপ আত্মচৈতন্যকে আভাস বা ছায়া বলা হয়। তখন বুদ্ধি ও আত্মা এক বলিয়া প্রতীত হওয়াতে, সেই (বুদ্ধিরূপ) বিশেষ বা চিহ্ন দ্বারা আত্মা সবিশেষ বা চিহ্নিত বলিয়া প্রতীত হন—ইহাই "চিচ্ছায়াবেশতো ভানম্" ইত্যাদি বাক্যে বুঝান হইয়াছে। যে বুদ্ধিতে এইরূপে আত্মার "ভান" হয়, "সা ধীস্তু দ্বিধা

স্থিতা” সেই বুদ্ধির দুইটি প্রকার আছে, “একাহংকৃতি (রূপেণ)”—এক প্রকার “ধী” অহঙ্কৃতির আকারে হয়, অর্থাৎ অহঙ্কার সেই বুদ্ধির একটি প্রকার, “অন্যা স্যাৎ অন্তঃকরণরূপিনী”—অন্যপ্রকার “ধী” মনোরূপিনী। ‘মন’ শব্দের অর্থ সঙ্কল্পবিকল্পরূপ বাসনার স্থান। * (বা পাঠান্তরে, সঙ্কল্পবিকল্প-রূপে বাসনার বা সংস্কারের স্থাপন) ‘বুদ্ধি’ শব্দের অর্থ যাহা চিদাত্মার কর্ত্তৃকরণভাব প্রাপ্ত হইয়া, বিশেষ ব্যবহারের প্রবর্ত্তিকা হয়। ৬॥

সেইস্থলে, চিৎস্বরূপ আত্মার এবং বুদ্ধিরূপ জড়ের যে পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস বর্ণিত হইল, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—

ছায়াহঙ্কারয়োরৈক্যং তপ্তায়ঃপিণ্ডবন্মতম্।
তদহঙ্কার তাদাত্ম্যাদ্দেহশ্চেতনতামিয়াৎ॥ ৭॥

লৌহপিণ্ড অগ্নিব্যাপ্ত হইলে যেমন অগ্নি বলিয়া গৃহীত হয়, সেইরূপ অহঙ্কার চৈতন্যব্যাপ্ত হওয়াতে, ‘আমি’ বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই হয়—ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। ইহার দ্বারা দেখান হইল, যে (আত্মায়) লিঙ্গশরীরের অধ্যাসই, আত্মায় কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বব্যবহার প্রবৃত্তির হেতু। এক্ষণে “তদহঙ্কার” ইত্যাদি শেষার্দ্ধদ্বারা দেখাইতেছেন যে সেই (সূক্ষ্মশরীর রূপ) উপাধিকে, অগ্রবর্ত্তী করিয়া আত্মায় স্থূল শরীরের অধ্যাস হয়, অর্থাৎ (স্থূল) দেহও ‘আমি’ বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য হইয়া যায়। ৭

এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সহিত অহঙ্কার কি প্রকারে উক্তরূপ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় তাহাই বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন—

অহঙ্কারস্য তাদাত্ম্যং চিচ্ছায়াদেহসাক্ষিভিঃ।
সহজং কর্ম্মজং ভ্রান্তিজন্যঞ্চ ত্রিবিধং ক্রমাৎ॥ ৮

“অহঙ্কারস্য চিচ্ছায়াতাদাত্ম্যং”—অহঙ্কারের, চিদাত্মার আভাসের

* ব,প্র—বাসনাস্থানং ; দে,প্র—বাসনাধানম্।

সহিত যে তাদাত্ম্য হয়, তাহা "সহজম্"—উৎপত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ (অজ্ঞান) চিচ্ছায়াগ্রস্ত হইলে অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহঙ্কারের সহিত দেহের তাদাত্ম্য "কর্ম্মজং"—পূর্ব্বকালিক ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত; কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃই (অহঙ্কারের), দেহের সহিত সংযোগ ঘটে। কিন্তু অহঙ্কারের সহিত সাক্ষীর তাদাত্ম্য "ভ্রান্তিজন্যম্" ভ্রমমাত্র বলিয়াই সিদ্ধ হয়। এইরূপে অহঙ্কারের তাদাত্ম্য তিন প্রকারের হইয়া থাকে। আর সেই তিন প্রকার তাদাত্ম্যের অনুভব যথাক্রমে এইরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে—আমি জানিতেছি (সহজ), আমি মনুষ্য, (কর্ম্মজ) আমি আছি (ভ্রান্তিজ)। ৮

এক্ষণে কি কি কারণে সেই অহঙ্কারতাদাত্ম্যের প্রতীতির নিবৃত্তি হয়, তাহাই একে একে বুঝাইতেছেন—

সম্বন্ধিনোঃ সতোর্নাস্তি নিবৃত্তিঃ সহজস্য তু।
কর্ম্মক্ষয়াৎ প্রবোধাচ্চ নিবর্ত্তেতে ক্রমাদুভে ॥ ৯ ॥

"সম্বন্ধিনোঃ" পরস্পর সম্বন্ধ প্রাপ্ত অহঙ্কার ও চিদাভাস এই দুইটির "সতোঃ"—বিদ্যমানদশায় যতকাল সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে, ততকাল (সহজস্য তাদাত্ম্যস্য নিবৃত্তিঃ নাস্তি)—(তাহাদের) সহজ তাদাত্ম্যের নিবৃত্তি হয় না। "তু" শব্দের অর্থ অবধারণ, নিশ্চয়। অহঙ্কারের উৎপত্তিতেই চিদাভাসের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় বলিয়া, অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইলেই চিদাভাসের নিবৃত্তি হয়; যেমন শরাবস্থিতজল, সূর্য্যপ্রতিবিম্বের উৎপত্তির কারণ এবং সেই জল তিরোহিত হইলে, সেই প্রতিবিম্বেরও নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ। ["উভে"—কর্ম্মজ ও ভ্রান্তিজন্য এই দুই প্রকার তাদাত্ম্যের মধ্যে] দেহের সহিত অহঙ্কারের (কর্ম্মজ) তাদাত্ম্য, "কর্ম্মক্ষয়াৎ" —কর্ম্মক্ষয় হইলেই নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ দেহের আরম্ভক কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ দেহপাত হইলে, (অথবা সুষুপ্তিকালে) নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সাক্ষীর সহিত অহঙ্কারের (ভ্রান্তিজন্য) তাদাত্ম্য "প্রবোধাৎ"—বিবেকজ্ঞানরূপ

জাগরণ বা ভ্রান্তিনাশ দ্বারা নিবৃত্ত হয়; 'চ'কার দ্বারা যাহা অনুক্ত রহিল, তাহাও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে, তিন প্রকার তাদাত্ম্যই একসঙ্গে নিবৃত্ত হয়, বুঝিতে হইবে। ৯।

এইরূপে যে কয়েক প্রকার অহঙ্কারের অধ্যাস ঘটে, সেই কয়েক প্রকার অধ্যাস ও তাহাদের নিবৃত্তির কারণ বর্ণনা করিয়া, এক্ষণে অহঙ্কারের অধ্যাসবশতঃ আত্মাতে যে (জাগ্রতাদি) অবস্থাত্রয় প্রতীত হয়, এবং আত্মার সংসারিত্ব ঘটে, তাহাই পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করিবার উপক্রম করিতেছেন :—

অহঙ্কারলয়ে সুপ্তৌ ভবেদ্দেহোপ্যচেতনঃ।
অহঙ্কৃতি বিকারোর্দ্ধঃ স্বপ্নঃ সর্ব্বস্তুজাগরঃ ॥ ১০

'সুপ্তৌ' সুষুপ্তি অবস্থাতে, "অহঙ্কারলয়ে"—অহঙ্কার তাহার কারণের (অজ্ঞানের) সহিত একতা প্রাপ্ত হইলে, "দেহঃ অপি" স্থূলদেহও; "অচেতনঃ" চেতনাবিযুক্ত হয়। "অপি" শব্দ প্রয়োগ করিবার কারণ এই যে তদ্দ্বারা বাহ্যবস্তু ঘটাদির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ঘটাদি যেমন সর্ব্বদাই অচেতন দেহও সেইরূপ সর্ব্বদাই অচেতন, কেননা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে চৈতন্যের ব্যভিচার ঘটে, চৈতন্য কখন থাকে, কখন থাকে না। দেহে যে চৈতন্য প্রতীত হয় তাহা চিচ্ছায়াগ্রস্ত অহঙ্কারের ব্যাপ্তিবশতঃ। সেই অহঙ্কারব্যাপ্তি নিবৃত্ত হইলে, চৈতন্যেরও বিয়োগ ঘটে, তখন লোকে সুপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। আত্মাতে যে সুষুপ্ত্যবস্থার সংযোগ ঘটে, তাহা অহঙ্কারলয়রূপ উপাধিবশতঃ—একথা বুঝাইয়া, আত্মাতে যে (স্বপ্ন, জাগ্রৎরূপ) অন্য অবস্থা ঘটে তাহাও অহঙ্কারস্থিতিরূপ উপাধিবশতঃ, স্বভাবতঃ নহে, এই কথাই বলিতেছেন "অহঙ্কৃতিবিকারোর্দ্ধঃ * * জাগর" এই শ্লোকার্দ্ধদ্বারা। ১০ ॥

এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, সকল প্রকার স্বপ্ন ও সকল প্রকার জাগরণ কি প্রকারে অহঙ্কারের বিকার হইতে উৎপন্ন হয়? এই হেতু বলিতেছেন :—

অন্তঃকরণবৃত্তিস্তু চিতিচ্ছায়ৈক্যমাগতা।
বাসনাঃ কল্পয়ত্যেষা বোধেঽক্ষৈর্বিষয়ান্‌বহিঃ ॥ ১১*

এই শ্লোকের অন্বয় এইরূপ হইবে—'চিতিচ্ছায়ৈক্যম্ আগতা তু যা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ, এষা বাসনাঃ কল্পয়তি' (স্বপ্নে সংগ্রহ করিয়া থাকে;) (যৎ) মৃষা (এব) অক্ষৈঃ (ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা) বহিঃ বিষয়ান্ কল্পয়তি। (যে অন্তঃকরণবৃত্তি চিদাভাসের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই স্বপ্নে যে ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহিরে মিথ্যা মিথ্যা বস্তু সকল কল্পনা করিয়া থাকে তাহাতে—জাগ্রৎ কালীন বাহ্য বিষয়ের—সংস্কার সকল সংগ্রহ করিয়াই সেইরূপ করে)। কথাটা এই—বাহ্য বস্তুর রূপরসাদির অনুভব হইতে যে সকল সংস্কার জন্মে, তাহাই স্বপ্নের কারণ হয়, ইহাই নিয়ম বা সিদ্ধান্ত। সেই নিয়মে যে বাহ্য বস্তুর অনুভবের কথা বলা হইল, সেই অনুভব আত্মায়) আগন্তুক; তাহাতে রূপরসাদি সকল প্রকার অনুভবের কোনটিই আত্মার ধর্ম্ম নয়। কেন না আত্মা কূটস্থ (নির্ব্বিকার)। তাহা দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনেরও ধর্ম্ম নয়, কেননা, তাহারা অচেতন বলিয়া অবধারিত আছে। তাহাদের অচেতনতা, তৎসমুদয়ে ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু দেখা যায়, সেই বিষয়ানুভব, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিলেই উৎপন্ন হয়। সেই বিষয়ানুভব উৎপন্ন হইবার কালে, কাহার ধর্ম্ম বুঝা যায় না। আর একথাও বলা চলেনা যে এই গুলি মিলিত হইলেই যখন বিষয়ানুভব দেখা যায়, তখন ইহা এইগুলির

* বে, প্র ও ব, প্র—উভয় প্রতিলিপিতেই একাদশ শ্লোকের এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু টীকাকারের পাঠ চতুর্থচরণে "মৃষাক্ষৈর্বিষয়ান্ বহিঃ" এইরূপ ছিল, টীকা হইতে জানা যায়।

(সংঘাতের) ধর্ম, কেন না যে মতবাদে সংঘাত হইতে চেতনার উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।

(শঙ্কা)। ভাল, দেহের রূপাদি আছে বলিয়া, তাহা ঘটাদির ন্যায় যেন অচেতন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল; ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সকল ভৌতিক বলিয়া, তাহাদিগকেও ভৌতিক বলিয়া জানা যায়; এবং তাহারা নিজে করণ বলিয়া, তাহাদিগকে (সাক্ষাৎ) চৈতন্যাধিষ্ঠিত বলিলে কুঠারাদি সম্বন্ধে সে কথা যেমন টিকেনা, এখানেও তাহাই হইবে (ইহা যেন মানা গেল); আর মনও যে করণ, তাহা ধর্ম্মবোধক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ সংশয়বৃত্ত্যাত্মক মনোরূপ ধর্ম্মের এক সংশয়াশ্রয়রূপ ধর্ম্মী আছে; তাহা 'আমার মন' ইত্যাদিরূপ অনুভবপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া) সেই মনও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় অচেতন বলিয়া যেন অবধারিত হইল; সেই হেতু পরিশেষে (সেই বিষয়ানুভব) আত্মারই ধর্ম্ম ইহা ত' স্বীকার করিতেই হইবে।

(সমাধান)। তদুত্তরে বলি, এরূপ বলিতে পার না। তুমি যে বিষয়ানুভবকে, কারণান্তরের পরিশেষ করিয়া, অবশেষে আত্মারই ধর্ম্ম বলিতে চাও, তাহা হইলে, যে শ্রুতিবচন আত্মাকে নির্গুণ বলিতেছে, সেই শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে। আর, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধও হয়, কেননা, বুদ্ধির লক্ষণ "অর্থপ্রকাশো বুদ্ধিঃ"। এইরূপে, (বুদ্ধিরূপ) যে জ্ঞান প্রকাশগুণবিশিষ্ট ইত্যাদিরূপে স্বীকৃত হয়, তাহার, আপনার আশ্রয় দ্রব্যের জন্ম না হইলে, জন্মই ঘটেনা; যেমন প্রদীপপ্রকাশের, আপনার আশ্রয়দ্রব্য তৈলবর্ত্তি প্রভৃতির জন্ম না হইলে, জন্মই ঘটেনা, সেইরূপ। (অর্থাৎ বিষয়ানুভবরূপ অর্থপ্রকাশ বা বুদ্ধি, জন্যপদার্থ, আত্মপ্রকাশ অজন্য)। এই কারণে বিষয়ানুভবকে বিভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সেই বিভ্রম, সত্য ও অনৃত এতদুভয়ের মিথুনীভাব বা

সঙ্গমস্বরূপ। তন্মধ্যে সত্য হইলেন চিদাত্মা, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন "তৎ সত্যং য আত্মা" (ছান্দোগ্য, উ, ৬।৯।৪ ইত্যাদি)। আর 'অনৃত' হইল মন প্রভৃতি বিকারসমূহ ; কেননা শ্রুতি বলিতেছেন "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" (ছান্দোগ্য, উ, ৬।১।৪ ইত্যাদি ৬ বার); তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, চিদাত্মায় অধ্যাস দ্বারা উৎপাদিত অহঙ্কার, চৈতন্যের ছায়া দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া চিদাভাসযুক্ত হইলে, বিষয় পর্যন্ত তাহার যে জলৌকার ন্যায় দীর্ঘীভাবরূপ বৃত্তি হয়, তাহাই বিষয়ানুভব। আর সেইরূপ বৃত্তির আশ্রয় অহঙ্কারের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া চিদাত্মা, 'প্রমাতা' সাজিয়া যেন জাগরণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কারের বিকাররূপ এই প্রকার বিষয়ানুভব, আপনার আশ্রয়ে অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অহঙ্কারেই সংস্কাররূপে বিলীন হয়। এইরূপে সকল প্রকার জাগ্রৎ সংস্কারের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া, অন্তঃকরণ নিদ্রাদি দোষদ্বারা অভিভূত হইলে, অদৃষ্ট প্রভৃতি কারণ, তখন সেই সকল সংস্কারকে সেই অন্তঃকরণে জাগাইয়া তুলে, এবং সেই একই অন্তঃকরণ গ্রাহ্য ও গ্রাহকরূপে বিবর্ত্ত প্রাপ্ত হয়,—মিথ্যারূপ ধরে। তখন সেই অন্তঃকরণের অধিষ্ঠানরূপে চিদাত্মা সেই অন্তঃকরণের অনুগত হইয়া যেন স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হন। এইরূপে অহঙ্কাররূপ উপাধিবশতঃই আত্মার জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয় ঘটে, আত্মার স্বভাববশতঃ নহে। এই আত্মা সর্ব্বদা শুদ্ধই থাকেন। এইহেতু ইহাতে কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। ১১ ॥

এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন—

মনোহঙ্কৃত্যুপাদানং লিঙ্গমেকং জড়াত্মকম্।
অবস্থাত্রয়মন্বেতি জায়তে ম্রিয়তেঽপি বা। ১২ ॥

"মনোহঙ্কৃত্যুপাদানং"—যাহা মন ও অহঙ্কারদ্বারা উপাত্ত, গৃহীত বা ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ সংস্কারের আশ্রয়স্বরূপ মন, যাহাকে 'আছে' এইরূপে

ধারণা করে এবং চিদাত্মার সহিত অভিন্নরূপে প্রতীয়মান অহঙ্কার যাহাকে 'আমি তাহাই' এইরূপ মনে করে, "লিঙ্গং"—সেই লিঙ্গশরীর, "একং"—যাহা সমষ্টি হিরণ্যগর্ভরূপে এক, "জড়াত্মকং"—অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন এবং সূক্ষ্মভূতের বিকার বলিয়া জড়স্বরূপ, অর্থাৎ ভৌতিকই —তাহা আহঙ্কারিক নহে, ইহাই তাৎপর্য্য; এইরূপ যে লিঙ্গশরীর তাহা "অবস্থাত্রয়মন্বেতি"—একই বস্তু পর্য্যায়ক্রমে তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কি প্রকারে তাহা ঘটে? তাহাই বলিতেছেন, "জায়তে ম্রিয়তেঽপি বা"—উদ্ভব ও অভিভবরূপে অনুগমন করে, যেহেতু তাহা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় জন্মে এবং সুষুপ্তিতে মরে। 'বা' শব্দদ্বারা চতুর্থ অবস্থা সূচিত হইতেছে, অর্থাৎ কোন সময়ে মূর্চ্ছানামক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ১২॥

অতএব এইরূপে নির্দ্ধারিত হইল—('তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অন্তর্গত) 'ত্বম্' পদের অর্থ জীবাত্মা, যাহা জাগ্রতাদি সকল অবস্থার সাক্ষী বলিয়া, সেই সেই অবস্থা, ও তাহাদের আশ্রয় (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির) সংঘাত হইতে ভিন্নস্বভাব, বিকারবিহীন, কূটস্থ নিত্য। এক্ষণে 'তৎ' পদের অর্থ শোধন করিবার উপক্রম করিতেছেন—"শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়াঃ" ইত্যাদি, শ্লোক দ্বারা। অভিপ্রায় এই—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ ভূতভৌতিক জগদ্রূপ একটি কার্য্য স্পষ্টতঃই রহিয়াছে, এবং কারণ বিনা সেই কার্য্যের সম্ভব হয় না। আবার, কারণ দুই প্রকার উপাদান ও নিমিত্ত। শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে বিচার করিলে, সেই দুই কারণ মায়াময় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়; তদুভয় পরমার্থ নহে, যেহেতু শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবচন— 'জগতের প্রকৃতিকে—উৎপত্তি কারণকে—মায়া বলিয়াই জানিও, এবং পরমেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়ার (সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদ অধিষ্ঠানরূপে) প্রেরয়িতা বলিয়া জানিও" (৪।১০)— পরমেশ্বরদ্বারা অধিষ্ঠিত মায়াকেই 'প্রকৃতি' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া অনাদি অজ্ঞানকেই (যাহা মায়ার নামান্তর) জগতের উপাদান কারণ

বলিতেছেন। সেই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি প্রারম্ভেই সেই "ব্রহ্ম কি প্রকার কারণ" ব্রহ্মের জগৎকারণতা উপপাদান কর (১।১) এইরূপে বিচার আরম্ভ করিয়া, "কাল, স্বভাব প্রভৃতি জগতের কারণ" এই সকল সিদ্ধান্তের বিচার পূর্ব্বক "আত্মাও সুখদুঃখের হেতুভূত পুণ্যাপুণ্যের অধীন বলিয়া জগতের কারণ হইতে পারেন না (১।২)"—এই পর্য্যন্ত দ্বারা (শ্রুতি), সেই সকলসিদ্ধান্তেরই অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। (অনন্তর তৃতীয় মন্ত্রে) "সেই ব্রহ্মবিদ্গণ জগৎকারণচিন্তনতৎপর হইয়া বিচারানুসরণ করিয়া, সেইস্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার, আপনা হইতে অপৃথক্ মায়া বা অবিদ্যা নাম্নী শক্তিকে কারণরূপে দেখিতে পাইলেন। সেই মায়া আপনার কার্য্যভূত পৃথিব্যাদির দ্বারা সংবৃত হইয়া রহিয়াছে, (অর্থাৎ কার্য্যাকারদ্বারা তাহার কারণাকার অভিভূত হইয়া রহিয়াছে) বুঝিতে পারিলেন"—এইরূপে আত্মশক্তি বা চিদাভাসযুক্ত মায়াকেই, যে কারণ বলিয়া অবধারণ করিলেন, পরিশেষে (৬।৮ মন্ত্রে) সেই মায়ারূপ ঈশ্বর শক্তিকেই ব্রহ্মের সকলপ্রকার কারণতার নির্ব্বাহিকা বলিয়া সমর্থন করিলেন। যে বচন দ্বারা সমর্থন করিলেন, তাহার অর্থ এই—"সেই আত্মার শরীর বা ইন্দ্রিয় কিছুই নাই + + + এই সর্ব্বকারণ আত্মার সর্ব্বোৎকৃষ্টা শক্তি অনেক রূপ বলিয়া (শাস্ত্র মুখে) অবগত হওয়া যায়। সেই শক্তি তাঁহার স্বভাবগত (অনাদিসিদ্ধ) জ্ঞান (বস্তুপ্রকাশিকা অবিদ্যাবৃত্তি ও অন্তঃকরণবৃত্তি) বল (প্রযত্ন) ও ক্রিয়া (ব্যাপার মাত্র)।" এই বিষয়ে আরও শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন আছে, অনুসন্ধান করিও, যথা (বৃহদা উ, ১।৪।৭) "সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত (নামরূপাকারে অনভিব্যক্ত) ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্ত্তমান ছিল।" "তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতম্" (ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৩)*

---

* এই মন্ত্রাংশের উপর সায়ণ ভাষ্যের অনুবাদঃ—
অগ্রে, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়দশায়, ভূতভৌতিক সমস্ত জগৎ তমোদ্বারা আবৃত ছিল;

সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ বা অব্যক্ত ব্রহ্মই ছিল; সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ সৎ বা বিশেষ বিশেষ নামরূপে প্রবিভক্ত, জগৎ উৎপন্ন হইল। (তৈত্তিরীয় উ, ২।৭।১)

আমি কেবল দ্রষ্টৃরূপ অধ্যক্ষ হইয়া থাকাতে, আমার মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যারূপা প্রকৃতি, এই সচরাচর জগৎ উৎপাদন করিয়া থাকে। (গীতা ৯।১০)

আর যুক্তিদ্বারাও পাওয়া যায় যে জগৎ মায়াময় বৈ অন্য কিছুই নহে; যেহেতু, সংঘাতবাদ, আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ বিচারসহ নহে। দেখ সংঘাতবাদিগণ স্বীকার করেন যে, সকল বস্তুই ক্ষণিক। ক্ষণিক বস্তুর

রাত্রিকালীন অন্ধকার যেমন সকল পদার্থকে আবরণ করিয়া রাখে, সেইরূপ অজ্ঞান, যাহা (অভাব পদার্থ নহে) ভাব পদার্থ এবং যাহার নামান্তর মায়া, আত্মতত্ত্বকে আবরণ করিয়া রাখে বলিয়া, তাহাকেই এস্থলে 'তমঃ' বলা হইয়াছে : সেই কারণস্বরূপ তমোদ্বারা নিগূঢ়-সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। সেই আচ্ছাদক তমঃ হইতে নামরূপদ্বারা জগতের যে আবির্ভাব, তাহাকেই জগতের জন্ম বলা হয়। ইহার দ্বারাই কার্য্য, যাহা কারণাবস্থায় অসৎ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা, উৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা অসদ্বাদি—(শূন্যবাদী বৌদ্ধ) গণের এবং সৎকার্য্যবাদি (সাংখ্যমতাবলম্বি) গণের মত খণ্ডিত হইল। ভাল, সেই জগদ্রূপ কার্য্য যদি কারণাত্মক অজ্ঞানেই রহিল, তবে "তখন রজঃ ছিল না," (নাসদাসীয় সূক্তে) এইরূপ নিষেধের বা অভাববোধক বাক্যের অর্থ কি? তাহাতে বলিতেছেন 'তমঃ আসীৎ,' 'তমঃ' শব্দের অর্থ ভাবরূপ অজ্ঞান, তাহাই মূলকারণ। সেই অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থ অজ্ঞানরূপই। যে হেতু সমস্ত জগৎ পূর্ব্বে তমঃ (অজ্ঞানরূপ) ছিল, এই হেতু উক্ত নিষেধ (অভাব বোধক বাক্য)। ভাল, আবরণ করে বলিয়া, সেই আবরণকারী তমঃ হইল কর্ত্তা, আর জগৎ আবৃত হয় বলিয়া জগৎ কর্ম্ম। তাহা হইলে, উভয়ের একতা কি প্রকারে ঘটে? তাহাতে বলিতেছেন—"অপ্রকেতম্"—যাহাকে প্রকৃষ্টরূপে বিশেষভাবে জানা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, যদ্যপি জগৎ ও তমঃ এতদুভয়ের যুক্তিসিদ্ধ কর্ম্মকর্তৃভাব রহিয়াছে, তথাপি ব্যবহারাবস্থায় তদুভয়কে যেমন বিস্পষ্টভাবে জানা যায়, সেই অবস্থায় সেইরূপে জানা যায় না, এই হেতু তদুভয়ের একতা বর্ণিত হইল। এই কারণেই মনুস্মৃতিতে (১।৫) আছে—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

কারণতা মানিতে হইলে, তাহাদিগকে হয় সহকারিসাপেক্ষ, না হয় সহকারিনিরপেক্ষ, বলিতে হইবে; কোন পক্ষেই তাহাদের কারণতা সিদ্ধ হয় না; কেননা যদি তাহাদিগকে সহকারিসাপেক্ষ বল, তাহা হইলে তাহাদিগকে সহকারীর প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে হইলে, তাহাদিগকে আর ক্ষণিক বলিয়া মানা চলে না; আর যদি বল তাহারা সহকারিনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যোৎপাদন করে; তবে সর্ব্বদাই কার্য্যোৎপত্তি সম্ভাবিত হইয়া পড়ে। আর একথাও বলিতে পার না, যে পূর্ব্বক্ষণ উত্তরক্ষণের উপাদানরূপে কারণ হয়, কেননা তদুভয়ের সম্বন্ধই নাই; সম্বন্ধ স্বীকার করিলে আর ক্ষণিকতা মানা চলে না। আর নিমিত্তরূপেও পূর্ব্বক্ষণ উত্তরক্ষণের কারণ হইতে পারে না, কেননা উভয়ের ক্ষণিকত্ব হেতু, উপকারক-উপকার্য্য সম্বন্ধের নিরূপণ হয় না। সেই হেতু সংঘাতবাদ বিচারসহ নহে। আরম্ভবাদও সেইরূপ; কেননা পরমাণুদ্বয়ের নিরবয়বত্বস্বীকার হেতু, নিরবয়ব দুইটি পরমাণুর সংযোগ ঘটে না; আর সংযোগ না ঘটিলে, উপচয় (বৃদ্ধিও) হয় না, এবং উপচয় না ঘটিলে, তাহাদিগকে উপদানকারণ বলা যায় না; সেই হেতু আরম্ভবাদও অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। পরিণামবাদও বিচারসহ নহে, কেননা কোন বস্তুর পূর্ব্বরূপ থাকিলে বা বিনষ্ট হইলে, (উভয় পক্ষেই) রূপান্তরের উদয় অসম্ভব। গুণত্রয়াত্মক প্রধানের (প্রকৃতির) সাম্যাবস্থা থাকিতে, তাহার পক্ষে মহদাদির কারণতা হয় না, কেননা তাহা (পূর্ব্বরূপস্থিতির) বিরুদ্ধ। আর তাহা বিনষ্ট হইলে, প্রধানরূপ কারণের নাশ হেতু, নিরাশ্রয় মহত্তত্ত্ব কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? (যদি বল) তাহা হইলেও গুণত্রয় ত' থাকিয়া যায়, সেই হেতু উক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই গুণত্রয় কি অবিকৃত থাকিয়া যায়, অথবা বিকৃত হয়? যদি বল, অবিকৃত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে, তাহারা মহত্তত্ত্বের উপাদান হইতে পারে না,

কেননা, তাহারা স্বরূপাবস্থা হইতে প্রচ্যুত হইল না। আর যদি বল, বিকৃত হয়, তাহা হইলে গুণাবস্থা নষ্ট হওয়াতে, উপাদানের অভাবে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি বিনষ্ট হইলে বা থাকিলে, পরবর্ত্তীটির উৎপত্তি ঘটে না। এই হেতু মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি, তাহা হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি ইত্যাদিরূপ প্রক্রিয়া, চতুরবুদ্ধির বিচারকৌশলের নিকট টিকে না। আরও দেখ, কারণের বিকার না ঘটাইয়া কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় নাই; আর যাহা বিকার প্রাপ্ত হয় তাহা অনিত্যই। এইরূপে জগৎ শূন্যেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। এই হেতু আর কথা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। আর, যাহা কার্য্য, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে সৎ হইতে পারে না, কেননা তাহা যদি সৎ বা সিদ্ধ বস্তুই হইল, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে নিষ্পন্ন হওয়া কথাটি বিরুদ্ধবচন হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে সেই কার্য্যকে অসৎ বলিতে পার না, কেননা যাহা অসৎ, তাহার আবার নিষ্পন্ন হওয়া কি প্রকারে সম্ভবে? কামারের কূট (নাঈ, শূর্ম, স্থূণা কিম্বা হাতুড়ি, anvil বা mallet) (সিদ্ধবস্তু বলিয়া) তাহার সমুৎপাদন নাই, কিম্বা আকাশকুসুমরূপ অত্যন্ত অসৎ বস্তুর সমুৎপাদন নাই। পরিশেষে স্বীকার করিতে হয়, কারণও মায়াত্মক, কার্য্যও মায়াময়। এই কথাই বলিতেছেন—

শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপকম্।
বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ॥ ১৩

'মায়ায়াঃ'—চিদাভাসযুক্ত মায়ার, "হি শক্তিদ্বয়ং"—দুইটি শক্তি আছে, তাহা সর্ব্বজন বিদিত; সে দুইটি কি? একটি বিক্ষেপরূপশক্তি, অপরটি আবরণরূপশক্তি, কেননা সকলেই অনুভব করিয়া থাকে 'আমি ব্রহ্ম নহি (আবরণশক্তি), 'আমি মনুষ্য (বিক্ষেপশক্তি), ইহাই তাৎপর্য্য। তন্মধ্যে বিক্ষেপশক্তির দ্বারা মায়া কি করিয়া থাকে তাহাই

বলিতেছেন—"বিক্ষেপশক্তি" ইত্যাদি শেষার্দ্ধদ্বারা। "লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ"—'লিঙ্গং' লিঙ্গশরীর সপ্তদশকলাত্মক, তাহা আদিতে অর্থাৎ প্রথম যাহার, তাহা 'লিঙ্গাদি'; "ব্রহ্মাণ্ডং"—সমষ্টিরূপ স্থূলশরীর 'অন্তে' যাহার, সেইরূপ জগৎ সৃজন করিয়া থাকে। "বিক্ষেপশক্তিঃ"—অর্থাৎ বিক্ষেপশক্তিপ্রধান অজ্ঞান। সেই কথা প্রসিদ্ধ আচার্য্য পূজ্যপাদ সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি বলিয়াছেন—(সংক্ষেপশারীরকম্ ১।২০)

আচ্ছাদ্য বিক্ষিপতি সংস্ফুরদাত্মরূপম্
জীবেশ্বরত্বজগদাকৃতিভির্মৃষৈব।
অজ্ঞান মাবরণবিভ্রমশক্তিযোগা
দাত্মত্বমাত্র বিষয়াশ্রয়তা বলেন॥ *

অজ্ঞান, (জীবত্ব ঈশ্বরত্বাদি দ্বারা) অবিশেষিত আত্মস্বরূপকে আশ্রয় ও বিষয় করিয়া, তাহারই বলে, আপনার সহজসিদ্ধ আবরক ও বিক্ষেপক শক্তিদ্বয় প্রয়োগে, সেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপকে আচ্ছাদন করিয়া, তাহাকে জীব, ঈশ্বর ও জগতের আকারে মিথ্যা মিথ্যা বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে।

---

* রামতীর্থকৃত অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা টীকা।—
শ্লোকটির এইরূপ অন্বয় হইবে:—'অজ্ঞানং' যে অজ্ঞানের স্বরূপ পূর্ব্বে ব্যখ্যাত হইয়াছে, সেই অজ্ঞান, 'সংস্ফুরৎ'—নিজ মহিমা দ্বারা স্বপ্রকাশরূপে সম্যক্ ভাসমান 'আত্মনঃ রূপং' প্রত্যগ্‌রূপ বা অন্তরাত্মার স্বরূপকে অর্থাৎ পরিপূর্ণ, অখণ্ড, অদ্বয় ব্রহ্মরূপতাকে, 'আচ্ছাদ্য'—প্রতিবদ্ধ করিয়া, সেই আত্মস্বরূপতাকেই 'জীবেশ্বরত্বজগদাকৃতিভিঃ'—ভোক্তা, নিয়ন্তা এবং ভোগ্য এইরূপ অনেকবিধ আকারে 'বিক্ষিপতি'—বিবিধ প্রকারে ক্ষেপন করে, বিকীর্ণ করিয়া দেয়; এবং সেই বিক্ষেপ এবং আবরণ, অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকৃত বলিয়া; 'মৃষৈব'—মিথ্যাই, পারমার্থিক নহে। * * * (শঙ্কা) ভাল, অজ্ঞানের এই প্রকার সামর্থ্য কি রূপে হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন "আবরণ বিভ্রমশক্তিযোগাৎ" (অজ্ঞানের) আচ্ছাদক ও বিক্ষেপক এই শক্তিদুইটি সহজসিদ্ধ বলিয়া। যেমন সম্মুখবর্ত্তী রজ্জুখণ্ড চক্ষুর সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া, নিজরূপে প্রকাশিত হইলেও, অন্ধকার তাহার নিজরূপ—রজ্জুস্বরূপতাকে—আচ্ছাদন করিয়া, সেই রজ্জুকেই সর্প, জলধারাদিরূপ অন্য অনেক প্রকার মূর্ত্তিতে বিক্ষিপ্ত

যেহেতু সৃষ্টি মায়াময়, এই হেতু (প্রতীত সর্পের) অধিষ্ঠানরূপে রজ্জু সর্পাকারে বিবর্ত্তিত হইলে, রজ্জুকে যেমন সর্পের কারণ বলা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও রজ্জুর ন্যায় কূটস্থ (নির্ব্বিকার) থাকিয়া, মায়াকে সত্তা ও প্রকাশ দিয়া, মায়ার অনুগমনমাত্র করে বলিয়া, ব্রহ্মকে কারণ বলা হইয়া থাকে। পারমার্থিকভাবে ব্রহ্মকে কারণ বলা হয় না, ইহাই বলিতেছেন :—

সৃষ্টির্নাম ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দবস্তুনি।
অব্ধুফেনাদিবৎ সর্ব্বং নামরূপপ্রসারণম্॥ ১৪

'ব্রহ্মরূপে'—অব্যাকৃত এবং কারণরূপে অনুগত পূর্ণচিৎস্বরূপে, "সৃষ্টি নাম নামরূপপ্রসারণম্"—এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। 'নাম'—বাচকশব্দ; 'রূপ'—শব্দবাচ্য আকার। বাচ্যবাচকরূপের 'প্রসারণ': প্রকটীকরণ, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রান্তির সংস্কারহেতু সেই সেই রূপে ভাসন। সেই হেতু এই জগৎ অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম হইতে (এককালেই) পৃথক্ ও অপৃথক্ বলিয়া অনির্ব্বচনীয়ই, ইহা পরমার্থ নহে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'অম্বুফেনাদিবৎ সর্ব্বম্' এই সমস্তকেই (দৃশ্যমান প্রপঞ্চকেই) জলে ফেনার ন্যায় দেখিতে হইবে। জলে যে ফেনাদি দেখা যায়

করে, বিবিধরূপে দেখায়, অজ্ঞানও নিজ সহজসিদ্ধ শক্তিবশতঃ, সেইরূপ করে, ইহাই অভিপ্রায়। (শঙ্কা) ভাল, এইরূপ হইলে ত' অজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে ব্রহ্মবাদিগণের সাংখ্যমতেই প্রবেশ ঘটিল। (সমাধান) না, সে কথা বলিতে পার না, কেন না, সেই অজ্ঞান চৈতন্যের অধীন (আশ্রিত) বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই কথাই বলিতেছেন—"আত্মত্বমাত্রবিষয়াশ্রয়তাবলেন," আত্মত্ব আত্মস্বরূপ; 'মাত্র'—কেবল তাহাই, অর্থাৎ জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব দ্বারা বিশেষিত আত্মস্বরূপতা নহে; সেই আত্মস্বরূপ আশ্রয় ও বিষয় যাহার, সেই অজ্ঞানের সেইরূপ ভাব আত্মত্বমাত্র-বিষয়াশ্রয়তা, এই মাত্রই 'বল', তদ্দারা (এইরূপে সমাসের বিগ্রহবাক্য হইবে)। আত্মাতে অধ্যস্ত বলিয়াই অজ্ঞান, আত্মসত্তা হইতে সত্তালাভ করিয়া, সেই সত্তা হইতেই এইরূপ সামর্থ্যলাভ করিয়া থাকে। এইহেতু আবরণশক্তি অজ্ঞানস্বরূপতাবশতঃ আত্মচৈতন্যের আভাস দ্বারা অনুবিদ্ধ হইল, পারদানুবিদ্ধ লৌহের (যাহা স্বর্ণরূপে প্রতীত হয়) ন্যায় বিক্ষেপ শক্তিলাভ করে, ইহাই ভাবার্থ।

তাহা জল হইতে ভিন্ন নহে, কেননা, জলকে ছাড়িয়া নিরূপিত হইতে পারে, এইরূপ স্বরূপ তাহার নাই, এবং তাহা পার্থিবাগ্নির উপশম কারক। পক্ষান্তরে সেই ফেনাদি জল হইতে অভিন্নও নহে, কেননা তাহাদিগকে পৃথগ্‌ভাবে দেখা যায় এবং তাহারা অদ্রবস্বরূপ *। আবার তাহারা জল হইতে (এককালেই) ভিন্নাভিন্ন নহে, কেননা, তদুভয় স্বরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ। এইরূপ জগৎও চিদাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, কেননা চিদ্রূপের বাহিরে তাহার স্বতন্ত্রভাবে নিরূপণ হয় না। তাহা হইতে অভিন্নও নহে, কেননা চিদাত্মা হইতে জগৎ পৃথগ্‌ভাবে প্রতীত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর, জড়, স্থূল, এবং বিবিধপ্রকার। "সচ্চিদানন্দ-বস্তুনি"—ব্রহ্মের বিশেষণ ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে। 'সৎ' বলাতে ব্রহ্মকে সদা একরূপ, এবং আগমাপায়ী প্রপঞ্চ হইতে ভিন্নস্বভাব বলা হইল। 'চিৎ' অর্থাৎ সর্ব্বদাই অলুপ্তপ্রকাশস্বরূপ বলাতে ব্রহ্মকে জড় প্রপঞ্চ হইতে ভিন্নস্বভাব বলা হইল। 'আনন্দ' শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের পরমানন্দরূপতা-কথিত হওয়ায়, ব্রহ্মের পরমপুরুষার্থরূপ প্রকটিত হইল; এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মকে তুচ্ছ দুঃখাকার প্রপঞ্চ হইতে ভিন্নস্বভাব বলা হইল। 'বস্তু'শব্দ, ব্রহ্মের কোন কালেই বাধা বা অভাব হয় না, ইহা সূচনা করিতেছে। তদ্দ্বারা ব্রহ্মকে দৃষ্টনষ্টস্বভাব স্বপ্নতুল্য জগৎ হইতে বিরুদ্ধস্বভাব বলা হইল। তাহা হইলে প্রপঞ্চ হইতে বিরুদ্ধস্বভাব ব্রহ্ম যে কার্য্যকারণরূপে, বাচ্যবাচকরূপে, এবং উপকার্য্যোপকারকরূপে সৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রতীত হন, তাহা মায়াময় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৪ ॥

* উভয় প্রতিলিপির পাঠই একরূপ যথা—"পৃথগুপলম্ভাৎ, দ্রবাত্মকত্বাচ্চ", তদনুসারে অনুবাদ হইলে 'এবং তাহারা দ্রবস্বরূপ', কিন্তু এইরূপ অর্থগ্রহণ করিলে জল হইতে ফেনাদির ভেদ পরিস্ফুট হয় না। জল fluid এবং ফেনা আপাততঃ দৃষ্টিতে nonfluid, ইহাই টীকাকারের অভিপ্রেতার্থ বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপে, মায়ার বিক্ষেপশক্তিবশতঃই, প্রপঞ্চ-বিভ্রম জন্মে, ইহা প্রতিপাদন করিলেন। এক্ষণে দেখাইতেছেন আত্মা যে সংসারী হয় অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মরূপতা বুঝিতে পারে না, মায়ার আবরণশক্তিই তাহার কারণ।

অন্তর্দৃগ্‌দৃশ্যয়োর্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
যা বৃণোত্যপরাশক্তিঃ সা সংসারস্য কারণম্॥ ১৫॥

"অন্তঃ"—ভিতরে, 'আমি' এইরূপে যে অবভাস বা ভ্রম হয়, তাহাতে "যা শক্তিঃ দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ ভেদং"—যে শক্তি আত্মার, দৃশ্য হইতে বিলক্ষণতা বা ভিন্নস্বভাবতাকে অথবা দৃশ্যের দ্রষ্টা আত্মা হইতে ভিন্নস্বভাবতাকে, "আবৃণোতি"—আবরণ করিয়া রাখে, আর "বহিঃ"—বাহিরে, (প্রপঞ্চরূপ) বিষয়ে "ব্রহ্মসর্গয়োঃ ভেদং"—পরিপূর্ণ ব্রহ্মের এবং সর্গের—যাহা সৃষ্ট হয় তাহার নাম সর্গ-প্রপঞ্চ-তদুভয়ের পরস্পর ভিন্নস্বভাবতাকে অর্থাৎ (ব্রহ্মের) সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দ-একরস-রূপতা বা (প্রপঞ্চের) তদ্বিপরীত স্বভাবকে, "আবৃণোতি"—আবরণ করিয়া রাখে, "সা অপরা"—বিক্ষেপরূপা শক্তি হইতে অন্য বা ভিন্ন সেই শক্তি, "সংসারস্য কারণং"—(আপনার ব্রহ্মস্বরূপতা না বুঝিয়া জন্ম-মৃত্যু-অনুভব রূপ) সর্ব্বজন বিদিত সংসারের কারণ হয়। স্বরূপের প্রকাশ হয় না বলিয়া, আপনাকে তদ্বিপরীতস্বভাব মনে করিয়া, লোকে স্বপ্নানুভবের ন্যায় জন্মমরণ অনুভব করে—ইহা সর্ব্বজনবিদিত বলিয়া যুক্তির অনুসন্ধানে প্রয়োজন নাই,—ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়। ১৫॥

সেই আবরণ শক্তি সংসারের কারণ, এইমাত্র বলা হইল। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সেই শক্তিবশতঃ কাহার সংসরণ (বা জন্মমৃত্যুভোগ) হয়? এই হেতু সেই সংসারীর স্বরূপ বিচার করিয়া দেখাইবার জন্য সংসারের মায়াময়ত্ব বর্ণনা করিতেছেন :—

সাক্ষিণঃ পুরতো ভাতি লিঙ্গং দেহেন সংযুতম্‌।
চিতিচ্ছায়াসমাবেশাজ্জীবঃ স্যাদ্ব্যাবহারিকঃ ॥ ১৬ ॥

'সাক্ষিণঃ'—সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তর যে জীবাত্মা রহিয়াছেন, তাঁহার 'পুরতঃ ভাতি'—অগ্রে অব্যবহিতরূপে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, সেই 'লিঙ্গং' —লিঙ্গশরীর, 'চিতিচ্ছায়াসমাবেশাৎ'—চৈতন্যের ছায়া দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, 'ব্যাবহারিকঃ জীবঃ স্যাৎ'—ব্যবহারসিদ্ধ জীব হয়, অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, আমি মনুষ্য, কাণ, বধির ইত্যাদিরূপে ব্যবহারকর্ত্তা হন। ১৬ ॥

(যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই) দ্রষ্টৃস্বরূপ আত্মায় দৃশ্যের অধ্যাস-বশতঃই জীবত্ব জন্মে, এবং সেই জীবত্বই ব্যবহারের আশ্রয়। এক্ষণে আশঙ্কা উঠিতে পারে, তাহা হইলে ত' একের (অর্থাৎ জীবের) বন্ধন, অপরের (অর্থাৎ দ্রষ্টার বা সাক্ষীর) মোক্ষ, এইরূপে বন্ধ মোক্ষের ভিন্নাশ্রয়তাদোষ ঘটে। সেই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—অনাত্ম বস্তুতে (পাঠান্তরে, অহঙ্কারের) অধ্যাসবশতঃই চিদাত্মার জীবত্ব।

অস্য জীবত্বমারোপাৎ সাক্ষিণ্যপি চ ভাসতে।
আবৃতৌ তু বিনষ্টায়াং ভেদজাতং প্রযাতি তৎ ॥ ১৭ ॥

'অস্য জীবত্বং'—পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গদেহের জীবত্ব, 'আরোপাৎ'—অধ্যাস বশতঃ 'সাক্ষিণি অপি ভাসতে'—চিদাত্মাতেও প্রতীত হয়। তাহা হইলে, সংঘাত হইতে পৃথক্‌স্বভাব সাক্ষীও, সংঘাতের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস বশতঃ সংসারী হইয়া প্রতীত হন। পরমার্থতঃ কোনও সংসারী জীব নাই—ইহাই অভিপ্রায়। আপনাকে না জানা হেতুই আত্মার বন্ধন, এই বিষয়ে অন্বয় সম্বন্ধ দেখাইয়া, ব্যতিরেক সম্বন্ধ দেখাইতেছেন—'আবৃতৌ' ইত্যাদি শেষার্দ্ধ দ্বারা। 'আবৃতৌ তু বিনষ্টায়াম্‌'—অজ্ঞানরূপ, আত্মতত্ত্বের আবরণ, বিনষ্ট হইলে, 'তৎ ভেদজাতং প্রযাতি'—পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গশরীর, জীব, সাক্ষী, এইরূপ ভেদ বা বিশেষসমূহ সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায় অর্থাৎ বাধিত হয়। ১৭ ॥

এইরূপে অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ নির্ণয়পূর্ব্বক স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন, যে, ব্রহ্ম যে সপ্রপঞ্চ বলিয়া প্রতীত হন, আবরণশক্তিপ্রধান অজ্ঞানই তাহার কারণ।

সর্গস্তুব্রহ্মণস্তদ্বদ্ভেদমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
যা শক্তিস্তদ্বশাদ্ব্রহ্ম বিকৃতত্বেন ভাসতে॥ ১৮॥

যেমন আবরণশক্তি, দৃশ্যকে দ্রষ্টা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার শক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, সেইরূপ 'যা শক্তিঃ'—যে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি, 'ব্রহ্মণঃ'—পরমাত্মা হইতে 'সর্গস্থ'—কার্য্যপ্রপঞ্চের 'ভেদং'—ব্রহ্মের সহিত সংসর্গাভাবরূপ বিশেষকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে, 'তদ্বশাৎ'—তাহার মহিমায় বা প্রভাবে, 'ব্রহ্ম বিকৃতত্বেন ভাসতে'—ব্রহ্ম সপ্রপঞ্চ বলিয়া প্রতীত হন। ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম ইত্যাদি (বাক্য ব্যবহারে), ব্রহ্ম যেন সপ্রপঞ্চ বলিয়া প্রতীত হন, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৮॥

অন্বয় সম্বন্ধের বর্ণনা করিয়া, এক্ষণে ব্যতিরেক সম্বন্ধ দেখাইতেছেন—

অত্রাপ্যাবৃতিনাশেন বিভাতি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
ভেদস্ততো বিকারঃ স্যাৎ সর্গে ন ব্রহ্মণি কচিৎ॥ ১৯

'অত্র অপি'—এই ব্রহ্মেও, 'আবৃতিনাশে—আবরণরূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, 'ব্রহ্মসর্গয়োঃ ভেদঃ'—ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের বিশেষ বা পার্থক্য, 'ন বিভাতি'—প্রতীত হয় না; এই ব্রহ্ম কারণ, এই জগৎ কার্য্য, এইরূপ যে বিশেষ বা পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা অবিদ্যাজনিত বিক্ষেপরূপ বলিয়া, অবিদ্যার নিবৃত্তিতে নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ পুনর্ব্বার প্রতীত হয় না। যেহেতু এইরূপে, অজ্ঞানই (যাহার নামান্তর অবিদ্যা, মায়া, ইত্যাদি) বিকার কল্পনা করিয়া থাকে, এই হেতু, 'সর্গে'—সৃষ্টি নিমিত্ত প্রপঞ্চ নিবন্ধন, 'কচিৎ'—কোনও কালে, 'ব্রহ্মণি ন (বিকারঃ) স্যাৎ'—ব্রহ্মে বিকার উপস্থিত হয় না। ১৯॥

এ পর্য্যন্ত যে সুসম্বদ্ধ কথাগুলি বলা হইল, তাহাদের সকলগুলির দ্বারা (বলা হইল)—'ত্বং' পদের অর্থ সাক্ষী আত্মা, তাহা সর্ব্বদাই অসঙ্গ এবং কূটস্থ; 'তৎ' পদের অর্থ ব্রহ্ম, সেইরূপই সর্ব্বদা নিষ্প্রপঞ্চ এবং কূটস্থ। সেই উভয় পদার্থে যে যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়, তাহারা মায়াময় বলিয়া, তিন কালেই পরমার্থরূপ নহে। সেই সেই বিশেষ জনিত কোনও প্রকার বিশেষ (ভেদ), আত্মবস্তুতে সম্ভাবিত হয় না;—এইরূপে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থ শোধিত হইল।

এক্ষণে তদুভয়ের একতাই মহাবাক্যের অর্থ, এই কথা বলিবার জন্য সেই উভয় পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ যথাক্রমে দুইটি শ্লোক দ্বারা উপদেশ করিতেছেন।

অস্তি ভাতি প্রিয়ংরূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যংত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্ ॥ ২০

যেমন একই দেহে এবং তাহার বহিস্থ ঘটে, অস্তি অর্থাৎ সত্তা, ভাতি অর্থাৎ স্ফুরণ, এবং প্রিয় অর্থাৎ অনুকূলবেদনীয়রূপে সুখাত্মতা, প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ, রূপ অর্থাৎ বিশিষ্ট আকার যথা (দেহে) করচরণাদির সমষ্টিরূপ, এবং (ঘটে) স্থূল বর্ত্তুলোদরাকার রূপ, এবং নাম, যথা (দেহে) শরীর, (ঘটে) ঘট, এইরূপ, 'অংশ পঞ্চকম্'—পাঁচটি অংশের সমষ্টি (প্রকাশিত হইতেছে)। তন্মধ্যে 'আদ্যং ত্রয়ং'—সত্তা, স্ফূর্ত্তি ও প্রীতি, 'ব্রহ্মরূপং'—প্রত্যগ্‌ব্রহ্মের স্বরূপ পরমার্থ; 'ততঃদ্বয়ং'—তাহাদের পরে যে দুইটি উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ নাম এবং রূপ, এই দুইটি 'জগদ্রূপং'—জগতের স্বরূপ, তাহা মায়াময়, মিথ্যা, কেননা শ্রুতি (ছান্দোগ্য উ ৬।১।৪,) বলিতেছেন তাহা 'বাচারম্ভণ' অর্থাৎ শব্দই সেই বিকারের আলম্বন, পরমার্থতঃ তদুভয় বস্তুই নহে। ইহা দ্বারা যাবতীয় বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থ ব্যাখ্যাত হইল। তাহা হইলে, এই পাঁচটি, অপৃথগ্‌ভাবে, সমষ্টিরূপে ত্বং ও তৎপদার্থের বাচ্য হইল, ইহাই সিদ্ধান্ত। ২০ ॥

এক্ষণে (ত্বং ও তৎ) এই পদদ্বয়ের বাচ্যার্থের একাংশরূপ লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়া উপদেশ করিতেছেন—

খবায়্‌গ্নিজলোর্ব্বীষু দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু।
অভিন্নাৎ সচ্চিদানন্দাদ্ভিদ্যেতে রূপনামনী ॥ ২১

"খবায়্‌গ্নিজলোর্ব্বীষু"—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি অধিভূতে, 'দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু'—দেবতা, তির্য্যগ্‌যোনি মনুষ্য প্রভৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অধ্যাত্ম (দেহ) সমূহে, 'অভিন্নাৎ সচ্চিদানন্দাৎ'—অব্যাবৃত্ত (তুল্যরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান) অধিষ্ঠানরূপ এবং সাক্ষিরূপ সচ্চিদানন্দ হইতে, 'রূপনামনী'—রূপ এবং নাম, প্রতি বিষয়ে (ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে) ভিন্ন ভিন্ন। তাহা হইলে সকল পদার্থে অনুস্যূত সচ্চিদানন্দ বস্তু, 'তৎ' ও 'ত্বম্‌' এই পদদ্বয়ের লক্ষ্যার্থ, ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) ভাল, জগতে (বাহিরে) বিবিধরূপে প্রতীয়মান সত্তা, স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ কি প্রকারে প্রত্যক্‌ (অভ্যন্তরে প্রতীত) ব্রহ্মরূপ হইতে পারে, কেননা, তাহারা 'এই' শব্দদ্বারা সূচিত বাহ্যরূপে প্রতীত হয়? (সমাধান)। বলিতেছি, (সেই বাহ্যরূপতা লইয়া) বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে সত্তা, স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ, (বাহ্য) বিষয় সমূহে কোনও মতে থাকিতে পারে না। দেখ 'ইহা সৎ' বা আছে, এইরূপে বিষয়ের বাহ্যরূপের উল্লেখ হয়; সেই স্থলে যে বস্তুটি 'ইহা আছে' এইরূপে গৃহীত হইল, তাহাই সময়ান্তরে, 'ইহা নাই' এইরূপে নাস্তিবুদ্ধির বিষয় হয়। তাহা হইলে একই বস্তুতে অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া, বিষয়ের সত্তার বা অসত্তার নিশ্চয় হয় না। যদি বল, কালভেদে উক্ত উভয় ধর্ম্মই সম্ভব হয় বলিয়া, তাহাতে দোষ হয় না; তবে বলি, তাহা হইলে, শুক্তিতে যে রজত ভ্রম হয়, সেই রজতের সত্তা ও অসত্তা উভয়ই পরমার্থরূপ হইয়া দাঁড়ায়; তাহা হইলে ভ্রম ও ভ্রমনিরাসরূপ ব্যবহার কোথাও ঘটিতে পারে না। সেই হেতু (নামরূপ রূপ) 'বিশেষ' ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্নরূপ হইতে থাকিলেও 'এই'

বলিয়া যেটী সকল বস্তুতে অব্যভিচারিভাবে সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়, তাহা একটিমাত্র ; কোনও স্থলে এবং কোনও কালে (সেই) সত্তার ব্যভিচার হয় না বলিয়া, তাহা সত্য, কিন্তু "বিশেষ" সমূহের ব্যভিচার হইতে থাকে বলিয়া, তাহারা মিথ্যা—ইহাই সিদ্ধ হয়। সেই সত্য বস্তুই সেই (প্রসিদ্ধ) ব্রহ্ম ; কেননা, শ্রুতি (ছান্দোগ্য উপ, ৬।৮।৭) বলিতেছেন "তৎসত্যং স আত্মা" সেই সৎপদার্থই সত্য ; তাহাই আত্মা। (এই 'সৎ' সংজ্ঞক আত্মদ্বারাই এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্‌ অর্থাৎ সত্তাবান্‌, সৎ ; (তদ্ভিন্ন আর অপর সংসারী আত্মা নাই)।

'এই' শব্দ দ্বারা তাহার যে বাহ্যবস্তুরূপে উল্লেখ করা হয়, তাহা বাহিরে অধ্যস্ত বিষয়ের উপরাগ (অর্থাৎ সম্বন্ধ) নিবন্ধন, ভ্রমমাত্র এবং অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত বস্তুতে, 'আমি' বলিয়া আভ্যন্তরতার অধ্যাসকে অপেক্ষা করিয়াই, সেই বাহ্যতাধ্যাসরূপ ভ্রম জন্মে। এইহেতু, উক্ত বাক্যে দোষাবহ কিছুই নাই। এইরূপে ঘটপ্রকাশ পাইতেছে, 'পটপ্রকাশ পাইতেছে,' 'ঘটপ্রিয়,' 'পটপ্রিয়,' এই সকল স্থলেও, ঘট, পট ইহারা পরস্পর ব্যাবর্ত্তক (নিষেধক) হইলেও, তত্তদ্গত প্রকাশ ও প্রিয়তা স্বভাবতঃ কোনও বিশেষের সূচক হয় না বলিয়া, ঘটপটগত পরস্পর ব্যভিচারী বিশিষ্টতার মধ্যে অব্যভিচারীভাবে বিদ্যমান, প্রকাশ ও প্রিয়তার সর্ব্বানুস্যূত কেবলসত্তারূপ ধর্ম্মের ব্যভিচার নাই বলিয়া, তদুভয়কে ব্রহ্মরূপ (বা পাঠান্তরে, ব্রহ্মাত্মরূপ) বলা যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। এইহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"জ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতেরয়, উ ৫।৩ 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' দেহেন্দ্রিয়াদি সাক্ষি 'ত্বং'পদার্থলক্ষ্য স্বরূপচৈতন্য, জগৎকারণ রূপে নিরূপিত পরব্রহ্মস্বরূপ, কেননা উপাধি বর্জ্জিত হইলে, উভয়েই নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপ। অথবা তৈত্তিরীয়, উ ২।১।১ "(সত্যং) জ্ঞানং (অনন্তং) ব্রহ্ম)।"

"আনন্দো ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয়, উ. ৩।৬।১) বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সমাধানরূপ পরমতপস্যাদ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া, ভৃগু, প্রাণ প্রভৃতিতে একে একে ব্রহ্মলক্ষণ প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন, কোনটিতে সেই লক্ষণ সমগ্রভাবে খাটে না। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আন্তর আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিলেন। (শাঙ্কর ভাষ্য) * * * সংশনকৈঃ ভৃগুঃ। তপসৈব পরং ব্রহ্ম বিজজ্ঞৌ প্রত্যগাত্মনি ॥ (সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বার্ত্তিক, ভৃগুবল্লী ৩৫।)

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহদা উ, ৩.৯ ২৮) অতঃপর, যাহা জগতের মূলকারণ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, এবং স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যও ব্রাহ্মণগণকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—স্বয়ং শ্রুতিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন—"বিজ্ঞানং" বিশিষ্টজ্ঞান স্বরূপ, তাহাই আবার আনন্দ স্বরূপও বটে, কিন্তু উহা বিষয়জ জ্ঞানের ন্যায় দুঃখমিশ্রিত নহে; তবে কিনা উহা শিব (কল্যাণময়), অনুপম, সর্ব্ববিধক্লেশসম্পর্কবর্জ্জিত, নিত্যতৃপ্ত ও একরস (একস্বভাব)। (শাঙ্করভাষ্য)।

ইহার দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ততা বা দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদরাহিত্যও সূচিত হইল, কেননা দেশ ও কাল উভয়েই জড় বলিয়া বাহ্যবস্তুর ন্যায় অধ্যস্ত এবং সেইহেতু মিথ্যা। সেইহেতু ব্যভিচারী নামরূপকে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়া, দিয়া, ব্রহ্ম ও আত্ম শব্দদ্বারা সত্তা, স্ফুরণ ও আনন্দ ভাগ লক্ষ্য করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যের অর্থ অনুসন্ধান করিতে হয়। সেই বাক্যার্থের অনুসন্ধানেও, 'তৎ'পদের দ্বারা, বাহ্যবস্তু ব্যাবৃত্ত ব্রহ্মকে সত্তারূপে লক্ষ্য করিতে হয়, এবং ত্বং পদের অর্থস্বরূপ দেহ হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত আভ্যন্তর বস্তুব্যাবৃত্ত, আত্মাকেই লক্ষ্য করিতে হয়। লক্ষণাদ্বারা এই দুই পদের ভেদ পরিহৃত হইবার পর, পদ হইতে স্ফুরণকালে, ভেদ প্রতীত হইলেও স্বরূপগত ভেদ নাই,

কেননা স্ফুরণরহিত হইলে, সত্তা জড় হইয়া পড়ে, আর সত্তাব্যাবৃত্ত স্ফুরণও অসৎ হইয়া পড়ে; আর সত্তাস্ফুরণরহিত আনন্দও দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তাহা অসম্ভবও ঘটে। এইরূপে মহাবাক্যের অখণ্ডার্থের উপলব্ধি সিদ্ধি হয় ॥ ২১ ॥

এইরূপে মহাবাক্যের যে অর্থ অবগত হওয়া গেল, তাহার দৃঢ়ত ব্যাখ্যালব্ধ অর্থস্বরূপ, অখণ্ডব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার উৎপাদনের সাধন বিশেষ, উপদেশ করিতেছেন—

উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দ বস্তুনি।
সমাধিং সর্ব্বদা কুর্য্যাদ্ধৃদয়ে বাথবা বহিঃ ॥ ২২

'নামরূপে দ্বে'—পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে প্রদর্শিত বাচ্যার্থের একাংশ-স্বরূপ নাম ও রূপ, এই দুইটিকে, 'উপেক্ষ্য'—বিচারে অবস্তু বলিয়া বাধিত হইয়া যায় বলিয়া,অর্থাৎ টিকে না বলিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া 'সচ্চিদানন্দ বস্তুনি'—(মহাবাক্যের) লক্ষ্যার্থস্বরূপ অখণ্ড,একরস,সচ্চিদানন্দস্বরূপ বস্তুতে, 'সর্ব্বদা সমাধিঃ কুর্য্যাৎ'—সর্ব্বদা সমাধি অভ্যাস করিবে। 'সমাধি' বলিতে কেবলমাত্র অখণ্ড, অদ্বয় ব্রহ্মাত্মরূপে চিত্তের যে স্থিরী ভাব, তাহাই করিবে। কোন্ স্থানে সমাধি করিতে হইবে, এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া, অভ্যাসকর্ত্তার বুদ্ধির (পাঠান্তরে, বুদ্ধির সামর্থ্যের) তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন, 'হৃদয়ে বাথবা বহিঃ'—হৃদয়ে অথবা বাহিরে ॥ ২২ ॥

এক্ষণে অন্তরে ও বাহিরে ব্রহ্মে যে সমাধি করিতে হইবে, তাহা দুই দুই প্রকারে বিভাগ করিয়া, সাতটি শ্লোকদ্বারা বর্ণনা করিতেছেন। তন্মধ্যে চারিটি শ্লোকদ্বারা হৃদয়ে-অন্তঃকরণে-যে সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে, তাহারই প্রকার ভেদ, বর্ণনা করিতেছেন :—

সবিকল্পোঽবিকল্পশ্চ সমাধির্দ্বিবিধোহৃদি।
দৃশ্যশব্দানুবেধেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা ॥ ২৩

যাহাতে জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয় এই তিন বিকল্পের সম্যগ্‌বিলয়ের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তুতে চিত্তসমাধানের নাম সবিকল্প সমাধি। যাহাতে উক্ত বিকল্প সমূহের সম্যগ্‌বিলয়ের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ পূর্ব্ববর্ণিত চিত্তসমাধানকে অবিকল্প বা নির্ব্বিকল্পক (পাঠান্তরে নির্ব্বিকল্প) সমাধি বলে। এইরূপে হৃদয়ে অভ্যাসের যোগ্য সমাধি দুই প্রকার। (শ্লোকের শেষার্দ্ধে) প্রথমোক্ত সমাধিকে আবার দুই প্রকারে বিভক্ত করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই—যাহাতে দৃশ্য অনুবিদ্ধ থাকে, তাহা এক প্রকার; এবং যাহাতে শব্দ অনুবিদ্ধ থাকে, তাহা অপর প্রকার; এইরূপে সবিকল্প সমাধি আবার দুই প্রকার।

তন্মধ্যে প্রথমটির বর্ণনা করিতেছেন :—

কামাদ্যাশ্চিত্তগাদৃশ্যাস্তৎসাক্ষিত্বেন চেতনাম্।
ধ্যায়েদ্দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ॥ ২৪

'কামাদ্যাঃ'—কামাদি চিত্তেরই বৃত্তি; 'চিত্তসাদৃশ্যাৎ'—কেননা তাহারা চিত্তের ন্যায় আবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মবিশিষ্ট, যেহেতু সচিত্তাবস্থায় তাহাদিগের প্রতীতি হয়, সুষুপ্তি অবস্থায় তাহারা থাকে না; অথবা চিত্তের ন্যায় তাহারা সর্ব্বদা দৃশ্য বলিয়া, তাহারা চিত্তেরই ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। যেহেতু তাহারা চিত্তেরই ধর্ম্ম, এইহেতু 'তৎসাক্ষিত্বেন'—তাহাদের সাক্ষিরূপে, পৃথক্ হইয়া যে চেতনা প্রকাশ পায়, 'চেতনাং'—সেই স্বপ্রকাশ চিদাত্মস্বরূপভূত চেতনাকে, 'ধ্যায়েৎ'—আলোচনা করিয়া, তাহাতে একমনা হইয়া অবস্থানরূপ যে ধ্যান, তাহাই করিবে। 'অয়ং'—এইরূপ যে ধ্যান, 'দৃশ্যানুবিদ্ধঃ নাম সবিকল্পকঃ সমাধিঃ (উচ্যতে) এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। ২৪ ॥

এইরূপে স্থূল সবিকল্প সমাধির বর্ণনা করিয়া, দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ সূক্ষ্ম সবিকল্পক সমাধি বলিতেছেন—

অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দঃ স্বপ্রভো দ্বৈতবর্জ্জিতঃ।
অস্মীতি শব্দবিদ্ধোঽয়ং সবিকল্পঃ সমাহিতঃ॥ ২৫

'অসঙ্গ'—কামাদিবৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তের সহিত সঙ্গরহিত; 'সচ্চিদানন্দঃ'—অর্থাৎ মিথ্যাজড়দুঃখসংসর্গরহিত; 'স্বপ্রভঃ'—অলুপ্তপ্রকাশস্বভাব। 'দ্বৈতবর্জ্জিতঃ'—যাহা হইতে সমস্ত দ্বৈতের অবভাস (প্রতীতি) তিরোহিত হইয়াছে, এইরূপ যে প্রত্যগাত্মা; 'অস্মি ইতি'—'তাহাই হইতেছে আমি' এইরূপে; 'শব্দানুবিদ্ধঃ অয়ং সবিকল্পঃ সমাহিতঃ'—এইরূপ চিত্তসমাধানদ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাকেই শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে। ২৫॥

এইরূপে, প্রযত্নদ্বারা (উক্ত দুই প্রকার) সমাধি সিদ্ধ হইলে, নির্ব্বিকল্পসমাধি আপনা হইতেই হইয়া থাকে। এক্ষণে তাহারই উপদেশ করিতেছেন।

স্বানুভূতিরসাবেশাদ্দৃশ্যশব্দাবুপেক্ষ্য তু।
নির্ব্বিকল্পঃ সমাধিঃ স্যান্নিবাতস্থিতদীপবৎ॥ ২৬

'স্বানুভূতিরসাবেশাৎ'—স্বানুভূতি—সচ্চিদানন্দানুভব, তাহাই রস অর্থাৎ পরমানন্দ, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন "রসো বৈ সঃ" (তৈত্তিরীয় উ, ২।৭।১) সেই ব্রহ্মই রসস্বরূপ [বিধেয়পদ 'রস' শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া, তদনুসারে ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দ, পুংলিঙ্গ 'সঃ' শব্দদ্বারা সূচিত হইয়াছে। মধুরাদি রসের ন্যায় সুখহেতু বলিয়া ব্রহ্মানন্দ (গৌণীবৃত্তিদ্বারা) রসপদ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।] তাহাতে আবেশবশতঃ অর্থাৎ চিত্ত তাহার সহিত একাকারতা প্রাপ্ত হইলে, 'দৃশ্যশব্দৌ উপেক্ষ্য'—'দৃশ্য' কামাদি বৃত্তিবিশিষ্ট মন, 'শব্দ' 'আমি হইতেছি অসঙ্গ,' ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা, এই দৃশ্য ও শব্দ উভয়কে উপেক্ষা করিয়া, অর্থাৎ অভ্যাসবশতঃ (চিত্তে) উঠিতে থাকিলেও, তদুভয়কে অনাদর করিয়া, 'নিবাতস্থিতদীপবৎ' (চিত্তস্য অবস্থানং) নির্ব্বিকল্পকসমাধিঃ স্যাৎ"—যে

স্থলে বায়ু শান্তভাবাপন্ন, সেইস্থলে অবস্থিত দীপের ন্যায়, চিত্তের যে স্থিতি, তাহাকেই নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে, এইরূপে শব্দ যোজনা করিতে হইবে। অথবা অন্বয় এই প্রকারেও হইতে পারে 'দৃশ্যশব্দৌ উপেক্ষ্য তু (পুনঃ) স্বানুভূতিরসাবেশাৎ যৎ চিত্তস্য (উক্তরূপং অবস্থানং) সঃ নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ স্যাৎ'—পক্ষান্তরে, দৃশ্য ও শব্দকে উপেক্ষা করিবার ফলে, যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমানন্দের অনুভব হয়, তন্নিবন্ধন চিত্তের যে উক্তরূপে অবস্থান হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্পক সমাধি। ২৬॥

এক্ষণে বাহ্যবস্তুকে আলম্বনস্বরূপ লইয়া, এই তিন প্রকার সমাধিই বর্ণনা করিতেছেন :—

হৃদীববাহ্যদেশেঽপি কস্মিন্ যস্মিংশ্চ বস্তুনি।
সমাধিরাদ্যঃ সন্মাত্রে নামরূপপৃথক্‌স্থিতঃ॥ ২৭

'যস্মিন কস্মিন্ চ বস্তুনি'—সূর্য্যাদি যে কোনও বস্তুতে, 'সন্মাত্রে' যাহা অব্যভিচরিতস্বরূপ সত্তামাত্র তাহাতে, যে চিত্তের সমাধান, 'সঃ সমাধিঃ আদ্যঃ'—তাহা দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্পক সমাধি। 'নামরূপপৃথক্-স্থিতঃ'—এইটি এই সমাধির বিশেষণ, ইহার অর্থ নামরূপাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল সদ্বস্তুতে অবস্থিত॥ ২৭॥

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধির কথা বলিতেছেন—

অখণ্ডৈকরসং বস্তু সচ্চিদানন্দ লক্ষণম্।
ইত্যবচ্ছিন্নচিন্তেয়ং সমাধির্মধ্যমো ভবেৎ॥ ২৮

অর্থ সহজবোধ্য।

এই বাহ্যালম্বন সমাধিতেও নির্ব্বিকল্প সমাধির বর্ণনা করিতেছেন।

স্তব্ধীভাবো রসাস্বাদাত্তৃতীয়ঃ পূর্ব্ববন্মতঃ।
এতৈঃ সমাধিভিঃ ষড়্‌ভির্নয়েৎ কালং নিরন্তরম্॥ ২৯

'এতৈঃ ষড়্‌ভিঃ সমাধিভিঃ'—এইরূপে বর্ণিত ছয় প্রকার—বাহ্যাবলম্বন (তিন প্রকার) ও হৃদয়ে অভ্যাস যোগ্য (তিন প্রকার), এই ছয়

প্রকার চিত্ত সমাধানের মধ্যে, যে কোনও একটি অবলম্বন না করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থান করিতে নাই ॥ ২৯ ॥

এইরূপে সমাধির যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিলেন, তাহার অবধি সূচনা করিবার জন্য, উক্ত সমাধির অভ্যাসে সাধক কুশলতা লাভ করিলে, যে অনায়াসলভ্য নিত্য সমাধি আসিয়া থাকে, তাহাকেই (সেই অভ্যাসের সীমারূপে) বর্ণনা করিতেছেন।

দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥ ৩০

'পরমাত্মনি বিজ্ঞাতে'—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অদ্বয়, একরস, প্রত্যক্ তত্ত্বের (আত্মস্বভাবের) সাক্ষাৎকার লাভ হইলে পর. 'দেহাভিমানে গলিতে'—সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে যে 'আমি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ' ইত্যাদিরূপ অভিমান দেহের সহিত, (কল্পিত) সম্বন্ধবশতঃ বিদ্যমান ছিল, তাহা সাপের খোলসপরিত্যাগের ন্যায় বিদূরিত হইলে, 'যত্র যত্র মনো যাতি'—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যেখানে যেখানে বিচরণ করে, সেই সেইখানে মন স্বভাবতঃ গমন করে, 'তত্র তত্র সমাধয়ঃ'—সেই সেই সকল স্থানেই, নামরূপবিকারের সহিত অনুবদ্ধ, কেবল সচ্চিদানন্দবস্তুর আকারে আকারিত চিত্তরূপ, পূর্ব্ববর্ণিত সমাধি সকলই নিরন্তর হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

এই প্রকার সাক্ষাৎকাররূপ সমাধি হইলে, যাহা হয়, তাহা মুণ্ডক-শ্রুতির (মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮) বাক্যেই পরিস্ফুট করিতেছেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৩১

'হৃদয়গ্রন্থিঃ'—অহঙ্কার নামক হৃদয়গ্রন্থি, 'ভিদ্যতে'—বিদীর্ণ হয়। তাহা বিদীর্ণ হইলে, 'সর্ব্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে'—আত্ম বিষয়ক যে সকল সন্দেহ, সেই অহঙ্কাররূপ মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সে সকল বিনষ্ট হয়। একবার বিনষ্ট হইলেও, কর্ম্মবশে আবার ইহাদের আবির্ভাব

হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিও না, কেননা, 'অস্য কর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে'— এই লব্ধসাক্ষাৎকার তত্ত্বজ্ঞের পুণ্যপাপরূপ সঞ্চিত সমস্ত কর্ম্মই স্ব স্ব ফলোৎপাদনরূপ কার্য্য না করিয়াই, বিনষ্ট হয়। জ্ঞানাবস্থায় প্রমাদ-কৃত অন্য কর্ম্মও তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না, ইহাই 'চ'কারদ্বারা অধিকন্তু সূচনা করিলেন, কিন্তু যে সকল কর্ম্মের ফল (বর্ত্তমান দেহে) আরব্ধ হইয়া গিয়াছে, ভোগদ্বারাই তাহাদের ক্ষয় হয় বুঝিতে হইবে। এই সকল ফললাভ কখন ঘটে? এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন, 'তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে (সতি),' 'পর' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা প্রভৃতি, 'অবর' শব্দের অর্থ মনুষ্যাদি, পর ও অবর (দ্বন্দ্ব সমাস) পরাবর, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক-ব্রহ্ম 'তস্মিন্ ব্রহ্মনি দৃষ্টে' সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ হইলে, অর্থাৎ প্রপঞ্চের প্রবিলাপন দ্বারা সেই ব্রহ্মকে একরস অন্তরাত্মরূপে উপলব্ধি করিলে ॥৩১॥

এইরূপে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া 'তৎ'পদের ও 'ত্বং' পদের অর্থ শোধন করিলেন; পরে মহাবাক্যের অর্থ ও তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎকার-পর্য্যন্ত সাধন ও ফলের সহিত উপদেশ করিলেন। ইহাতে শাস্ত্রের সমগ্র তাৎপর্য্যই পরিসমাপ্ত হইল। তন্মধ্যে পূর্ব্বে যে উপদেশ করিয়া-ছেন, জীবাত্মা ও ব্রহ্মের একতাই মহাবাক্যের অর্থ, তাহাতে স্থূল ও সূক্ষ্মোপাধিবিশিষ্ট চিদাভাস অর্থাৎ জীব শরীরাভ্যন্তরস্থ বস্তু, এইরূপ ভ্রম দূর করিবার জন্য ১৬শ ও ১৭শ শ্লোকে—

"যে অহঙ্কারপ্রধান প্রাণান্তঃকরণরূপ লিঙ্গশরীর স্থূলদেহের সহিত "সংযুক্ত হইয়া প্রতিভাত হয়, সেই লিঙ্গশরীরই চৈতন্যাভাস ব্যাপ্ত হইয়া "ব্যাবহারিক জীব অর্থাৎ যে আপনাকে কর্ত্তা, ভোক্তা, মনুষ্য, কাণ, বধির "ইত্যাদিরূপ মনে করে, সেই জীব হয়। সেই লিঙ্গদেহের জীবতা অধ্যাস "বশতঃ প্রত্যক্‌চৈতন্যেও প্রতীত হয়।"—

এইরূপ যে বিশেষের সূচনা করিলেন, এক্ষণে সেই বিশেষটিকে

সবিস্তর ব্যাখ্যা করিবার জন্ম, এই খিল বা পরিশিষ্ট নামক প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

অবচ্ছিন্নশ্চিদাভাসস্তৃতীয়ঃ স্বপ্নকল্পিতঃ।
বিজ্ঞেয়স্ত্রিবিধো জীবস্তত্রাদ্যঃ পারমার্থিকঃ॥ ৩২

(১) "অবচ্ছিন্ন"—ঘটাকাশাদির ন্যায় প্রাণাদিসংঘাত দ্বারা অবচ্ছিন্ন চিদাত্মা অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা, জীবের প্রথম প্রকার।

(২) "চিদাভাসঃ"—জলে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ন্যায় উপাধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, যাহা (জলের কম্পনাদির ন্যায়) উপাধিধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাই দ্বিতীয় প্রকার জীব।

(৩) "স্বপ্নকল্পিতঃ"—'আমি দেব', 'আমি মনুষ্য,' এইরূপে স্থূল সংঘাতের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিত। যেমন স্বপ্নে, (কেহ কোনও কল্পিত দেহের সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ); ইহা জীবের তৃতীয় প্রকার। এইরূপে 'আমি জীব' এই প্রকারে প্রকাশমান আত্মা, তিন প্রকার বুঝিতে হইবে। 'তত্র'—সেই তিন প্রকার জীবের মধ্যে, 'আদ্যঃ'—প্রথম প্রকারের 'অবচ্ছিন্ন' নামক জীব, 'পারমার্থিকঃ জীবঃ বিজ্ঞেয়ঃ'—এই প্রকারে শব্দ যোজনা করিতে হইবে অবচ্ছিন্ন জীবকেই পারমার্থিক জীব বলিয়া বুঝিতে হইবে॥ ৩২॥

সেই অবচ্ছিন্ন নামক জীব কি প্রকারে পারমার্থিক হইতে পারে? এই আশঙ্কায় উত্তরে বলিতেছেন—

অবচ্ছেদঃ কল্পিতঃ স্যাদবচ্ছেদ্যন্তু বাস্তবম্।
তস্মিন্‌জীবত্বমারোপাদ্‌ব্রহ্মত্বং তু স্বভাবতঃ॥ ৩৩

সেই যে চৈতন্যস্বরূপ বস্তু, যাহা নিরবয়ব, মহান্, স্বতসিদ্ধ (পরমার্থ), তাহার আবার প্রাণাদির দ্বারা অবচ্ছেদ কি? অংশযুক্ত স্তম্ভাদি বস্তুরই মূলদেশে গর্ত্তদ্বারা অবচ্ছেদ, এবং অগ্রভাগে বংশপালী প্রভৃতি দ্বারা উত্তরাচ্ছাদন হইতে পারে; কিন্তু সেই চৈতন্যস্বরূপ বস্তু নিরংশ বলিয়া

এইরূপ অবচ্ছেদ তাহার হইতেই পারে না। আবার সর্পগিলিত ভেকের যেমন সর্পদ্বারা প্রাণাদির সহিত বিয়োগরূপ অবচ্ছেদ ঘটে, সেই বস্তু পূর্ণ বলিয়া, তাহার পক্ষে সেইরূপ অবচ্ছেদ অসম্ভব; কেননা শ্রুতি সেই বস্তুকে "নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত" (শ্বেতাশ্বতর, উ, ৬।১৯) বলিয়া এবং "সেই নিরুপাধিক, পরোক্ষ, 'তৎ'পদার্থস্বরূপ ব্রহ্মকে "পূর্ণমদঃ (পূর্ণমিত্যাদি" শান্তিপাঠ) "পূর্ণ" বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। আবার মাহুত যেমন হস্তীকে নিজের ইচ্ছার অধীন করিয়া, তাহার অবচ্ছেদ করে, প্রাণাদি সেইরূপে এই বস্তুর অবচ্ছেদ করিতে পারে না, কেননা প্রাণাদি জড় বলিয়া, সেই চিদাত্মারই অধীন হওয়াতে, প্রাণাদির ঠিক বিপরীতরূপ ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়; আর শ্রুতিও বলিতেছেন,—"যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে স্বকার্য্যে পরিচালিত করেন। (বৃহদা, উ, ৩।৭।১৬), "যিনি সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া, সমস্ত ভূতকে পরিচালিত করেন" (বৃহদা উ, ৩।৭।১৫)। ইহার দ্বারা, মৃত্তিকাদি ঘটাদির কারণরূপে যেমন ঘটাদির অবচ্ছেদক হয়, সেইরূপ প্রাণাদি চিদাত্মার কারণরূপে চিদাত্মার অবচ্ছেদক হইতে পারে, এইরূপ প্রতিবাদও নিরস্ত হইল। এ বিষয়ে আর কোনও পারমার্থিক প্রকারান্তর সম্ভব হয় না; সেইহেতু চিদাত্মার অবচ্ছেদ কল্পিতই হইবে।

(শঙ্কা।) ভাল, তাহা হইলে, উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চিদাত্মাকে কেন জীব বলিয়া ব্যবহার করা হয় এবং সেইরূপ প্রতীতিও হয়?

(সমাধান।) আমরা বলিব, পরিচ্ছিন্ন উপাধি বিনা চিদাত্মাকে পৃথক্ ও সংসর্গরহিত ভাবে উপলব্ধি করা যায় না বলিয়া। যেমন রাহু স্বরূপতঃ সম্বন্ধ হইলেও, * চন্দ্রমণ্ডলের ও সূর্য্যমণ্ডলের উপরাগসম্বন্ধ ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে প্রতীত হন না, সেইরূপ চিদাত্মাও অহঙ্কারের সম্বন্ধ ব্যতীত বিশেষভাবে পরিস্ফুট হন না। অতএব বিশেষাকারে প্রতীতি, পরিচ্ছিন্ন

* দৃষ্টান্তটি বিচার সহ না হইলেও, সিদ্ধান্তের ক্ষতি হইবে না।

উপাধির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে হয় না বলিয়া, উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চিদাত্মাকে জীবরূপে ব্যবহার করা এবং সেইরূপ প্রতীতি, উভয়ই সঙ্গত হয়। এই হেতু ইহাতে দোষাবহ কিছুই নাই।

(শঙ্কা।) অবচ্ছেদ্য বস্তু ও অবচ্ছেদক বস্তু এই দুইটি থাকিলেই, তবে অবচ্ছেদের নিরূপণ হয়। এখন সেই অবচ্ছেদই যদি কল্পিত হইল, তাহা হইলে সেই অবচ্ছেদের নিজরূপক উক্ত দুইটি বস্তুই কল্পিত হইয়া পড়ে। তাহা হইলে পারমার্থিক সৎ কিছুই থাকে না। এইরূপে বৌদ্ধদিগের শূন্যমতই আসিয়া পড়ে।

(সমাধান।) এই হেতু বলিতেছেন, 'অবচ্ছেদ্যং তু বাস্তবম্'—অবচ্ছেদক প্রাণাদি উপাধি অবাস্তব বলিয়া, তৎকৃত অবচ্ছেদও অবাস্তব বটে, কিন্তু অবচ্ছেদ্য বস্তু চিদাত্মতত্ত্ব অবাস্তব নহে। দেখ, নূপুরাদি চরণালঙ্কারে যে সর্প ভ্রান্তি হয়, সেই সর্পদ্বারা চরণবেষ্টন অবাস্তব হইলেও, তদ্দ্বারা বেষ্টিত চরণ কখনও অবাস্তব হয় না। সেই কথাই বলিতেছেন—অবচ্ছেদ্য বস্তুটি কল্পিত নহে, তাহা পারমার্থিক সত্য। এই হেতু, 'সিদ্ধ হইল এই যে' এইরূপে শ্লোকের শেষার্দ্ধদ্বারা উপসংহার করিতেছেন—'তস্মিন্'—সেই বাস্তব চিদাত্মায়, "জীবত্বম্"—সংসারিত্ব, 'আরোপাৎ" —পরিচ্ছেদক-উপাধিবিষয়ক অবিবেকনিবন্ধন ভ্রমজনিত, সেই জীবত্ব প্রামাণিক নহে, ইহাই ভাবার্থ। 'স্বভাবতঃ তু ব্রহ্মত্বম্'—সেই চিদাত্মার পূর্ণতাই বাস্তব, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন জীবত্ব বাস্তব নহে। ৩৩॥

'তন্মধ্যে প্রথমটিই পারমার্থিক—এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন বলিতেছেন :—

> অবচ্ছিন্নস্য জীবস্য তাদাত্ম্যং ব্রহ্মণা সহ।
> তত্ত্বমস্যাদি বাক্যানি জগুর্নেতরজীবয়োঃ ॥ ৩৪

'তত্ত্বমস্যাদি বাক্যানি'—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য সকল, 'তৎ', 'ত্বম্' প্রভৃতি পদদ্বারা উপাধি-অবচ্ছিন্ন (ঈশ্বর ও ?) জীবের উল্লেখ করিয়া,

সেই অবচ্ছেদা চৈতন্যের অবচ্ছেদ ও অবচ্ছেদক বিশেষণ পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষণা দ্বারা, 'তৎ' পদের লক্ষ্য 'ব্রহ্মণা সহ তাদাত্ম্যং জগুঃ'—ব্রহ্মের সহিত একতা বর্ণনা করিয়াছে। 'ন (পুনঃ) ইতরজীবয়োঃ'—চিদাভাস ও স্বপ্নকল্পিত জীবের ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য বলে না, যে হেতু তদুভয় স্বরূপতঃই কল্পিত এবং সেই হেতু মিথ্যা। ৩৪ ॥

তদুভয় মিথ্যা কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেই মিথ্যাত্ব যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ করিতেছেন—

ব্রহ্মণ্যবস্থিতা মায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপকা।
আবৃত্যাখণ্ডতাং তস্মিন্ জগজ্জীবৌ প্রকল্পয়েৎ॥ ৩৫

'বিক্ষেপাবৃতিরূপকা'—বিক্ষেপ ও আবরণ দ্বারা যাহা নিরুপিত অর্থাৎ প্রকটিত হয়, সেই 'মায়া ব্রহ্মণি অবস্থিতা' মায়া ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়া, 'তস্মিন্' সেই ব্রহ্মে, 'অখণ্ডতাম্ আবৃত্য'—ব্রহ্মের স্বাভাবিক অখণ্ডতাকে আচ্ছাদন করিয়া, 'জগজ্জীবৌ প্রকল্পয়েৎ'—ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে অনেক প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকে। ৩৫ ॥

তন্মধ্যে জীবই বা কি এবং জগৎই বা কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া উত্তর দিতেছেন—

জীবো ধীস্থশ্চিদাভাসো জগৎস্যাদ্ভূতভৌতিকম্।
অনাদিকালমারভ্য মোক্ষাৎ পূর্ব্বমিদংদ্বয়ম্॥৩৬

"জীবঃ ধীস্থঃ চিদাভাসঃ"—অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত জীব হইতেছে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যভাস। যদ্যপি বিম্ব প্রতিবিম্বের বস্তুতঃ ভেদ নাই, তথাপি উপাধিগত বিশিষ্টতা দ্বারা (যেমন দর্পণরূপ উপাধির নীলতা, পীততাদির দ্বারা) প্রতিবিম্বের যে অসত্তা বা মিথ্যাত্ব (প্রতিপন্ন হয়), তাহা এবং আভাসরূপতা বিম্বের ধর্ম্ম নহে। তদুভয় উপাধির ধর্ম্মও নহে, মিলিত উভয়ের ধর্ম্মও নহে, এবং তদুভয় স্বতন্ত্রও নহে—এইরূপ স্থানান্তরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই হেতু আভাসাত্মা জীব অবিদ্যা

কল্পিত, ইহাই ভাবার্থ। 'জগৎ ভূতভৌতিকং স্যাৎ'—'ভূত' আকাশাদি, 'ভৌতিক'—স্থাবর, জঙ্গম, দেব, তির্য্যক্‌, মনুষ্যরূপ। 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ 'ভবতি' 'হয়'। অভিপ্রায় এই যে ভূতভৌতিকরূপ জগৎ ভোগ্য এবং বুদ্ধিস্থ চিদাভাস ভোক্তা, এই দুইটিই অবিদ্যাদ্বারা চিদাত্মস্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্মে প্রকটিত হয়।

(শঙ্কা।) ভাল, এই দুইটি যদি অবিদ্যাকল্পিত হইল, তাহা হইলে, শুক্তি রজতাদির ন্যায় কোনও সময়ে তদুভয়ের বাধা (অভাব) হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না, এই হেতু তদুভয় অবিদ্যাময় নহে। (সমাধান)। এই হেতু বলিতেছেন 'অনাদিকালম্ আরভ্য' ইত্যাদি। জীব ও জগৎ এই দুইটি অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, অবিদ্যা-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। তাহা হইলে, যে পর্য্যন্ত অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকারের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত জাগরণ দ্বারা যেমন স্বপ্নের বাধা হয়, সেইরূপ তদুভয়ের বাধা হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৬॥

(শঙ্কা।) ভাল, এই দুইটি যদি অনাদি ও অনন্ত অর্থাৎ আমোক্ষস্থায়ী হইল, তবে, শ্রুতি স্মৃতিতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কথা কেন? সুষুপ্তি জাগরণই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়?

(সমাধান।) এই হেতু বলিতেছেন—

চিদাভাসে স্থিতা নিদ্রা বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী।
আবৃত্য জীবজগতী পূর্ব্বং নূত্নে কল্পয়েৎ॥ ৩৭

'চিদাভাসে স্থিতা নিদ্রা'—জীবে অবস্থিত অবিদ্যা, তাহা কি প্রকার? 'বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী'—পূর্ব্ববর্ণিত বিক্ষেপাবরণরূপা, তাহা 'জীবজগতী পূর্ব্বং আবৃত্য'—তাহা জীবজগৎকে প্রথমে অর্থাৎ সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রবিলাপ বা আচ্ছাদন করিয়া, স্বাত্মসাক্ষাৎকার করিয়া আবার জাগরণ ও সৃষ্টিকালে, 'নূত্নে'—নূতনরূপে, 'কল্পয়েৎ'—

পুনর্ব্বার জীবজগদ্ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করে। এইরূপে শ্লোকের অন্বয় করিতে হইবে। চিদাভাস যখন অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত, তখন চিদাভাসকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা, যুক্তি সিদ্ধ হয় না, কিন্তু 'আমি অজ্ঞ'—এইরূপে তাহাতে অবিদ্যা স্পষ্টতরভাবে প্রতীত হয় বলিয়া, সেই প্রতীতি অনুসারে 'চিদাভাসস্থিতা নিদ্রা' এইরূপ বলা হইল, বুঝিতে হইবে। কিম্বা (প্রসঙ্গের সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ অন্যরূপেও বুঝা যায়) পূর্ব্ব শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে চিদাভাসই জীব, এবং ভূতভৌতিক-রূপ জগৎ তাহার ভোগ্য। এই দুইটি ব্যাবহারিক। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যস্থিত অনাদি অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তিদ্বারা এই দুইটি নির্ম্মিত (অর্থাৎ বাহিরে প্রতীত হয়). এবং যতদিন না মোক্ষ হয়, ততদিন উপস্থিত থাকে (প্রতীত হইতে থাকে)। আর এই শ্লোকে 'চিদাভাসস্থিতা নিদ্রা'—এই কয়েকটি শব্দদ্বারা, আবরণপ্রধান জীবাত্মগত অবিদ্যার কথাই বলা হইতেছে, তদ্দ্বারা স্বপ্নকল্পিত জীব এবং তাহার ভোগ্য জগৎ এই দুই প্রতিভাসিক বস্তু প্রতিপাদিত হইল, এইরূপে ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ৩৭ ॥

প্রশ্ন হইতে পারে, এই দুইটিকে কেন প্রাতিভাসিক বলা হইল? এই হেতু বলিতেছেন—

প্রতীতকাল এবৈতে স্থিতত্বাৎ প্রাতিভাসিকে।
নহি স্বপ্নপ্রবুদ্ধস্য পুনঃ স্বপ্নে স্থিতিস্তয়োঃ ॥ ৩৮

'এতে'—অব্যবহিত পূর্ব্বে যে দুইটির কথা বলা হইল, সেই জীব এবং জগৎ, 'প্রতীতকালে এব স্থিতত্বাৎ, প্রাতিভাসিকে'-প্রতিভাস-সময়েই থাকে বলিয়া অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বে থাকে না, বা পরে থাকে না বলিয়াই, এই দুইটিকে প্রাতিভাসিক বলে। প্রতীতকালেই এত-দুভয়ের প্রকাশ, এই যে কথাটি বলা হইল, তাহাই অনুভবোক্তিদ্বারা সমর্থন করিতেছেন—'স্বপ্নপ্রবুদ্ধস্য'—স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ বা অবস্থান্তর

প্রাপ্ত ব্যক্তির 'তয়োঃ'—পূর্ব্বদৃষ্ট সেই জীবজগতের, 'পুনঃ'—স্বপ্ন নিবৃত্তির পরবর্ত্তীকালেও, 'নহি স্বপ্নে স্থিতিঃ' (অস্তি)—স্বপ্নে অবস্থিতি থাকে না, (আবার স্বপ্নে পাওয়া যায় না), কেননা সেইরূপ অবস্থিতি দেখা যায় না। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, (জাগ্রতাদি) অন্য অবস্থায় কিম্বা অন্য স্বপ্নে, তাহার সমর্থন পাওয়া যায় না বলিয়া, অর্থাৎ কেবল প্রতীতিকালেই তাহা সিদ্ধ হয় বলিয়া, তাহাকে প্রাতিভাসিক বলে। ৩৮॥

এইরূপে জীবের তিন প্রকার বিভাগ করিয়া, তন্মধ্যে চিদাভাস ও স্বপ্নকল্পিত নামক জীব ও তদুভয়ের ভোগ্য জগৎ, ইহাদের উৎপত্তি-কারণ অনাদিঅজ্ঞানগত কার্য্যকারণাবস্থা দুইটি, দেখাইয়া, এক্ষণে তিনটি শ্লোকদ্বারা তিন প্রকার জীবের পরস্পর ভেদ, অনুভবের সাহায্যে উপপাদন করিতেছেন—

প্রাতিভাসিকজীবস্তজ্জগৎ তৎ প্রাতিভাসিকম্।
বাস্তবং মন্যতে যস্তু মিথ্যেতি ব্যবহারিকঃ॥ ৩৯

'প্রাতিভাসিকঃ (যঃ) জীবঃ (সঃ) তু তৎ প্রাতিভাসিকং জগৎ'—প্রাতিভাসিক যে জীব সে সেই স্বপ্নকল্পিত এবং শুক্তিরজতাদিরূপ প্রাতিভাসিক জগৎকে, 'বাস্তবং মন্যতে'—ইহা পরমার্থ (চরম সত্য) এইরূপ জানে—এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। 'যঃ তু (প্রাগুক্তং-জগৎ) মিথ্যা ইতি (মন্যতে, সঃ) ব্যাবহারিকঃ জীবঃ'—কিন্তু যে পূর্ব্বোক্ত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া মনে করে, সে ব্যাবহারিক জীব—এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। ৩৯॥

এইরূপে প্রাতিভাসিক জীব হইতে ব্যাবহারিক জীবের প্রভেদ বর্ণনা করিয়া, সেই ব্যাবহারিক জীব হইতে পারমার্থিক জীবের প্রভেদ বর্ণনা করিতেছেন—

ব্যাবহারিকজীবস্তু জগত্তদ্ব্যাবহারিকম্।
সত্যং প্রত্যেতি মিথ্যেতি মন্যতে পারমার্থিকঃ॥ ৪০

'যঃ তৎ ব্যাবহারিকং জগৎ'—যে সেই জাগ্রদবস্থায় অবিসম্বাদী বলিয়া গৃহীত জগৎকে, 'সত্যং প্রত্যেতি'—যথার্থ কালত্রয়দ্বারা অবাধিত, বলিয়া গ্রহণ করে, বুঝে, "সঃ তু ব্যাবহারিকঃ জীবঃ"—সে হইল ব্যাবহারিক জীব, এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। "(যঃ তু এতৎ জগৎ) মিথ্যা ইতি মন্যতে সঃ পারমার্থিক জীবঃ"—কিন্তু যে এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া মনে করে, সে পারমার্থিক জীব ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪০ ॥

এক্ষণে, পারমার্থিক জীবের পূর্ব্বোল্লিখিত (ব্যাবহারিক জীব) হইতে প্রভেদ ব্যাখ্যা করিয়া, সেই পারমার্থিক জীবেরই অদ্বয় ব্রহ্মের সহিত ঐক্যযোগ্যতা সূচনা করিতেছেন—

পারমার্থিকজীবস্ত ব্রহ্মৈকং পারমার্থিকম্।
প্রত্যেতি বীক্ষতে নান্যদ্বীক্ষতে ত্বনৃতাত্মনা ॥ ৪১

(যঃ তু) 'ব্রহ্ম এব একং পারমার্থিকং ইতি প্রত্যেতি'—কিন্তু যিনি ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য, এইরূপ উপলব্ধি করেন, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই দেখেন না, 'স তু পারমার্থিকঃ জীবঃ'—তিনিই পারমার্থিক জীব, এইরূপে অন্বয় হইবে। যদি কোনও সময়ে পরিচ্ছিন্নাকার জগৎকে দেখিয়া ফেলেন, তদা 'তু অনৃতাত্মনা বীক্ষতে' —তখনও মিথ্যা জানিয়া দেখেন; বিচার দ্বারা বাধিত হয়, এইরূপ বুঝিয়া দেখিতে থাকেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার জীবের ন্যায়, আপনার বিষয়রূপে, পরমার্থভাবে (চরম সত্য জানিয়া) দেখেন না। অভিপ্রায় এই যে, জীব যে পর্য্যন্ত, উপদেশ দ্বারা, শাস্ত্রদ্বারা, কিম্বা অনুমান দ্বারা, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিবেকজ্ঞান না লাভ করে সেই পর্য্যন্ত (দেহান্তঃকরণের) সংঘাতকে দ্রষ্টা বলিয়া এবং তাহার দৃশ্য বিষয়কে পরমার্থ সত্য বলিয়া, মনে করে। পক্ষান্তরে যে জীব, উপদেশাদির ফলে, দ্রষ্টাকে সংঘাত হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং বুঝে যে দৃষ্ট

জগৎ পরমার্থ সত্য নয়, কিন্তু তদনুস্যূত কারণাত্মায় আবির্ভূত তিরোভূত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয় এবং তাহা নির্ব্বিবাদে পারমার্থিক সত্য,—সেই জীব ব্যাবহারিক জীব। ইহা পরমার্থদর্শিগণের উক্তি। আবার যে জীব শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুভবসহিত সম্যক্ অবধারণ করিয়া বুঝেন, যে কার্য্যকারণভাব পারমার্থিক নহে কিন্তু আকাশে তলমলিনতাদির প্রতীতির ন্যায়, পূর্ণব্রহ্মে জীবত্ব ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয়, সেই জীব পারমার্থিক জীব—ইহা শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্গণের উক্তি। ৪১ ॥

(শঙ্কা)। ভাল, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জীব (চৈতন্যাশ্রিত ও) চৈতন্যবিষয়ক অবিদ্যা কল্পিত বলিয়া জড়, সেই হেতু তদুভয় কি প্রকারে জীব হইতে পারে? কেননা, জীব জীবাত্মা বলিয়াই প্রসিদ্ধ, যে হেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"অনেন জীবেনাত্মনানু প্রবিশ্য"—(ছান্দোগ্য, উ, ৬।৩।২,৩) সেই এই সৎস্বরূপ দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন যে বেশ, আমি এই জীবাত্মরূপে, উক্ত তেজঃ জল ও পৃথিবী ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (বাচক শব্দ ও বিশেষ বিশেষ আকৃতি) ব্যক্ত করিব।

(সমাধান)। এই আশঙ্কা দৃষ্টান্তদ্বারা দূর করিবার উদ্দেশ্যে, দৃষ্টান্ত দিতেছেন—

> মাধুর্য্যদ্রব শৈত্যাদিজলধর্ম্মাস্তরঙ্গকে।
> অনুগম্যাপি তন্নিষ্ঠে ফেনে প্যনুগতা যথা॥ ৪২

দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই, জলের স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলি, জলের বিশেষ বিশেষ অবস্থাতেও যেমন জলের অনুগমন করে অর্থাৎ থাকিয়া যায়, (সেইরূপ)। ৪২

এক্ষণে দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন—

> সাক্ষিস্থাঃ সচ্চিদানন্দাঃ সম্বন্ধা ব্যাবহারিকে।
> তদ্দ্বারেণানুগচ্ছন্তি তথৈব প্রাতিভাসিকে॥ ৪৩

'সাক্ষী'—শব্দদ্বারা জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মকেই সূচনা করা অভিপ্রেত। সচ্চিদানন্দ তাঁহার স্বভাবভূতই। সেই সচ্চিদানন্দকে তাঁহার ধর্ম্মরূপে কল্পনা করিয়া, আরোপক্রমে বলা হইতেছে "সাক্ষিস্থাঃ সচ্চিদানন্দাঃ"-সাক্ষিস্থিত সচ্চিদানন্দ। সেই ধর্ম্ম সকল ব্যাবহারিক জীবে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীররূপ উপাধিকে অবলম্বন করিয়া, ইহলোকে পরলোকে গমনাগমনরূপ ব্যবহার বিশিষ্ট বলিয়া পরিকল্পিত জীবে সম্বদ্ধ হয়। ভাবার্থ এই যে, তরঙ্গ যেমন জলেরই অবস্থান্তর, সেইরূপ ব্যাবহারিক জীব পরমচিদাত্মারই অবস্থান্তর। সেই হেতু, ব্যাবহারিক জীবের সেই পরমচিদাত্ম-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। 'তদ্দ্বারেণ'—সেই ব্যাবহারিক জীব দ্বারা, 'প্রাতিভাসিকে অনুগচ্ছন্তি'—প্রতিভাসিক জীবেও সচ্চিদানন্দ অনুগমন করিয়া থাকে। লিঙ্গশরীর দ্বারা স্থূল শরীররূপ উপাধিতে আত্মভাব বা আমি বুদ্ধি হয়; সেই হেতু 'আমি কৃশ' ইত্যাদি রূপে অভিমানকারী প্রাতিভাসিক জীবেও, ফেনে শৈত্যাদি ধর্ম্মের ন্যায়, সচ্চিদানন্দ অনুগমন করিয়া থাকে। ৪৩

এইরূপে আত্মধর্ম্মের অধ্যারোপ বুঝাইয়া, কি প্রকারে আত্মধর্ম্মের অপবাদ করিতে হয়, তাহাই বুঝাইতেছেন,—

প্রাতিভাসিকজীবস্য লয়েস্থাব্যাবহারিকে।
তল্লয়ে সচ্চিদানন্দাঃ পর্য্যবস্যন্তি সাক্ষিণি ॥ ৪৪
ইতি—শঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বাক্যসুধা সমাপ্তা।

প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক জীব, যথাক্রমে সুষুপ্তি ও মোক্ষে, লীন হইয়া গেলে, তদ্গত সচ্চিদানন্দ, 'সাক্ষী' শব্দদ্বারা যে ব্রহ্মরূপ জীবাত্মার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতেই পর্য্যবসন্ন হয়; ফেন ও তরঙ্গের লয় হইলে, তদ্গত শৈত্যাদি ধর্ম্ম, যেরূপ সমুদ্রেই পর্য্যবসন্ন হয়, কারণ তাহারা অন্যত্র নাই, সেইরূপ। ইহাই ভাবার্থ।

ইতি—আনন্দজ্ঞানবিরচিত বাক্যসুধা টীকা সমাপ্ত হইল।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
ঘ	৩	ঘাক্যসুধা	বাক্যসুধা
ঙ	২৪	শঙ্করাচার্য্য	† শঙ্করাচার্য্য।
৩	৬	বুদ্ধানুসারে	বুদ্ধ্যনুসারে।
	১৯	বিধুধ্যতে	বিবুধ্যতে।
১৯	৫	কারণ স্বরূপ	করণস্বরূপ।
২০	১৩	ভপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ	তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ।
২৪	১	নৈসর্গিকোইয়মিতি	নৈসর্গিকোহংমিতি।
২৫	২৩	অন্তদষ্টৈব	অন্তদৃষ্ট্যৈব।
২৭	১	জনিত তাপযুক্ত থাকিলেও তখন তাপরহিত হন।	
	৬	সূক্ষ্ম	সূক্ষ্ম২১
২৮	১৮	পঞ্চীকরণম্	পঞ্চীকরণম্।২২
৩০	১	অন্তরকরণ	অন্তঃকরণ।
৩২	৪	একটিমাত্র	একটিমাত্র বস্তু তাহা জড় স্বরূপ।
	৯	তাহাই	তাহারই।
৪৫	৯	প্রকার রূপ বিকার	প্রকার বিকার।
৫৬	৯	পুরুষখ্যাতি	পুরুষখ্যাতি ৩০
৫৯	২	স্বরূপস্থিতিঃরস্মৃতা	স্বরূপস্থিতিঃস্মৃতা *
ঐ	২০	টীকায়	*. টীকায়।
৬২		সর্ব্ববাপী	সর্ব্বব্যাপী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৬২	২১	ব্যথ্যা	ব্যাখ্যা।
৬৩	৬	ভাবনা করে।	ভাবনা কর।
৬৬	১২	বস্ত্ত (অনাত্ম)	অনাত্ম বস্ত্ত।
৮২	৮	অধ্যস্থ	অধ্যস্ত।
৮৪	১০	তন্নির্ম্মিস্ত	তন্নির্ম্মিত।
৮৯	১৮	পুনস্থিতি	পুনঃস্থিতি।
৯৪	৯, ১০	এক্ষণে (ব্যাবহারিক) জীব ও জগৎকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিয়া	এক্ষণে যে প্রাতিভাসিক জীব ও জগৎকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিলেন।
৯৮	২	দ্রব্যাদ্যাঃ	দ্রবাদ্যাঃ।
১১২	২০	শুদ্ধ ও সত্ত্বগুণের	শুদ্ধ সত্ত্বগুণের।
১৩৫	৫	নিস্পন্দ	নিঃস্পন্দ।
১৫৯	১৪	শুভাসংস্কার	শুভসংস্কার
২০৮	২৫	দষ্টান্তটি	দৃষ্টান্তটি।

রত্নপিটক গ্রন্থাবলী।

প্রবর্ত্তক—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মল্লিক,

কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত বেদান্তসাহিত্যে, এমন অনেক রত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে যাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গভাষাভাষীর নিকট অবিদিত; তাহাদের ব্যবহার ও উপভোগ ত দূরের কথা। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ধর্ম্মমূলক জাতীয়জীবনকে নূতন করিয়া গড়িবার প্রয়াস সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে; তাহাতে বিস্তৃতভাবে বেদান্তাদি শাস্ত্রের চর্চ্চা যে সবিশেষ উপযোগী, তদ্বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল লোকেরই মতৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কারণে, পুণ্যক্ষেত্র কাশীধাম হইতে "রত্নপিটক গ্রন্থাবলী" নামে এক শ্রেণীর শাস্ত্রীয়গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, এবং বহুগবেষণাপূর্ণ, বঙ্গভাষায় বিরচিত টীকাটিপ্পণী সহ ব্যাখ্যার প্রচার করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। তন্মধ্যে **বিদ্যারণ্যমুনি বিরচিত "জীবন্মুক্তি বিবেক" প্রথম রত্ন** রূপে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ এবং শাস্ত্রান্তর হইতে সমুদ্ধৃত সহস্রাধিক প্রমাণের মূলসহ টীকা ভাষ্যাদির অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির সমালোচনায় গত ১৩৩৩ সালের ৫ই ফাল্গুনের "আনন্দ বাজার" পত্রিকা বলিতেছেন:—"বহুদিন পরে এইরূপ একখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ দেখিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইলাম। এতদিন পরে গীতা ও বাসিষ্ঠ রামায়ণ কি প্রকারে সাধকের ব্যবহারে আসিতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রাচীনগণের বহু চিন্তাপ্রসূত ফল বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের সমক্ষে অর্পিত হইল। * * * * * আধুনিক প্রণালীতে এইরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যান বঙ্গসাহিত্যে নূতন। * * * * আমরা এই 'জীবন্মুক্তিবিবেকের' সটীক বঙ্গানুবাদের বহুল প্রচার কামনা করি," ইত্যাদি।

১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসের "উদ্বোধন" বলিতেছেন:—

"সংস্কৃতানভিজ্ঞ জ্ঞান পিপাসুদের নিকট এই গ্রন্থ পূর্ব্বে অতি দুর্ল্লভ ছিল। বর্ত্তমানে ইহার অনুবাদের দ্বারা সে অভাব অনেকটা দূর হইবে। * * অতএব আশা করি এই গ্রন্থ বাঙ্গালী সমাজে যথেষ্ট আদৃত হইবে" ইত্যাদি।

৪৬০ পৃষ্ঠা, রেশমী কাপড়ে বাধান; মূল্য ৩৲ তিনটাকা মাত্র; ভিঃ পিঃ যোগে ডাকমাশুল ।৶৹ ছয় আনা। কাশীধাম, ১৮ নং কামাখ্যা লেনে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রাপ্তব্য।

দ্বিতীয় রত্ন—বিদ্যারণ্যগুরু **"ভারতী তীর্থ"** বিরচিত **"দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক"** [জ্ঞানমার্গে (কেবল বিচার দ্বারা) সমাধিসাধনা] মূল, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ এবং ব্রহ্মানন্দভারতীবিরচিত টীকানুবাদ সহ। মূল্য ১।৹ এক টাকা চারি আনা ডাকমাশুল পৃথক। ঐ ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

তৃতীয় রত্ন—নরহরি প্রণীত **"বোধসার"** [বেদান্তের সরস অনুভূতি] মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গালায় টীকা ও ব্যাখ্যা সহ। (যন্ত্রস্থ)

চতুর্থ রত্ন—বিদ্যারণ্যবিরচিত টীকার বঙ্গানুবাদ সহ **আচার্য্য শঙ্করের "অপরোক্ষানুভূতি"**—মূল; অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ।

পঞ্চম রত্ন—বিদ্যারণ্য বিরচিত **"অনুভূতি প্রকাশ"** মূল ও বঙ্গানুবাদ, টীকা টিপ্পনী সহ।

ষষ্ঠরত্ন—রামকৃষ্ণ বিরচিত টীকার বঙ্গানুবাদ সহ, বিদ্যারণ্য ও ভারতী তীর্থ বিরচিত **পঞ্চদশী**।

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যাঁহারা ঘরে বসিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামের বেদান্তসুরভি আঘ্রাণ করিতে চান এবং আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণের পদরজঃ শিরে ধারণ করিতে চান, তাঁহারা আবেদন করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

"রত্নপিটক" গ্রন্থাবলী।

১৮ নং কামাখ্যা লেন। সিটি বেনারস।